সাংবাদিকতা

আর রাজী

www.pathagar.com

সাংবাদিকতা

আর রাজী

ভাষাচিত্র

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাংবাদিকতা

আর রাজী

প্রকাশক
খন্দকার মনিরুল ইসলাম
ভাষাচিত্র ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১১০০
মুঠোফোন : ০১৯৬৭ ৪০৪০৪০, ০১৬১১ ৩২৪৬৪৪
প্রথম প্রকাশ মে ২০১৬
স্বত্ব এবং ও
প্রচ্ছদ সব্যসাচী হাজরা
মুদ্রণ টিমওয়ার্ক
মূল্য ৬০০ টাকা

SANGBADIKOTA a book of journalism by Ar Raji
First Published : May 2016
Published by BHASHACHITRA
38/4 Banglabazar, 3rd Floor, Dhaka 1100
Cell : 01967 404040, 01611 324 644

E-mail : bhashachitra@gmail.com

PRICE : TK 600 US $ 40

ISBN : 978-984-90874-9-6

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ড. সাখাওয়াত আলী খান

আমাদের সাংবাদিকতা শিক্ষার পথিকৃৎ গুরু

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নিবেদন

সাংবাদিকতা নিয়ে অনেক বই আছে বাজারে, আরও একটি যোগ হলো। সম্ভবত এই ধরনের বইয়ের চাহিদা আছে, নইলে প্রকাশক এমন বই করার ঝুঁকি নেবেন কেন? এখন যেটা দাঁড়াল, 'সাংবাদিকতা' আর 'সাংবাদিকতা : দ্বিতীয় পাঠ' আমার দু'টি বই-ই প্রকাশিত হলো *ভাষাচিত্র* থেকে। সাংবাদিকতা বিষয়ের পাঠকদের কিছুটা সুবিধা হবে হয়তো।

যুগটা ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতার। অনেক কিছুই বদলে গেছে। কিন্তু সব কিছু বদলে যায়নি। যায় না। সাংবাদিকতার মূলত সে 'না বদলে যাওয়া বিষয়গুলো' নিয়েই এই বই। যারা ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতায় আসতে চান, তাদেরও প্রয়োজন রয়েছে সাংবাদিকতার সেই 'না বদলে যাওয়া বিষয়গুলো' ভালো করে জানার। শুরু থেকে শুরু করাটা সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার জন্য জরুরি। অনেক বড় হতে চাইলে ভিত্তিমূলটা শক্ত হওয়া চাই-ই চাই। এই বইটি সেই বুনিয়াদ নির্মাণে সাহস যোগাতে পারে।

নতুন কিছু হয়তো এতে নেই কিন্তু নতুনভাবে বলা আছে অনেক কিছুই। বইটি সাংবাদিকতার অ, আ, ক, খ নিয়ে ভাবতে, চিন্তা করতে সহায়তা করতে পারে। তবে এ কথাও জানিয়ে রাখা দরকার, এক যুগেরও বেশি আগে তৈরি এই বইয়ের অনেক ভাষ্য ও ভাবনার সঙ্গে আমার বর্তমান চিন্তার ব্যবধানও বিস্তর। এখনকার চিন্তাগুলো গুছিয়ে উঠতে পারলেই আমি নতুন গ্রন্থ নিয়ে পাঠকের দরবারে হাজির হব।

আমার অপব্যবহৃত 'লেখাগুলো' পুনরুদ্ধার করে চমৎকার নতুন মোড়কে বন্দি করেছেন ভাষাচিত্রের খন্দকার সোহেল। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল।

আর রাজী
যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পা ঠ সূ চি

প্রথম অধ্যায়

সাংবাদিকতা কী	১৩
বার্তালোক ও সমাজ	১৮
বার্তালোক নিয়ে চার তত্ত্ব	২৪
সাংবাদিকতা পেশা	৩১
সাংবাদিকের গুণাবলি	৩৭
এক নজরে সাংবাদিকদের গুণাবলি	৪৩
তরুণ সাংবাদিকদের জন্য পরামর্শ	৪৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংবাদিকতা আর সংবাদপত্র	৪৬
পরিপ্রেক্ষিত : বাংলাদেশের সাংবাদিকতা	৬৩
বাংলাদেশে সাংবাদিকতা	৭১
আজকের বাংলাদেশ	৭৫
সাংবাদিকতা : ইতিহাসের ঘটনাক্রম	৮৪

তৃতীয় অধ্যায়

সংবাদপত্রের আধেয়	৯৬
সংবাদপত্র অফিসের বিবরণ	১০১
সংবাদ চ্যানেল	১২৪
সংবাদ উৎস ও সংবাদ সূত্র	১৩০
সংবাদ : উৎস থেকে পাঠক	১৩৩

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

সংবাদ কী	১৩৫
সংবাদ উপাদান	১৪১
সংবাদ-মূল্য নির্ণায়ক	১৫১
সংবাদের বিশেষত্ব	১৫৭
সংবাদ চেতনা ও সংবাদ নাক	১৬১
সংবাদ রসায়ন	১৬৩
সংবাদ উৎস ও সংবাদ সূত্র	১৬৫

পঞ্চম অধ্যায়

নানা রকমের সংবাদ	১৬৯
সাংবাদিকতার রকমফের	১৮০
বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা	১৮০
হলুদ সাংবাদিকতা	১৮১
উন্নয়ন সাংবাদিকতা	১৮২
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা	১৮৩
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার গুরুত্ব	১৯২
এ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতা	১৯৩
নতুন সাংবাদিকতা	১৯৪
সূক্ষ্ম সাংবাদিকতা বা প্রিসিসন জার্নালিজম	১৯৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংবাদ সংগ্রহের হাতিয়ার : সাক্ষাৎকার	১৯৭
সাক্ষাৎকারের প্রকারভেদ	২০০
সাক্ষাৎকার : কার্যোদ্ধারে চাই কৌশল	২০৬
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর প্রস্তুতি	২১০
সাক্ষাৎকার চলাকালে সাংবাদিক	২১১
অস্বীকৃতি : সতর্ক থাকুন সর্বক্ষণ	২১২
সাক্ষাৎকার ও সাবধানতা	২১৩
সাক্ষাৎকার থেকে প্রতিবেদন লেখা	২১৪
সাক্ষাৎকার গ্রহীতার জন্য কিছু পরামর্শ	২১৬

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

সংবাদ-সূচনা	২১৯
সংবাদ-সূচনা লেখা	২২৭
সরল সংবাদ-সূচনা	২২৭
সংবাদ-সূচনা ও ষড় 'ক'	২৩০
জটিল সংবাদ-সূচনা	২৩৬
বিশেষ বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা	২৩৯
সংবাদ-মূল্য নির্ণায়কের ওপর জোর প্রদান	২৪২
নানা নামের সংবাদ-সূচনা	২৪৪
পরামর্শ : সংবাদ-সূচনা কীভাবে লিখবেন	২৪৬
সংবাদ-সূচনা পরীক্ষা করা	২৪৭

অষ্টম অধ্যায়

সংবাদ কাঠামো	২৪৯
মৌলিক কাঠামো	২৫০
সংবাদ কাঠামোর রকমফের	২৫৪
উল্টোপিরামিড কাঠামো	২৫৪
উল্টোপিরামিড কাঠামো : কেন টিকে আছে আজও	২৫৫
উল্টোপিরামিড কাঠামোর বিকল্পসমূহ	২৫৭

নবম অধ্যায়

সংবাদ উপস্থাপন শৈলী	২৬৯
ফিচার কী	২৭৭
মানবিক আবেদনঋদ্ধ স্টোরি	২৮১
অন্যান্য ফিচার স্টোরি	২৮৩
ফিচারের বিষয়	২৮৪
ফিচার কীভাবে লিখবেন	২৮৬
মানবিক আবেদনঋদ্ধ স্টোরি লেখা	২৮৭

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

কুৎসা কী?	২৯০
কুৎসা এড়ানোর উপায়	২৯৩
মানহানি : রক্ষা পাওয়ার চার পন্থা	২৯৬
সাংবাদিকতায় নৈতিকতা	৩০৩
সাংবাদিকের শপথনামা	৩০৭
ব্যক্তির একান্ততা ও সাংবাদিক	৩১৫

একাদশ অধ্যায়

সরল প্রতিবেদন তৈরির কলাকৌশল	৩১৯
অসুস্থতা, মৃত্যু ও শোক সংবাদ	৩২১
অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনার সংবাদ	৩২৭
সাধারণ অপরাধ সংবাদ	৩৩১
আত্মহত্যার সংবাদ	৩৩৭
ফলোআপ	৩৩৯

দ্বাদশ অধ্যায়

সম্পাদনা প্রক্রিয়া	৩৪৩
সহ-সম্পাদকের গুণাবলি	৩৫৩
সম্পাদনা কৌশল	৩৫৬
সাংবাদিকতার পরিভাষা	৩৫৮

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয়

সাংবাদিকতা কী, বার্তালোক ও সমাজ, বার্তালোক নিয়ে চার তত্ত্ব, সাংবাদিকতা পেশা, কীভাবে শুরু করবেন, কী পাবেন, সাংবাদিকের গুণাবলি।

সাংবাদিকতা কী?

সাংবাদিকতার অর্থ সাম্প্রতিক সময়ের বাংলা অভিধানগুলোয় বলা হয়েছে, 'সাংবাদিকের কাজ'। 'সাংবাদিক' ও তার 'কাজ' সম্পর্কে জানা না থাকলে সাংবাদিকতা কী, তা বোঝার জন্য অভিধান যথেষ্ট নয়। শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখেও খুব একটা সুবিধে হবে না, কারণ সাংবাদিকতা শব্দটির আগমন সংস্কৃত (সাংবাদিক=সংবাদ+ইক) শব্দ থেকে হলেও বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতা (সংবাদকুশলতা) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ইংরেজি *Journalism* শব্দের অনুবাদকৃত প্রতিশব্দ হিসেবে। সুতরাং 'সাংবাদিকতা'কে যতটুকু না বোঝা যায় তার নিজের পরিচয়ে, তার চেয়ে বেশি বোঝা সম্ভব হয় সাংবাদিকতার ইংরেজি 'জার্নালিজম' শব্দটির ব্যবচ্ছেদে। এ সত্যকে জেনে ও মেনে নিয়েই আমরা শুরুতে চেষ্টা করেছি 'জার্নালিজম'-এর সহায়তা ছাড়া সাংবাদিকতাকে বোঝার।

আগেই জেনেছি 'সাংবাদিকতা হচ্ছে সাংবাদিকের কাজ', এটুকু জানা সাংবাদিকতাকে পরিষ্কার করে বুঝতে সাহায্য করে না, কারণ এখনও আমাদের জানতে বাকি 'সাংবাদিক' কে এবং তার 'কাজ' কী? এই দুই প্রশ্নের জবাব পেলেই আমরা 'সাংবাদিকতা' কী তা কিছুটা বুঝতে সক্ষম হব বলে আশা করা যায়। এ প্রসঙ্গে অভিধানগুলোর বক্তব্য প্রায় এরকম : 'তিনিই হচ্ছেন সাংবাদিক, যিনি সংবাদপত্র; ম্যাগাজিন, রেডিও, টেলিভিশনের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করে লিখেন।' সাংবাদিকের কাজ হচ্ছে সংবাদ সংগ্রহ ও লেখা। এবার প্রশ্ন আসে, তাহলে 'সংবাদ' কী? মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান-এর সংকলিত 'যথাশব্দ' নামে যে ভাব-অভিধানটি আছে তাতে 'সংবাদ' শব্দটির ভাবার্থ

www.pathagar.com

হিসেবে দেওয়া আছে বেশ কিছু সমার্থক শব্দ, সেগুলো হচ্ছে : 'খবর/নিউজ/খবরাখবর/বার্তা/উদ্দেশ্য/সমাচার/সন্দেশ/বৃত্তান্ত/বিবরণ। কাগজের, পেপারের খবর। বেতারবার্তা রেডিওর খবর টিভিনিউজ টিভির খবর। তথ্য।' এই সমার্থক শব্দগুলোর সাহায্যে 'সংবাদ'কে সাধারণভাবে নিশ্চয় শনাক্ত করা যায়। এই 'সংবাদ' শব্দটি থেকেই এসেছে 'সাংবাদিক' বিশেষণটি এবং সাংবাদিক হচ্ছেন তিনি, যিনি সংবাদ সংগ্রহ করে পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও-টিভির জন্য লেখেন, আর সাংবাদিকের এই সব কাজকেই বলা হয় সাংবাদিকতা।

সাংবাদিকতা'র ওপরের পরিচয়টি বেশ একটু সংকীর্ণ হয়ে গেল, কারণ সংবাদ যারা সংগ্রহ করেন তাদেরকেও যেমন আমরা সাংবাদিক বলি, আবার যারা সংবাদ সম্পাদনার কাজ করেন তারাও পৃথিবীর সর্বত্র সাংবাদিক হিসেবেই পরিচিত। এই দিকটি মাথায় রেখেই সম্ভবত 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান' বলছে, সাংবাদিক হচ্ছে সেই ব্যক্তি 'যে সংবাদপত্রের বার্তা বা সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করে।' এই সংজ্ঞার সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি সংবাদপত্রের বার্তা এবং সম্পাদকীয় বিভাগের কাজগুলোর সমন্বিত রূপ হচ্ছে সাংবাদিকতা। এখন পাঠকের যদি পরিচয় থাকে সংবাদপত্রের বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগের কাজের সাথে, তাহলে তিনি সেসব কাজকেই সাংবাদিকতা বলে বুঝে নিতে পারেন।

অন্যদিকে, ইংরেজি *Journalism* শব্দটি তৈরি হয়েছে *Journal* শব্দটির সাথে *ism* যোগে। একসময় দৈনিক সংবাদপত্র এবং অন্যান্য সাময়িকীকে বলা হতো 'জার্নাল', আর এই 'জার্নালে'র সাথে-*ism* যোগ হয়েছে *the action or process of doing something* বোঝাতে। সুতরাং 'জার্নাল' প্রকাশ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কাজগুলোকেই ইংরেজিতে বলা হয়েছে 'জার্নালিজম'। কিন্তু আজ আর দৈনিক সংবাদপত্র কিংবা সাময়িকীর ছাপানো কাগজের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ নেই সাংবাদিকতা, ছাপা মাধ্যমের গণ্ডি অতিক্রম করে রেডিও-টেলিভিশন-ইন্টারনেটের কল্পগল্পময় জগতে ব্যাপ্ত হয়েছে তা এবং সে কারণে জার্নালিজম শব্দটির অর্থের ঘটেছে বিস্তার, বৃদ্ধি পেয়েছে তার গভীরতা। মনে হতে পারে, এই দিকটি মাথায় রেখেই David Wainwright[১] তাঁর *Journalism Made Simple* বইতে 'What is journalism' শীর্ষক আলোচনা শুরু করেছেন এভাবে: সাংবাদিকতা কী? সাংবাদিকতা হচ্ছে তথ্য। যোগাযোগ। অল্প কথায়, শব্দে,

---

[১] Wainright David: M.A. (Oxon), Journalism Made Simple, W. H. Allen & Co. Ltd, 1972, পৃষ্ঠা ১।

www.pathagar.com

ছবিতে পরিশ্রুত সারাদিনের ঘটনা। সারাক্ষণ নতুন কী ঘটছে জানতে আগ্রহী একটি বিশ্বের মানুষী-কৌতূহল মেটাতে মেশিনের সাহায্যে প্রক্রিয়াকৃত ঘটনা।

এ বিশ্বের মানুষের নতুন কিছু জানার আগ্রহ খুব বেশি। সেই আগ্রহ পূরণের জন্য সারাদিনের ঘটনাগুলো শোধন করে অল্প কিছু শব্দ, কথা বা ছবির মাধ্যমে যন্ত্রের সাহায্যে তুলে ধরাই সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতা হচ্ছে যোগাযোগ; গ্রাহকের অগ্রাধিকার অনুসরণ করে তথ্য জ্ঞাপন করা হচ্ছে সাংবাদিকতার মূল কথা।

B. N. Ahuja[১] তাঁর *Theory and Practice of Journalism* বইতে সাংবাদিকতাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলছেন অনেকটা এভাবে–

সাংবাদিকতা সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সেই অংশ, যা সমাজে সংবাদ আর মতামত ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

Spencer Grump[২] তাঁর *Fundamentals of Journalism* বইয়ের একেবারে প্রথম অনুচ্ছেদে সাংবাদিকতা সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছেন তা সাংবাদিকতা কী সে সম্পর্কে বেশ একটু ভালো ধারণা পেতে সাহায্য করতে পারে। তিনি লিখছেন অনেকটা এভাবে :

সাংবাদিকতার রোমাঞ্চকর দুনিয়া তার সাংবাদিকদের নিয়ে যায় প্রতিনিয়ত ঘটমান ঘটনার মাঝে, ইতিহাস সৃষ্টিকারী মানুষগুলোর সান্নিধ্যে। বস্তুত, সব মানুষের সব কাজই সাংবাদিকতার আওতাভুক্ত, মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে মোকাবিলা করতে করতেই সাংবাদিকতা এগিয়ে যায়। শব্দ আর ছবির সাহায্য নিয়ে করা রিপোর্টিং থেকে সম্পাদনা, সংবাদপত্র থেকে টেলিভিশন সবই সাংবাদিকতার অন্তর্গত। সাংবাদিকরা হচ্ছে জনগণের চোখ, কান ও ঔৎসুক্য। সাংবাদিকদের দৃষ্টিভঙ্গি এমনই বড় হওয়া আবশ্যক যেন তারা বহু বিচিত্র কর্মক্ষেত্রের ঘটনা তুলে ধরতে পারেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগে, একে অন্যের সঙ্গে বোঝাপড়ায় সাংবাদিকতার অতুলনীয় অবদানের কারণেই সাংবাদিকতাকে সমাজ বসিয়েছে তার শ্রদ্ধার আসনটিতে।

এবার বোধ হয় বেশ একটু পরিষ্কার ধারণা হয়েছে সাংবাদিকতা সম্পর্কে, তারপরও আরও দু'একটি সংজ্ঞার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

> Journalism is seen as the main or side profession of the people concerned with the gathering, sighting,

---

[১] Ahuja. B. N. : Theory and Practice of Journalism (1979). Surjeet Publications, Delhi. পৃষ্ঠা ১।

[২] Grump, Spencer : Fundamentals of Journalism, পৃষ্ঠা ১।

www.pathagar.com

> evaluating and spreading of news or commenting on current affairs (Koszyk and Pruys 1976, 146)[১]

সংজ্ঞাটিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সাংবাদিকতা একটি পেশা; হতে পারে তা কারও প্রধান বা পার্শ্ব পেশা। লক্ষযোগ্য যে, এ পেশার জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব-কর্তব্যের বিশেষত্বই অন্যান্য পেশা থেকে তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। কিন্তু সাংবাদিকতার কাজগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে উপর্যুক্ত সংজ্ঞাটিও নিজেকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। খবর আর মতামতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সাংবাদিকতার অন্তর্ভুক্ত হলো, তাহলে বিনোদনের জগৎ নিয়ে যে বিশাল আয়োজন থাকে আজকালকার সংবাদপত্র, সাময়িকী, রেডিও-টেলিভিশন-ইন্টারনেটে, সেসব কি সাংবাদিকতার আওতায় আসে না? প্রসঙ্গটি মাথায় রেখে W. Donsbach (১৯৮৭) বলছেন :

> a journalist is someone involved in shaping the content of mass-medial output, be it gathering, evaluation, sighting, processing or disseminating news, comment or entertainment.[২]

যাই হোক, ছোট্ট করে সাংবাদিকতার একটি সংজ্ঞা যদি দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তাহলে বলতে হবে, সাংবাদিকতা হচ্ছে গণমাধ্যমের বিভিন্ন পণ্য, যেমন– সংবাদ, মতামত বা বিনোদনী উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ।

সমাজ বিজ্ঞানের আর সব প্রত্যয়ের সংজ্ঞার মতোই সাংবাদিকতার সংজ্ঞাও বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বা সমাজে সাংবাদিকদের প্রায় সবার আগমন মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে হলেও সাংবাদিকতার দুনিয়ায় সাংবাদিকরা সমগোত্রীয় কোনো শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নন, আর এ কারণে সাংবাদিকতার ধারণাটিও বিশ্বব্যাপী কোনো সমরূপতা লাভ করেনি। দৈনিক সংবাদপত্র, সাপ্তাহিকী, রেডিও, টিভি বা ইন্টারনেট– কোথায় ও কী পদে বা ক্ষমতায় একজন ব্যক্তি আছেন অনেক সময় সেসবের ওপরেই নির্ভর করে তার এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির সাংবাদিকতার ধারণাটি। যেমন– আমাদের দেশে ক্যামেরা নিয়ে যিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন সাধারণ মানুষের কাছে তিনি সাংবাদিক হিসেবে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য, আবার সহ-সম্পাদকরা সাধারণ্যে নিজেদের সাংবাদিক পরিচয় দিতে বোধ করেন অস্বাচ্ছন্দ্য। একটু খেয়াল করলেই তো

---

[১] Kunczik, Michael, Concepts of Journalism North and South, Friedrich-Ebert-Stiftung, 1988, পৃষ্ঠা ১১।

[২] Kunczik, Michael, Concepts of Journalism North and South, Friedrich-Ebert-Stiftung, 1988, পৃষ্ঠা ১১।

www.pathagar.com

দেখা যাবে, স্থানীয় প্রতিবেদক, সহ-সম্পাদক, সম্পাদক, সংবাদ-চিত্রগ্রাহক, এজেন্সি সাংবাদিক, বিদেশ প্রতিনিধি, প্রধান সম্পাদক অথবা প্রেস স্পোকস-পার্সন সবাই সাংবাদিক কিন্তু তাদের কাজের মধ্যে আছে বিস্তর ব্যবধান। প্রতিটি ব্যক্তিই সাংবাদিকতার যে সংজ্ঞা দেবেন বা দেন তাতে নিজের সম্পাদিত কাজটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব থেকে যায়, ফলে সাংবাদিকতার সমরূপ, পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হয়ে ওঠে দুরূহ।

আমরা জানি যে, সাংবাদিকতা একটি পেশা কিন্তু অন্য সব পেশার সাথে সাংবাদিকতার শুরুতেই যে পার্থক্য তা হচ্ছে– চিকিৎসা, ওকালতি বা শিক্ষকতা কিংবা অন্য আর কোনো ব্যবহারিক পেশার মতো সাংবাদিকতা একেবারে শুধুই বই পড়ে কিংবা শ্রেণিকক্ষে হাজিরা দিয়ে পুরোপুরি শিখে নেয়া যায় না। সাংবাদিকতার বই পাঠে জানা যেতে পারে এই পেশার বৈশিষ্ট্য, জানা যেতে পারে কীভাবে কিছু কিছু সমস্যা সহজভাবে অতিক্রম করা যায় কিংবা জানা যেতে পারে সাংবাদিকতার সাধারণ কিছু কলাকৌশল সম্পর্কে। কিন্তু সাংবাদিকতার কারুকলা, সাংবাদিকতার রহস্য জানার উপায় আছে একটিই, তা হচ্ছে সাংবাদিকতা পেশায় ঢুকে যাওয়া, সম্ভবত সবচেয়ে ভালো; কোনো না· কোনো ধরনের সংবাদমাধ্যমে কাজ করা। তবে সব সময়ই সাংবাদিকতায় আসা নবীনদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষক বা মেন্টোর হচ্ছেন তাদের প্রবীণ সহকর্মী– এখানেই সাংবাদিকতা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং এ কারণেই যদি না সমানুভূতি দিয়ে বোঝার ক্ষমতা থাকে, তাহলে বই পড়ে বোঝার উপায় নেই সাংবাদিকতা কী।

www.pathagar.com

বার্তালোক ও সমাজ

লিখিত আর উচ্চারিত শব্দের যে 'প্রেস পরিমণ্ডল' আধুনিক সমাজে তা দখল করে আছে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মানুষের প্রয়োজন পূরণে মানুষকে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত তথ্য জানিয়ে চলেছে প্রেস এবং এই পরিসেবা সাফল্যের সাথে অব্যাহতভাবে সরবরাহ করতে পারার কারণেই সাম্প্রতিক সময়ে গণযোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে তা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন মানুষের জীবনকে যেমন স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে তুলেছে তেমনি করে তুলেছে জটিল এবং অফুরন্ত সম্ভাবনাময় বিকল্প-সমৃদ্ধ। ফলে সর্বক্ষণ মানুষকে সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ সম্পর্কে জানতে ও জানাতে হচ্ছে। এর আগে আর কখনো এত অল্প সময়ে এত বেশি তথ্য পাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি মানুষ এবং তা পাওয়ার উপায়ও তার হাতে ছিল না। আজ যখন প্রয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে তথ্যের এবং উপায় আবিস্কৃত হয়েছে প্রয়োজন পূরণের, তখন সীমাহীন তথ্যসমূহ থেকে চাহিদা আর গুরুত্বের নিরিখে তথ্য বাছাই করে সেসব মানুষকে সরবরাহ করাও বিবেচিত হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে।

একটি জটিল, গতিশীল ইলেকট্রনিক বিশ্বসমাজের প্রয়োজন পূরণে যেমন এগিয়ে এসেছে প্রেস তেমনি সমাজ প্রেসকে দিয়েছে নানান রকম ছাড় ও সুবিধা, তার টিকে থাকার জন্য দিয়েছে প্রয়োজনীয় অর্থ। সমাজের প্রয়োজনে সমাজের গর্ভে জন্ম নিয়েছিল যে প্রেস, তাকে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নুলো প্রসারিত করার সুযোগ সমাজ দিয়েছে নিজের স্বার্থেই, সমাজের সে স্বার্থ অব্যাহত আছে বলেই আজ বার্তালোক হয়ে উঠেছে তার প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারণকারী মাধ্যম। সমাজই তাকে টিকিয়ে রাখা ও বিকশিত করার জন্য রাষ্ট্র, ধর্ম আর সরকারের সাথে লড়াই করেছে অসংখ্যবার। সে লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর অসংখ্য দেশে কায়েম হয়েছে বা হতে চলেছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা।

আমরা সকলেই বুঝি যে, আমাদের কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রজনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাষ্ট্রজনকে নিরপেক্ষভাবে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য জানানোর

www.pathagar.com

কর্মযজ্ঞে বার্তালোকের দায়িত্ব অতুলনীয়। একটি গণতান্ত্রিক সমাজের সাফল্য নির্ভর করে সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত জনগণের যথাযথ সিদ্ধান্তের উপরে, কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রজনই অপ্রত্যক্ষভাবে দেশ শাসন করে। আর গণতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্যার্জনে প্রয়োজন হয় যথাযথ প্রার্থী বা ইস্যু সম্পর্কে রাষ্ট্রজনকে অবহিত রাখতে বার্তালোককে ব্যবহার করার। গণতান্ত্রিক সমাজে দলীয় রাজনীতির প্রভাবশূন্য খবর এবং সংকীর্ণতামুক্ত মতামতসমৃদ্ধ সংবাদমাধ্যম তাই জনগণের জন্য মহান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বটে।

গণতান্ত্রিক সমাজের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র যে রাষ্ট্রজন, সেই রাষ্ট্রজনকে সর্বক্ষণ অবহিত রাখার কর্মযজ্ঞে বার্তালোক প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা পালন করে বলেই তাকে গণতান্ত্রিক সমাজের *ফোর্থ ইস্টেইট* নামে অভিহিত করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষের দিকে ব্রিটেনের সংসদ বার্তালোকের সদস্যদের এই অনানুষ্ঠানিক স্বীকৃতিটুকু দেয় এটি বিবেচনায় রেখে যে, সংবাদপত্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে এবং জনগণের মতামত গঠনে বার্তালোকের আছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অন্য যে তিনটি *ইস্টেইট* বা 'সামাজিক বিভাগ' ব্রিটিশ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করত বলে একসময় ধরে নেওয়া হয়েছিল সেগুলো হলো : ক্লার্জি, নোবেলিটি ও কমনার্স।

সে দিনের মতো আজও সংবাদপত্রকে *ফোর্থ ইস্টেইট* নামে অভিহত করার সঙ্গত কারণ বিদ্যমান আছে এবং এখন বিশ্বের, সম্ভবত, সব গণতান্ত্রিক দেশেই সংবাদমাধ্যম *ফোর্থ ইস্টেইট*-এর কাজটি করে। সরকারের আইন, বিচার আর নির্বাহী বিভাগের সাথে সাথে একটি গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা কার্যকর রাখার প্রক্রিয়ায় বার্তালোক পালন করে অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। দিনে দিনে সরকারের কর্মকাণ্ড যত বাড়ছে, যত জটিল হচ্ছে, ততই সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছে সরকারের কোনো একটি ছোট্ট কর্মকাণ্ডকেও বার্তালোকের সাহায্য ও ব্যাখ্যা ছাড়া সহজভাবে বুঝে ওঠা এবং সে সম্পর্কে তার রায় জানানো।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেমন বার্তালোক পালন করতে পারে জনগণের বন্ধু বা পথপ্রদর্শকের ভূমিকা তেমনি একটি স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে সে হয়ে উঠতে পারে স্বৈরশাসকের শিকল, যা বেঁধে ফেলে জনগণের জানার ইচ্ছেকেই। সত্যকে জানানোর বদলে তখন গণমাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয় মিথ্যার বিচ্ছুরণে। হিটলার কিংবা পৃথিবীর অন্য সব স্বৈরশাসক তাদের স্বৈরশাসনকে চিরস্থায়ী করার বাসনায় সবার প্রথম নিয়ন্ত্রণ করেছে বার্তালোককে। বিশ্ববাসী দেখেছে নিয়ন্ত্রিত প্রেস মানেই মিথ্যা আর প্ররোচনায়

www.pathagar.com

লিপ্ত এক অশরীরী দানবকে। কিন্তু বার্তালোক শুরু থেকেই বুঝে এসেছে ঐ নিয়ন্ত্রণবাদী স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে। দুই কদম এগিয়েছে আবার পিছিয়েছে এক কদম এবং বার্তালোক এভাবেই এগিয়ে চলেছে দেশে দেশে। বার্তালোকের সে যুদ্ধে তার পাশে থেকেছে মানুষ– সেই মানুষ, যে কামনা করেছে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অন্তরে উপলব্ধি করেছে একটি অবাধ, স্বাধীন ও মুক্ত বার্তালোকের প্রয়োজনীয়তা।

এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, প্রতিটি সমাজেই এবং সমাজ বিকাশের প্রতিটি পর্বেই বার্তালোকের স্বাধীনতা খর্ব বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকে। কারণ, প্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বান্দ্বিকতায় প্রেস-পরিমণ্ডলের অনেকেই প্রতিনিধিত্ব করে পরিবর্তনের এবং অবশ্যই কথা বলে বঞ্চিত জনগণের হয়ে, যা প্রেস-নিয়ন্ত্রণকারী প্রবল পক্ষের বা ক্ষমতাসীনদের টিকে থাকার প্রচেষ্টার প্রতি হুমকি হিসেবে কাজ করে। এরকম একটি সংক্ষুব্ধ অবস্থায় বার্তালোককে প্রগতির পক্ষে সক্রিয় থাকতে হলে হতে হয় জনগণের বন্ধু, নিজের সবরকম কর্মকাণ্ডে নিশ্চিত করতে হয় জনগণের সমর্থন। কিন্তু এই সমর্থন রাষ্ট্রজন তখনই দ্বিধাহীনভাবে ব্যক্ত করে যখন সে উপলব্ধি করতে পারে একান্ত তার স্বার্থেই বার্তালোক অব্যাহত রেখেছে সংগ্রাম।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্রকে আবার ব্যবসা করতে হয় এমন এক অবাধ ও মুক্ত প্রতিযোগিতার জগতে, যে জগতে যেকোনো সময় যে কেউ প্রবেশ করতে পারে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে। সুতরাং সব সময় একটি সংবাদপত্রকে সতর্ক থাকতে হয় তার বাজার বিষয়ে, রক্ষা করতে হয় তার প্রতি পাঠকের আস্থা ও শ্রদ্ধা, ধরে রাখতে হয় পুরনো পাঠককে, নইলে প্রতিযোগিতার বন্ধুর পথ থেকে ছিটকে পড়া হয়ে ওঠে অনিবার্য।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে আমরা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বার্তালোকের আইনগত ও নৈতিক অবস্থান নির্ধারণ করতে পারি। রাষ্ট্রজনকে অবহিত রাখার জন্য যেমন জনগণের কাছে বার্তালোক দায়বদ্ধ তেমনি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সংবিধানও স্বীকৃতি দিয়েছে বার্তালোকের স্বাধীনতার, যে স্বাধীনতা না থাকলে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা বজায় রাখা এবং তথ্য সংগ্রহ করে তা বিক্রয়ের ব্যবসা অব্যাহত রাখা হতো প্রায় অসম্ভব। আবার যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তি উদ্যোক্তারাই বার্তালোকের পরিচালক এবং সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ তাদের উপরে নেই, এবং যেহেতু এর অর্থনৈতিক ভাগ্য একেবারেই জনগণের হাতে ন্যস্ত, সেদিক থেকে একে নিরেট ব্যক্তি মালিকানাধীন চরম স্বাধীন ব্যবসা হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ রয়ে যায়। কিন্তু একদিকে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং অন্যদিকে সার্বভৌম জনগণের দেওয়া

www.pathagar.com

অধিকারের আওতায় জনগণের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনার আইনগত সুরক্ষা– এই দুই কারণে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বার্তালোকের আইনগত ও নৈতিক অবস্থান একটি কোয়াশি পাবলিক বা প্রায়-লোক প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়।

যাই হোক, সমাজে বার্তালোক একটি বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেও সাংবাদিকদের পেশাগত মর্যাদা নিয়ে বিতর্কের অবসান আজও হয়নি। এ তর্কের অবসান না হওয়ার বিষয়টিও বার্তালোকের সঙ্গে সমাজের জটিল, বহুমাত্রিক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে অনেকখানি প্রতিবিম্বিত করে। সাংবাদিকতা চর্চাকারীদের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, যা পরিসেবাটির একটি স্বতন্ত্র পেশাদারি মর্যাদা দাবি করে কিন্তু আইনগত বা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না থাকার কারণে সাংবাদিকরা সাধারণ্যে আজও পেশাজীবী হিসেবে পরিগণিত হন না। অন্যান্য স্বীকৃত পেশার মতো সাংবাদিকরাও জনসেবার মহান দায়িত্ব পালন করেন, যা অবশ্যই দাবি করে সম্মান। বৃহত্তর অর্থে সাংবাদিকরা শিক্ষকও বটে। অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা কোনো একটি আইন বাতিল, সংস্কার বা সংযোজনের স্থপতি। এক অর্থে তারা পথপ্রদর্শক, তারা তথ্য-প্রমাণের সাহায্যে নৈতিকতার আদর্শ তুলে ধরে পথ দেখান। সরকারি অফিস আর প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর দক্ষ পরিচালনার ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা জনমানুষের অভিভাবক। সাংবাদিকরা এমন ক্ষমতাপ্রাপ্ত যার মাধ্যমে তারা কারও মান-সম্মান বৃদ্ধি করতে পারেন আবার কমিয়েও দিতে পারেন। অন্য আর কোনো পেশাই সাংবাদিকদের মতো এত অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ লোকসেবা (পাবলিক সার্ভিস) দেয় না কিংবা পালন করে না এতসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, কিন্তু তারপরও সাংবাদিকতা পেশা হিসেবে পায় না যথাযথ স্বীকৃতি।

যথাযথ স্বাকৃতি না পাওয়ার একটি কারণ হতে পারে এই যে, অন্যান্য স্বীকৃত পেশার সাথে বহুলাংশে মিল থাকলেও সাংবাদিকতা লাইসেন্সি পেশা নয়। চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক কিংবা অন্যান্য অনেককেই কাজ করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হয় কিংবা সংগ্রহ করতে হয় সনদ। লাইসেন্স পেতে হলে তাদেরকে হয় একটি একাডেমিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে এগুতে হয় কিংবা উত্তীর্ণ হতে হয় নির্ধারিত পরীক্ষায়। দোষী বা অযোগ্য বিবেচিত হলে এদের লাইসেন্স বাতিল করার অধিকারও আবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। পেশার মান বজায় রাখার জন্য এবং সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে লোকসাধারণকে রক্ষা করার স্বার্থে অযোগ্যদের লাইসেন্স বাতিল করার ব্যবস্থাও রাষ্ট্রজন অনুমোদন করেছে। যদিও বাস্তবতা হচ্ছে এর মাঝেও অযোগ্য এবং দুর্নীতিপরায়ণরা তাদের কাজ চালিয়ে যায় এবং খুব কম পেশাজীবীই তাদের লাইসেন্স নিয়মিত নবায়িত করেন, ফলে পেশার মান বজায় রাখার বিষয়টি খুবই

www.pathagar.com

অনিশ্চিত। সুতরাং পেশাগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে লাইসেন্স ব্যবস্থা কোনো চূড়ান্ত সুরক্ষা নয়। কিন্তু তারপরও সত্য হচ্ছে সাংবাদিকতা লাইসেন্সি পেশা নয়। আর সাংবাদিকতা পেশা হিসেবে স্বীকৃত না হওয়ার এটি একটি কারণ বলে অনেকেই মনে করেন। যদিও সাংবাদিকরা সব সময়ই এই যুক্তিকে অগ্রহণযোগ্য বলেই দাবি করেন।

ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা বলে, সাংবাদিকদের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারি নিয়ন্ত্রণেরই একটি উপায় হয়ে ওঠে। স্বৈরাচারী, অগণতান্ত্রিক বা অসৎ সরকার তার লাইসেন্স সরবরাহকারী সংস্থার লোকদের মাধ্যমে তার অপছন্দের মানুষকে লাইসেন্স না-ও দিতে পারে বা তার লাইসেন্স নবায়ন না-ও করতে পারে। এরকম লাইসেন্স-প্রথার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা হুমকির মুখে চলে যেতে পারে বার্তালোকের স্বাধীনতা।

সাংবাদিকতার পণ্ডিতরা বলেন, সাংবাদিকদের পেশাগত মানের উৎকর্ষ লাইসেন্স বা আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কখনোই বৃদ্ধি করা বা বজায় রাখা সম্ভব নয়, এটি অর্জন করা সম্ভব কেবল সাংবাদিকদের স্বেচ্ছা প্রচেষ্টার মাধ্যমেই। সাংবাদিকতায় প্রবেশের জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সনদ প্রয়োজন হয় না বটে, তবে নিয়োগদাতারা এখন সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে এবং একইসাথে বিভিন্ন একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রতিভাধর ব্যক্তিদের এই পেশায় আগমনের সুযোগ যেকোনো পর্যায়েই থাকছে অবারিত। উচ্চশিক্ষিত ও বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের যোগ্য ব্যক্তিদের এ পেশায় প্রবেশের সুযোগজাত প্রতিযোগিতা পেশার মান উন্নয়নের জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা হিসেবে চালু আছে, সুতরাং পৃথক কোনো পরীক্ষা গ্রহণ এর জন্য প্রয়োজন হয় না।

সাংবাদিকদের পেশাগত নীতিমালাও আইন করে তৈরি হয়নি। এ ক্ষেত্রেও সাংবাদিকরা নিজেরাই তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্যে কিংবা প্রেস কাউন্সিলের মাধ্যমে নির্ধারিত নীতিমালা স্বেচ্ছায় অনুসরণ করে পেশার মান সমুন্নত রাখার ও উন্নত করার চেষ্টা করেন। চেষ্টা করেন, বিবেচনা দিয়ে বা বিবেকের আলো দিয়ে নীতির দিকটির সমাধান করে এগুতে। তারপরও এমন সাংবাদিক অবশ্যই আছে যারা কোনো নীতির তোয়াক্কা তো করেই না, বরং সাধারণ নীতি-নৈতিকতা বর্জন করে নিজের স্বার্থ এবং সুবিধা আদায়ের জন্য সাংবাদিকতার পরিচয় এবং সাংবাদিকতাকে ব্যবহার করে। অন্যান্য স্বীকৃত পেশার মানুষও এমন অপচর্চা করে এবং পৃথিবীর কোথাও আইন-কানুন এসব একেবারে রুখে দিতে পারেনি, সুতরাং শুধু সাংবাদিকরা অপকর্মকারীদের কর্মকাণ্ডের দায় বহন করবেন কেন? বরং সাংবাদিকরা তাদের পেশার যে অনন্যতার দিকে জোর দেন

www.pathagar.com

তা হচ্ছে, একটি সংবাদমাধ্যমকে টিকে থাকতে হয় জনগণের সমর্থনের উপরে নির্ভর করে এবং লোকসাধারণ তাদের পকেটের টাকা প্রতিদিন ভোরে হকারের হাতে তুলে দিয়ে ব্যক্ত করেন তাদের সমর্থন। সাংবাদিকরা তাদের পেশাগত মান বজায় রাখতে সক্ষম হন বলেই পাঠক-দর্শক-শ্রোতার এই সমর্থন অব্যাহত থাকে, যদি তারা কাঙ্ক্ষিত পেশাগত মান বজায় রাখতে ব্যর্থ হন তাহলে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাহৃত হয় সেই সমর্থন অর্থাৎ পাঠক বন্ধ করে দেয় ঐ সংবাদমাধ্যম ব্যবহার করা।

বাংলাদেশে অনেক অপকর্মের মতো অপসাংবাদিকতাকে রুখার জন্যও পৃথক কোনো আইন নেই, তবে প্রেস কাউন্সিল- যেটি একটি *কোয়াসি জুডিশিয়ারি* প্রতিষ্ঠান, সংবাদক্ষেত্রের অপকর্মের নালিশ সেখানে জানানো যায় এবং শুনানিতে অপরাধ প্রমাণিত হলে কাউন্সিল সংবাদপত্রকে সতর্ক করে দেয়, প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করে।

এ বিশ্বে 'জার্নালিজ রিভিউ' ধরনের বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা বের হয়। কিছু কিছু জাতীয় গণমাধ্যমও বার্তালোক নিয়ে নানান ধরনের সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উন্নত দেশগুলোর বিভিন্ন একাডেমিক প্রতিষ্ঠানও মিডিয়া-আধেয়র চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করে, মিডিয়া নিয়ে নানান গবেষণার ফলাফল নিয়ে নিয়মিত জনসম্মুখে হাজির হয়। এভাবে সংবাদমাধ্যমের এক ধরনের মনিটরিং চলে, যা সাংবাদিকতা পেশার মানোন্নয়ন ও মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। কিন্তু আমাদের দেশে 'কাকের মাংস কাকে খায় না' গোছের একটি ব্যাপার হয়তো রয়েছে। ব্যক্তিগত ঝগড়া-ঝাঁটি না থাকলে কোনো সংবাদ-প্রতিষ্ঠানই অন্য সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের আধেয় নিয়ে সমালোচনা করে না। আর নিজ প্রতিষ্ঠানের কোনো সমালোচনা থাকতে পারে বলে সংবাদ-প্রতিষ্ঠানগুলো সম্ভবত মনেই করে না। অন্যদিকে আমাদের বিদ্যায়তনের সঙ্গে সংবাদ-প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। যেটুকু আছে তা-ও কেবল প্রচার-প্রত্যাশী পণ্ডিতদের সঙ্গেই, এরা সংবাদমাধ্যমের সমালোচনা করা থেকে সব সময় দূরে থাকেন পাছে সমালোচনা করায় যদি তাদের প্রচার ব্যাহত হয়! এ কারণে, বার্তালোকের কর্মীদের পেশাগত মান নিশ্চিত করতে লাইসেন্সি ব্যবস্থা না থাকলেও তাকে সমালোচনার মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত করার যে রীতি বিশ্বে চালু রয়েছে তা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না। তবে বাংলাদেশে সাংবাদিকতার কিছু ক্ষেত্রে ফৌজদারি দণ্ডবিধির কয়েকটি ধারার প্রয়োগ হয়। এই আইনি বিধি-নিষেধ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই সাংবাদিকতার মানকে সমুন্নত রাখতে সহায়তা করে কিন্তু পেশা হিসেবে মর্যাদার আসনে আসীন হওয়ার জন্য তা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট নয়।

www.pathagar.com

বার্তালোক নিয়ে চার তত্ত্ব

সিবার্ট, শ্র্যাম ও পিটারসন– এই তিনজন ১৯৫৬ সালে বার্তালোক সম্পর্কিত প্রধান চারটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তারা এই তত্ত্বগুলোর মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন সমাজ কীভাবে বার্তালোকের চলা উচিত বলে মনে করে বা বিভিন্ন সময় মনে করেছে, তার একটি চিত্র উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য বার্তালোকের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাদের স্থির অনুসিদ্ধান্ত ছিল : বার্তালোক যে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে পরিচালিত হয় সর্বদা সেই কাঠামোর রূপ ও বর্ণই ধারণ করে।

বার্তালোক সম্পর্কিত তাদের উপস্থাপিত চারটি তত্ত্ব হচ্ছে :

- কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব
- স্বাধীনতা তত্ত্ব
- সামাজিক দায়িত্ব তত্ত্ব
- সমগ্রতাবাদী তত্ত্ব

কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব

ষোড়শ শতকে, পশ্চিমা বিশ্বে, সাংবাদিকতার সূচনার দিনগুলোতে, রাষ্ট্র সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব। সে সময় মনে করা হতো, সবার ওপরে রাষ্ট্র সত্য, রাষ্ট্রের ওপরে কিছু নেই। রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার এই দর্শন তখন নানান দিক থেকে সমর্থনও পেত। রাষ্ট্র ও সরকার তখন ছিল সমার্থক, রাজাকে মনে করা হতো ঈশ্বরের সম্প্রসারিত রূপ; তার কর্তৃত্ব ছিল যেকোনো প্রশ্নের ঊর্ধ্বে।

'সত্য' খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা ছিল শুধু ঈশ্বরের প্রতিনিধিদের কাছেই এবং কেবল তারাই ছিলেন রাষ্ট্রজনকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য। কিন্তু সমাজ পরিবর্তিত হয়ে চলছিল তার নিজের নিয়মেই, বণিকেরা ক্রমাগত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছিল, বাণিজ্যের দাবি মেটাতেই একসময় আবিষ্কৃত হলো ছাপাখানা, আবার বাণিজ্যের স্বার্থেই বিকাশ ঘটতে থাকল সংবাদপত্রের। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে

www.pathagar.com

ছিল যে হাতে-লেখা সংবাদপত্র, ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে তা চলে গেল বণিকদের কবলে। রাষ্ট্রের অধিপতিদের টনক নড়ল, নড়েচড়ে বসলেন তারা, ছাপাখানা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জারি হতে থাকল নতুন নতুন আইন।

ষষ্ঠ হেনরির সময়, প্রথমে মুদ্রক আর প্রকাশকদের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হলো। রাষ্ট্রের অভিপ্রায় অনুযায়ী মুদ্রক আর প্রকাশকরা চলবেন, রাষ্ট্রের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে বার্তালোক– এমনটিই আশা ছিল রাষ্ট্রের অভিভাবকদের, কিন্তু ক্রমশ বর্ধিত প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে যাওয়া বণিকরা নিজেদের স্বার্থ সংহত করতে রাষ্ট্রনায়কদের সে আশা পূরণে বাদ সাধলেন। রাষ্ট্র আরও নিষ্ঠুর হলো, চালু হলো প্রেস-সেন্সর ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র, ছাপা হওয়ার আগে সমস্ত কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার বিরুদ্ধে বা বিপক্ষে যায় এমন সব কিছু বাদ দিতে থাকল।

এর সাথে সাথে কর্তৃত্ববাদীরা গড়ে তুলতে চাইল তথাকথিত 'প্রেস ইথিকস', যেখানে একদিকে রাষ্ট্রকে দুর্বল করে এমন লেখাকে অনৈতিক এবং অন্যদিকে বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে এমন লেখাকে আদর্শস্থানীয় বলে শিক্ষা দেওয়া শুরু হলো। কর্তৃত্ববাদীরা বার্তালোকের দায়িত্ব নির্ধারণ করলেন– সরকারের নীতিকে এগিয়ে নেওয়া এবং রাষ্ট্রের সেবা করা।

কর্তৃত্ববাদী তত্ত্বের কেন্দ্রীয় বক্তব্য হচ্ছে : বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামো ও শাসনব্যবস্থা নিরঙ্কুশভাবে অব্যাহত রাখার স্বার্থে বার্তালোকের উপরে রাষ্ট্রের সর্বাত্মক কর্তৃত্ব বজায় রাখা। দর্শনটি সেই প্রাচীন গ্রিস থেকেই শেকড় গেড়েছে রাষ্ট্রের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা আর তার পণ্ডিতদের মাথায়। সক্রেটিস আর তাঁর শিষ্য প্লেটো দুজনেই রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার ছিলেন সমর্থক। প্লেটো তো তাঁর কল্প-রাষ্ট্রের কবিদের কবিতা প্রকাশের আগে ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে যাচাই করে নেওয়ার বিধান করেছিলেন, যেন সেসব কবিতা নাগরিকদের 'আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' না হয়। সম্ভবত সেন্সর ব্যবস্থার দার্শনিকীকরণের সেই শুরু।

চার্চের কর্তৃত্বের আমলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যা কিছু চার্চের পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেত, সেসব প্রকাশ আর প্রচারে ছিল কড়া বিধি-নিষেধ। ছাপাখানা আবিষ্কারের পর বই ও সংবাদপত্রের উপরে সেন্সর ব্যবস্থা চালু করতে তাই নতুন করে যুক্তি খুঁজতে হয়নি রাজতন্ত্র-ধর্মতন্ত্রকে।

কর্তৃত্ববাদের সপক্ষে ছাফাই গাওয়া চিন্তাবিদ আর দার্শনিকেরও অবশ্য অভাব হয়নি তখন। ম্যাকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭) বা থমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯)-এর মতো বিদ্যমান ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার পক্ষের বড় বড় তাত্ত্বিকেরা, সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের স্বার্থে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপের পক্ষে ছিলেন উচ্চকণ্ঠ।

www.pathagar.com

জর্জ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) বলেছিলেন, রাষ্ট্র হয়ে উঠতে পারে 'ন্যায়ের আত্মা', সুতরাং সে রাষ্ট্র তো কর্তৃত্ব করার নৈতিক অধিকার রাখবেই।

স্বাধীনতা তত্ত্ব

ইউরোপ ও এশিয়ার কিছু দেশে আঠারো শতকের মাঝামাঝি যখন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারণা মানুষের মধ্যে প্রোথিত হতে থাকল, মানুষের মাঝে জ্ঞান আর যুক্তির উন্মেষ হতে শুরু করল, তখন বার্তালোকের নিজেরই নিজের সম্পর্কে গড়ে উঠতে থাকল নতুন একটি ধারণা। এই নতুন ধারণাটিই উনিশ শতকে এসে পরিণত হয়ে রূপ লাভ করল 'স্বাধীনতা তত্ত্ব' হিসেবে।

রাষ্ট্রজন যুক্তির নিরিখে 'সত্য' ও 'মিথ্যা'র পার্থক্য করতে পারে– এই বিশ্বাস যখন অধিকাংশের মধ্যেই বাসা বাঁধতে শুরু করল তখন 'সত্য'র কর্তৃত্ব আর একমাত্র রাজার হাতে থাকল না। বার্তালোকও জনগণের সত্যান্বেষণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, জনগণের জানা-সত্য প্রসঙ্গে কথা বলতে পারে– এ ধারণা ব্যাপকভাবে স্থান করে নিল সাধারণ মানুষের মাঝে। মানুষ বার্তালোককে আর কেবল সরকারের হাতিয়ার হিসেবে মেনে নিতে চাইল না। বরং 'স্বাধীনতা তত্ত্ব'র আওতায় সরকারকে 'সীমার মধ্যে' রাখার উপায় হিসেবে বার্তালোককেও নির্ধারণ করা হলো, বার্তালোক হয়ে উঠল *ফোর্থ ইস্টেট*। বার্তালোকের এই নতুন ক্ষমতাকে উদ্বেগশূন্য ও বাধাহীনভাবে ব্যবহার করতে বার্তালোককে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার যুক্তি দৃঢ় হতে থাকল।

'স্বাধীনতা তত্ত্ব' তার দার্শনিক ভিত্তি খুঁজে পেল জন মিল্টন (১৬০৮-১৬৭৪), জন লক (১৬৩২-১৭০৪), জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩)–এঁদের রচনায়। লক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন রাষ্ট্রজনই সকল ক্ষমতার মালিক, রাষ্ট্রজনের সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রজনই শর্তসাপেক্ষে আরোপ করেছে রাষ্ট্রের উপর, রাষ্ট্রজনই রাষ্ট্রের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে সরকারের কাছে এবং বিবেচনা মতো তারা সেই ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নিতে পারে। সমসাময়িক সময়ে মিল্টনের 'সব স্বাধীনতার ওপরে আমি চাই, আমার বিবেকের নির্দেশ মতো জানার, বলার ও অবাধে তর্ক করার স্বাধীনতা'– এই বাণী সংবলিত 'অ্যারিওপ্যাজিটিকা'র সাড়া জাগানো ভূমিকার কথা তো আমাদের সকলেরই জানা। স্টুয়ার্ট মিলের সময় 'স্বাধীনতা তত্ত্ব' তার শাখা-প্রশাখা আরও বিস্তৃত করেছে, মিল আরও এক ধাপ এগিয়ে বলে চলেছেন সংখ্যালঘুর মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা তত্ত্বের মর্মবাণী হলো : মানুষ নিজে থেকেই নিজেকে সংশোধন করে চলবে আর বাজারে থাকবে নানান মতাদর্শ, সেখান থেকে মানুষ তার বিবেচনা বা পছন্দমতো তুলে নিতে পারবে যেকোনোটি। এই তত্ত্ব সবচেয়ে পরিষ্কাররূপে ফুটে উঠল প্রথম সংশোধনী সংবলিত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে, যেখানে বলা হলো :

> Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

সামাজিক দায়িত্ব তত্ত্ব

উপরের দুই তত্ত্বের সংশোধিত ও পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে 'সামাজিক দায়িত্ব তত্ত্ব' ও 'সমগ্রতাবাদী তত্ত্ব'। সামাজিক দায়িত্ব তত্ত্ব বিকশিত হয়েছে স্বাধীনতা তত্ত্বের ভেতর থেকে। স্বাধীনতা তত্ত্ব একদিকে খুব সরলভাবে ব্যাখ্যা করেছে বার্তালোকের স্বাধীনতাকে। স্বাধীনতা তত্ত্বের স্বাধীনতা প্রযোজ্য হয়েছে শুধু প্রেসের মালিক-পরিচালকের জন্য, যে মালিক-পরিচালক সেই স্বাধীনতার প্রয়োগ করেছেন কেবল নিজেদের ইচ্ছেমতো বার্তালোকের আধেয় কী হবে এবং সে আধেয় কীভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত হবে তা নির্ধারণে। অন্যদিকে আবার এই স্বাধীনতা তত্ত্ব, বার্তালোকের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা এবং সংবাদক্ষেত্রের পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে ব্যর্থ, ব্যর্থ হয়েছে সরকারি-বেসরকারি মালিকানাধীন এবং উভয় ক্ষেত্রেই 'লাইসেন্স নিতে বাধ্য রেডিও-টেলিভিশন' ও সংবাদপত্রের ভূমিকাকে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করতে।

সামাজিক দায়িত্ব তত্ত্বের বিকাশের পেছনেও লুকিয়ে আছে বাণিজ্যিক কারণ। একদিকে নতুন প্রযুক্তির কারণে বার্তালোক কয়েকটি ছোট ছোট ইউনিটে রূপ লাভ করে, অন্যদিকে সেই সব ইউনিটের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা বার্তালোককে তার যে কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব তা থেকে সরিয়ে নিতে থাকে। রাষ্ট্রজনকে কিছু সার্ভিস দেওয়া এবং একইসাথে বিজ্ঞাপন ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা– এই দুই পৃথক ভূমিকা মিডিয়ার কাছ থেকে আশা করা হলেও মিডিয়া মালিক শ্রেণি (যারা অন্যান্য ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি শ্রেণির সাথে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে আবদ্ধ) শুধু মুনাফার দিকেই ঘুরে দাঁড়ায়। মুনাফাকে লক্ষ্য করে তারা যা-ইচ্ছে-তাই লোকসাধারণকে দিতে থাকে এবং একান্তভাবেই বিজ্ঞাপনদাতাদের অনুগত হয়ে যায়। মুনাফাকে মাথায় রেখে গণমাধ্যমগুলো

www.pathagar.com

এমন সব আইটেম তাদের প্রচার তালিকায় নিয়ে আসে এবং এমন সব তথ্য ও মতামত প্রচার করতে থাকে যার ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া নিয়ে চিন্তাশীল মহলে প্রশ্ন ওঠে, বিশেষজ্ঞরা সেই সব আধেয়ের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে সমাজে বণিকদের সমান্তরালে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নির্বাহী শ্রেণিও শক্তিশালী সামাজিক চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

এ রকম প্রেক্ষাপটেই বার্তালোকের স্বাধীনতার বিষয়টি নতুনভাবে পর্যালোচনা করা শুরু হয় এবং এ পর্যায়ে বলা হয় যে, বার্তালোকের স্বাধীনতা সব সময়ই সমাজের প্রতি তার কিছু দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার সাপেক্ষে বিঘোষিত হয়েছে। প্রেসের স্বাধীনতা সমাজকে কিছু পরিসেবা দেওয়ার জন্যই নিশ্চিত করা হয়েছে, প্রেসের নিজেকে সমৃদ্ধ বা সন্তুষ্ট করার জন্য নয়। বার্তালোকের এই শর্তযুক্ত স্বাধীনতার বিনিময়ে সমাজ নিচের পরিসেবাগুলো বার্তালোকের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে বলে রাষ্ট্রের তরফ থেকে বারংবার উচ্চারিত হয়েছে :

বার্তালোক–

- জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি সম্বন্ধে বিভিন্ন সুপারিশ, আলোচনা ও তথ্য জানিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সহায়তা করবে।
- রাষ্ট্রজন যাতে নিজেদের বিবেচনামতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে লক্ষ্যে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবহিত রাখবে।
- ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরকারের কর্মকাণ্ডের উপর নজরদারি করবে।
- বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতাকে পরস্পরের কাছে আনাসহ অন্যান্যভাবে অর্থনৈতিক-তন্ত্রটিকে সহায়তা করবে।
- মানুষকে বিনোদিত করবে (শুধু ভালো অর্থে)
- কায়েমি স্বার্থ ও প্রভাবের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া রোধ করতে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করবে।

এই স্বাধীনতা তত্ত্বের সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব তত্ত্বের পার্থক্য কী সে প্রশ্নের উত্তর যদি খুব সংক্ষেপে দেওয়া হয়, তাহলে বলতে হবে– স্বাধীনতা তত্ত্বে যে স্বাধীনতার ধারণা ব্যক্ত হয়েছিল তা ছিল *Freedom from*, সে স্বাধীনতা ছিল রাষ্ট্রসহ বাইরের যেকোনো শক্তির প্রভাব থেকে মুক্তভাবে বার্তালোককে পরিচালনার স্বাধীনতা। অন্যদিকে, সামাজিক দায়িত্ব তত্ত্বে যে স্বাধীনতা রক্ষিত হয়েছে, সে স্বাধীনতা হচ্ছে *Freedom for*, সমাজের সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে বার্তালোককে দেওয়া হয়েছে সে স্বাধীনতা।

www.pathagar.com

সমগ্রতাবাদী তত্ত্ব

সমগ্রতাবাদী তত্ত্বের উৎসভূমি কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব। এই তত্ত্বের কেন্দ্রীয় বক্তব্য হচ্ছে: শাসকশ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তা অব্যাহত রাখার স্বার্থে বার্তালোক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ক্ষমতাসীন পার্টির সপক্ষে পরিচালিত হবে, মিডিয়া রাষ্ট্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং তা সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে। সমগ্রতাবাদী তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ দেখা গেছে সোভিয়েত ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত কমিউনিস্ট শাসনাধীন 'ইউ.এস.এস.আর'-এ।

সমগ্রতাবাদী তত্ত্বের সাথে পূর্বো উল্লিখিত তিনটি তত্ত্বের প্রধান পার্থক্য অন্ত ত তিনটি জায়গায় :

১. সমগ্রতাবাদী তত্ত্বে মিডিয়াকে মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবহার করার সুযোগ নেই।
২. মিডিয়ার আধেয়গুলোকে অডিয়েন্সের সাময়িক আকর্ষণের বা আগ্রহের ভিত্তিতে সাজানোর বিষয়টি এখানে গৌণ।
৩. কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব যেখানে খুব কড়াকড়িভাবে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ব্যাপারে আপোসহীন, সেখানে সমগ্রতাবাদী তত্ত্বে নির্ধারিত কর্মসূচি অনুসরণ করে নির্ধারিত নীতি নির্দেশনা অনুযায়ী পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য মিডিয়াকে নিয়োজিত করার চেষ্টা করা হয়।

উপর্যুক্ত চারটি তত্ত্ব বার্তালোকসংক্রান্ত আলোচনায় সম্ভবত সবচেয়ে বেশি বার উদ্ধৃত হয়েছে। তবে বার্তালোকসংক্রান্ত অন্যান্য আরও অনেক তত্ত্ব বর্তমান বিশ্বে বার্তালোকের ভূমিকা কী এবং কী হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করতে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন– মেরিল-লাউয়েনস্টেইন উপস্থাপন করেছেন বহুত্ববাদ বা *Pluralism* শিরোনামের একটি তত্ত্ব, এই তত্ত্বে গণমাধ্যমে সব ধরনের মতামত ও চিন্তার বাধাহীন উপস্থাপনার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। মিডিয়ার মালিক বা অন্য কোনো পক্ষের কিংবা শ্রেণির স্বার্থ বিবেচনায় না এনেই নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার সাথে সব মত ও পথকে তুলে ধরতে হবে প্রতিটি মিডিয়ায়– এই হচ্ছে বহুত্ববাদের মর্মবাণী।

ডেনিস ম্যাককোয়েল আবার হাজির করেছেন, উন্নয়ন মিডিয়া তত্ত্ব (Development Media Theory) এবং গণতান্ত্রিক-অংশগ্রহণকারী মিডিয়া তত্ত্ব (Democratic-Participant Media Theory)। উন্নয়ন মিডিয়া তত্ত্বে তিনি উন্নয়নশীল বিশ্বে জাতীয় উন্নতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মিডিয়ার ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, মিডিয়া জাতীয়ভাবে নির্ধারিত ইতিবাচক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখবে, মিডিয়ার স্বাধীনতা নির্ধারিত হবে অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার এবং সমাজের উন্নয়ন চাহিদার সাপেক্ষে।

www.pathagar.com

মিডিয়া তার আধেয় নির্বাচনে জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাষাকে অগ্রাধিকার দেবে, অগ্রাধিকার দেবে অপরাপর উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংবাদ ও তথ্যকে। সাংবাদিকদের দায়িত্ব ও স্বাধীনতা থাকবে তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণের এবং সরকার উন্নয়ন লক্ষ্যার্জনে প্রয়োজনবোধে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সীমিত করতে পারবে, সেন্সর চালু করতে পারবে কিংবা ভর্তুকি দিতে বা তুলে নিতে পারবে। কিন্তু তিনি এ-ও উল্লেখ করেছেন যে, উন্নয়নশীল দেশের সরকারের পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচি থাকলে এসব নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রয়োজন হয় না।

গণতান্ত্রিক-অংশগ্রহণকারী মিডিয়া তত্ত্বে ম্যাককোয়েল, প্রতিষ্ঠিত উদারনৈতিক সমাজে মিডিয়ার ভূমিকা কীভাবে নবায়িত হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি, উদারনৈতিক সমাজে মিডিয়াকে *Distribution Apparatus* হিসেবে না ব্যবহার করে, *Communication Apparatus* হিসেবে ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। এই তত্ত্বে তিনি উদারনৈতিক সমাজের মিডিয়াকে একরৈখিক, অভিজাত, আমলাতান্ত্রিক, এককেন্দ্রিক, এস্টাবলিশমেন্টের কাছাকাছি, খুব বেশি প্রফেশনাল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপের প্রতি খুব বেশি স্পর্শকাতর বলে সমালোচনা করে মিডিয়াকে আরও বেশি গ্রাহকের অংশগ্রহণমূলক করার এবং মিডিয়া গ্রাহকদের শ্রোতা বা দর্শক হিসেবে না নির্দেশ করে সরবরাহকারী হিসেবে গণ্য করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

সাংবাদিকতা পেশা

কীভাবে শুরু করবেন, কী পাবেন

নতুন যারা সাংবাদিকতায় আসার চিন্তা-ভাবনা করছেন, বিশেষ করে সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্থী নন, এমন অনেকের জিজ্ঞাসা কীভাবে তিনি সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করতে পারেন। সাংবাদিকের গুণাবলি আছে এমন একজন কীভাবে সাংবাদিকতা শুরু করতে পারেন এ প্রশ্ন আগ্রহী যে কারও মনে উদয় হতে পারে। সাংবাদিকতার বাইরের জগতের কৌতূহলী যে কেউ জানতে চাইতে পারেন কেমন আয়-রোজগার একজন সাংবাদিকের, কেমন পরিবেশে কাজ করেন তারা, পদোন্নতির বিষয়টিই বা সাংবাদিকতার দুনিয়ায় কেমন?

সাংবাদিকতায় প্রবেশের ব্যাপারটি এখনও বেশ গোলমেলে। যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে, বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে, অনেকেই সাংবাদিকতা বিষয়ে এম.এ.এম.এস.এস. ডিগ্রিধারী। আবার ঢাকা-চট্টগ্রামেরই রেডিও-টিভিসহ সাংবাদিকতার জগতে এমন অনেকেই আছেন যাদের আছে সাংবাদিকতা ভিন্ন অন্য কোনো বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, বেশ কিছু সাংবাদিক আছেন যাদের আছে স্নাতক স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য এমন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ব্যক্তিও ঢাকা-চট্টগ্রামের সাংবাদিকতার জগতে রাখছেন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান। ঢাকা-চট্টগ্রাম শহরের বাইরে যারা সাংবাদিকতা করছেন তাদের প্রায় সবাই সাংবাদিকতায় ডিগ্রিধারী নন, অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে বেড়ে ওঠেননি। উচ্চ মাধ্যমিক পড়াকালীন সময়েই হয়তো আগ্রহ বোধ করেছেন সাংবাদিকতার প্রতি, ডিগ্রি পর্যায়ে এসে সুযোগ জুটিয়ে নিয়ে কাজ শুরু করেছেন– ঢাকা-চট্টগ্রাম শহরের বাইরের পত্রপত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিকের মধ্যে এদের সংখ্যাই বেশি।

সাংবাদিকতায় প্রবেশের জন্য কোনো মাননির্ধারণী পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই, যেমনটি আছে অনেক চাকরির ক্ষেত্রেই। কিন্তু সম্পাদকরা যা আশা করেন সেটি হচ্ছে, যিনি সাংবাদিকতায় আসতে চাচ্ছেন তার ভাষা-জ্ঞানটা ভালো হবে, অন্ত

www.pathagar.com

ত ডিগ্রি পর্যায় পর্যন্ত পড়ালেখা থাকবে। সাংবাদিকতায় ডিগ্রি থাকলে খুব ভালো কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা পাওয়া হলে তার অগ্রাধিকার অবশ্যই সব প্রতিষ্ঠানেই বেশি। যে নারী বা পুরুষটি সাংবাদিকতায় আসতে চাচ্ছেন, তিনি সরাসরি পছন্দের সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎকারের সময় চেয়ে নিতে পারেন। সম্পাদক তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, সাধারণ আচার-ব্যবহার-চেহারা-সুরত ও মেধাটা একটু পরখ বা অনুমান করে জিজ্ঞেস করতে পারেন, 'আপনি অন্য পেশায় না গিয়ে সাংবাদিকতায় আসতে চান কেন?' উত্তরটা আগে থেকেই তৈরি থাকা চাই, এবং এমনভাবে উত্তরটা দেওয়া উচিত যাতে আরও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন যদি সম্পাদক সাহেব করেই বসেন তার উত্তর যেন তিনি দিতে পারেন।

সম্পাদক চাইলে তৎক্ষণাৎ কাজ শুরু করতে পারেন কিন্তু অবশ্যই শিক্ষানবিশ সাংবাদিক হিসেবে, নিয়োগপত্র পেতেও পারেন, নাও পেতে পারেন। আমাদের দেশে যেটি হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহসা নিয়োগপত্র নবীনরা পান না, ছয় মাস থেকে এক-দেড় বছর, হয়তো কিছু অর্থ দেবে কিংবা দেবে না এবং এভাবে কাজ করতে করতে যদি কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন তবে শিক্ষানবিশ কাল শেষে শিক্ষানবিশ পদে, আর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে জুনিয়র সাংবাদিক পদেও নিয়োগ পেয়ে যেতে পারেন।

সংবাদপত্রের সাংবাদিকের সর্বনিম্ন বেতন-ভাতার বিষয়টি রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্ধারিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়েজ বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত বেতন-কাঠামো অনুসরণ করতে বাধ্য সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষ। যদিও শোনা যায় হাতে গোনা কয়েকটি বাদে অধিকাংশ সংবাদপত্রই ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশকৃত সর্বনিম্ন বেতনও তার সাংবাদিকদের পরিশোধ করে না। ঢাকার বাইরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা আঞ্চলিক সংবাদপত্রে যারা কাজ করেন তাদের বেতন-ভাতা ভয়াবহ রকমের কম। অনেকেই, যে সংবাদপত্রের পক্ষে কাজ করছেন তার জন্য জোগাড় করা বিজ্ঞাপনের একটি নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ পেলেই সাংবাদিকতার কাজটি চালিয়ে যান। তবে আশার দিকটি হচ্ছে, যদি আপনার মেধা থাকে, থাকে বিশেষ গুণাবলি, নিজেকে যোগ্যতর করার সাধনায় নিয়োজিত থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার দাবিকৃত বেতন সংবাদ প্রতিষ্ঠান থেকে আদায় করে নিতে পারবেন এবং যা রাষ্ট্র নির্ধারিত সর্বনিম্ন বেতনের চেয়ে অনেক বেশিও হতে পারে। আর নিজেকে যদি ক্রমাগত ছাড়িয়ে যাওয়া যায়, বৃদ্ধি করা যায় ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা, গুরুত্বপূর্ণ অন্য আর দু'একটি ভাষাতে যদি আপনি সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন, প্রতিবেদক হিসেবে যদি বহুসংখ্যক ব্যক্তিগত সোর্স গড়ে তুলতে পারেন, লেখার হাত যদি ক্রমাগত পরিণত হতে থাকে তবে আপনার সামনে খুলে যাবে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের স্বর্ণতোরণ, বিদেশি

www.pathagar.com

সংবাদপত্র, সংবাদমাধ্যম আর সংবাদ এজেন্সিগুলো আপনার উপযুক্ত মূল্য দিতে তখন আর কার্পণ্য করবে না।

সাংবাদিকতায় একবার ঢুকে পড়লেই কিন্তু কারও পদোন্নতির বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায় না। অবশ্যই পদোন্নতির সুযোগ আছে সাংবাদিকতায় কিন্তু সে পথ সুনির্ধারিতও নয়, সুনিশ্চিতও নয়। নির্দিষ্ট সময় পরে এক গ্রেড থেকে আরেক গ্রেডে চলে যাওয়ার কথা থাকলেও সেটি ঘটে না, খুব ভালো মেধা থাকলেও সবসময় সাফল্য আর স্বীকৃতি এ জগতে নিশ্চিত নয়। ভাগ্য, অধ্যবসায়, সুযোগ গ্রহণ করার আগ্রহ, কার্যকর ব্যক্তিগত যোগাযোগ, এরকম অসংখ্য নিয়ামক যদি একজনের সত্যিকারের যোগ্যতার সাথে মিলে যায় তখনই সাংবাদিকতার অদ্ভুত, বিশৃঙ্খল, বহুমুখী কিন্তু মোহনীয় পেশায় উন্নতির দুয়ার খুলে যায়।

সাংবাদিকতাকে যারা পেশা হিসেবে নিতে চান তাদেরকে জানতে হবে যে, সাংবাদিকতা 'একটি মাত্র' পেশা নয়, এখানে লুকিয়ে আছে অনেক পৃথক পৃথক কাজ। ঐ কাজগুলোর মধ্যে অবশ্যই অনেক কমন বা সাধারণ বিষয় আছে কিন্তু প্রতিটির জন্যই আবার প্রয়োজন হয় ভিন্ন ধরনের গুণাবলি, আগ্রহ ও অ্যাপ্‌টিচিউড্-এর। যিনি সাংবাদিকতায় পেশাজীবন শুরু করতে চাচ্ছেন তাকেই নির্ধারণ করতে হবে তিনি কোন কাজে ভালো করবেন। যার ইংরেজি বা অন্য কোনো বিদেশি ভাষায় দক্ষতা নেই বা দক্ষতা অর্জন করার সম্ভাবনা নেই তার কূটনৈতিক প্রতিবেদক বা বৈদেশিক সংবাদদাতা হওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। যার অর্থনীতি বিষয়ে আগ্রহ কম তার উচিত অর্থনৈতিক রিপোর্টিংয়ে না যাওয়া। যে মানুষটি অফিসের ভেতরে বসে থাকতেই বিরক্ত বোধ করেন তার সহ-সম্পাদকের কাজটি ভালো লাগার কোনো কারণই নেই, সুতরাং তিনি আগেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সম্পাদনার কাজে নিজেকে না জড়িয়ে প্রতিবেদক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার। আবার সাংবাদিকের অনেক গুণাবলি থাকার পরও যে ব্যক্তির মন্তব্য বা নীতি-নির্ধারণী বক্তব্য দেওয়ার দিকেই আগ্রহ বেশি, তার প্রতিবেদক না হয়ে সম্পাদকীয় বিভাগের সহকারী হিসেবেই সাংবাদিকতার ক্যারিয়ার শুরু করা কর্তব্য।

একটি কথা খুব নিরাপদেই বলা যায়, সাংবাদিকতা পেশায় যারা শীর্ষে আসতে চান তাদের অবশ্যই ভালো, চৌকস মানুষ হতে হবে এবং একইসাথে তিনি নিজেকে এক বা একাধিক বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকবেন। তিনি অবশ্যই অসংখ্য বিষয়ে অল্প করে হলেও কিছু জানবেন আর অল্প কিছু বিষয়ে জানবেন অনেক অনেক কিছু এবং এর সাথে একাধিক ভাষায় থাকবে তার দক্ষতা।

www.pathagar.com

সাংবাদিকতা শুরু করার পর আপনি যদি সত্যি সত্যিই নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হন তাহলে আপনি যা কিছু অর্জন করবেন তা এমন এক আত্মবিশ্বাস আপনার মধ্যে জন্ম দেবে যে, আপনার হাউজে আপনার পদমর্যাদা যদি সময়মতো নাও বৃদ্ধি পায় কিংবা আপনি আর অন্য কোনোভাবে যদি বঞ্চিতও হন তাহলেও আপনি হতাশ বোধ করবেন না, বরং আপনি উপলব্ধি করবেন যে, সম্ভাবনাময় অসংখ্য তোরণ আপনার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। পৃথিবীতে যারা খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছেন, হয়েছেন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, বহুজাতিক কোম্পানির চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রদূত, সাংসদ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অভিনেতা, আইনজীবী, চিত্র পরিচালক, খ্যাতিমান সাহিত্যিক, এমনকি রাষ্ট্রপতি বা ফার্স্ট লেডি, তাদের জীবনীর পাতাগুলো ওল্টালে দেখা যাবে, এঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যারা জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে ছিলেন সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সাংবাদিকতা আপনাকে যা দিতে পারে তা হচ্ছে, অসংখ্য মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ, সাক্ষাৎকার নেওয়া ও লেখার ক্ষমতা– আর এটুকুই আপনাকে এমনভাবে তৈরি করবে যে, শুধু সাংবাদিকতার পেশায় না, আপনার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবে সাংবাদিকতা পেশার বাইরের জগতেও।

সাংবাদিকতায় যারা আসেন তাদের জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার হচ্ছে, যেখানেই ঘটনা ঘটছে, সেখানেই আছেন তিনি। যত নাগরিক আর সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, সেসব অনুষ্ঠানে সম্মুখের সারিতে সাংবাদিকদের জন্য আসন থাকে সংরক্ষিত। অনেক শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, সামাজিক আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির তিনি থাকেন সম্মানিত সদস্য। এমনকি একেবারেই নতুন যে প্রতিবেদক, তিনিও তার পত্রিকার সমান মর্যাদা ভোগ করেন সর্বত্র, যেখানে আমন্ত্রিত না হলে অন্য পেশার লোকদের প্রবেশের কোনোই সুযোগ নেই সেখানেও ঢুকে যেতে পারেন একজন প্রতিবেদক, তার জন্য সর্বত্রই দুয়ার খোলা। এ কারণেই একজন সাংবাদিক সমস্ত ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী, অনেক সময়ই তিনি ঘটনার ভেতরের একজন। সমাজের অনেক অন্তঃস্রোতের, অনেক জটিলতার উৎসের, অনেক স্বার্থের সংঘাতের খুব কাছে কিংবা ভেতর থেকে দেখা একজন মানুষ তিনি– একজন নবীনের জন্য সত্যিই অহঙ্কার করার মতো জীবনাভিজ্ঞতা এই সবকিছুই।

একজন প্রতিবেদক জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন তা এমন এক পরিপক্বতা তার চরিত্রে এনে দেয় যা অন্যকোনো পেশার কাছ থেকে আশা করা অবান্তর। সত্যিকারের একজন প্রতিবেদক জীবন সম্পর্কে শুধু অন্তর্দৃষ্টিই না, অর্জন করেন একটি নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতও। তার জীবন

www.pathagar.com

সম্পর্কে ধারণা যেমন ব্যাপ্তি পায় তেমনি বিস্তারিত তথ্যের প্রতি থাকে বিবেকবানজনোচিত শ্রদ্ধাবোধ। প্রতিদিন অসংখ্য ঘটনা আর মানুষকে যাচাই-বাছাই করতে করতে তার 'ক্রিটিক্যাল ফ্যাকাল্টি' যেমন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি নৈতিক মূল্যবোধের চেতনাও হয় ক্ষুরধার। এভাবেই, নিজের প্রতি আর নিজের পেশার প্রতি গভীর এক শ্রদ্ধাবোধ জন্ম নেয় একজন সংবাদিকের।

একজন প্রতিবেদক যদি সাংবাদিকতায় থেকে যান, তাহলে নিজের মেধা, যোগ্যতা আর দক্ষতার বলে তিনি হতে পারেন একজন 'বড় সাংবাদিক', পাঠক এক নামেই চিনতে পারে তাকে, তার 'বাই লাইন' স্টোরি ছাপা হলে পাঠক তা পড়তে পারে সশ্রদ্ধ চিত্তে, কিংবা তিনি হতে পারেন একজন কলামিস্ট বা ভাষ্যকার– ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে তিনি হাজির হতে পারেন তার লেখায় বা আলোচনায়। খ্যাতিমান হয়ে গেলে যে কোনো সংবাদমাধ্যমে লেখার বা বলার সুযোগ তার থাকবে, বা তিনি হয়তো লিখতে পারবেন 'ওয়্যার সার্ভিস'গুলোর জন্যও, কিংবা লিখবেন বিভিন্ন সিন্ডিকেটের পক্ষে, খবর নিয়ে কাজ করে এমন অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আর ম্যাগাজিনগুলোতেও তার লেখার বা বলার সুযোগ থাকবে অবারিত।

একজন যদি প্রতিবেদক হিসেবে যথেষ্ট সফল হন তখন তিনি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই আরেক ভূমিকায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন, চলে যেতে পারেন সম্পাদনা বিভাগে। সংবাদ প্রতিষ্ঠানে সম্পাদকরা যা করেন তা হচ্ছে, প্রতিবেদকের সংবাদ সংগ্রহ কর্মকাণ্ডের তদারকি করা, তাদের সংবাদগুলোর পর্যালোচনা করা এবং কপি পড়ে স্টোরি সংশোধন করে প্রকাশ উপযোগী করে দেওয়ার পর স্টোরির শিরোনাম দিয়ে, ছবি থাকলে ছবিসহ কোথায় স্টোরিটি স্থান পাবে তা নির্ধারণ করা। সম্পাদকদের কাজের তালিকায় সাধারণত সংবাদ সংগ্রহ করা আর লেখার দিকটি অন্তর্ভুক্ত হয় না কিন্তু কিছু কিছু সংবাদপ্রতিষ্ঠান আছে যেখানে 'সম্পাদক' পদবিধারীদের সম্পাদকীয় কাজের অতিরিক্ত কিছু কাজ করতে হয়। বিজ্ঞান সম্পাদক, পরিবেশ সম্পাদক, নারী সম্পাদক, সাহিত্য সম্পাদক– এরা অনেক ক্ষেত্রেই হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট বিটে খুব সফল প্রতিবেদক। নিজের এলাকায় কাজ করতে করতে এদের এমন দক্ষতা বৃদ্ধি পায় যে সংবাদ সংগ্রহের কাজ থেকে শুরু করে সম্পাদনার কাজটিও তারা করেন।

একজন প্রতিবেদক যদি ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হন তাহলে তার সুযোগ থাকে সংবাদপত্র হাউজে ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে কাজ করার। আর ছাপার কাজ থেকে শুরু করে সংবাদপত্র প্রকাশনার পুরো বিষয়টি যদি তার দক্ষতার অনুগত হয় তাহলে একদিন তিনি সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পেতে পারেন। আমাদের

www.pathagar.com

দেশের ছোট সংবাদপত্রগুলোতে এক ব্যক্তির একাধিক দায়িত্ব পালনের অসংখ্য উদাহরণ আছে।

একজন যদি সাংবাদিকতা পেশায় কাটিয়ে দেন কয়েকটি বছর তখন জীবনের এত দিক সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা থাকে এবং এত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে থাকে তার যোগাযোগ যে, তিনি তার পছন্দ ও দক্ষতার সাথে মিলে যায় এমন ভিন্ন কোনো পেশায় চলে যেতে পারেন সহজেই। সাংবাদিকতার সাথে সম্পর্কিত যে সমস্ত কাজের ক্ষেত্র আছে যেমন– বাণিজ্যিক জার্নাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল জার্নাল, রেডিও-টেলিভিশন, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, প্রচার ও জনসংযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের চাহিদাই সবচেয়ে বেশি। বিজ্ঞাপন এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিদের বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

সবশেষে বলা যায়, অভিজ্ঞতা আর ভাষা ব্যবহারের প্রাত্যহিক সুযোগ– এই দুয়ের সমন্বয়ের কারণে সৃজনশীল সাহিত্যচর্চাকারীদের জন্য সবচেয়ে কার্যকর ও প্রসারিত কর্মক্ষেত্র হচ্ছে সংবাদপত্র। সাহিত্যজগতের অনেক দিকপাল তাদের জীবনের বেশ কিছুটা কিংবা পুরোটা সময় কাটিয়েছেন সাংবাদিকতা পেশায়, সাহিত্য কর্মে আগ্রহী নবীনরা এ থেকেও উৎসাহিত হতে পারেন।

www.pathagar.com

সাংবাদিকের গুণাবলি

একজন সাংবাদিক কী কী গুণাবলির অধিকারী হলে, তিনি তার পেশাগত জীবনে সাফল্যের স্বর্ণ-শিখরে পৌঁছতে পারবেন তার বেশ বড় বড় তালিকা পাওয়া যায় সাংবাদিকতার প্রাথমিক জ্ঞানের বইগুলোতে। এত মানুষ, আর এত সব বিষয় নিয়ে একজন সাংবাদিককে কাজ করতে হয় যে, প্রায়ই তাকে তাগাদা দেওয়া হয় অসংখ্য ধরনের মানুষ আর পেশার ভালো ভালো গুণ অর্জনের। সে কারণে সাংবাদিকদের গুণাবলি বা প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যাবলির তালিকা মহামানবের গুণাবলির তালিকা হয়ে ওঠে। নবীনদের এতে বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, তাদেরকে জানতে হবে যে, একজন কাল্পনিক আদর্শ সাংবাদিকের গুণাবলির তালিকা ওটি, যে তালিকার সব বৈশিষ্ট্য হয়তো কোনোদিনই কারও পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হবে না। তবে তাদের প্রতিনিয়ত চেষ্টা থাকতে হবে আরও বেশি গুণাবলি আয়ত্তে আনার এবং সে প্রচেষ্টাই তাদের সামনে সাফল্যের তোরণ উন্মুক্ত করবে।

একসময় বলা হতো, প্রয়োজনীয় গুণগুলো নিয়েই একজন সাংবাদিক জন্মগ্রহণ করেন, চেষ্টা করে কেউ সাংবাদিক হতে পারেন না, সাংবাদিকের গুণাবলি মাত্রই সহজাত গুণাবলি। কিন্তু আজকাল বলা হচ্ছে, ভালো সাংবাদিক হতে হলে কোনো গুণ নিয়ে জন্মাতে হয় না, সাংবাদিকতার দুনিয়ায় ঢুকে গেলেই নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে কাজের উপযুক্ত করে নেওয়া যায়। ইদানীং জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকরা বেশ জোর দিয়েই বলেন, সফল প্রতিবেদকদের সাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরের গুণগুলোর অধিকাংশই অর্জিত অর্থাৎ মোটামুটি বোধবুদ্ধি থাকলে যে কেউ একজন সফল প্রতিবেদকের গুণগুলো গুনে গুনে হিসেব করে অর্জন করতে পারে।

সাংবাদিকের গুণাবলি সহজাত না অর্জিত আমরা সে তর্কে না গেলাম, তবে এ কথা তো সত্য যে, সাংবাদিকতায় কেউ কেউ বেশ ভালোভাবে মানিয়ে যান, আর কেউ কেউ তেমন একটা ভালো করতে পারেন না। তাহলে কী সেই বৈশিষ্ট্যাবলি, যা একজনকে সাংবাদিকতার পেশায় মানিয়ে যেতে সাহায্য করে

www.pathagar.com

বা করে না? যদি সত্যি সত্যিই ভালো, মাঝারি বা মোটামুটি– এই তিন শ্রেণিতে সাংবাদিকদের বিভক্ত করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই তাদের বিভক্তিকরণের মানগুলোও চিহ্নিত করা সম্ভব, সম্ভব সাংবাদিকতা পেশার সহায়ক গুণগুলো পৃথক করা। এ কাজটিই আসলে আমরা করতে চেষ্টা করেছি এবং এ সময় মাথায় রাখা হয়েছে, সফল সাংবাদিকদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া সাধারণ বা কমন গুণগুলোর কথা।

লেখা এবং লেখা প্রকাশের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার পর সম্ভবত একজন প্রতিবেদকের সবচেয়ে বড় যে গুণটি থাকা চাই তা হচ্ছে তৃপ্তিহীন কৌতূহল (যার অনেকটা প্রকাশ পায় একের পর এক পাঠের নেশার মধ্য দিয়ে), তারপরে, (ক) নমনীয় ও মিশুক ব্যক্তিত্ব, (খ) এমন এক প্রকৃতি যা অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যগুলো উপভোগ করে দারুণ, (গ) এমন এক ধাঁচ যা ডেডলাইনের চাপের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করার উপযুক্ত এবং (ঘ) মানুষ ও ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে এমন সহনশীলতা। একজন সফল প্রতিবেদকের অবশ্যই থাকা চাই উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উদ্যম, সংকল্প ও আত্ম-শৃঙ্খলা। হ্যাঁ, সত্য বটে যে, উল্লেখিত গুণাবলির প্রায় সব পাওয়া যায় জন্মসূত্রে, তবে আরও বেশ কিছু আবশ্যক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো সতর্ক অনুশীলনে অনেকেই নিজের জীবনের অলঙ্কারে পরিণত করতে পারেন।

অনুশীলনে অর্জনযোগ্য গুণাবলি নিয়েই আমাদের পরবর্তী আলোচনা। সহজবোধ্য করার জন্য আমরা একজন সফল সাংবাদিকের গুণগুলো মোটাদাগে শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক গুণাবলি– এই তিনটি পৃথক শিরোনামে বিভক্ত করে আলোচনার চেষ্টা করেছি।

এক. **শারীরিক গুণাবলি**

নারী বা পুরুষ যেই হোন না কেন তার অবশ্যই প্রয়োজন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, সাংবাদিককে একজন ব্যায়ামবিদ বা কুস্তিগীর হতে হবে, লম্বায় গুনে গুনে হতে হবে অন্তত পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চি কিংবা ওজনে হতে হবে একশত ত্রিশ পাউন্ড, আসলে তাকে হতে হবে সাধারণভাবে সুস্বাস্থ্যের মানুষ।

প্রায়ই পেটের পীড়ায় ভোগেন, রোদে একটু বের হলেই মাথা ধরে যায়, রোগাক্রান্ত হয় সামান্য অনিয়মেই– এমন ব্যক্তিদের না আসাই ভালো সাংবাদিকতার জগতে, বিশেষ করে প্রতিবেদক হিসেবে। দুর্বল শরীর আর জটিল শারীরিক সমস্যা যাদের আছে তাদের জন্য সাংবাদিকতা নয়। রিপোর্টিংটা গায়ে-গতরে পরিশ্রমের পেশা। প্রাণশক্তি থাকতে হবে পর্যাপ্ত, সারা

www.pathagar.com

বছরই প্রতিবেদকের স্টেমিনা থাকা চাই একই রকম, হ্রাস-বৃদ্ধিহীন; তবে ক্রমবর্ধমান হলে আরও ভাল।

প্রতিবেদকের প্রতিটি মুহূর্তই অনিশ্চিত, খাবার সময়ের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই, নেই বিশ্রাম নেয়ার সময়প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, তারপরও প্রয়োজন হতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বা দিনের পর দিন, গভীর মনোনিবেশসহকারে তথ্য সংগ্রহের নিরলস চেষ্টা অব্যাহত রাখার। বলা হয়ে থাকে সাংবাদিকের জীবন হচ্ছে, 'ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্ট মন্দির', সুতরাং চাই সুস্বাস্থ্য। কৈশোরে পড়া সে প্রবাদটির কথা অনেকেরই মনে আছে নিশ্চয়ই : 'A Sound mind lives in a sound body'। যদি আপনি চমৎকার সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন তাহলে আপনার মাথাকে ব্যবহার করতে পারবেন প্রয়োজনমতো যেকোনো সময়, খুব স্নায়ু টান টান অবস্থাতেও চারিত্রিক দৃঢ়তা আর ঋজুতা বজায় রাখতে হবেন সক্ষম, দীর্ঘদিনের পরিশ্রম আর অনিয়মও লক্ষ্য থেকে নড়াতে পারবে না আপনাকে।

দুই. মানসিক গুণাবলি

সাংবাদিকতায় যারা আসতে আগ্রহী, তাদের খুব বেশি প্রয়োজন বেশ ভালো একটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার। আজকাল লোকসাধারণ অনেক কিছু জানে, তাদের আগ্রহও অনেক বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। জনগণের এই চাহিদার কারণেই সাংবাদিককে জানতে হয় বেশি, বেশ কিছু বিষয়ে আগ্রহ আর সব বিষয়েই মোটামুটি জ্ঞান রাখতে হয় তাকে। অগ্রসর পাঠকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে খুবই জরুরি হয়ে ওঠে রুচিশীল আর সাংস্কৃতিক মনন গড়ে তোলা।

এমন একটা পর্যায় পর্যন্ত একজন সাংবাদিককে পড়াশোনা অবশ্যই করতে হবে যাতে ইংরেজি ভাষায় তার ভালো জ্ঞান আছে বলে তিনি নিজেই আস্থা পেতে পারেন। ইংরেজি ভাষার পত্রিকায় কাজ না করলেও বাংলাদেশের একজন প্রতিবেদকের গ্রহণযোগ্য মানের ইংরেজি-জ্ঞান খুব বেশি প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ, উঁচু পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে, বিদেশি সূত্রদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অনানুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজি ও বাংলা সংবাদমাধ্যমগুলোর সংবাদ আইটেমের তুলনা করলেও দেখা যায়, কোনো একটি নির্দিষ্ট ইস্যুতে ইংরেজি সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরা যতটা বিদেশি সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বাংলা সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের যোগাযোগের মাত্রা ততটা নয়। এর একটি কারণ বাংলা সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা না থাকার সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও হতে পারে। বাংলা সংবাদমাধ্যমের অনেক সাংবাদিক আছে যারা মনের মধ্যে ঘুরে-ফিরে উঁকি দেওয়া জরুরি প্রশ্নগুলোর উত্তর, বাংলা বোঝেন না এমন সূত্র বা সূত্রদের কাছে চাইতে পারেন না বলে প্রায়ই আক্ষেপ করেন। শুধু ইংরেজি

www.pathagar.com

ভাষায় দক্ষতা একজন সাংবাদিকের মানসিক শক্তিকে এতটাই বৃদ্ধি করতে পারে যে, প্রয়োজনীয় অপরাপর অনেক গুণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তিনি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হন।

সাংবাদিককে আর দশজন মানুষের চাইতে অবশ্যই বেশি বিচক্ষণ হতে হয়। বর্তমান দুনিয়ার সাংবাদিকদের সব বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞানের সাথে সাথে বেশ কিছু বিষয়ে হতে হয় খুঁটিনাটি জ্ঞানের অধিকারী, হতে হয় 'Jack of all trades and master of few'। আজকালকার শ্রোতা-দর্শক-পাঠকরা খুব সচেতন, অনেক বেশি জানার প্রয়োজন থেকেই তারা সংবাদ শোনেন-দেখেন-পড়েন, যা ইচ্ছে বলে বা লিখে দিলে তারা সংবাদ শুনবেন বা পড়বেন না, তাদের ধরে রাখার জন্য চাই বিশেষ যোগ্যতা। ধীর মাথা আর অলস মন নিয়ে সাংবাদিকতার দুনিয়ায় এলে টিকে থাকা অসম্ভব। সারাক্ষণ একজন প্রতিবেদককে নির্ধারণ করতে হয় কোনটি খবর আর কোনটি খবর নয়। দিনের অজস্র খবরের মধ্য থেকে তাকে বেছে নিতে হয় ছাপার উপযুক্ত খবর, নির্ধারণ করতে হয় সেসবের গুরুত্বের ক্রম। আর এই কাজটি যত দ্রুত যত ভালোভাবে একজন সম্পাদন করতে পারেন তিনি তত যোগ্য সাংবাদিক, আর এই যোগ্যতার ভিত্তিভূমি হচ্ছে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ক্ষীপ্রতা, এককথায় বিচক্ষণতা।

আজকের দিনের সাংবাদিকদের অবশ্যই কম্পিউটার জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। খুব ভালোভাবে জানতে হবে ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের কাজ। ভালো টাইপ জানা থাকলে প্রতিবেদক নিজে যেমন উপকৃত হবেন তেমনি তার কপি যারা দেখছেন, যারা পৃষ্ঠাসজ্জা করছেন তারাও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। একজন প্রতিবেদক যদি তার ক্যারিয়ারের শুরুতেই কিছু সময় আর শ্রম ব্যয় করেন কম্পিউটার জ্ঞানার্জন আর টাইপ শিখে নেওয়ায় তাহলে সংবাদপত্র হাউসের অনেকের বেশ কিছু সময় আর শ্রম বেঁচে যায় সহজেই। দ্রুত আর নির্ভুল টাইপিং সাংবাদিকতার জন্য এখন একান্ত আবশ্যক একটি গুণ। এই গুণটি অর্জনের জন্য ভয়াবহ কোনো সাধনার প্রয়োজন পড়ে না। কম্পিউটারে টাইপ শিক্ষার কিছু 'সফটওয়্যার' পাওয়া যায়, যেকোনো একটি সংগ্রহ করে বিশ-পঁচিশ ঘণ্টা অনুশীলন করলেই হলো, দক্ষতা চলে আসবে প্রতিদিন কাজ করতে করতেই।

আর একটি আনুষঙ্গিক দক্ষতা অর্জন করা দরকার একজন প্রতিবেদকের। ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান বা সংবাদ চেতনা/সংবাদ বোধের মতোই দরকারি একটি গুণ হচ্ছে শর্টহ্যান্ড জানা। যারা শর্টহ্যান্ড জানেন, আর যারা জানেন না তারা উভয়ই স্বীকার করবেন শর্টহ্যান্ডের প্রয়োজনীয়তার দিকটি। সহজ কোনো পথ নেই শর্টহ্যান্ড শেখার, ভালো একজন প্রশিক্ষকের কাছে শুরু করে বেশ কিছুদিন

www.pathagar.com

নিয়মিত লেগে থাকতে হবে ধৈর্য ধরে, তাহলেই গতিময় নির্ভুল শর্টহ্যান্ড শিখতে পারবেন আপনি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এসব শিক্ষাগত আর কারিগরি যোগ্যতাগুলোকে কেন আলোচনা করা হলো প্রতিবেদকের 'মানসিক গুণাবলি' শীর্ষক শিরোনামের নিচে। কারণ এই যে, উল্লেখিত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কারিগরি জ্ঞানগুলো যত ভালোভাবে একজন সাংবাদিক অর্জন করেন, তত ভালো মানসিক ফিটনেসের অধিকারী হন তিনি। এই যোগ্যতাগুলো তাকে এমন এক মানসিক অবস্থায় পৌঁছে দেবে, যার ফলাফল প্রতিবেদক নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন, নিজের ওপর নিজের আস্থা, দক্ষতা আর নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে।

তিন. চারিত্রিক গুণাবলি

এতক্ষণ আলোচনা হলো প্রতিবেদকের শারীরিক আর মানসিক গুণাবলি নিয়ে, এবার একজন হবু প্রতিবেদকের মেজাজ বা ধাঁচ কেমন হবে বা তার ব্যক্তিত্ব কেমন হলে সবচেয়ে ভালো হয়, সে দিকটি আলোকপাত করা যাক।

সবচেয়ে ভালো হয় যদি একজন সাংবাদিক হন অনেক গুণের, অনেক ধাঁচের মানুষের একটি সুসমন্বিত মিশ্রণ– যার থাকবে একটি সামাজিক আত্মা, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিচ, ইতর-ভদ্র, সব শ্রেণি-পেশা-বর্ণ-ধর্ম-গোত্রের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার আর সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা। নিঃসঙ্গ, অভিজাত, সন্ন্যাসী, অভব্য, আত্মমগ্ন-মতবাদী, গোঁড়া, পণ্ডিতভাবাপন্ন, নাকউঁচু স্বভাবের– এদের যে কেউ সাংবাদিকতার দুনিয়ায় দু'দিনও টিকে থাকতে অক্ষম, কারণ মানুষ এবং কেবল মানুষই একজন সাংবাদিককে যোগায় তথ্য, তারাই কাজ করে সাংবাদিকের সূত্র হিসেবে।

একজন সাংবাদিক সাহিত্যিক নন, নিজের অন্তরে প্রোথিত অভিজ্ঞতায় রং চড়িয়ে বা বর্ণ মলিন করে একজন সাংবাদিক কোনো কিছু মানুষের কাছে উপস্থাপন করেন না। তিনি সাহিত্যিকের মতো এমন ব্যক্তি নন যিনি নিজের মধ্যেই কল্পনার জাল বুনে চলেন আর কল্পনাকে ভিত্তি করেই গড়ে তোলেন তার নির্মাণ। বরং একজন সাংবাদিক বস্তুনিষ্ঠ লেখক, তিনি নথি বা রেকর্ডের ওপর নির্ভর করেন, নির্ভর করেন অন্য সব সংশ্লিষ্ট মানুষের বক্তব্য আর কাজের ওপরে। আর এটি করতে গিয়ে তাকে মিশে যেতে হয় মানুষের সঙ্গে, তাদের আগ্রহ-আকর্ষণ, আনন্দ-বেদনা, দুঃখ-শঙ্কা, সাফল্য-সুখ আর জীবন জটিলতায় অংশ নিতে হয় তাকে, জয় করতে হয় তাদের আস্থা। অধিকাংশ মানুষই তার চারপাশে জড়িয়ে থাকেন গোপনীয়তার এক খোলস, সেই খোলস ভেদ করে কিংবা ভেঙে ভেতরে ঢুকে যাওয়ার কৌশল জানতে হবে প্রতিবেদককে।

www.pathagar.com

আর দশটা মানুষ থেকে পৃথক করা যায়– প্রতিবেদককে এমন গুণসম্পন্ন হতেই হবে। তার থাকতে হবে এমন এক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, যা তাকে সবার সঙ্গে, সব পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করবে, একদিকে তার থাকতে হবে গ্রহণ করার মানসিকতা এবং অন্যদিকে অবশ্যই তিনি হবেন আগ্রাসী মনোভাবশূন্য। তিনি অবশ্যই একজন ধৈর্যশীল শ্রোতা হবেন, অনেক বেশি কথা শোনার যোগ্যতা তার থাকতে হবে। অনেক সময় হয়তো শুনতে হবে বোকার মতো উত্তর, একেবারে বাজে অপ্রয়োজনীয় কথা শুনতে হবে কখনো কখনো, ভালভাবে না জেনেই কথা বলবেন অনেকে, শুনতে হবে সেসবও এবং ধৈর্যের সাথে। তাকে অবশ্যই অন্যদের মতামত সহ্য করতে হবে, তারপরে পক্ষপাতহীনভাবে বিশ্বস্ততার সাথে লিখতে হবে তিনি যা শুনলেন ও দেখলেন তার বিবরণ। একজন সাংবাদিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অপরিহার্য দুইটি দিক তাই : অপরিসীম ধৈর্য এবং গভীর জীবনানুভূতি।

সাংবাদিককে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় অন্তর্শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে, নিজের ওপরে, নিজের সক্ষমতার ওপরে থাকতে হবে বিশ্বাস, তার কাজের যে একটি মূল্য আছে এ ব্যাপারেও তাকে থাকতে হবে সচেতন। সাংবাদিকতা এমন একটি পেশা যেখানে আশাহত হওয়ার ঘটনা ঘটে খুব বেশি, এখানে হতাশা আর মোহভঙ্গের ঘটনাও খুবই সাধারণ, এ জগতে অন্যের গুঁতো খাবার ঘটনাও ঘটে প্রায়ই। পুরস্কার শুধু তাদেরই ভাগে জোটে, যাদের রয়েছে ঐসব জয় করার শক্তি, সাহস ও দক্ষতা, আছে উদ্দেশ্যের প্রতি অটলতা আর আত্মবিশ্বাস।

আর একটা গুণ হবু সাংবাদিকের চাই, সেটি হচ্ছে খুব সৌজন্যতার সাথে প্রয়োজনের মানুষটিকে বিরক্ত করার কৌশলটি রপ্ত করা। যদি ঐ কৌশলটি একজন সাংবাদিক রপ্ত করতে না পারেন তবে খুব সাধারণ খবরও বের করে আনতে ব্যর্থ হবেন তিনি, যে কাজে তার প্রবীণ বন্ধুরা সহজেই হয়তো সফল হবেন। আর এমনটি যদি ঘটতেই থাকে তাহলে প্রতিদিনের নীরস অ্যাসাইনমেন্টগুলো কাভার করা ছাড়া আর কোনো উত্তেজক কাজ করার সুযোগ ভবিষ্যতে তিনি পাবেন না, ক্রমাগত নিচে নেমে যেতে থাকবে তার বাজার মূল্য।

উপরের আলোচনায় সাংবাদিকদের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, আলোচনায় উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য আবার কিছু কিছু হয়তো লুকিয়ে গেছে প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের অন্তরালে, পাঠকের সুবিধার্থে সে বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংক্ষিপ্তাকারে পৃথক বাক্যে উপস্থাপন করা হলো :

www.pathagar.com

এক নজরে সাংবাদিকের গুণাবলি

১। সাংবাদিককে হতে হবে বুদ্ধিমান
২। খুব ভালো কল্পনা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে হবে
৩। সবার প্রতি তিনি হবেন বন্ধুভাবাপন্ন
৪। তার থাকবে উদ্ভাবনী শক্তি, সমস্যা উত্তরণে যা সহায়তা করবে
৫। স্নায়ু হতে হবে খুব শক্ত
৬। ক্ষিপ্রতার সাথে নির্ভুলভাবে কাজ করার ক্ষমতা থাকতে হবে
৭। তাকে যুক্তিসঙ্গত মাত্রার সাহসী হতে হবে
৮। সহনশীল হতে হবে
৯। সাংগঠনিক শক্তি থাকতে হবে
১০। ধৈর্যশীল হতে হবে
১১। মানসিক সতর্কতা থাকতে হবে
১২। সৎ ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন হতে হবে
১৩। সময়নিষ্ঠ হতে হবে
১৪। সব সময় জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতে হবে
১৫। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা থাকতে হবে
১৬। হতে হবে উদ্যোগী ও উদ্যমী
১৭। সবাই পছন্দ করে এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে
১৮। নিরপেক্ষ মানসিকতার হতে হবে
১৯। সাংবাদিক একজন সামাজিক মানুষ, জনকর্মী, তাকে তার পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতিও হতে সচেতন হবে
২০। সাংবাদিককে উদ্ধত হলে চলবে না
২১। মানুষ এবং মানুষের কী ঘটছে সেসব বিষয়ে থাকতে হবে গভীর আগ্রহ
২২। সব ধরনের মানুষের সঙ্গে মেশার এবং কথা বলার ক্ষমতা থাকতে হবে
২৩। মানুষের আস্থা অর্জনের ক্ষমতা থাকতে হবে

www.pathagar.com

২৪। যখন স্টোরি পাওয়া কঠিন, তখন পরিচয় দিতে হবে কাণ্ডজ্ঞানের ও অধ্যবসায়ের
২৫। গোপনীয়তা, অনুরোধ ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে
২৬। যা করতে বলা হয়েছে তার চেয়ে বেশি করার মানসিকতা ও ইচ্ছে থাকতে হবে
২৭। নির্ভুলভাবে কাজ করার ক্ষমতা থাকতে হবে
২৮। এটি উপলব্ধি করতে হবে যে, প্রতিটি স্টোরির অন্তত দুটি দিক আছে এবং যতক্ষণ না সব কিছু জানা যাচ্ছে ততক্ষণ বিচার করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে
২৯। সংবাদচেতনা থাকতে হবে–
কী পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হবে তা বোঝার ক্ষমতা,
ক্লু শনাক্ত করার ক্ষমতা
তথ্যের গুরুত্ব-ক্রম নির্ধারণের ক্ষমতা
দৃশ্যমান সংবাদ থেকে অতিরিক্ত খবর শনাক্ত করার ক্ষমতা
৩০। প্রচুর পড়তে এবং ভালো সাহিত্যের স্বাদ নিতে জানতে হবে।

www.pathagar.com

তরুণ সাংবাদিকদের জন্য পরামর্শ

ক. সাথে কলম ও নোটবই রাখতে হবে
খ. নিয়মিত অভিধান দেখে নতুন শব্দ শিখতে হবে
গ. অবশ্যই বানান ভুল পরিহার করতে হবে
ঘ. পরিকল্পনা মাফিক, রুটিন করে নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে
ঙ. নিজেরটিসহ আরও কিছু সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা পড়তে হবে
চ. বিভিন্ন স্থানে যে নথিপত্র পাবেন তা সংরক্ষণের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে
ছ. নিজের করা প্রতিবেদনের ক্লিপিং রাখতে হবে
জ. অন্যের কাছে নিজের বিজ্ঞতা বা অজ্ঞতা উপস্থাপন করা চলবে না
ঝ. সহকর্মীদের সঙ্গে আড্ডা কমাতে হবে, নতুন সোর্সকে সময় দিতে হবে
ঞ. 'অব দ্য রেকর্ড' বক্তব্য কখনোই প্রকাশ করা যাবে না
ট. কারও নামের বানান ভুল করা যাবে না
ঠ. চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, কাউকে উপযাচক হয়ে সংবাদ কী তা জিজ্ঞেস করা অনুচিত, কথা বলে বলে সংবাদ খুঁজে বের করে আনতে হবে
ড. সব সময় খেয়াল রাখতে হবে কোনো মানুষই যেন আপনার আচরণে বিরক্ত না হন, কষ্ট না পান– হয়তো ওই ব্যক্তিটি আপনার পত্রিকার পাঠক, তিনি প্রতিদিন আপনার পত্রিকা কিনে আপনার প্রতি তার সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয়

সাংবাদিকতা আর সংবাদপত্র ইতিহাসের দ্রুত পঠন, পরিপ্রেক্ষিত : বাংলাদেশের সাংবাদিকতা, বাংলাদেশে সাংবাদিকতা : যেখান থেকে শুরু, আজকের বাংলাদেশ : সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা, সাংবাদিকতা : ইতিহাসের ঘটনাক্রম।

সাংবাদিকতা আর সংবাদপত্র

ইতিহাসের দ্রুত পঠন

ফেরাউনদের রাজদরবারে নাকি দাসের দল হাজির হতো খবর নিয়ে, সংগৃহীত সে খবর তারা আবৃত্তি করে শোনাতেন রাজাকে। সাংবাদিকতার ইতিহাস লেখা কি সেখান থেকে শুরু করা প্রয়োজন, নাকি যেদিন প্রথম সব মানুষের জন্য সংবাদ প্রচার করা শুরু হয়েছিল সেদিন থেকে শুরু হবে সাংবাদিকতার ইতিহাস লেখা। অটোলাইকাস– যিনি পায়ে হেঁটে বলে বেড়াতেন নানান বৃহৎ-তুচ্ছ ঘটনা, তার মাঝেই মনে হয় লুকিয়ে ছিল আজকের সাংবাদিকতার বীজ!

খ্রিষ্টের জন্মের ৫৯ বছর আগেই রোমানদের ছিল *Acta Diurna*— Daily Acts নামের হাতে-লেখা সংবাদপত্র (!), সেখানে থাকত রাজনৈতিক ঘটনা, বিচার কার্যক্রম ও বিচারের রায়, সরকারি বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণা, গুরুত্বপূর্ণ মানুষের জন্ম, বিয়ে ও মৃত্যুর কথা আর নানান কেলেঙ্কারি। পড়তে পারেন এমন সব মানুষের জন্য তা উন্মুক্ত থাকত জনসমাগমস্থলে। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে, হাতেলেখা সংবাদপত্রগুলোর কপি পৌঁছে দেওয়া হতো প্রদেশের গভর্নর আর অন্যান্য গ্রাহকের কাছে। সাধারণ মানুষ সেসব তথ্যের কিছু কিছু শুনতে পেত, তবে মূলত হাওয়াই গুজব আর ভ্রমণকারীদের গল্পসল্পই মেটাত তাদের তথ্য-ক্ষুধা। অনেকেই বলেন ঐ 'অ্যাকটা দিয়্যুরনা' থেকেই শুরু সাংবাদিকতার ইতিহাস।

www.pathagar.com

রাজা অশোকের কথা তো আমরা সবাই জানি, জানি পাথরের গায়ে খোদাই করে সাধারণ মানুষের জন্য লিখে রাখা বার্তার কথা। খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৫ সালেই শেষ হয়ে গেছে মৌর্যবংশের শেষ সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল। তিনি খবর সংগ্রহ আর নিজের ধর্মীয় সাফল্য, বৌদ্ধ ধর্মের গুণাগুণ বর্ণনা করার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪ সালে মৌর্যবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তের সময় ওভারসিয়ার বা প্রতিবেদক হিসেবে যারা নিয়োজিত ছিলেন তারা পেশায় ছিলেন গুপ্তচর। কিন্তু অশোকের সময় তাদের কাজের ধরন পাল্টে যায়, খবর সংগ্রহ করার পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মের গুণাবলি আর সাফল্য প্রচারও কাজ হয়ে দাঁড়ায় প্রতিবেদকদের। সম্ভবত সেই স্মৃতি বহন করছে আজকের দিনের রিপোর্টারদের 'প্রতিবেদক' নামকরণ। তাহলে মৌর্যযুগ থেকেই কি শুরু সাংবাদিকতার? নাকি পরবর্তীকালে মানুষ যখন শুরু করল ছাপাছাপির কাজ তখন থেকেই শুরু হবে সাংবাদিকতার ইতিহাস লেখা?

বই বা অন্যান্য মুদ্রণের কাজ শুরু করার বেশ আগেই নাকি মানুষ রপ্ত করেছিল ছাপাছাপির শিল্পকলা। জাপানিরা অষ্টম শতকে কাঠের ব্লক তৈরি করে তাতে কালি লাগিয়ে কাগজে ছাপার কাজ করত। *Wang Chieh,* এক চীনা, তার মা-বাবার স্মরণে ছেপেছিল একটি বই, তাতে তারিখ দেওয়া আছে ১১ মে, ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ। বিশ্বাস করা হয় চীনারাই সবার প্রথম 'মুভেবল্ টাইপ' আবিষ্কার করেছিল, যেগুলো একের পর এক সাজিয়ে তৈরি করা যেতো বাক্য, বদলেও ব্যবহার করা যেত সেগুলো। *Pi Sheng,* ইনিই ১০৪১ থেকে ১০৪৯ সালের মধ্যে সূচনা করেছিলেন সেই মুদ্রণব্যবস্থার। কিন্তু চীনা বর্ণের জটিল চরিত্র আর চিত্র-প্রতীকীরূপ সেই অগ্রগতিকে কঠিন ও শ্লথ করে দিয়েছিল। সাংবাদিকতার ইতিহাসের গোড়াপত্তন কি হয়েছে সে সময়েই?

মধ্য ইউরোপে নাকি চারণকবিরা বাজার-হাট, মেলা, সম্ভ্রান্তদের আঙিনায় রিপোর্ট করতেন সাম্প্রতিক বিষয়গুলোর ওপরে, মন্তব্যও করতেন তারা, প্রায় একই রকম কাজ করতেন ম্যাসেঞ্জার ও টাউন ক্লার্করাও। এগারো থেকে চৌদ্দ শতাব্দীতে পূর্ব-এশিয়ায় কিছু মানুষ নাকি নিয়োজিত ছিলেন বন্দরে ভেড়া জাহাজের খবর চিৎকার করে শহরের বাসিন্দাদের জানানোর দায়িত্বে। পার্ট টাইম সাংবাদিকের সংখ্যা (সাংবাদিকতার পূর্বপুরুষদের সংখ্যা!) কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাড়তেই থাকে। পুস্তক মুদ্রাকর, পোস্ট মাস্টার, ব্যবসায়ী, কূটনীতিবিদ এবং তথ্যে অধিকার আছে এমন প্রায় সবাই এগিয়ে আসেন তথ্য প্রচারে। প্রথম রাইটিং সাংবাদিকরা ছিলেন রাজা-বাদশা, রাজকীয় শহর আর বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধি। মধ্যযুগে ধর্মগুরুরা তাদের সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো লিখে রাখতেন। সম্ভ্রান্তরা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে লোক পাঠাতেন খবর খুঁজে আনতে। খুব কম লোক সে সময় লেখাপড়া জানতেন, এমনকি

www.pathagar.com

রাজারাও পড়তে জানতেন না, ফলে বার্তা পরিবেশকদের কদর ছিল বেশ, ভালো খবর হলে ইনাম জুটত ভালো কিন্তু খারাপ খবর কেউ বলতে চাইতেন না। শেক্সপিয়রের অনেক নাটকেই তো দেখা যায়, বার্তাবাহক সর্বশেষ খবর বলে যাচ্ছেন, যুদ্ধের বা শান্তির ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে আনুষ্ঠানিকভাবে সকলকে জানিয়ে। গীতিকার, চারণকবি কিংবা পথচারীরা ঘুরছেন, পুরনো খবরের সাথে নতুন খবর যোগ করে বলে বেড়াচ্ছেন।

রাজ-রাজারা তো দূত আর দূতাবাসের মাধ্যমে খবর রিলে করতে পারতেন কিন্তু ব্যবসায়ীরা, যাদের পয়সা বানানোর জন্য প্রয়োজন ছিল খবর, তথ্য; সেই বণিকরা তাদের অংশীদারদের খবর জানাতো চিঠিপত্রের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে পনের শতকে ইংল্যান্ডের *Paston* পরিবার এবং ষোল শতকে জার্মানির *Fugger* ব্যাংকিং পরিবারের নামোল্লেখ করা হয়েছে অনেক বইতে। *Augsburg* থেকে *Fugger* হাতে লেখা *Nurnberger Nachrichten (Nuremberg News)* ও *Ordinari-Zeitungen* প্রকাশ করেছিলেন ষোড়শ শতকেই, শেষেরটি অবশ্য জনসাধারণ্যে প্রচারের জন্য ছিল না। যাই হোক, যদি গোপনীয় না হতো তবে সে রকম চিঠির অনেক অনুলিপি তৈরি করা যেত, জনসাধারণ তা পড়তে পারতেন।

ষোড়শ শতকের ভেনিস, বিশাল বাণিজ্যিক বন্দর; সে শহরের নিউজ লেটারগুলো জনসমাগমস্থলে রাখা হতো, গেজেটা নামের ইতালিয় মুদ্রা দিয়ে রাষ্ট্রজনকে পড়তে হতো সেই নিউজলেটার, সরকারি তথ্য থাকত সেখানে, নিউজলেটারটির নাম ছিল *Notiziescritte* বা *Written notices*। সে থেকেই সংবাদপত্রের নামের সাথে গেজেট শব্দটা যুক্ত হয়ে যায়, অবশ্য এখন গেজেট বলতে আমাদের বাংলাদেশে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সরকারি ঘোষণার মুদ্রিত কপি। *W. Donsbach* (১৯৮৭) বলছেন, বিশ্বে প্রথম পেশাদারি ও বাণিজ্যিকভাবে খবর সংগ্রহ ও প্রচার শুরু হয় ষোড়শ শতকে, ভেনিস নগরে, যেখানে *scrittori d'avvisi* সব রকমের খবর সংগ্রহ করত, কপি করত এবং বিক্রি করত।

এর মধ্যেই কিন্তু আবিষ্কার হয়ে গেছে মুদ্রণ যন্ত্র, জার্মানির মেইনজ শহরে ১৪৫৬ সালে *Johann Gensfleisch Von Gutenberg* ছেপে ফেলেছেন ল্যাটিন বাইবেল। সাংবাদিকতার সাথে মুদ্রণ যন্ত্রের সম্পর্কটা এত গভীর যে তার আবিষ্কার এবং প্রাথমিক বিকাশ প্রসঙ্গে দু'এক কথা স্মরণ করা আবিষ্কার আর উৎকর্ষ সাধনে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাদের প্রতি আজকের সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা জানানোর একটি উপায় হতে পারে।

www.pathagar.com

ইউরোপে, যেখানে ছাপাখানার বিকাশ হয়েছে, সেখানে পনেরশ' শতকের আগ পর্যন্ত কিন্তু 'মুভেবল টাইপ' একেবারে ছিল না। মেইনজ শহরেই জোহান গুটেনবার্গ ১৪৫৪-৫৫ সালের দিকে বসান তার প্রেস। জোহান ফাস্ট নামে এক ব্যাঙ্কারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে অংশীদারির ভিত্তিতে তারা ছাপার কাজ করতেন, ছাপাতেন স্বীকারোক্তি দেওয়া পাপীদের ক্ষমা করার পোপ অনুমোদিত অঙ্গীকারনামা। বোধগম্য কারণেই সেসব সনদের চাহিদা ছিল খুব বেশি। ছাপার প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য সে সময়ই তিনি গোপন গবেষণা চালাতে থাকেন, অর্থ আসে ফাস্ট-এর কাছ থেকেই। ১৪৫৬ সালে গুটেনবার্গ আর তার সহকারি মিলে ছেপে ফেলেন তিনশত কপি বাইবেল। প্রতিটি পাতায় ৪২ লাইনের ১২৮০ পৃষ্ঠার বাইবেল, কালো গথিক টাইপে ছাপা বইটির শুরুর বর্ণটি ছাপার সময় ফাঁকা রেখেছিলেন গুটেনবার্গ। পরে ওই ফাঁকা স্থানে অলঙ্কৃত বর্ণ এঁকে দিয়েছিলেন। গুটেনবার্গ তাঁর আবিষ্কারটি চাচ্ছিলেন গোপন রাখতে, শুরুর বর্ণটি দেখে সবাই যেন মনে করে যে, বইটি হাতে লেখা কিংবা অন্যকোনো রহস্যজাত। ছাপাখানার বিষয়টি যেন প্রকাশিত না হয়ে পড়ে– এই ছিল তার উদ্দেশ্য, হাজার হলেও ব্যবসায়ের বিষয়টি জড়িত ছিল এর সাথে, আবিষ্কারে উৎফুল্ল হয়ে ঢোল পেটালে কি চলে! সে কালের গোপনীয়তার কারণে ছাপাখানা আবিষ্কারের এই অধ্যায়ের ঠিক সত্যটি জানা একটু কঠিন। হল্যান্ডের লরেন্স কোস্টার নামের এক ব্যক্তিও দাবিদার প্রথম ছাপাখানা আবিষ্কারের।

কিছু গুটেনবার্গ বাইবেল যখন বিক্রির জন্য পাঠানো হলো প্যারিসে, দুর্ভাগ্যবশত সেখানকার মানুষ বুঝে ফেলল প্রতিটিই একেবারে অনুরূপ, তারা ধরে নিল গুটেনবার্গ কোনো ভয়ানক জাদুর সাহায্য নিয়েই করেছেন এই কাজ। ১৪৫৭ সালে গুটেনবার্গ ছাপলেন *Psalter*, প্রকাশ্য উপাসনা-অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য বাইবেলের স্তোত্রসমূহের ঐ অনুলিপিগুলো ছাপার পর আর বেশিদিন লুকানো থাকেনি ছাপাখানা রহস্য। খুব দ্রুত ছাপাখানা প্রযুক্তি পৌঁছে গেল ইতালিতে (১৪৭৬), বিশেষ করে ভেনিস-এ। শুরুর দিকের মুদ্রাকররা অনুকরণ করতেন হয় হাতের লেখা নয়তো প্রাচীন রোমের ধ্রুপদী মনুম্যান্টগুলোর গায়ে আঁকা বর্ণগুলো, কিন্তু অল্প কিছুদিনের ব্যবধানেই মুদ্রাকররা বর্ণবিন্যাসের আরও নতুন নতুন কৌশল বের করতে থাকলেন, মুদ্রণ কাজের জন্য আরও ব্যবহার উপযোগী বর্ণবিন্যাস শুরু হলো। ভেনিসের নিকোলাস জেনসন শুরু করেন ছাপার কাজে 'লোয়ার কেইস' ব্যবহার করা। ছোট-হাতের অক্ষরগুলোকে 'লোয়ার কেইস' লেটার বলার কারণটি কিন্তু খুব মজার, ওয়ার্কশপে ছোট-হাতের অক্ষরগুলো রাখা হতো ক্যাপিটেল লেটারের বাক্সের ঠিক নিচেরটিতে এবং এই একটি মাত্র কারণেই 'নিচের বাক্স'– এই নাম হয়ে গেল ছোট-হাতের

www.pathagar.com

বর্ণগুলোর। এর ক' বছর পরে *Aldus Manutius Romanus* যে বর্ণবিন্যাস চালু করেন সেটি পরিচিত হয় 'ইতালিক' নামে।

পনেরশ' শতক শেষ হওয়ার আগেই ছাপাখানা চলে এলো ফ্রান্সে ও সুইজারল্যান্ডে। ইংল্যান্ডে ছাপাখানা এলো ১৪৭৬ সালে, আনলেন উইলিয়াম ক্যাক্সটন। জন্ম তার কেন্টে, লন্ডনের এক বস্ত্র-ব্যবসায়ীর অধীনে শিক্ষানবিশের কাজ দিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন, কোলনে প্রিন্টিংয়ের কাজটি শেখেন। শেখা শেষ হলে নিজের পয়সায় *Bruges*-এ শুরু করেন ছাপাখানার ব্যবসা। ১৪৭৬ সালে তিনি ফিরে আসেন তার নিজের দেশে, ওয়েস্ট মিনিস্টারে শুরু করেন ছাপার কাজ। ক্যাক্সটনের আরেকটি পরিচয় আছে, তিনি পথপ্রদর্শক, তার আগে যেসব বই ছাপা হতো সবই ধর্মসংক্রান্ত, ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই ছাপা, ভাষা ছিল চার্চের ভাষা– ল্যাটিন। ক্যাক্সটন ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন বই, নিজের ভাষায় ছেপে প্রকাশ করলেন, অনেক লোক যাতে সেসব পড়তে পারে এই ছিল তার উদ্দেশ্য। পঞ্চাশ বছরে তিনি ছেপেছিলেন প্রায় একশত বই, রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ডের সাহায্য ও আনুকূল্য ছিল তার প্রতি। ১৪৯১ সালে যখন তিনি মারা যান তখন ব্যবসাটা দিয়ে যান তার সহকারী *Wynkyn de Worde*-এর হাতে।

খুব দ্রুত সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়ল প্রেস। *Giovanni Paoli* নামের এক ইতালিয় ভদ্রলোক ষোড়শ শতাব্দীর শুরুর দিকে মেক্সিকোতে ছাপার কাজ শুরু করেন; 'নতুন বিশ্ব'-এর দ্বার উন্মোচিত হলে অভিবাসীদের সঙ্গে ছাপাখানাও চলে আসে যুক্তরাষ্ট্রে। ১৬৩৮ সালে একটি প্রেস নিয়ে *Rev. Jesse Glover* নামের এক ইউরোপীয় ভদ্রলোক যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে জাহাজে উঠে বসেন, পথিমধ্যে মৃত্যু হয় তার কিন্তু প্রেসটি ঠিকই যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে এসে ক্যামব্রিজ ম্যাসাচ্যুসেটস-এ বসান স্টেফেন ডে এবং তার আঠারো বৎসর বয়সের ছেলে ম্যাথিউ।

এই যে পৃথিবীর সর্বত্র মুদ্রণ প্রযুক্তি ছড়িয়ে যেতে থাকল এবং পনেরো শতক শেষ হওয়ার আগেই তা যথেষ্ট উন্নতিও অর্জন করল কিন্তু সেই প্রযুক্তি হাতে লেখা খবরের কাগজকে বাজার থেকে হটিয়ে দিতে ব্যবহৃত হলো না দীর্ঘদিন। কারণ সম্ভবত এই যে, হাতে লেখা সংবাদপত্র সেন্সর এড়ানোর জন্য বেশি উপযুক্ত ছিল, হাতে লেখা কাগজেই দেওয়া যেত এক্সক্লুসিভ, গোপন, টাটকা খবর। আধুনিক সংবাদপত্রের চারটি বৈশিষ্ট্য : *1. publicity, 2. topicality (i.e. information relating to and influencing the present). 3. universality (no subject excluded) and 4. periodicity (regular*

www.pathagar.com

appearance)[১] অর্জন করতে আরও অনেক সময়ের পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল সাংবাদিকদের।

মধ্যযুগে হাতে লেখা সংবাদপত্র ভারতবর্ষেও ছিল, এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষয় : সাংবাদিকতা' এবং সুধাংশু শেখর রায়ের 'সাংবাদিকতা সাংবাদিক ও সংবাদপত্র' বই থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতিসহ (লেখকদ্বয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে) তুলে ধরছি :

'ভারতবর্ষে মধ্যযুগে হাতে লেখা সংবাদপত্র ছিল। তাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রফেশন্যাল সংবাদদাতারা।

১৮২৮ সালে কর্নেল জেমস টড মুঘল দরবারের কয়েক শত হাতে লেখা সংবাদপত্র আবিষ্কার করে লন্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠান। এই সব কাগজগুলো লম্বায় ছিল ৮ ইঞ্চি, চওড়ায় ৪.৫ ইঞ্চি। বলা বাহুল্য, এসব কাগজের পৃষ্ঠা জুড়ে রাজকীয় খবরই থাকত বেশি।

ছোটখাটো নবাব-বাদশারাও খবর সংগ্রহ করার জন্য সাংবাদিক পুষতেন। শুধু খবর জোগাড় করার জন্যই নয়– খবর ছাপার কাজেও তাদের লাগানো হতো। উইলিয়ম শ্লিম্যান বলেছেন : অযোধ্যার গোলাম হোসেন যুদ্ধে হেরে গিয়ে সর্বপ্রথম খোঁজ করেন তাঁর রাজ্যের বিশ মাইলের মধ্যকার সাংবাদিকদের; তাঁর পরাজয়ের খবর সাংবাদিকরা যাতে প্রচার না করেন তার জন্য তিনি তাদের সবাইকে ঘুষ দিয়েছিলেন।'

"খবরের কাগজ না থাকলেও সংবাদের দরকার ছিল সব সময়ই। আর সে জন্যই দরকার ছিল খবর সংগ্রহকারীদের। তুর্কি আর মোগল আমলে পেশাদার খবর সংগ্রাহকদের নিয়োগ করা হতো রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। এঁরা এক অর্থে গোয়েন্দা আর এক অর্থে সাংবাদিক। সুলতান আমলে গোপন সংবাদ সংগ্রাহকদের বলা হতো বারিদ, আর সরকারি প্রতিবেদকদের বলা হতো 'আখবর-নবীশ'। গিয়াসুদ্দীন বলবন তাঁর ছেলে বুখরা খান-এর গোপন কার্যকলাপ জেনেছিলেন একজন বারিদের কাছ থেকে। মুঘল আমলে ছিল তিন ধরনের প্রতিবেদক।

ওয়াকিয়া নবীশ : সরকারি প্রতিবেদক।
খুফিয়া নবীশ : প্রাদেশিক গুপ্ত সংবাদদাতা।
হরকরা : সম্রাটের খাশ প্রতিবেদক। যিনি প্রদেশে থাকতেন।

---

[১] Kunczik, Michael; Concepts of Journalism North and South, Friedrich-Ebert-Stiftung, 1988, পৃষ্ঠা ১৫।

www.pathagar.com

আখবর নবীশ : হরকরাদের নিয়োজিত সংবাদদাতা।

খবরের কাগজ না থাক এই খবরওয়ালাদের ভয়ে লোকজন থরথর করে কাঁপত। আমির-ওমরাহরা তো দু'জনে মিলে কোনো প্রকাশ্য স্থানে রাজনীতির ব্যাপারে কোনো কথা বলতে সাহস করত না। কর্তৃপক্ষ ভীষণভাবে এদের রিপোর্টে বিশ্বাস করতেন। ঐতিহাসিকরা বলেন : ঔরঙ্গজীব যে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে হেরে গেলেন তা জনৈক সংবাদদাতার ভুল রিপোর্টে বিশ্বাস করার জন্য।"

সুধাংশু শেখর রায় তার উল্লেখিত গ্রন্থে বলেছেন :

"মধ্যযুগে ভারতবর্ষেও হাতে লেখা সংবাদপত্রের কথা আমরা জানতে পেরেছি। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে কাফী খান নামে একজন পণ্ডিত তার 'মুন্তা-খাবুল-লুবাব' (Munta-Khabul-Lubab) গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছিলেন : 'the death news of Rajaram, of the house of Shivaji, was brought to the emperial camp by the newspaper' [...] একটি হাতে লেখা সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই খবরটি পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে এই পত্রিকাটি (অন্তত এ অঞ্চলের) সবচেয়ে প্রাচীন হাতে লেখা সংবাদপত্র।

মার্গারিটা বার্নসের 'দ্য ইন্ডিয়ান প্রেস' গ্রন্থ সূত্রেই জানা যায়, আওরঙ্গজেবের সময়ে সাধারণ সৈন্যদের মাঝে সংবাদপত্র বিলি করা হতো [...] এই প্রক্রিয়াটি উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল, তার প্রমাণ হলো সম্ভবত ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম স্লিমান তার 'Journey through the kingdom of Audh' গ্রন্থে বলেছেন, The King of Audh employed six hundred and sixty newswriters or Waqiah Nawis and that they were paid, of an average, between four and five rupees each per month. সম্রাট শাহজাহানের শেষ সময়ে এবং আওরঙ্গজেবের শাসনামলের প্রথম দিকে কাজ করেছেন এমন ফরাসি পরিব্রাজক ফ্রাঁসোয়া বর্নিয়ার (Francois Bernier) বলেছেন [...] It is true that the great Mughal sends a Waqiah Nawis to the various provinces, that is, persons whose business is to communicate every event that takes place.

এখানে উল্লেখ্য, সম্রাট আকবরের সময়কার একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন আল্লামা আবুল ফজল। তাঁর রচিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম *আইন-ই-আকবরী* (Ain-i-Akbari)। আকবরের আইনকানুনসংক্রান্ত এই প্রামাণ্য দলিলের ১৬৯ নম্বর ধারায় সে সময়কার তিন ধরনের বা শ্রেণির লেখকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ওয়াকিয়া-নবিশরাও রয়েছে। তারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়োজিত থেকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ঘটনাবলি সম্পর্কে সম্রাটকে অবহিত করতেন। তবে কথিত এই তিন শ্রেণির লেখকদের সম্পর্কে আবুল ফজল বিস্তারিত কিছু জানাননি। তবে ভেনিসীয় (Ventian)

www.pathagar.com

পরিব্রাজক নিকোলা ম্যানুচি (Niccola Manucei) তাঁর *Storia do Mogor* (Story of Mughal) গ্রন্থে এই তিন শ্রেণির লেখকদের একটা পরিচিতি দিয়েছিলেন। ম্যানুচি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন এবং ভারত পরিভ্রমণ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ওই তিন শ্রেণির লেখকদের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন [...] It is a fixed rule of the Mughals that the Waqiah Nawis and the Khufia Nawis or the public or secret news writers of the empire, must once a week enter with a waqiah- that is to say, a sort of gazzette, containing the events of most importance. These newsletters are commonly read in the Kings presence by woman of the mahal at about 9 O'clock in evening, so that by this means the Emperor knows what is going on in his kingdom. [...] সুলতান আমলে গোপন সংবাদ সংগ্রাহকদের ডাকা হতো 'বারিদ' বলে। অপরদিকে সরকারি প্রতিবেদকদের বলা হতো আখবর-নবিশ। মুঘল আমলেও এই আখবর-নবিশরা ছিলেন। আরও এক শ্রেণির লোক ছিলেন। তাদের নাম ছিল হরকরা। এই হরকরারা ছিলেন সম্রাটের খাস প্রতিবেদক। তাদের অবস্থান ছিল প্রদেশভিত্তিক এবং আখবর-নবিশরা ছিলেন হরকরাদের নিয়োজিত সংবাদদাতা।"

ওদিকে ইউরোপে, ষোল শতকে 'হতবাক করা' 'ভয়ঙ্কর' সব বিবরণী দারুণভাবে আকৃষ্ট করল লোকসাধারণকে, প্রকাশকরাও বুঝল সংবাদপত্র হচ্ছে সত্যিকারের বিস্ময়। প্রথম নিয়মিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে জার্মানিতে, ১৬০৯ সালে; *Aviso* বের হয় *Wolfenbuttel* থেকে আর *Relation* বের হয় *Strasbourg* থেকে। এর অল্প সময় পরেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে একের পর এক সংবাদপত্র বের হতে থাকে, হল্যান্ড-এ সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৬১৮, ফ্রান্সে ১৬২০, ব্রিটেনেও ১৬২০ আর ইতালিতে ১৬৩৬ সালে। প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় *Leipzig* থেকে, ১৬৫০ সালে; নাম ছিল *Einkommende Zeitung*। সতের শতকে সংবাদপত্রগুলো ছাপা হতো গড়ে একশ' থেকে দুইশ' কপি, অবশ্য ফ্রাঙ্কফুর্টার জার্নাল-এর ১৬৮০ সালেই সার্কুলেশন ছিল দেড় হাজার কপি।

দিনে দিনে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ছাপা বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং সেগুলো প্রেসের কাছে গুরুত্বপূর্ণও বিবেচিত হতে থাকল। শ্রম বিভাজন প্রক্রিয়া যখন এগিয়ে চলল, ক্রমাগত প্রসারিত হতে থাকল বাজার, জনসাধারণের কাছে পণ্যের বিজ্ঞাপন পৌঁছে দেওয়া তখন হয়ে উঠল গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সতের শতকের মাঝামাঝি প্যারিস আর লন্ডনে বিকশিত হয়েছিল তথাকথিত ইন্টেলিজেন্স প্রেস (*itelligence press, from intellegere = taking insight*)। ইন্টেলিজেন্স প্রেস বলতে বোঝাত বিশেষ ধরনের সংবাদপত্র, যেখানে বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সামান্য উপাংশের মতো থাকত সম্পাদকীয় অংশ। ১৮৫০

www.pathagar.com

সাল পর্যন্ত প্রুশিয়াতে এই ইন্টেলিজেন্স প্রেস টিকে ছিল, রাষ্ট্রের লাইসেন্সপ্রাপ্ত পত্রিকাগুলো প্রথম পৃষ্ঠাতে বিজ্ঞাপন ছাপতে ছিল বাধ্য।

উনিশ শতকের আগ পর্যন্ত সাংবাদিকতা ইউরোপ বা আমেরিকা কোথাও-ই 'ফুল-টাইম' কাজ ছিল না, মানে কেউ শুধু সাংবাদিকতা করে সংসার চালাতে সক্ষম হতো না। নিজের সময়ের সবচেয়ে খ্যাতিমান সাংবাদিক ছিলেন কার্ল মার্ক্স। অবাক করা ঘটনা হলো সে সময় খুব প্রতিভাবানরাই সাংবাদিকতায় আসতেন বা যারা সাংবাদিকতায় আসতেন তারা চাইতেন পণ্ডিত হয়ে উঠতে। *Engelsing* (১৯৭৬, ৪০৬) তাঁর *Der literarische Arbeiter* (The literarey worker) বইতে বলছেন :

> journalists tended "due to their education and the standards and aims engendred by it due to their self-appraisal and due to the composition and demands of their employers and readers to perceive themselves, even in their political vocation, as scholars. They tended to bring to bear a scholarly view and method in their journalistic work as well. As late as the 1880s one used the terms newspaper writer and doctor synonomously in Germany.[১]

ইতিহাস মানে কেবল কোনো আবিষ্কার আর তার বিকাশের সাধারণ বর্ণনা না, ইতিহাস মানে দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং সংগ্রামের মাধ্যমে নিপীড়িতের বিজয়, মানবতার মুক্তি। এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পশ্চিম ইউরোপ আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বার্তালোকের ইতিহাসের দিকে যদি ফিরে তাকানো যায় তাহলে দেখা যাবে, সেখানকার বার্তালোকের ইতিহাস যেন বার্তালোকের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের ইতিহাস। গুটেনবার্গের মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের অল্প কিছু সময় পরেই প্রেসের ওপর সেন্সরশিপ বা নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলো, বিশেষ করে যাজক-সম্প্রদায় বিরুদ্ধ এবং অন্যান্য সমালোচনামূলক প্যামফ্লেট ছাপা হওয়ার পরই নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সামনে চলে এলো। ১৪৮২ সালে *Würzburg* এবং *Basle*-এর ক্যাথেলিক চার্চ প্রথম সেন্সরশিপ অধ্যাদেশ বা ডিক্রি জারি করে। ১৪৮৭ সালে পোপ এই মর্মে ডিক্রি জারি করেন যে, পোপের কোর্ট বা তার প্রতিনিধির পূর্বনিরীক্ষণ ছাড়া কেউ কোনো কিছু প্রকাশ করতে পারবে না। ১৫৫৯ সালে পোপের আরেকটি ঘোষণা জারি হলো যেখানে তিনি শুধু লেখা ছাপাই নিষিদ্ধ করলেন না, বরং সেসবের পাঠও বেআইনি ঘোষণা করলেন– বিশেষ করে

---

[১] *লেখকের নোট : এই অংশটুকুসহ প্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশটুকু তৈরিতে বিশেষভাবে সাহায্য নেয়া হয়েছে Kunezik, Michael; Concepts of Journalism- North and South. Friedrich-Ebert-Stifung. 1988 বইটির।*

www.pathagar.com

জার্মান সন্ত মার্টিন লুথার (১৪৮৩–১৫৪৬)-এর লেখা এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় এলো। ১৫৩০ সালে অউসবার্গের রাজকীয় সংসদ জার্মানিতে কোনো কিছু ছাপা হলে তাতে যে ছেপেছে তার পরিচয় এবং কোথা থেকে ছাপা হয়েছে এই তথ্যগুলো মুদ্রিত করা বাধ্যতামূলক করে দেয়। ১৫৭০ সালে *Speyer*-এর রাজকীয় সংসদ এই মর্মে ঘোষণা জারি করে যে, বই ছাপা যাবে শুধু রাজকীয় শহরগুলোতেই, এর কারণ ছিল বিরক্তিকর বিরুদ্ধভাবাপন্ন প্রকাশনাকে দমন করার কাজটি সহজ করে তোলা।

ব্রিটেনে রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ড ছাপাখানা স্থাপন আর বই প্রকাশে সাহায্য করেছিলেন কক্সটনকে কিন্তু রাজা ষষ্ঠ হেনরি সিংহাসনে আরোহণ করেই ঠিক করলেন ছাপাখানা ব্যক্তি মালিকানায় থাকবে না। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন, প্রজার হাতে নিয়ন্ত্রণহীন ছাপাখানা চলে যাওয়া মানে নিজের অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে তোলা। তিনি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলেন ছাপাখানার উপরে, লাইসেন্স প্রথা করলেন চালু। এবার গজিয়ে উঠল গুপ্ত-প্রেস, চোরা পথে আসতে থাকল ছাপানো বইপত্তর, শুরু হলো ছাপাখানা আর প্রকাশকদের দমন করা। রানি এলিজাবেথ (১৫৫৮–১৬০৩), সদাশয় বলে খ্যাত এই নারীর রাজত্বকালে রোমান ক্যাথলিক চার্চের পক্ষে প্যামফ্লেট লেখায় একজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। প্রথম জেমসের সময় বেশ কিছু কাগজ ভালো বিক্রি হতো, প্রকাশকরা বুঝতে পেরেছিলেন খবর দিতে পারলে পাঠক কিনবেই পত্রিকা। কিন্তু তারা ছাপত কেবলই বিদেশের সংবাদ, ভয় ছিল দেশের সংবাদ ছাপলে পাছে রাজা চটে যান, কিন্তু তারপরও প্রথম জেমস্ চটেছিলেন এবং ১৬২১ সালে তিনি চেষ্টা করেছিলেন বন্ধ করে দিতে সেই সব কাগজ। কিন্তু তত দিনে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে কাগজগুলো, বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। তবে উদ্যোক্তাদের শাস্তি পেতে হয়েছিল। স্টার চেম্বার কোর্ট, যেটি কিনা রাজার নিজেরই কোর্ট, সেটিতে দণ্ডিত করা হয়েছিল তাদের। প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে উইলিয়াম প্রাইন নামের একজন লেখককে রাজদ্রোহের অপরাধে দুই কান কেটে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, ঢোকানো হয়েছিল পিলরিতে। পিলরি হচ্ছে কাঠের কাঠামো, যার মধ্যে দণ্ডিতের হাত আর মাথা ঢুকিয়ে দেবার পর বিদ্রূপ করা হতো। জেল থেকেও যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত প্রাইন যখন লিখতেই থাকলেন তখন তাকে জরিমানা করা হলো পাঁচ হাজার পাউন্ড (!) আর আদেশ দেওয়া হলো নতুন করে গোড়া পেড়ে তার কান কেটে দেওয়ার।

সংবাদপত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি আঠার শতকের আগে দৃঢ়ভাবে কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি। বরং থমাস হবসের লেভিয়াথন প্রকাশ হলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার পক্ষে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরা আরও দৃঢ় তাত্ত্বিক ভিত্তি পেয়ে যায়। যাই হোক, সেন্সরশিপের ফলে দেশের রাজনৈতিক খবর ছাপা বন্ধ হয়ে

www.pathagar.com

গেল বা পত্রিকার সার্কুলেশন সীমিত করে দেওয়া হলো। জার্মানিতেও একই ঘটনা ঘটেছিল, ১৭৮৪ সালে প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেড্রিখ (দ্বিতীয়) লিখছেন :

> A private person is not permitted to make public, even critical judgements on or make known or spread by printing news coming to them about actions, procedures, the laws, punishments and edicts of the sovereigns and courts, their state servants, collegia and courts of law. A private person is incapable of making such judgements since they lack full knowledge of the circumstances and motives.[১]

পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশি পরে ১৮৩৯ সালের ৯ ডিসেম্বর *Friedrich Engels* আবার লিখছেন :

> I will not be prevented from writing freely by censorship; let them strike out as much as they like from what I have written, I shall not become a child-murderer of my own thoughts. Such censor's strokes are always unpleasant, but honourable, too; an author who reaches the age of thirty – or writes three books – without censor's marks is not worth a thing. The scarred warriors are the best. One must recognise in a book that it has come from battle with the censor.[২]

ব্রিটেনে বার্তালোকের স্বাধীনতা নিয়ে সংগ্রাম শুরু হয় ১৬৪৯ সালের দিকে, এ সময়ই *Leveller Party* পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপন করে বলে যে :

> If a government wants to act justly and in accordance with the constitutional principles then it will have to be necessary for it to hear all voices and all opinions. But that is possible only if it grants freedom of the press.

আগেই বলা হয়েছে, একই সময়ে থমাস হবস্ তার 'লেভিয়াথন'-এ যুক্তি প্রয়োগ করে দেখাতে চেয়েছেন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রয়োগ মানুষের টিকে থাকার জন্যই জরুরি এবং এখানেই তিনি বিস্তারিতভাবে 'প্রেসের' উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা বর্ণনা করেন।

---

[১] Kunczik, Michael; Concepts of Journalism North and South, Friedrich-Ebert-Stiftung, 1988, পৃষ্ঠা ১৭।

[২] Kunczik, Michael; Concepts of Journalism North and South, Friedrich-Ebert-Stiftung, 1988, পৃষ্ঠা ১৭।

www.pathagar.com

১৬৪৪ সালে বৃটিশ পার্লামেন্ট সংবাদপত্রের বিস্তার রোধ করার চেষ্টার অংশ হিসেবে লাইসেন্স প্রথা চালু করে। এ সময়ে ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জন মিল্টনের গবেষণাধর্মী গ্রন্থ 'অ্যারিওপ্যাজিটিকা' (১৬৪৪) প্রকাশিত হয়, যেটির কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় ছিল, এক অর্থে বার্তালোকের স্বাধীনতা। তিনি এই বইটিতে পোপ ও ধর্মসভাগুলোকে প্রেস সেন্সরশিপের প্রচলনকারী হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন যে, সম্ভবত ১৭ শতকে ব্রিটেনের সবচেয়ে নেতিবাচক কাজ হচ্ছে প্রেস সেন্সরশিপ প্রয়োগ। তিনি অধঃস্তন মেধা দিয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রেস সেন্সরশিপ চালু রাখতে পারার অসম্ভাব্যতার কথাও প্রমাণ করার চেষ্টা করেন এবং বলেন যে সেন্সরশিপ কেবল সত্যকে চেপে রাখতেই ব্যবহৃত হবে। তিনি বলেন, মুক্ত জনবিতর্কের মাধ্যমে যে সত্য প্রকাশিত হয় সেটি সর্বসাধারণের মঙ্গল সাধন করে। সত্য কেবল তখনই বের হয়ে আসতে পারে যখন কেউ এইটি বিবেচনায় রাখে যে, অন্যরাও সঠিক হতে পারেন। যুক্তি ও প্রতিযুক্তির মাধ্যমেই একজনের চিন্তা সত্যে উপনীত হতে পারে।

জন মিল্টনের *অ্যারিওপজিটিকার* কয়েকটি পঙ্‌ক্তি সে-সময় থেকে এখন পর্যন্ত মানুষের বাক্-বিবেক-চিন্তার স্বাধীনতা প্রসঙ্গে অসংখ্যবার উচ্চারিত হয়েছে, সেই অমর পঙ্‌ক্তিগুলোয় তিনি বলেছেন :

> Though all the winds of docrine were let loose to play upon the earth, so Truth be in the field, we do injuriously by licensing and prohibiting to misdoubt her strength. Let her and Falsehood grapple; who ever knew Truth put to the worse, in a free and open encounter... Give me the liberty to know, to utter and to argue freely, according to conscience, above all liberties.[১]

১৬৮৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে যায় এবং তার এই কর্তৃত্ব ১৬৯৫ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৬৯৫-এ পার্লামেন্ট লাইসেন্সিং অ্যাক্ট নবায়ন করতে রাজি না হলে ঐ কর্তৃত্বপরায়ণতার অবসান ঘটে। ব্রিটিশ বার্তালোকের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা অবদান রেখেছেন তাদের অনেকেই ছিলেন একেক জন অত্যন্ত উঁচু মাপের সাহিত্যিক, সাংবাদিকতায় তারা রেখেছিলেন বহুমাত্রিক অবদান। ডিফো, সুইফ্‌ট, স্টিল, অ্যাডিসন– এদের মতো সব্যসাচীরা আলোকিত করেছিলেন সেদিনের বার্তালোকের আকাশ।

---

[১] Wainwright, David; M.A. (Oxon), Journalism Made Simple, W.H. Allen & Co. Ltd. 1972, পৃষ্ঠা ২৭

www.pathagar.com

ব্রিটেনে সর্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র ডেইলি কুরান্ট *(Daily Courant)* প্রকাশিত হয় ১৭০২ সালের ১১ মার্চ। কুরান্ট ছিল সেই সময় ইউরোপে প্রকাশিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অন্য নিউজ-শিটগুলো থেকে নেওয়া খবরের সংকলন, তবে পত্রিকাটি ছিল একেবারে মতামত ও মন্তব্যমুক্ত। এর সম্পাদক লিখেছিলেন : *they 'supposed other People to have Sense enough to make Reflections for themselves'.*[১]

১৭৭১ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে পার্লামেন্ট অধিবেশনসংক্রান্ত কোনো রিপোর্ট করার অধিকার সংবাদপত্রের ছিল না। তবে ওই অধিকার আদায় করে নিতে সংবাদপত্র সংগ্রাম শুরু করেছিল প্রায় অর্ধশত বৎসর আগে থেকেই। *Gentleman's Magazine*-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক *Edward Cave* ১৭৩১ সাল থেকে এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা শুরু করেন। তিনি কমন্স সভার এক দারোয়ানকে ঘুষ দিয়ে *Guthrie* নামে তার একজন রিপোর্টারের সংসদে প্রবেশ করে বিতর্ক শোনার ব্যবস্থা করেন। *Guthrie*-এর ছিল অসাধারণ স্মরণশক্তি, প্রতিটি বিতর্ক শেষে তিনি ফিরে যেতেন তার অফিসে এবং যা কিছু মনে করতে পারতেন তা লিখে দিতেন, কমন্সের আত্মশ্লাঘায় আঘাত করার জন্য সেটুকুই ছিল যথেষ্ট। ১৭৩৮ সালে বিষয়টি প্রিভিলেজ কমিটিতে উত্থাপন করা হয় এবং *Guthrie*-কে কলামটি অব্যাহত রাখলে ভয়ঙ্কর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাকে খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয় পার্লামেন্ট এবং তিনি বিতর্ক শুনে এসে লেখা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু সম্পাদক *Cave* সাবধান হয়ে যান, তিনি হাউস অব কমন্সের অধিবেশনের ধারাবিবরণী হিসেবে সেগুলো না ছেপে কাল্পনিক লিলিপুট রাজ্যের সিনেটের বিবরণ নামে ছাপতে শুরু করেন। পাঠক খুব মজা পেয়ে যায়। *Guthrie*-এর খুব ভালো স্মরণশক্তি থাকলেও লেখার মান তেমন ভালো ছিল না, *Guthrie*-এর রিপোর্ট পুনঃলেখনের জন্য এডওয়ার্ড কেভ একজন 'রিরাইটম্যান' নিয়োগ করেন, এই 'রিরাইটম্যান' ছিলেন সে দিনের তরুণ স্যামুয়েল জনসন।

ব্রিটেনের রাজনৈতিক পত্রিকাগুলোর প্রচার এ সময় ক্রমাগত কমতে থাকে, সংবাদপত্র জগতে ঘুষ ও দুর্নীতি খুব সাধারণ বিষয় হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সব শ্রেণির রাজনৈতিক নেতারা জড়িয়ে যান সংবাদপত্রসংক্রান্ত দুর্নীতিতে, পয়সা দিয়ে সংবাদ ছাপানো একেবারে সাধারণ ঘটনা হয়ে যায়। সংবাদপত্র জগতের এই নৈরাজ্যকর সময় কোনো কোনো সাংসদ নিজেই সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করেন এবং এদের মধ্যে কেউ কেউ পার্লামেন্ট রিপোর্টিং

---

[১] Wainwright. David; M.A. (Oxon), Journalism Made Simple. W.H. Allen & Co. Ltd. 1972, পৃষ্ঠা ২৮।

www.pathagar.com

অব্যাহত রাখেন, তারা আইন অমান্যের জন্য মামলার সম্মুখীন হলেও আদালত তাদের পক্ষে রায় দিতে থাকে। দুঃসাহসী ঘটনা ঘটান *Aylesbury* এমপি, *North Briton*-এর মালিক *John Wilkes*। তিনি তার পত্রিকায় রাজা তৃতীয় জর্জের বক্তৃতাকে আক্রমণ করে লিখলে রাজা ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং প্রিন্টার-প্রুফ রিডার থেকে শুরু করে *John Wilkes* সবাইকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু প্রধান বিচারপতি সেই গ্রেফতারকে অবৈধ ঘোষণা করে তাদের মুক্ত করার আদেশ দেওয়ার পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে পরিশোধেরও নির্দেশ দেন। এই ঘটনার পর *John Wilkes*-কে অনেকেই অনুসরণ করে, পার্লামেন্ট রিপোর্টিং অব্যাহত থাকে এবং ১৭৭১-এ বিধি-নিষেধ আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে নেয়া হয়।

মার্কিনি ও ফরাসিরা যথাক্রমে ১৭৭৬ ও ১৭৮৯-এ মানবাধিকারের ঘোষণায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি যুক্ত করে। এরপর ১৭৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্র তার সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে বলে :

> Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

যুক্তরাষ্ট্রে তখন মুক্ত-বুদ্ধি আর জ্ঞানের চর্চা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হতে শুরু করেছে। সে সময় সেখানে যারা নেতৃত্বে তারা হাজির করতে থাকেন তাদের রাষ্ট্র ও জাতির দর্শন সম্পর্কে নানান মতামত। যুক্তরাষ্ট্রের স্থপতিদের এমনই একজন জেমস মেডিসন বলেন :

> Knowledge will forever govern ignorance. And a people who mean to be their own governors must arm themselves with the power knowledge gives. A popular government without popular information or the means of acquiring it is but a prologue to a farce, or a tragedy, or perhaps both.

অর্থাৎ, জ্ঞান চিরকাল অজ্ঞতাকে শাসন করবে। এবং যে রাষ্ট্রজন নিজেরাই নিজেদের শাসক হতে চায় তারা অবশ্যই জ্ঞানের দেওয়া ক্ষমতার অস্ত্রে নিজেদের সজ্জিত করবে। একটি জনপ্রিয় সরকার, তথ্য অথবা তথ্য সংগ্রহের উপায়কে লোক-প্রচলিত করা ব্যতীত একটি ফার্সের বা একটি ট্র্যাজেডির কিংবা উভয়টির মুখবন্ধ।

থমাস জেফারসনের সেই বিখ্যাত উক্তির কথা তো মুখস্থ আছে অনেকেরই:

www.pathagar.com

> The way to prevent these irregular interpositions of the people is to give them full information of their affairs through the channels of the public papers, and to contrive that these papers penetrate the whole mass of the people. The basis of our government being the opinion of the people, the very first object should be to keep that right; and were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter.

যুক্তরাষ্ট্রে বার্তালোকের স্বাধীনতা এভাবেই নানান আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

ফরাসি সংবিধানেও 'মানুষ ও নাগরিকের অধিকারসমূহ' শীর্ষক ১১তম আর্টিক্যাল-এ বলা হয়েছে :

> The free communication of ideas and opinions is one of the most precious of the rights of man. Every citizen may, accordingly, speak, write and print with freedom.

জার্মানের ইতিহাস একেবারেই সুখকর নয়। ১৯১৯ পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে একটি মৌলিক অধিকার বলে আইন সিদ্ধ করতে আবার সে অধিকারও রদ হয়ে গেছে ১৯৩৩-এ এসে। পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় দফায় তারা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে ১৯৪৯ সালে।

এভাবে কালপরিক্রমায় সারাবিশ্বেই বার্তালোকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিষয়টি সাংবিধানিক গ্যারান্টি পেয়েছে। অনেক দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে আরও অর্থবহ করে তোলার জন্য নতুন করে সব মানুষের সব ধরনের তথ্যে অধিকার নিশ্চিত করেও আইন প্রণীত হয়েছে এবং হচ্ছে। সারাবিশ্ব জুড়েই এখন বার্তালোক চাইছে নিজের অর্থবহ স্বাধীনতা। আন্দোলন ও দাবি দুই-ই জোরদার হচ্ছে ক্রমাগত। আবার বার্তালোকের স্বাধীনতার সারবত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে, যেমনটি বলছেন Paul Sethe :

> Since the production of newspapers and periodicals needs ever more capital the group of people able to publish press organs is getting ever smaller. Press freedom is the freedom of 200 rich people to spread their opinions. They will always find journalists who share those opinions. But what of those who happen

www.pathagar.com

to think differently, do they not also have the right to express their opinions? The constitution gives them that right, but economic reality destroys it. Free are those who are rich, and since journalists are not rich, they are not free, either.

পরিস্থিতির ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, বিশ্বে বেশ কয়টি পত্রিকা আছে যেগুলোর মালিক এখন সংবাদকর্মীরাই, তারাও যদি স্বাধীনতা পায় সে-ই বা কম কী! কিন্তু এ কথা ভুলে গেলেও চলবে না যে, সারাবিশ্বের সাংবাদিক এবং তাদের সহযোগীরা যে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে এবং যে সংগ্রাম তারা অব্যাহত রেখেছে তার লক্ষ্য সাংবাদিকদের নিজেদের স্বাধীনতা নয়, বরং প্রতিটি মানুষের মনের কথা বলার স্বাধীনতা অর্জন।

বার্তালোকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার সংগ্রামের অংশ হিসেবে রাষ্ট্র ও তার সরকারের উপর চাপ প্রয়োগে নিত্যনতুন কৌশল ও পদক্ষেপ নিচ্ছে সংশ্লিষ্টরা। এরই ধারাবাহিকতায় গত শতাব্দীর মাঝামাঝি *Press Independence and Critical Ability Index* তৈরি করেছে *University of Missouri*-এর স্কুল অব জার্নালিজম-এর *Freedom of Information Centre*। এই সূচকের মাধ্যমে পরিমাপ করে তারা বিশ্ববাসীকে জানাতে চেয়েছে কোন জাতি, কোন রাষ্ট্র মানুষের জন্য মঙ্গল নিশ্চিত করার যাত্রায় এগিয়ে আছে। সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা পরিমাপে সূচক তৈরিতে তাদের বিবেচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল :

১. বার্তালোকের ওপর আইনি নিয়ন্ত্রণ, এর মধ্যে অবশ্য মানহানি বা অশ্লীলতা আইন পড়বে না (কিন্তু অফিসিয়াল সেন্সরশিপ, অবমাননা, শক্তি প্রয়োগ করে সংশোধন বা অস্বীকার, সাময়িক বরখাস্ত, একান্ততা, নিরাপত্তা, দাঙ্গায় উসকানি ইত্যাদি এর অন্তর্গত হবে)।
২. আইনবহির্ভূত নিয়ন্ত্রণ (হুমকি, সন্ত্রাস, অবরুদ্ধ করে রাখা, কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি)।
৩. মানহানি আইন।
৪. সঙ্গবদ্ধ আত্মনিয়ন্ত্রণ (প্রেস কাউন্সিল, কোর্ট অব অনার)।
৫. সব ধরনের মিডিয়ার সংবাদ ও সম্পাদকীয় বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সরকারি লাইসেন্স, সনদ গ্রহণ প্রক্রিয়া ও নিয়োগ।
৬. সরকারি সংবাদ পরিবেশনে পক্ষপাতিত্ব।
৭. বিদেশি সংবাদ সংস্থাগুলোর সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে মিডিয়াকে অনুমতি দেওয়া না দেওয়া।
৮. অভ্যন্তরীণ সংবাদ সংস্থাগুলোর ওপরে সরকারের নিয়ন্ত্রণ।

www.pathagar.com

৯. সরকারের লাইসেন্স নিতে প্রিন্ট মিডিয়ার বাধ্যবাধকতা।
১০. ডাক সেবা বাদে সার্কুলেশন ও প্রচারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ।
১১. কী মাত্রায় দেশের ভেতরে স্থানীয় ও আঞ্চলিক সরকার এবং সরকারি কর্মকর্তারা বার্তালোকের সমালোচনা করে।
১২. কী মাত্রায় দেশের ভেতরে জাতীয় সরকার ও জাতীয় কর্মকর্তারা বার্তালোকের সমালোচনা করে।
১৩. সরকার বা 'সরকারি রাজনৈতিক দলের' মালিকানাধীন মিডিয়ার সংখ্যা (এর মধ্যে রেডিও, টেলিভিশন ও অভ্যন্তরীণ সংবাদ সংস্থা)।
১৪. বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকাশনা নিষিদ্ধকরণ।
১৫. নেটওয়ার্ক ও চেইন (কেন্দ্রীভূত মালিকানা) মালিকানাধীন সম্প্রচার ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান।
১৬. সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদপত্র।
১৭. যন্ত্রপাতি কেনায় ও/বা বৈদেশিক মুদ্রার ওপরে সরকারের নিয়ন্ত্রণ।
১৮. বার্তালোক বা সংবাদকর্মীদের দেওয়া সরকারি ভর্তুকি ও/বা ঘুষ।
১৯. মিডিয়াকে দেওয়া সরকারি ঋণ।
২০. সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর মিডিয়ার নির্ভরশীলতা।
২১. অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের তুলনায় বার্তালোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর হার (বেশি বা কম যাই হোক)।
২২. শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর পক্ষ থেকে চাপ (সম্পাদকীয় নীতিকে প্রভাবিত করতে, প্রকাশনা স্থগিত করতে)।
২৩. প্রান্তীয় (অর্থনৈতিকভাবে অরক্ষিত) সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা।

www.pathagar.com

পরিপ্রেক্ষিত : বাংলাদেশের সাংবাদিকতা

আমরা জানলাম বিশ্ব-সাংবাদিকতা আর সংবাদপত্রের ইতিহাসের নানানো উজ্জ্বল ও বিবর্ণ অধ্যায়গুলো সম্পর্কে, এখন দৃষ্টি দেওয়া যাক আমাদের এই বাংলাদেশের দিকে। বোধগম্য কারণেই আমাদের শুরু করতে হবে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের সাংবাদিকতা আর সংবাদপত্রের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতটি উপস্থাপনার মাধ্যমে।

আমরা জেনেছি যে, ভারতে একধরনের সাংবাদিকতার ঐতিহ্য ছিল সেই মৌর্যযুগেই, কিন্তু আধুনিক সংবাদপত্র প্রকাশের চিন্তা শুরুতে কোন ভারতীয় মানুষটির মাথায় এসেছে– এটি বলার উপায় নেই। যে তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে নিশ্চিত যে, ভারতে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের চিন্তা ও কৃতিত্ব দুই-ই ইংরেজদের।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে ইংরেজ রাজত্বের যে সূচনা হয় তাতে করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা খুব দ্রুত ধনী হতে থাকে, কোম্পানির কর্মচারীরা ছাড়াও কোম্পানির নাম ভাঙিয়ে অনেক ইংরেজ এ দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে, কোম্পানির কর্মচারীরাও ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায় লিপ্ত হয়। ব্যবসার নামে মূলত জোর-জবরদস্তি তাদেরকে প্রচুর অর্থের মালিক করে দেয়। মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা ইংরেজদেরকে এ দেশে এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে, তারা দলে দলে ভারতে জাঁকিয়ে বসে এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের অতিরিক্ত আরও অসংখ্য কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যেতে থাকে।

এই ইংরেজরা যে মহাদেশ ছেড়ে আসছে, সেই ইউরোপে সে সময় সংবাদপত্রের বেশ প্রসার ঘটেছে, ইউরোপিয়রা খুব ভালোভাবে জেনে গেছে সংবাদপত্রের উপযোগিতার কথা। অনেকেই এরই মধ্যে অভ্যস্তও হয়ে উঠেছিল সংবাদপত্রে, ফলে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনহীন অবস্থায় পরবাসী জীবনযাপনের সময় তারা নিজেদের সংবাদপত্রের প্রয়োজন অনুভব করল। ফলে জন্ম নিল সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ।

www.pathagar.com

উপরের এই সাধারণ ব্যাখ্যাটির অন্তরালে হয়তো তাদের নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্বার্থের সংঘাতের বিষয়টিও সংবাদপত্র প্রকাশনার দিকে তাদেরকে প্ররোচিত করায় অবদান রেখেছিল এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিষয়টি মাথায় ছিল বলেই সম্ভবত কোম্পানির প্রাক্তন কর্মচারী, ওলন্দাজ নাগরিক উইলিয়াম বোল্টস যিনি কিনা প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের ইচ্ছে ব্যক্ত করেছিলেন তাকে কোম্পানির পরিচালকরা ছাপাখানা বসানোর ও পত্রিকা প্রকাশ করার অনুমতি দেয়নি, উল্টো নানা অজুহাতে তাকে খুব দ্রুত বিদায় দেওয়া হয়েছিল কলকাতা থেকে।

১৭৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার কাউন্সিল হলসহ বেশ কয়েকটি জায়গায় বোল্টস স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তি নজরে এসেছিল অনেকেরই। তাতে লেখা ছিল, 'দেশে ছাপাখানা না থাকায় ব্যবসা-পত্তর সম্পর্কিত ও অন্যান্য বিষয়ের খবরাখবর প্রচার বিষয়ে প্রচুর অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। বোল্টস শীঘ্রই এদেশে একটি ছাপাখানা বসাবেন। সুতরাং ছাপাখানার কাজ চালাতে সক্ষম এমন কোনো লোককে যথার্থ সুযোগ দিতে তিনি প্রস্তুত। যতদিন না ছাপাখানা বসেছে, ততদিন উৎসাহী ব্যক্তিরা বোল্টসের বাড়িতে এসে বিভিন্ন সংবাদাদি পড়তে ও সংগ্রহ করতে পারেন। এ সম্পর্কে সেখানে জনসাধারণের জন্য নানা রকম খবরাখবর সম্বলিত পত্রপত্রিকা ও পাণ্ডুলিপি রাখা থাকবে।' এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতার করে ভারত থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজে এনে জাহাজে তুলে দিয়েছিল।

ভারতবর্ষে সংবাদপত্র প্রকাশের ঐটিই হচ্ছে প্রথম উদ্যোগ বা আগ্রহের নমুনা। তারপর এক যুগ আর কোনো কথা নেই সংবাদপত্র প্রকাশের। ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলো ভারতের প্রথম ছাপান সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' (*Bengal Gazette* বা *Calcutta General Advertiser, 1780*), প্রকাশক জেমস অগাস্টাস হিকি– কলিকাতায় বসবাসকারী একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী। নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক কাজ ছিল ওটি। পত্রিকা প্রকাশ করা যে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের পছন্দ ছিল না তা তো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল বোল্টসকে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করার মধ্য দিয়েই। অবশ্য হিকি সমর্থন পেয়েছিলেন গভর্নর জেনারেল পরিষদের শক্তিশালী সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিসের। ফ্রান্সিস কলকাতায় আসেন ওয়ারেন হেস্টিংসের অল্প কিছুদিন পরে। অনেকেরই ধারণা ফ্রান্সিসের ভারতে আসার পেছনে তার সাংবাদিকতার অতীত দায়ী ছিল। ফ্রান্সিস, ইংল্যান্ডে ছদ্মনামে খবরের কাগজে লিখতেন–'লেটারস্ অব জুনিয়াস'; এই লেখা তাকে খ্যাতি এনে দিয়েছিল এবং এই খ্যাতিই তাকে ভারতে তাড়িয়ে এনেছিল। ভারতবর্ষে আসার কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্সিসের সঙ্গে হেস্টিংস ও হেস্টিংসের পরিষদের বিরোধ দেখা দেয়। সম্ভবত এ কারণেই ফ্রান্সিস এগিয়ে আসেন হিকিকে পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করতে। অনুমান করা হয়, ফ্রান্সিসই

www.pathagar.com

কোম্পানির কাছ থেকে সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি পেতে হিকিকে সাহায্য করেছিলেন। এই অনুমানের আরেকটি ভিত্তি হচ্ছে, হিকি কোম্পানির অনেকের বিরুদ্ধে লিখেছেন কিন্তু ফিলিপ ফ্রান্সিসের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষদ সদস্যের বিরুদ্ধে তিনি কোনোদিন কিছু লেখেননি। আবার হেস্টিংস ও কোম্পানির সঙ্গে হিকির বিরোধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকা প্রকাশের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু হিকির বিরুদ্ধে কোম্পানি বা হেস্টিংস কোনো ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হননি, এই ব্যবস্থা নিতে না পারার কারণ হিসেবেও চিহ্নিত করা হয় ফ্রান্সিসকে। 'বেঙ্গল গেজেটে' কোম্পানির যেসব গোপন খবরাখবর ছাপা হতো তা-ও হিকির পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল বলেই মনে হয় এবং হিকি এক্ষেত্রেও ফ্রান্সিসের সাহায্য পেয়েছেন বলে অনেকের ধারণা। যাই হোক, ফ্রান্সিস যে-ই দেশ ছেড়েছেন, অমনি হিকির জীবনে বিপর্যয়ের কালো মেঘ ঘনীভূত হয়ে এসেছে, একের পর এক কর্তৃপক্ষীয় খড়্গ নেমে এসেছে তার জীবনে।

হিকির গেজেট প্রকাশিত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই 'ইন্ডিয়া গেজেট' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ-আয়োজন চলতে থাকে। হিকির গেজেটের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ হিসেবে হিকি নিজেই চিহ্নিত করলেন পত্রিকাটিকে। সে বছরেই নভেম্বর মাসে হেস্টিংস এবং সরকারের আনুকূল্যে প্রকাশিত হলো 'ইন্ডিয়া গেজেট'। হিকি চটে গেলেন। নতুন পত্রিকার সঙ্গে জড়িতদের সমালোচনা শুরু করলেন তাদের ব্যক্তিগত বিষয়-আশয়ে আক্রমণ করে, এমনকি মিসেস হেস্টিংসকেও তিনি আক্রমণ করলেন নোংরাভাবে। ১৭৮০ সালের ১৪ নভেম্বর ডাক মারফত 'বেঙ্গল গেজেট' বিলি নিষিদ্ধ করল ফোর্ট উইলিয়াম। ১৭৮১ সালের জুনে হেস্টিংস ও রেভারেন্ড জে. কিরেন্ডার সুপ্রিম কোর্টে হিকির বিরুদ্ধে মামলা করলেন। হিকির প্রতি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলো, পুলিশ বাহিনী গেল হিকিকে গ্রেফতার করতে, হিকি তার দলবল লোকজন দিয়ে বেধড়ক পেটাল সেই বাহিনীকে, তারপর নিজেই কোর্টে এসে আত্মসমর্পণ করল। কোর্ট তাকে আশি হাজার টাকায় জামিন দেয় কিন্তু এতো টাকা তিনি পরিশোধ করতে অক্ষম বলে জানালে তার জামিন নামঞ্জুর হয়, তিনি জেলে বসেই পত্রিকা বের করতে থাকেন। বিচারে হিকির দুই বছর জেল আর দুই হাজার টাকার দণ্ড হলো। এবার তার আক্রমণের শিকার হলেন প্রধান বিচারপতি স্বয়ং। এদিকে হেস্টিংস আর তার অনুগতরা একের পর এক মামলা দায়ের করতে থাকেন হিকির বিরুদ্ধে, প্রচুর জরিমানা হতে থাকে হিকির, জরিমানার অর্থ না মেটাতে পারায় ১৭৮২ সালে তার ছাপাখানা আটক করে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এভাবেই পর্দা পড়ে ভারতের প্রথম সংবাদপত্রের ইতিহাসে।

www.pathagar.com

এরপর ১৭৮৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয় 'ক্যালকাটা গেজেট', সরকারি টাকায়, সরকারি কাগজ। হিকি-পরবর্তী চার বছরে বের হলো- সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল জার্নাল' (ফেব্রুয়ারি ১৭৮৫), মাসিক 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন অব ক্যালকাটা আমিউজমেন্ট' (এপ্রিল, ১৭৮৫) আর সাপ্তাহিক 'ক্যালকাটা ক্রনিকল' (ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৬)।

কলিকাতায় ইউরোপীয়দের স্বার্থে ও স্বার্থের সংঘাতে ইউরোপীয় মালিকানায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর ওপর ১৭৮৫ সাল থেকে বিধি-নিষেধ আরোপ শুরু হয়। 'জেনারেল অর্ডারস্' শিরোনামে গভর্নর জেনারেল পরিষদের কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রকাশ করা যাবে না- এই নির্দেশ দিয়েই শুরু হয় বিভিন্ন আইন-কানুন জারির পালা। ১৭৯৫ সালে মাদ্রাজে সেন্সরশিপ ব্যবস্থা চালু হলে, সরকারি সংবাদ ছাপতে চাইলে আগে সমর সচিবকে দেখিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। বোম্বাইতেও কার্যকর করা হলো একই নির্দেশ। কলিকাতায় তা কার্যকর করা তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভব হলো না। কিন্তু অবাধ্য সাংবাদিক-সম্পাদকদের ইউরোপে ফেরত পাঠানোর ঘটনা অব্যাহত থাকল। 'বেঙ্গল জার্নালে'র উইলিয়াম ডুনে এবং 'ক্যালকাটা জার্নালে'র জেসম সিল্ক বাকিংহাম- এই দুজনকে সরকার জোর করে জাহাজে তুলে ইউরোপে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল।

১৭৯৯ সালের মে মাসে ভারতের গভর্নর জেনারেল মারকুইস অব ওয়েলেসলি পাঁচ দফা রেগুলেশনস জারি করে পুরো ভারতবর্ষের সংবাদপত্রকেই সেন্সর ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসেন। তার নতুন ব্যবস্থায় বলা হয় : 'এখন থেকে সব কাগজকে সম্পাদক ও মুদ্রকের নাম ছাপতে হবে। কাগজ প্রকাশ করার আগে ডিক্লারেশন দিতে হবে। এবং কোনো কিছু ছাপার আগে সরকারকে দেখিয়ে অনুমোদন করিয়ে আনতে হবে।'

সংবাদপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে আইনি কড়াকড়ি শুরু হয়েছিল বটে কিন্তু তা ভারতীয়দের খুব একটা বিচলিত করেনি, কারণ ১৭৮০ সাল থেকে ১৮১৭ সাল- এই সময়ের মধ্যে কোনো ভারতীয় মালিক, ভারতীয় সম্পাদকের নেতৃত্বে ভারতীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের উদ্যোগও নেওয়া হয়নি। তবে এই সময়কালে বাঙালিরা নিজেদের গড়েছে নানাভাবে। বাংলা গদ্য-ভাষা নির্মাণের কাজ এগিয়েছে, শিক্ষা-দীক্ষার কিছুটা প্রসার হয়েছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থাসহ অন্যান্য কারণে গড়ে উঠতে শুরু করেছে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ইউরোপীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সাথেও তাদের যোগাযোগ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এসবের ফলে বাঙালির নিজের সমাজ ও সংস্কৃতিতেও দেখা দিয়েছে দ্বন্দ্ব, সূচনা হয়েছে গতিশীলতার। এ রকম একটি আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, ভারতীয়দের নিজেদের মালিকানায়,

www.pathagar.com

নিজেদের সম্পাদনায়, নিজেদের প্রসঙ্গ নিয়ে সংবাদপত্র প্রকাশের যেন চূড়ান্ত দাবিই জানাচ্ছিল। সেই দাবি মেটাতেই ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম খাঁটি ভারতীয় সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেট'। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এই সাপ্তাহিকটির সম্পাদক ছিলেন বাঙালি শিক্ষক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। 'বাঙ্গাল গেজেটে'র প্রকাশকাল নিয়ে মতভেদ আছে, মতভেদ আছে এর স্থায়িত্বকাল নিয়েও, 'বাঙ্গাল গেজেটে'র কোনো কপির অস্তিত্ব নেই– সংবাদপত্রটি সম্পর্কে যা কিছু জানা গেছে সবই বিভিন্নজনের গবেষণা থেকে, যুক্তি-তর্ক থেকে। তবে "ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থে সঠিক তারিখ উল্লেখ করতে না পারলেও যুক্তিসহ লিখেছেন যে, '১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে হইতে ৯ জুলাই তারিখের মধ্যে কোন দিন 'বাঙ্গাল গেজেট' প্রকাশিত হইয়াছিল।' তার মতে 'বৎসর খানেক চলিবার পর উহার প্রচার রহিত হয়'।"[১]

১৮১৮ সালেই, এপ্রিল মাসে মাসিক 'দিগ্‌দর্শন' নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, এই পত্রিকাটিকেই অনেকে প্রথম বাংলা পত্রিকা বলে উল্লেখ করেন। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা কলকাতায় ছাপাখানা বসানোর অনুমতি না পেলে শ্রীরামপুর থেকেই পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন চূড়ান্ত করে। এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। সে বছরেরই ২৩ মে মার্শম্যানের সম্পাদনায় আরও একটি বাংলা সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। বাংলা সংবাদপত্র ও সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এই পত্রিকাটির ভূমিকা বিশেষভাবে প্রশংসিত ও আলোচিত। ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা 'ফ্রেন্ডস অব্ ইন্ডিয়া' নামে আরও একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।

১৮১৮ সালের ২ অক্টোবর প্রকাশিত হলো দ্বি-সাপ্তাহিক 'ক্যালকাটা জার্নাল' বা 'ক্যালকাটা ক্রনিক অব্ পলিটিক্যাল কমার্শিয়াল অ্যান্ড লিটারারি গেজেট', পত্রিকাটির সম্পাদক-প্রকাশক ছিলেন জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম। এই কাগজটিই ১৮১৯ সালের ১ মে থেকে দৈনিক আকারে নিয়মিত প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং এই 'ক্যালকাটা জার্নাল'ই ভারতবর্ষের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্রের মর্যাদা পায়। সম্পাদকের দায়িত্ব সম্পর্কে বাকিংহাম বেশ সচেতন ছিলেন এবং তিনি মনে করতেন সম্পাদকের পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে : 'to admonish Governors of their duties, to warn them furiously of their faults and to tell disagreeable truths.' এই আদর্শকে অনুসরণ করে নিরপেক্ষ ও বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার মাধ্যমে জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম দেশের সাংবাদিকতার চেহারা একেবারে বদলে দিলেন। শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পুনঃপুনঃ সমালোচনা

---

[১] ভারতের সংবাদপত্র (১৭৮০-১৯৪৭), তারাপদ পাল, সাহিত্য সদন, কলিকাতা-৯, ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৫০।

www.pathagar.com

অব্যাহত রাখলে ১৮২৩ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে তাকে ভারত ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়, তিনি ভারত থেকে চলে যাওয়ার সময় অর্নটকে পত্রিকার দায়িত্ব দেন এবং কর্তৃপক্ষ সে বছরের সেপ্টেম্বরে অর্নটকেও ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ১৮২৩ সালেরই নভেম্বরের দশ তারিখ থেকে 'ক্যালকাটা জার্নাল' প্রকাশ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

'সম্বাদ কৌমুদী' নামে আরও একটি বাংলা সাপ্তাহিক ১৮২১ সালের ৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। প্রথম দিকে রাজা রামমোহন রায় এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮২২ সালে রাজা রামমোহন রায় কাগজটির স্বত্ব কিনে নেন।

রাজা রামমোহন রায় ১৮২২ সালের ১২ এপ্রিল 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার' নামে ফারসি ভাষার সাপ্তাহিক প্রকাশ করা শুরু করেন। রাজা রামমোহন রায়সহ ভারতীয়রা যে সংবাদপত্র প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেগুলোর একটিও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ছিল না, তাঁদের পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ ও দেশবাসীর সামনে সে সময়ের বাস্তব অবস্থার ছবি তুলে ধরা, শাসকগোষ্ঠীর সমালোচনা করা, নিজেদের মতামত প্রচার করা এবং কারও কারও ঐসব উদ্দেশ্যের সাথে সাথে ভারতীয়দের ইউরোপীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগ্রহও ছিল।

প্রকাশকদের উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক না কেন বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জার্নাল', রাজা রামমোহনের 'মীরাৎ-উল-আখবার'সহ বেশ কিছু সংবাদপত্র শাসকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠে। প্রচলিত দমন নীতি দিয়ে তাদেরকে স্তব্ধ করা সম্ভব না হলে হেস্টিংস চলে গেলে অ্যাডাম নতুন উদ্যোগ নেন এবং ১৮২৩ সালের ৪ এপ্রিল থেকে জারি হয় 'অ্যাডাম রেগুলেশনস'। "এই নতুন আইনে বলা হয় যে, 'এখন থেকে কোন সংবাদপত্র, সাময়িকীপত্র, পুস্তিকা, পুস্তক ইত্যাদি ছাপতে হলে পূর্বাহ্নে সরকারের কাছ থেকে প্রধান সচিবের স্বাক্ষর সম্বলিত লাইসেন্স বা অনুমতি নিতে হবে। এই অনুমতি ব্যতীত কোন কিছুই ছাপান যাবে না। লাইসেন্স-এর জন্য আবেদনপত্রে মুদ্রক, প্রকাশক, মালিকের নাম, ঠিকানা; ছাপাখানার সঠিক ঠিকানা; সংবাদপত্র, পুস্তিকা, পুস্তক, প্রচারপত্র ইত্যাদি যা ছাপা হবে তার নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।' এর জন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হলফ করতে হতো। সেই সঙ্গে কী কী বিষয়ে আলোচনা সংবাদপত্রে নিষিদ্ধ সে সম্পর্কে ছাপান বিবরণ আগেই সম্পাদকদের দেওয়া হতো। এইসব নিয়ম লঙ্ঘন করলে, বিনা লাইসেন্সে কিছু ছেপে প্রকাশ করলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল জরিমানা হিসাবে অর্থদণ্ড এবং কারাদণ্ড।"[১]

---

[১] ভারতের সংবাদপত্র (১৭৮০-১৯৪৭), তারাপদ পাল, সাহিত্য সদন, কলিকাতা-৯, ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৫৮।

www.pathagar.com

ভারতের সংবাদপত্রের ওপর পরবর্তী বিধি-নিষেধ জারি হয় ১৮২৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর। কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্ এক আদেশ জারি করে বলে : কোম্পানির কোনো কর্মচারীই কোনোভাবে কোনো সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত থাকতে বা কোনো সম্পর্ক রাখতে পারবে না। কেবল নির্ভেজাল সাহিত্য ও বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকার বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটবে। এই আদেশ ভারতের সংবাদপত্র জগতে আবার আলোড়ন তুলেছিল এবং এর পরিণতি সরকারের জন্য ভালো হয়নি। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের স্থান পূরণ করে শিক্ষিত ইউরোপীয় ও ভারতীয়রা। সংবাদপত্র আগের চেয়েও বেশি সরকারবিরোধী অবস্থানে চলে যায়, আরও বেশি স্বাধীনচেতা ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করা শুরু করে।

১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তার আগমনের পর ভারতে প্রচুর সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তারাপদ পাল বলছেন : "এই কালকে, অর্থাৎ ১৮২৮ থেকে ১৮৩৫, অনেকে ভারতীয় সংবাদপত্রের 'স্বর্ণযুগ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।" গভর্নর জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণের পর বেন্টিঙ্ক ভারতের সংবাদপত্রের প্রকৃত অবস্থা কী তা জানার জন্য কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৮২৮ সালে ভারতের সংবাদপত্রের অবস্থা ছিল এই রকম– "(১) দৈনিক, দ্বিসাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক মিলিয়ে সমস্ত ইংরাজী কাগজের মোট প্রচার সংখ্যা ছিল ১,১২৫; (২) বাংলা সংবাদপত্রসমূহ ধর্ম-সমাজ-সংস্কার বিষয়ক বিরোধের দরুন পাঠকসমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিল; (৩) কলকাতা ও শ্রীরামপুর থেকে বাঙলা ও ফারসী ভাষায় মোট আটটি সংবাদপত্র প্রচারিত ছিল; (৪) বাঙলা পত্রিকাগুলি কলকাতাবাসী হিন্দুদের পূর্ণ সমর্থনপুষ্ট; এবং (৫) ভারতে প্রকাশিত সমস্ত সংবাদপত্রের মোট প্রচার সংখ্যা তিন হাজারের মতো। ঐ সময়ে কলকাতায় প্রকাশিত ও প্রচারিত কাগজগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য : দু'টি দৈনিক– 'বেঙ্গল হরকরা' ও 'ক্যালকাটা ক্রনিকল'; একটি ফারসী সাপ্তাহিক– 'জাম-ই-হাগান-নূমা; তিনটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ', 'সম্বাদ কৌমুদী' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'।"[১]

বেন্টিঙ্ক-এর সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে'র প্রকাশ। পত্রিকাটি ১৮৩১ সালের ২৮ জানুয়ারি সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৮৩৬ সালের ১০ আগস্ট থেকে পত্রিকাটি সপ্তাহে তিন দিন বের হওয়া শুরু হয় এবং ১৮৩৯-এর ১৪ জুন থেকে পুরোপুরি দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

---

[১] ভারতের সংবাদপত্র (১৭৮০-১৯৪৭), তারাপদ পাল, সাহিত্য সদন, কলিকাতা ৯, ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫।

www.pathagar.com

বেন্টিঙ্ক চলে যাওয়ার পর মেটকাফে অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। মেটকাফের নির্দেশে তৈরি নতুন আইনে লাইসেন্স ছাড়াই কেবল রেজিস্ট্রেশন করে সংবাদপত্র প্রকাশ করার বিধান রাখা হয়। তবে আইন-শৃঙ্খলা ও সরকারি নীতির পক্ষে ক্ষতিকারক এমন কিছু প্রকাশ করলে তার দায়িত্ব সম্পাদকদেরই থাকবে এবং প্রয়োজন বোধে তার জন্য তাদেরকে শাস্তিও দেওয়া যাবে বলে আইনে উল্লেখ করা হয়। এই আইনটি ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের জন্য ছিল অভিন্ন আইন। এই আইন প্রবর্তন হলে ১৮২৩ সালের অ্যাডাম রেগুলেশন্‌স, ১৮২৫ ও ১৮২৭ সালের বোম্বাই রেগুলেশন্‌স, মাদ্রাজের সেন্সর প্রথা– সব কিছু বাতিল হয়ে যায়। ভারতের স্বাধীন ও মুক্ত সংবাদপত্রের আন্দোলন একটি নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়। মেটকাফের ঐ আইনটি ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকে এবং ঐ সুসময়েই বাংলাদেশে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা

যেখান থেকে শুরু

কলকাতায় সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৮০ সালে, এরপর ভারতের বিভিন্ন বড় শহর থেকে একের পর এক সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে কিন্তু এই বাংলা থেকে সংবাদপত্র প্রকাশের আয়োজন চূড়ান্ত হতে সময় লাগে আরও প্রায় সত্তরটি বৎসর। বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র কিন্তু ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়নি, হয়েছে রংপুর থেকে। গুরুচরণ রায়ের পরিচালনা ও সম্পাদনায় ১৮৪৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' নামের সাপ্তাহিকটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রকাশের অর্থ যোগান দিয়েছিলেন রংপুরের কুণ্ডী পরগনার জমিদার কালীচন্দ্র রায়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ দমনের জন্য যেসব কঠোর ব্যবস্থা ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে তার মধ্যে অন্যতম ছিল গভর্নর ক্যানিং-এর ১৩ জুন ঘোষিত সংবাদপত্রসংক্রান্ত ডিক্রি। সেই ঘোষণায় বলা হয়েছিল : "রাজানুমতি বিরহে কোন মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন করিলে অথবা রাজাভিমত বিরুদ্ধ সংবাদপত্রে বা পুস্তক বিশেষে অভিপ্রায় বিকাশ করিলে ৫ হাজার টাকা দণ্ড, দুই বৎসরের অনধিক কারাবাস করিতে হইবেক।"[১] ক্যানিং ঘোষিত এই আইন '১৮৫৭ সালের পনের আইন' নামে পরিচিত। মেটাকাফের আইনের সুযোগে যেমন 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' প্রকাশিত হয়েছিল তেমনি আবার ক্যানিং-এর আইনে বন্ধ হয়ে গেল বাংলাদেশের সেই প্রথম সংবাদপত্রটি।

'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে'র পর ১৮৫৬ সালের ১৮ এপ্রিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংবাদপত্র, 'ঢাকা নিউজ'। ইংরেজি এই সাপ্তাহিকটির সম্পাদক ছিলেন আলেকজাণ্ডার ফর্বস। পত্রিকা সম্পাদনার আগে তিনি ছিলেন ঢাকা ব্যাংকের সচিব, তবে ১৮৪২ সালে বাংলাদেশে আসার আগে তিনি সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন। 'ঢাকা নিউজ' প্রকাশিত হতো 'ঢাকা প্রেস'

---

[১] ভারতের সংবাদপত্র (১৭৮০-১৯৪৭), তারাপদ পাল, সাহিত্য সদন, কলিকাতা-৯, ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৬৪-৯৩-৯৪।

www.pathagar.com

থেকে, এ.এম. ক্যামারন, এল.পি. পোগজ, জে.এ. গ্রেগ, জে.পি. ওয়াইজ এবং কে.এ. গণি–এই পাঁচজন ছিলেন 'ঢাকা প্রেসে'র মালিক।

ঢাকায় প্রথম বাংলা ছাপাখানা বসানো হয়েছে ১৮৫৯ সালে, বাবুবাজার এলাকায়, ছাপাখানাটির নাম ছিল 'বাঙ্গলা যন্ত্র'। এই ছাপাখানা থেকে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ' ছাপা হয় ১৮৬১ সালের মার্চ মাসে। পত্রিকাটির শুরুতে সম্পাদক ছিলেন এ বাংলার নামকরা কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, প্রায় চার বছর তিনি পত্রিকাটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এবং এরপর সম্পাদক হিসেবেই যোগ দেন গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরীর 'বিজ্ঞাপনী' নামের সাপ্তাহিক পত্রে। 'ঢাকা প্রকাশ' টিকে ছিল প্রায় একশ' বছর। 'ঢাকা প্রকাশ'কে ব্রাহ্মমতের সমর্থক হিসেবেই মনে করা হতো, তবে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পুনরুত্থান শুরু হলে 'ঢাকা প্রকাশ'ও কখনো কখনো রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছে।

বাংলাদেশের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন পত্রিকা হচ্ছে, 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'। ১৮৬৪ সালে এই মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে, সম্পাদক ছিলেন এক দরিদ্র পাঠশালা শিক্ষক, নাম হরিনাথ মজুমদার। কয়েক মাস পরে এটি পাক্ষিক এবং আরও প্রায় এক বছর পরে পত্রিকাটি আবার মাসিক-এ রূপান্তরিত হয়, সম্ভবত আর্থিক কারণেই পত্রিকাটির এই পশ্চাৎ অপসরণ ঘটে। পরবর্তীকালে পত্রিকাটি আবারও পাক্ষিকে রূপান্তরিত হয় এবং ১২৭৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে সাপ্তাহিক হিসেবে বের হতে থাকে। অব্যাহতভাবে আট বছর প্রকাশের পর পত্রিকাটির প্রকাশনা আবার তিন বৎসর বন্ধ থাকে, পুনরায় প্রকাশিত হয়ে তিন বছরের মাথায় ১২৯২ বঙ্গাব্দে পত্রিকাটি চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সাপ্তাহিক 'বিজ্ঞাপনী' পত্রিকাটির কথা, যেটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, মালিক-প্রকাশক ছিলেন গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী। মালিক-প্রকাশকের সাথে সম্পাদকের, পত্রিকার নীতিসংক্রান্ত দ্বন্দ্ব, বিশেষ করে সম্পাদকের স্বাধীনতায় প্রকাশকের হস্তক্ষেপসংক্রান্ত জটিলতায় কৃষ্ণচন্দ্র পত্রিকা থেকে বেরিয়ে আসেন।

১৮৮৬ সালে 'বিজ্ঞাপনী' পত্রিকাটিকে ময়মনসিংহ শহরে স্থানান্তরিত করা হয়, গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী তার প্রেসটিও এ সময় ময়মনসিংহে সরিয়ে নেন। এখান থেকে দুই বৎসর পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, সম্ভবত একাধিক স্বত্বাধিকারীর মধ্যে মতবিরোধের কারণে এরপর পত্রিকাটি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

ব্রাহ্মমতের বাহক 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সাথে প্রতিযোগিতা করার উদ্দেশ্য নিয়েই ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয় হিন্দু রক্ষিণী সভার মুখপত্র সাপ্তাহিক 'হিন্দু হিতৈষিণী'; পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মিত্র।

আঠারশ' সালের ষাটের দশকে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয় অন্য আরেকটি সংবাদপত্র 'অমৃতবাজার পত্রিকা', যশোর জেলার পলুয়া মাগুড়া গ্রাম থেকে দুই ভাই বসন্ত কুমার ঘোষ ও শিশির কুমার ঘোষ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশ করেন; সম্পাদক ছিলেন শিশির কুমার ঘোষ। যশোরে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হলে এই পত্রিকাটি ১৮৭১ সালের অক্টোবরে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়।

রাজশাহীর বোয়ালিয়া ধর্মসভার মুখপত্র 'হিন্দু রঞ্জিকা' ১৮৬৮ সালের এপ্রিল মাসে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। ঢাকায় ছাপা হওয়া রাজশাহীর প্রথম এই সংবাদপত্রটি দেশ-বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত টিকে ছিল।

১৮৬৯ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত কেতাদুরস্ত অর্ধসাপ্তাহিক 'বেঙ্গল টাইমস'-এর সম্পাদক ছিলেন ই.সি. কেম্প। পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যা এবং বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির হার ছিল সে-সময়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত অন্যান্য যেকোনো পত্রিকার তুলনায় অনেক বেশি। ইংরেজি ভাষার এই পত্রিকাটি ঢাকায় বসবাসকারী ইউরোপীয় সমাজের মুখপত্র বলেই গণ্য হতো, স্থানীয়দের সহ্যই করতে পারত না পত্রিকাটি।

১৮৭০ সালে পেনাল কোডে যখন রাজদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ ধারা যুক্ত হয় তখন তা সংবাদপত্রের ওপর নতুন হুমকি বলেই গণ্য হয়, কারণ সেই ধারায় বলা হয়েছিল যে, 'যে-ই সরকারের প্রতি অপ্রিয় মনোভাব সৃষ্টি করবে বা দেশবাসীকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাবে তাকেই শাস্তি দেওয়া হবে। সেই শাস্তি জরিমানা, জেল এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।' সংবাদপত্রের সেই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছিল ১৮৯১ ও ১৮৯৭ সালে, সিডিশান অ্যাক্ট অনুসারে মামলা রজু হয়েছিল যথাক্রমে 'বঙ্গবাসী' ও 'কেশরী' নামের পত্রিকা দুটির বিরুদ্ধে।

সংবাদপত্রগুলো অব্যাহতভাবে সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করতে থাকলে সরকার সংবাদপত্রগুলোকে আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জনসংযোগ কর্মকাণ্ডের মাধ্যম হিসেবে পত্রিকাগুলোকে ব্যবহার করা শুরু করে। সাথে সাথে সংবাদপত্রগুলোর সরকারের ওপর নির্ভরশীল করার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া শুরু করে। কিন্তু তাতেও কাজ না হলে আবার সংবাদপত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন উদ্যোগ নেয়। ১৮৭৭

www.pathagar.com

সালে প্রেস কমিশন গঠন করে এবং ১৮৭৮ সালে দেশি-ভাষার পত্রিকাগুলোর জন্য 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' জারি করে। এই অ্যাক্টটি ভারতে কঠোরভাবে সমালোচিত হয় এবং ক্ষোভের মুখে ১৮৮১ সালে তা প্রত্যাহার করা হয়। সংবাদপত্রকর্মীদের এই বিজয় এবং শাসকগোষ্ঠীর পশ্চাৎ অপসারণ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের মনোবল বৃদ্ধি করে। আন্দোলন আরও দানা বাঁধতে শুরু করলে ১৮৯৮ সালে 'রাজদ্রোহ আইন' সংশোধন করে আইনি ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে নতুন দুইটি ধারা যুক্ত করা হয়। [...] নতুন ডাকঘর আইনে বলা হয় সন্দেহ হলে কর্তৃপক্ষ যেকোনো চিঠি খুলে পড়তে ও আটক করতে পারবে। এর আগেই চালু হয়েছিল টেলিগ্রাফ আইন, তাতে সংবাদপত্রের জন্য পাঠানো টেলিগ্রাফ-সংবাদ নিয়ন্ত্রণের পুরো অধিকার সরকারের কুক্ষিগত রাখা হয়েছিল। সরকারের এই সব নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা সরকারবিরোধী আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনের রূপ দিতে থাকে।

১৯০৫ সালে *বঙ্গভঙ্গ* আইন পাস হলো। দুই বাংলাতেই সংবাদপত্রগুলো ছিল ওই আইনের বিরোধী। সে বিরোধিতার কারণ ছিল সম্ভবত সংবাদপত্র মালিক আর সংবাদকর্মীদের স্বার্থ চিন্তাতাড়িত, তবে ওই অবস্থানের কারণে স্বদেশি ও সন্ত্রাসবাদী উভয় আন্দোলনের প্রতিই সংবাদপত্রের সহানুভূতি ছিল খুব স্পষ্ট। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে সংবাদপত্রগুলো, যাদের মালিকানা অগ্রসর হিন্দু শ্রেণির হাতে, তাদের আলোচ্যসূচিতেও সাম্প্রদায়িকতা প্রভাবিত রাজনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়।

এদিকে সংবাদপত্রের আচরণকে নিজেদের মতো আয়ত্তে আনতে এবার ব্রিটিশ সরকার জারি করল সংবাদপত্র সম্পর্কিত অত্যন্ত কঠোর 'নিউজপেপার অ্যাক্ট (ইনসাইটমেন্ট টু ওফেন্স), ১৯০৮'। সংবাদপত্রগুলোর তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ১৯১০ সালে ওই আইনের সাথে নতুন প্রেস-অ্যাক্ট জুড়ে দিয়ে আইনটিকে আরও শক্তিশালী করল শাসকগোষ্ঠী। পরবর্তীকালে *বঙ্গভঙ্গ* রদ হয়ে গেলেও ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা মিশ্রিত রাজনীতির সাথে সংবাদপত্রের অতিরিক্ত অন্তঃক্রিয়া নতুন সংবাদপত্রের প্রকাশনাকে উৎসাহিতই করতে থাকে। ১৯১৬ সালে ঢাকা থেকে প্রিয়নাথ সেনের পরিচালনায় প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের প্রথম ইংরেজি দৈনিক 'দি হেরাল্ড'। সম্পাদক-প্রকাশক কালিশঙ্কর চক্রবর্তীর চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'জ্যোতিঃ' ১৯২১ সালে দৈনিক হিসেবে বেরুতে শুরু করে এবং 'জ্যোতিঃ'ই সম্ভবত বাংলাদেশের প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র।

www.pathagar.com

আজকের বাংলাদেশ

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা

আমাদের আজকের যে বাংলাদেশ সেটির সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী লোকসাধারণ খুব অন্ধকার সময় কাটিয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে। শিক্ষা-দীক্ষাসহ সব কিছুতেই তারা পিছিয়ে গিয়েছিল আমাদের আরেক ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দুদের থেকে। অবশ্য পুরো হিন্দু সম্প্রদায়ের যে একই মাত্রার অগ্রগতি ছিল তা নয়, বরং বলা যায় মুষ্টিমেয় যে ক'জন ধনী ছিল তাদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এই স্বল্পসংখ্যক হিন্দু ধনীই ছিল সব দিক থেকে এগিয়ে। ইতিহাসের আর একটু পিছনে ফিরলে আমরা জানব যে, আমাদের এ অঞ্চলে তারাই মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল যাদের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয় রকমের খারাপ। ধর্মান্তরিত হয়েও খুব সুবিধে করতে পারেনি এই মুসলিমরা, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়নি, বরং ইংরেজ শোষণে আরও খারাপ অবস্থা হয় এই দরিদ্রদের। এ রকম সঙ্গীন অবস্থায় এমন প্রচারে এ দেশের মুসলমানেরা আবার উত্তেজনা বোধ করে যে, ব্রিটিশরা ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে তাদের (মুসলমানদের) হাত থেকে (যেহেতু দিল্লি বা মুর্শিদাবাদের ক্ষমতায় ছিল মুসলিমরা) সুতরাং ইংরেজদের সঙ্গে সার্বিক অসহযোগিতা এবং ইংরেজদের বিরোধিতা করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। দিল্লি বা মুর্শিদাবাদের শাসকরা যে কেউ-ই তাদের সঙ্গে রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল না, ছিল না এ অঞ্চলের মানুষও– এটি আড়ালে ছিল আলোচনার। যাই হোক, সেই সামগ্রিক বিরোধিতার অংশ হিসেবেই ইংরেজ প্রবর্তিত, কথিত 'ধর্মবিরোধী মঞ্চ' গ্রহণ না করার একটি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তারা। একে এ অঞ্চলের ধর্মান্তরিত ইসলাম ধর্মবিশ্বাসীরা আগে থেকেই পিছিয়ে ছিল, তার উপর আবার বুদ্ধি-বিবেচনাহীন অভিমানে কেটেছে আরও প্রায় দুই শতাব্দী। এই আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডের পরিচয় পরিস্ফুটিত হয়েছে ভারত এবং এই অঞ্চলের সাংবাদিকতার গোড়ার দিকের ইতিহাসে একজনও মুসলিম প্রকাশক বা সম্পাদকের নাম না মেলার ঘটনায়।

www.pathagar.com

সব সময়ই পশ্চাৎপদদের সহজেই চেনা যায় তাদের ধর্মীয় পরিচয়ে। তাদের এই পরিচয়কে রাজনীতির নরপিশাচেরা কাজে লাগায়। ভারতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি, দাঙ্গা-হাঙ্গামার মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান, যার একটি অংশ হয় পূর্ব বাংলা।

বিভিন্ন আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক আর রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে ধর্মের ধোঁয়া কেটে গেলে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১-এ জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামের এক 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের ইতিহাস আলোচনায় মোটাদাগে পৃথক করে হিন্দু আর মুসলিম সম্প্রদায়ের অতীত আলোচনার প্রয়োজন আজ নেই, সম্ভবত তা এখনকার বাস্তবতায় সঙ্গতও নয়। শুধু এটুকু জানলেই চলে যে, যারাই পত্রিকা প্রকাশ করেছে সে হিন্দু বা মুসলিম যে ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন সে ছিল সমাজের উঁচুতলার মানুষ, সাধারণ হিন্দু বা সাধারণ মুসলমান অর্থাৎ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতিনিধিত্ব তারা করেনি। এ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা বলার কোনো পত্রিকা ছিল না ১৯৫০ সালের আগ পর্যন্ত।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির কারণে যেসব সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জটিলতা দেখা দেয় তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর অধিকাংশের পক্ষেই সংবাদপত্রের প্রকাশনা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় না। তবে সে সময় পাকিস্তান সমর্থক বেশ কিছু পত্রিকা কলকাতায় থেকেও প্রকাশনা অব্যাহত রাখে। এসব পত্রিকার মধ্যে বেশ কিছু পত্রিকা আবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কলিকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসে। পঞ্চাশের দশকে ঢাকার বাইরে থেকেও নতুন পত্রিকা প্রকাশ হওয়া শুরু হয়।

"*জেন্দেগী*, বিভাগোত্তরকালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম দিকের একটি দৈনিক। প্রথমত এটি ছিল অর্ধসাপ্তাহিক, পরে ১৯৪৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর থেকে পত্রিকাটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। সম্পাদক ছিলেন এস. এম. বজলুল হক। *জেন্দেগী* বের হলো ২৬৩ বংশাল রোড, ঢাকা থেকে। কিছুকাল পর এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে এই ঠিকানা থেকেই বের হয় দৈনিক *সংবাদ*।"[১]

১৯৪৮ সালের ১৯ অক্টোবর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ গ্রুপ ও পাকিস্তান সমর্থক কলকাতার *দৈনিক আজাদ* ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে, ঢাকেশ্বরী রোডের পাশে খাস জায়গায় গড়ে তোলা হয় *আজাদ* অফিস। সম্পাদনার দায়িত্বে রইলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আর সহকারী

---

[১] বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সুব্রত শঙ্কর ধর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৫।

www.pathagar.com

সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন কলকাতার *আজাদের* ঢাকার প্রতিনিধি আবু জাফর শামসুদ্দীন।

ঢাকা থেকে প্রথম ইংরেজি দৈনিক *পাকিস্তান অবজারভার* বের হয় ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ। মুসলিম লীগের উচ্চাভিলাষী নেতা হামিদুল হক চৌধুরী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই বের করলেন *পাকিস্তান অবজারভার*। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন জনাব শেহাবুল্লাহ; আর জহুর হুসেন চৌধুরী ও মোহাম্মদ আবদুল হাই কাজ করতেন সম্পাদকীয় বিভাগে। দ্বিতীয় সম্পাদক ছিলেন আব্দুস সালাম, তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন *অবজারভার*-এ।

মুসলিম লীগের ক্ষমতাসীন গ্রুপের ইংরেজি দৈনিক *মর্নিং নিউজ* কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় ১৯৪৯ সালের ২০ মার্চ। ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাপ্তাহিক এবং ২৫ ডিসেম্বর থেকে এটি আবার দৈনিক হিসেবে বের হতে শুরু করে।

১৯৪৯ সালের শেষ দিকে মওলানা ভাসানী প্রকাশ করলেন সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক*। শুরু থেকেই পত্রিকাটি মুসলিম লীগের ভীষণ বিরোধিতা শুরু করল। সাথে সাথে আওয়ামী মুসলিম লীগ– যার নেতৃত্বে তখন মওলানা ভাসানী, তার পক্ষে ব্যাপক সমর্থন আদায়ে রাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেছিল। বলা হয়ে থাকে, এই প্রথম বাঙালি, বাংলাদেশের আপামর জনগণের কথা বলার একটি সংবাদপত্র পেল। তবে এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, সংবাদপত্র পাঠ ও তা আত্মস্থ করার মতো লেখাপড়া জানা মানুষের সংখ্যা তখন এ দেশে ছিল খুব কম। শিক্ষার হার, ক্রয়ক্ষমতা ও বিপণন ব্যবস্থা সবই ছিল অত্যন্ত নিচু।

হামিদুল হক চৌধুরী মুসলিম লীগ থেকে বের হয়ে আসায় *অবজারভারও* মুসলিম লীগ বিরোধিতায় যোগ দেয় এবং ইংরেজি সংবাদপত্রের পাঠক *অবজারভার*-এর এই ভূমিকাকে গ্রহণও করে।

পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পর রাজনীতিবিদরা দেশ পরিচালনার জন্য যথাশীঘ্র একটি শাসনতন্ত্র উপস্থাপন করতে না পারলেও ১৯৫০ সালে জারি করা দণ্ড বিধিতে 'মৌখিক বা লিখিতভাবে নতুন দেশের উদ্ভবের বিরোধিতা' নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আর সাথে সাথে, রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষকে ভয় দেখাতেও ব্যবহৃত হতে থাকে প্রাদেশিক জননিরাপত্তা আইন ও পাকিস্তান নিরাপত্তা আইন, ১৯৫২। এসবের সাথে ৯২-ক ধারা'র মতো একটি খড়গ থাকা সত্ত্বেও ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক আইন জারির আগ পর্যন্ত এ অঞ্চলের সংবাদপত্র কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করছিল। কিন্তু ১৯৫৮ সালে

www.pathagar.com

সামরিক শাসন জারির পরপরই সামরিক আইনের আওতায় যেসব বিধিনিষেধ জারি হয় তাতে সংবাদপত্রের স্বাধীন আচরণ করার কোনো সুযোগ আর থাকে না। সামরিক শাসনের ফলে সংবাদপত্র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় না বটে কিন্তু ১৯৫৮ সালে যেখানে দৈনিকের সংখ্যা ছিল ১৮টি সেখানে ১৯৬১ সালে দৈনিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২টি অর্থাৎ দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা কমে দুই-তৃতীয়াংশে নেমে আসে।

১৯৬০ সালে জারি করা হয় 'প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স' অধ্যাদেশ। এই আইনে বলা হয় যে, সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট আগের সব আইন বহাল থাকবে তবে এখন থেকে ছাপাখানার মালিক ও প্রকাশককে জামানত দিতে হবে আর নিষিদ্ধ ঘোষিত সংবাদপত্রের সন্ধানে খানাতল্লাশি চালানোর অধিকারও সরকারের থাকবে।

১৯৬২ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান'-এ ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সাথে বেশ কিছু সংবাদপত্রও শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতি দেখালে পাকিস্তানের সামরিক সরকার পাকিস্তান দণ্ডবিধি'তে ১৫৩ (খ) ধারা যুক্ত করে। এই ধারায় বলা হয় : 'যে ব্যক্তি কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর সাহায্যে বা সঙ্কেতসমূহের বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে বা প্রকারান্তরে যে কোন ছাত্র বা ছাত্রী শ্রেণি বা ছাত্রদের ব্যাপারে আগ্রহশীল বা তাহাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত যে কোন প্রতিষ্ঠানকে এমন কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের জন্য প্ররোচিত করে বা প্ররোচিত করার উদ্যোগ করে, যাহার গণশৃঙ্খলা নষ্ট বা খর্ব করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি কারাদণ্ডে–যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।'

ওই আইনের ফলে সেন্সর ব্যবস্থা আরও পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে এবং পাঠকের হাতে আসা সব পত্রিকাই তখন সেন্সরের কালিমালিপ্ত হতে থাকে। তারপরও যেসব পত্রিকা সরকারের প্রত্যাশিত ধারায় চলত না তাদেরকে কালো তালিকাভুক্ত করার একটি প্রথা সরকার চালু করে। এত কিছু করেও যখন সংবাদপত্রের কণ্ঠ একেবারে রোধ করা গেল না তখন ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বরে সরকার জারি করে 'প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স সংশোধিত অধ্যাদেশ, ১৯৬৩'। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমেই সরকারি প্রেস নোট ও হ্যান্ড আউট অনুপুঙ্খভাবে ছাপা প্রতিটি সংবাদপত্রের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়। এরপরের ইতিহাস পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বাঙালি জাতির কণ্ঠ স্তব্ধ করার প্রচেষ্টার ইতিহাস। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানের দ্বিতীয় দফা সামরিক শাসন শুরু হলে আবারও নতুন করে দফায় দফায় সামরিক আইন-বিধি জারি হতে থাকে, কঠোর সে বিধিনিষেধ বহাল থাকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালে পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে ১ মার্চ জারি করা হয় ১১০ নং সামরিক আইন বিধি। এই বিধিতে বলা হয়, 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও ছবি, খবর, অভিমত, বিবৃতি, মন্তব্য প্রভৃতি মুদ্রণ বা প্রকাশ থেকে সংবাদপত্রসমূহকে বারণ করা হচ্ছে। এই আদেশ লঙ্ঘন করা হলে সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।' কিন্তু অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবার ঘটল না। এরই মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে স্বাধীনতার হাওয়া বইতে শুরু করেছে প্রবলভাবে। সংবাদপত্র আর সাংবাদিকদের অনেকেই জড়িয়ে গেছেন স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট তৈরিতে। মার্চের শুরুর দিন থেকে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তা নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। আর এই সময়কালে এই ভূখণ্ডের সংবাদপত্র প্রথমবারের মতো অদ্ভুত এক স্বাধীনতার স্বাদ নেয়।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস

'In war truth is the first casuality', যুদ্ধ শুরু হলে সবার আগে আঘাত আসে সত্যের ওপর। পাকিস্তান সরকারও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে সবার আগে সত্যকে বিকৃত করার আয়োজন চূড়ান্ত করে। তারা ঢাকায় একটি সেন্সরশিপ হাউস স্থাপন করে এবং টেলিফোনে 'প্রেস অ্যাডভাইস' পাঠানোর অভিনব কাজটি শুরু করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে দৈনিক *দি পিপল* পত্রিকার অফিসে আক্রমণ চালিয়ে তা বিধ্বস্ত করে দেয়। ঘটনাস্থলে সে দিন নিহত হয় ছয়জন সংবাদকর্মী। ২৬ মার্চ আক্রান্ত হয় দৈনিক *ইত্তেফাক* অফিস, এরপর সংবাদকর্মী নির্যাতন ও অনিশ্চয়তার মুখে ঢাকা থেকে সংবাদপত্র প্রকাশ প্রায় এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। দখলদার বাহিনী ঢাকা স্বাভাবিক আছে দেখানোর তাগিদ থেকে সংবাদপত্র প্রকাশ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের চাপ প্রয়োগ করতে থাকে, পরবর্তী সপ্তাহ থেকে এক-দুই পাতার দৈনিক প্রকাশ শুরু হয়। সামরিক বিধিনিষেধের ফলে সেগুলো পত্রিকা পদবাচ্য প্রায় থাকল না। এই দমন-পীড়ন দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে পত্রিকা প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী করে তুলল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন *জয় বাংলা, রণাঙ্গন, মুক্ত বাংলা, স্বাধীন বাংলা, নতুন বাংলা, বাংলার বাণী, বাংলাদেশ, বিপ্লবী বাংলাদেশ, দাবানল, স্বদেশ, জাগ্রত বাংলা, দেশ বাংলা, বাংলার মুখ, সংগ্রামী বাংলা, মুক্তি, অগ্রদূত, সাপ্তাহিক বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ, The Nation, Bangladesh* ইত্যাদি বিভিন্ন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক সংবাদপত্র ও সাময়িকীপত্র প্রকাশ পায়। দেশ স্বাধীনের পর এসব পত্র-পত্রিকার মধ্যে খুব স্বল্পসংখ্যক পত্রিকাই টিকে থাকে, বাকিগুলো সময়ের দাবি পূরণ করে আশ্রয় নেয় স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের পাতায়।

www.pathagar.com

স্বাধীন বাংলাদেশ

"বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের ৩ মাসের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, বাংলাদেশ সরকার একটি মুক্ত ও দায়িত্বশীল প্রেসে (Press) বিশ্বাসী (The Bangladesh Observer, March 3, 1972)।"[১] কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্যের বাস্তবায়ন সে সময় দেখা গেল না। সরকার চারটি পত্রিকার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিল। ১৯৬০ সালের 'প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অ্যাক্ট' বহাল রাখা হলো এবং ১৫ মার্চ, ১৯৭২ 'অবজারভারে'র স্বনামধন্য কৃতী সম্পাদক আব্দুস সালামকে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যের অপরাধে চাকরিচ্যুত করা হলো।

১৯৭২ সালে এই রাষ্ট্রের যে সংবিধান প্রণীত হয় তাতে চিন্তা, বাক ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদের পাঠে বলা হয়েছে :

> ৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইল।
> (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধসাপেক্ষে
> (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং
> (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

ড. আলী রিয়াজ বলছেন, "আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হলেও এই অনুচ্ছেদের (২) উপ-অনুচ্ছেদে যখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধের কথা বলা হয়েছে তারই ফাঁক গলিয়ে টিকে গেলো সমস্ত রকম দণ্ডবিধি ও ফৌজদারি কার্যবিধিগুলো। এ প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ব্রিটিশ শাসনামলে প্রণীত সংশ্লিষ্ট দণ্ডবিধি ও ফৌজদারি কার্যবিধিসমূহ কিন্তু পাকিস্তান আমলে বাতিল বা পুনর্লিখিত হয়নি, বাংলাদেশেও নয়। যৎকিঞ্চিত যা পরিবর্তিত হয়েছে তাতে মর্মবস্তুর কিছুই আসে যায় না।"[২] আংশিক পরিবর্তিত কিংবা অপরিবর্তনীয়ভাবে যে সমস্ত আইন রয়ে গেছে সে প্রসঙ্গে আহমেদ ফারুক হাসান তার *বাংলাদেশের গণমাধ্যম* বইতে লিখেছেন : "বাংলাদেশের বেশি ভাগ আইনের আওতাকেই সংবাদপত্র পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়। তদুপরি সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট বিশেষ কিছু আইন আছে, এগুলো হচ্ছে : (ক) সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ (খ) ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি আইনের বেশ কয়েকটি

---

[১] গণবিচ্ছিন্ন গণমাধ্যম, আলী রিয়াজ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৬৯।

[২] গণবিচ্ছিন্ন গণমাধ্যম, আলী রিয়াজ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৭০।

www.pathagar.com

ধারা (গ) আদালত অবমাননা আইন (ঘ) ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির একটি ধারা (ঙ) ১৯২৩ সালের সরকারি গোপনীয়তা আইন (চ) ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন (ছ) ১৯৭৩ সালের মুদ্রণালয় ও প্রকাশনা আইন (জ) ১৮৮৫ সালের তারবার্তা আইন (ঝ) ১৮৯৮ সালের ডাকঘর আইনের একটি ধারা (ঞ) ১৯৬৩ সালের অশোভন বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধকরণ আইন (ট) ১৯৭৪ সালের শিশু আইন (ঠ) ১৯৩২ সালের বৈদেশিক সম্পর্ক আইন (ড) ১৯৬২ সালের প্রজাস্বত্ব আইন ইত্যাদি। লক্ষণীয় যে এসব আইনের কোন কোনটি এতই প্রাচীন যে এসব আইন প্রণয়নের পর জাতি দু'বার স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু আইনগুলো স্বাধীন দেশে আজও বলবৎ। ঔপনিবেশিক মন্দ উত্তরাধিকারের পিছুটান সরকার জাতির ললাট লিখন হিসেবে জিইয়ে রেখেছে।"[১]

যাই হোক সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার 'নিশ্চয়তা' বিধান করা হলো বটে কিন্তু সে পর্যন্তই, বার্তালোকের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে ১৯৭৩ সালের ২৮ আগস্ট ঘোষিত হলো 'প্রিন্টিং প্রেসেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স (রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অধ্যাদেশ ১৯৭৩'। এটি সে বছরেই সেপ্টেম্বরে আইনে রূপান্তরিত হলে সরকারের হাত প্রসারিত হয়ে সংবাদপত্রকর্মীকে ভিন্নমত প্রকাশের জন্য আটক ও সংবাদপত্র বেআইনি ঘোষণা করা পর্যন্ত এগুলো। এরপর ১৯৭৩-এ একই সরকার সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী এনে জরুরি আইন জারি করার এখতিয়ার রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের হাতে তুলে দিল, আর এই জরুরি অবস্থার আড়ালে আয়োজন থাকল জনগণের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার। সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যখন ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একই সংসদে পেশ হলো বিশেষ ক্ষমতা আইন। এই আইন রাষ্ট্রকে একচোখা দানবে রূপান্তরিত করল, তারপরও সরকারের প্রয়োজন হলো আরও একটি আইনের, যার নাম 'ছাপাখানা ও প্রকাশনা বিল'। এটিও ১৯৭৪ সালে সংসদে অনুমোদিত হলো। সংবিধানে উল্লেখিত বার্তালোকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানের অঙ্গীকারকে দুর্জ্ঞেয় করতে একের পর এক নতুন আইন প্রণয়ন হতে থাকল, তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন জারি হলো 'সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ'। এই অধ্যাদেশের বলে সরকার নিজের নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি পত্রিকা রেখে সমস্ত পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল ঘোষণা করল।

দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকার ঐ রকম নিবর্তনমূলক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিল এমনটি অনেকেই যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এও বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, দেশের

---

[১] বাংলাদেশের গণমাধ্যম, আহমেদ ফারুক হাসান, আগামী, ঢাকা, ১৯৯৭. পৃষ্ঠা ২২।

www.pathagar.com

সার্বিক অবস্থা, বিশেষত সেই সময়ে সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা না দিয়ে সরকার জারিকৃত শুধু সংবাদপত্র সম্পর্কিত আইনগুলো তুলে ধরলে তৎকালীন সরকারে অগণতান্ত্রিক দিকটি পরিস্ফুটিত হবে, তার জনকল্যাণকর চেহারাটি রয়ে যাবে অগোচরে এবং তা হবে সেই সরকারের প্রতি অবিচারের শামিল। এমনও কেউ কেউ বলেন যে, সে সময় বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দেশের অভ্যন্তরের রাজনৈতিক পরিস্থিতিই আওয়ামী লীগকে বাধ্য করেছে এমন কিছু অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা নিতে যা দেশকে ভেতর ও বাইরের নানান হুমকি থেকে রক্ষা করে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে। ঐ বৃহত্তর ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য মুজিব সরকারকে উৎসাহিত করেছিল গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে। একটি নবীন রাষ্ট্র পরিচালনা ও উন্নয়ন– দু'টি বিষয় সমন্বিত করার কঠিন কাজে তৎকালীন সরকার তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য কিছু দেশ থেকেও অভিজ্ঞতা নিতে চেয়েছে এবং সবকিছুই ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যায়ে। অনেকে এও দাবি করেন যে, একটি ব্যাপক জনভিত্তিক রাজনৈতিক দল, যারা একটি মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে তারা ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষার অধিকার পরবর্তী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত অবশ্যই সংরক্ষণ করে। এসব যুক্তির অবশ্যই সারবত্তা আছে কিন্তু যে যুক্তিই দেওয়া হোক না কেন, তখনও যেমন অনেকেই ঐসব কালা-কানুনের প্রতিবাদ করেছে, সরকারি নীতিমালার সমালোচনা করেছে বা করার চেষ্টা করেছে তেমন এখনও একবাক্যে সবাই বলছে যে, বার্তালোকের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন কারও জন্যই মঙ্গলজনক নয়। আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা থেকেও জেনে এসেছি বার্তালোককে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা কখনোই সরকার বা জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনেনি। তৎকালীন সরকার এ স্বতঃসিদ্ধকে মেনে নিতে পারেনি, সেই শিক্ষাকেও তখন কাজে লাগাতে পারেনি।

এই রকম একটি অস্থির এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিবেশে নবীন রাষ্ট্রটিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে যে অস্বাভাবিক শাসন জারি হলো তা মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা'র শামিল হয়েই এলো। অনিয়মতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক রাজনীতি আর সেনা কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক অসততা ও অবিবেচনার পাকে জড়িয়ে গেলো এ ভূখণ্ডের লোকসাধারণ আরও একবার। সেই বিষচক্রের শাসন নামে-বেনামে অব্যাহত থাকে ১৯৯০ সালে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত। এই সময়কালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তো দূরের কথা ব্যক্তি মানুষের স্বাভাবিক জীবন ধারণের অধিকার চলে যায় কিছুসংখ্যক উচ্চাভিলাষী সামরিক কর্মকর্তা আর তাদের অনুগ্রহভাজন গুন্ডাদের অস্ত্রের মুখে।

১৯৯০ সালে সামরিক শাসক এরশাদ পতনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বার্তালোকের স্বাধীনতার প্রশ্নটি জনগণের চেতনায় নতুন করে

www.pathagar.com

অভিঘাত সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংবাদক্ষেত্রের বিশেষ করে মুদ্রণ মাধ্যমের কার্যকরী দৃঢ় ভূমিকা রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের সম্বন্ধে ভাবতে বাধ্য করে। এর ফলে ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর তিন জোটের রূপরেখার যুক্ত ঘোষণার ২-এর খ অংশে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও বাম দলগুলোসহ বাংলাদেশের ২৭টি রাজনৈতিক দল ঘোষণা করে যে, 'গণপ্রচারমাধ্যমকে পরিপূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও-টেলিভিশনসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রচারমধ্যমকে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করতে হবে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল রাজনৈতিক দলের প্রচার-প্রচারণার অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।' এই ঘোষণার ৪ (গ)-তে আরও বলা হয় যে, 'মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল আইন বাতিল করা হবে।'

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬, ১৭ ও ১৮ নাম্বার ধারাগুলো বাতিল ঘোষণা করে। এর ফলে সরকারের যেকোনো সময় সংবাদপত্র প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা এবং সরকারের প্রি-সেন্সরশিপ জারি করার ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়।

এখন বাংলাদেশে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মতো অবশিষ্ট যে দুটি অস্ত্র সরকারের হাতে আছে, সে দুটি হচ্ছে 'প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন এ্যাক্ট' এবং অভিযোগকারীর ফৌজদারি আদালতে মানহানিসহ বেশ কিছু মামলা দায়ের করার অধিকার। ছাপাখানা ও প্রকাশনা আইনের কারণে সংবাদপত্র প্রকাশ করতে হলে এখনও প্রকাশককে সরকারের পূর্ব অনুমতি নিতে হয়, যা স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে। আবার সরকার বা সরকারের প্ররোচনায় সরকারের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি প্রেসের বিরুদ্ধে মানহানি মামলাসহ বিভিন্ন মামলার অভিযোগ নিয়ে নিম্ন আদালতের ফৌজদারি শাখায় হাজির হয়।

যাই হোক ১৯৯১ থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে, ব্যক্তি মালিকানায় টেলিভিশন-রেডিও এসেছে, মোবাইল ফোনের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, অনলাইন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা একশ' ছাড়িয়ে গেছে কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে বার্তালোকের সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি। বার্তালোককে নিয়ন্ত্রণে রাখার পুরোনো সব কৌশল রাষ্ট্র জারি রেখেছে আর বার্তালোক অব্যাহতভাবে ব্যর্থ হয়ে চলেছে মানুষের কাছে পৌঁছুতে।

www.pathagar.com

সাংবাদিকতা : ইতিহাসের ঘটনাক্রম[১]

(সাল তারিখে খ্রিষ্টাব্দ ব্যবহৃত হয়েছে)

১৫৫৭. পর্তুগিজরা ভারতে প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

১৫৬০. জার্মান ও সুইজারল্যান্ড থেকে (পৃথিবীর) প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ।

১৬১৮. ইংরেজি, ফরাসি, ওলন্দাজ ও জার্মানি ভাষায় নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু হয় আমস্টারডাম থেকে।

১৬৭৪. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম ছাপাখানা বসায় ভারতের মুম্বাইয়ে।

১৬৯০. যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম প্রয়াস।

১৭০২. ইংল্যান্ড থেকে পৃথিবীর প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ।

১৭০৪. বোস্টন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংবাদপত্র (সাপ্তাহিক) প্রকাশ।

১৭৬৮. সেপ্টেম্বর : উইলিয়ম বোল্টসের, ভারতে (কলকাতা থেকে) প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যর্থ প্রয়াস।

১৭৭৩. বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ (হেলহেডের 'ব্যাকরণ') প্রকাশ।

১৭৭৯. কলিকাতায় প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

১৭৮০. ২৯ জানুয়ারি, (কলকাতা) ভারতের প্রথম সংবাদপত্র, জেমস অগস্টাস হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ।

১৭৮৩. পেনসিলভেনিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ।

১৭৮৪. ফেব্রুয়ারি : 'ক্যালকাটা গেজেট' প্রকাশ (কলিকাতা)।

১৭৮৫. মাদ্রাজ থেকে মাদ্রাজের প্রথম সংবাদপত্র (সাপ্তাহিক) 'মাদ্রাজ কুরিয়র' প্রকাশ। সংবাদপত্রের ওপর নিষেধ-বিধি আরোপ শুরু।

১৭৮৯. মুম্বাই থেকে প্রথম সংবাদপত্র ('বোম্বাই হেরাল্ড') প্রকাশ।

১৭৯০. 'বোম্বাই কুরিয়র' প্রকাশ। দেশীয় ভাষায় (গুজরাটি) প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশের গৌরবে উজ্জ্বল।

---

[১] 'সাংবাদিকতা : ইতিহাসের ঘটনাক্রম'-এর ১৭৮০-১৯৪৭ পর্যন্ত অংশটুকু কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে সংকলিত হয়েছে 'ভারতের সংবাদপত্র (১৭৮০-১৯৪৭), তারাপদ পাল, সাহিত্য সদন, কলিকাতা, ফেব্রুয়ারি-১৯৭২' বইটি অনুসারে।

www.pathagar.com

১৭৯১. 'বোম্বাই হেরাল্ড' ও 'বোম্বাই কুরিয়র' একত্রিত হয়ে 'বোম্বাই গেজেট'-এ রূপান্তর।

১৭৯৫. প্রথমে মাদ্রাজ ও পরে অন্যান্য স্থানে সেন্সর প্রথা চালু।

১৭৯৮. মারকুইস অব ওয়েলেসলির (গভর্নর জেনারেল) ভারত আগমন।

১৭৯৯. মে. ওয়েলসলি কর্তৃক সংবাদপত্রের ওপর পাঁচ-দফা রেগুলেশন্স জারি।

১৮০৭. জনসভার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি।

১৮১১. সংবাদপত্র প্রসঙ্গে লর্ড মিন্টোর নতুন আদেশ জারি।

১৮১২. ভারতের সংবাদপত্রে প্রথম বাজার দর ছাপা শুরু।

১৮১৩. একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার খর্ব করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কুড়ি বছরের মেয়াদে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নতুন সনদ অনুমোদন। কলকাতার প্রথম লর্ড বিশপ-মিডলটন ও প্রথম প্রেসবিটেরিয়ান মিনিস্টার-ব্রাইস-এর ভারত আগমন।

১৮১৪. হেস্টিংসের (ময়রা। গভর্নর-জেনারেল) ভারত আগমন। ব্রাইস কর্তৃক 'এশিয়াটিক মিরর' প্রকাশ। ভারতে থাকা ইউরোপীয় ক্রিশ্চানদের মধ্যে বিরোধ।

১৮১৮. ভারতে ব্রিটিশ অধিকারের শক্ত-খুঁটি স্থাপন। 'মর্নিং পোস্ট' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্রের ওপর কোম্পানির দমন-নীতি প্রয়োগের ব্যর্থ প্রয়াস। তৎকালীন ওলন্দাজ অধিকৃত শ্রীরামপুর থেকে 'দিগদর্শন' (এপ্রিলে) ও 'সমাচার দর্পণ' (২৩ জুন) প্রকাশ। রামমোহনের পৃষ্ঠপোষকতায় ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় দেশীয় ভাষায় (বাংলা) প্রথম নির্ভেজাল ভারতীয় সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেট' প্রকাশ। ২ অক্টোবর সিল্ক বাকিংহাম কর্তৃক দ্বিসাপ্তাহিক 'ক্যালকাটা জার্নাল' প্রকাশ। ১৮১৯, ১ মে : 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর দৈনিকে রূপান্তর ও ভারতের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্রের গৌরব লাভ।

১৮২১. 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী 'জন বুল ইন দ্য ইস্ট' প্রকাশ (সম্পাদক : ব্রাইস)। ৪ ডিসেম্বর : ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে রামমোহন রায় প্রকাশ করেন 'সম্বাদ কৌমুদী'।

১৮২২. কানপুরে প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন ও পত্রিকা প্রকাশ। গুজরাটি সাপ্তাহিক 'মুমবাইনা সমাচার' প্রকাশ। ৫ মার্চ : প্রগতিবাদী হিন্দুমতের বিরোধিতার জন্য, 'সম্বাদ কৌমুদী'র বিরোধী 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ (প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। ১২ এপ্রিল : রামমোহন রায় প্রকাশ করেন ফারসি সাপ্তাহিক 'মীরাৎ-উল-আখবার'।

www.pathagar.com

১৮২৩. ৮ ফেব্রুয়ারি : বাকিংহামকে ভারত ছাড়ার নির্দেশ। ৪ এপ্রিল : সংবাদপত্র দমন আইন–কুখ্যাত 'অ্যাডাম-রেগুলেশন্স' প্রবর্তন। এই গ্যাগিং অ্যাকটের প্রতিবাদে 'মীরাৎ-উল-আখবার'-এর প্রকাশ বন্ধ। ১০ নভেম্বর : বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জার্নাল' বন্ধ।

১৮২৫. কোম্পানির কর্মচারীদের ওপর সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা (বোম্বাই ক রেগুলেশন্স) জারি।

১৮২৬. প্রথম হিন্দি সংবাদপত্র 'উদন্ত মার্তণ্ড' প্রকাশ।

১৮২৮. ভারতের গভর্নর-জেনারেল পদে বেন্টিঙ্কের নিয়োগ।

১৮২৯. ১০ মে : বাংলা সাপ্তাহিক 'বঙ্গদূত' প্রকাশ। কোম্পানিকে নতুন সনদ দেওয়ার পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলন। ১৫ ডিসেম্বর : টাউন হলে রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখের উদ্যোগে সনদ মঞ্জুরির পক্ষে সভা অনুষ্ঠান।

১৮৩০. কোম্পানির বাণিজ্যে আর্থিক বিপর্যয়। সংবাদপত্রে (ভারতের) স্কেচ ছাপা শুরু।

'জন বুল'-এর 'ইংলিশম্যান'-এ রূপান্তর।

১৮৩১. ২৮ জানুয়ারি : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সম্বাদ প্রভাকর' প্রকাশ করেন। ১৮৩৯, ১৪ জুন : 'সম্বাদ প্রভাকর'-এর দৈনিকে রূপান্তর। বাংলা ভাষায় প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র।

১৮৩২. বালশাস্ত্রী জাম্ভেকর-এর ইঙ্গ-মারাঠি সাপ্তাহিক 'বোম্বাই দর্পণ' প্রকাশ। 'বোম্বাই উইকলি গাইড'–প্রথম বাণিজ্যবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ।

১৮৩৩. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ব্রিটেন কর্তৃপক্ষ আবার সনদ মঞ্জুর করে।

১৮৩৫. ফেব্রুয়ারি : বেন্টিঙ্কের কাছে দমননীতি বাতিলের জন্য ভারতীয় সম্পাদকদের যৌথ প্রতিবেদন পেশ। বেন্টিঙ্কের ভারত ত্যাগ। গভর্নর-জেনারেল পদে (অস্থায়ীভাবে) নিয়োগ পান মেটাকাফে এবং সংবাদপত্রের ওপর প্রযুক্ত সকল দমন আইন বাতিল ঘোষণা করেন এবং সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দেন।

১৮৩৬. মার্চ : অকল্যান্ড ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন।

১৮৩৭. দিল্লি থেকে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ– 'সৈয়দ-উল-আখ্‌বার' (উর্দু)।

১৮৩৯. মার্চ : গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য বাংলা ত্রিসাপ্তাহিক 'সংবাদ ভাস্কর' প্রকাশ করেন।

১৮৪০. 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ বন্ধ। বালশাস্ত্রী জাম্ভেকর মারাঠি মাসিক 'দিগদর্শন' প্রকাশ করেন।

১৮৪২. ফেব্রুয়ারি : এলেনবার্গ গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন। স্টক্‌লার-এর ভারত ত্যাগ এবং 'দি ইংলিশম্যান' নীলকরদের কাছে হস্তান্তরিত হয়।

www.pathagar.com

১৮৪৪. জুন : অস্থায়ী গভর্নর-জেনারেল পদে বার্ড। জুলাই : স্থায়ী গভর্নর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের আগমন। হিন্দু ধর্মের উপর ক্রিশ্চান মিশনারিদের আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে পণ্ডিত মোরাবৎ দান্দেকর মারাঠি ভাষার মাসিক পত্রিকা 'উপদেশ চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন।

১৮৪৭. ভারতের সংবাদপত্রে প্রথম ছবি ছাপা শুরু– 'টেলিগ্রাফ' ও 'কুরিয়র'-এ। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' নামে বাংলাদেশের রংপুর থেকে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

১৮৪৮. জানুয়ারি : ডালহৌসিকে গভর্নর-জেনারেল নিয়োগ।

১৮৪৯. গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'বেঙ্গল রেকর্ডার' প্রকাশ করেন। (এটিই ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নাম নেয়)। আহমেদাবাদ থেকে প্রথম গুজরাটি পত্রিকা 'বর্তমান' প্রকাশ। ফেব্রুয়ারি : পুনা থেকে 'ধ্যান প্রকাশ' প্রকাশ। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে এটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়।

১৮৫০. প্রথম সচিত্র পত্রিকা 'চিত্রজ্ঞান দর্পণ' (গুজরাটি) প্রকাশ।

১৮৫১. মহানবী মুহম্মদ (সাঃ)-এঁর ছবি ছাপাকে কেন্দ্র করে মুম্বাই-দাঙ্গা।

১৮৫২. মুম্বাইয়ে হিন্দু ধর্মের সংস্কারার্থে গুজরাটি পত্রিকা 'সত্যপ্রকাশ'-এর জন্ম।

১৮৫৩. 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রকাশ। ('বেঙ্গল রেকর্ডার-এর পরিবর্তিত নাম)।

১৮৫৪. রাধানাথ শিকদার ও প্যারিচাঁদ মিত্র প্রকাশ করেন 'মাসিক পত্রিকা'। বীরভূম মেদিনীপুর ও আরও কয়েকটি এলাকায় সাঁওতাল বিদ্রোহ। পাঞ্জাবে মিশনারিরা গুরমুখী হরফ তৈরি করে এবং গুরমুখী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করে। সম্পাদকদের সংবাদ সংগ্রহের সুবিধার্থে মুম্বাইতে সরকারি উদ্যোগে 'এডিটরস্ রুম' (বা তথ্য দপ্তর) উদ্বোধন। সংবাদপত্রের ডাক-মাসুলের সমহার নির্ধারণ।

১৮৫৬. ফেব্রুয়ারি : লর্ড ক্যানিং ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত। জুলাই : বিধবা-বিবাহ অনুমোদন আইন বলবৎ।

১৮৫৭. বোম্বাই থেকে মহিলাদের জন্য ভারতের প্রথম সংবাদপত্র 'স্ত্রীবোধ' প্রকাশ, গুজরাটি ভাষায়। ১০ মে : 'সিপাহি বিদ্রোহ' ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। ১৩ জুন : লর্ড ক্যানিং সংবাদপত্রের ওপর পুনরায় দমন নীতি প্রয়োগ শুরু করেন। ১৭ জুন : ঐ দমননীতিবলে সুপ্রিম কোর্টে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে প্রথম মামলার শুনানি।

১৮৫৮. ইংল্যান্ডের রানি সরাসরি ভারতের শাসন ক্ষমতা নিয়ে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। ভারতের প্রথম ভাইসরয় পদে লর্ড ক্যানিং নিয়োগ পায়। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের দমন নীতি প্রত্যাহার। 'বোম্বাই টাইমস'-এর সম্পাদক পদ থেকে ড. জর্জ বুইস্টকে অপসারণ।

১৮৫৯. ভারতে 'রয়টার'-এর সংবাদ সরবরাহ করা শুরু হয়।

www.pathagar.com

১৮৬০. মাদ্রাজ থেকে 'মাদ্রাজ টাইমস্' প্রকাশ। ১৮৬০-৭৮ কাল মধ্যে ব্রিটিশ-স্বার্থ-পুষ্ট ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রের উন্নতি। ইংল্যান্ড থেকে অভিজ্ঞ সাংবাদিক এবং আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্রপাতি আনা হয়। মে মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'কবিতাকুসুমাবলী'।

১৮৬১. ১৪ জুন : 'হিন্দু পেট্রিয়টে'-এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জীর (৩৭) পরলোক গমন। প্রথমে কালিপ্রসন্ন সিংহ এবং পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর দায়িত্বভার নেন। সম্পাদক পদে কৃষ্ণদাস পালের নিয়োগ। ১ আগস্ট : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্থিক সাহায্যে মনমোহন ঘোষ ইংরেজি পাক্ষিক 'ইন্ডিয়ান মীরর' প্রকাশ করেন। 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট' অনুমোদন। 'জাতীয় ঐতিহ্যে'র অগ্রগতি এবং দেশবাসীকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রাজনারায়ণ বসু একটি সংস্থা গঠন করেন। 'বোম্বাই টাইমস্', 'স্টানডার্ড', 'টেলিগ্রাফ' ও 'ক্যুরিয়ার'কে একত্রিত করে 'টাইম্‌স অব্ ইন্ডিয়া' নামকরণ। এলাহাবাদ থেকে 'পাইওনিয়ার' প্রকাশ। উদ্দেশ্য ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের এবং যুক্ত প্রদেশের জমিদারি-আভিজাত্যের স্বার্থ রক্ষা।

১৮৬২. জানুয়ারি : মহাদেব গোবিন্দ রানা দে বের করেন ইঙ্গ-মারাঠি সংবাদপত্র 'ইন্দু প্রকাশ'। ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের যশোর থেকে বসন্ত কুমার ঘোষ-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'অমৃতপ্রবাহিনী'।

১৮৬৩. ঢাকার ইমামগঞ্জ থেকে হরিশচন্দ্র মিত্রর সম্পাদনায় জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় 'ঢাকা দর্পণ' নামে নতুন সাপ্তাহিক। হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ)-এর সম্পাদনায় মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে প্রকাশিত হয়।

১৮৬৫. রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় নবগোপাল মিত্র (জাতীয় নবগোপাল) 'পেট্রিয়টস অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন। ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সরাসরি তার (টেলিগ্রাফ) সংযোগ স্থাপিত হয়।

১৮৬৬. ভারতে 'রয়টার'-এর প্রথম কার্যালয় স্থাপন। 'ইন্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকার জন্ম।

১৮৬৭. পাঞ্জাব থেকে গুরমুখী ভাষায় 'আখবার শ্রীদরবার সাহেব' প্রকাশ। সম্ভবত এটি প্রথম পাঞ্জাবি পত্রিকা। 'হিন্দুমেলা' সংগঠন।

১৮৬৮. যশোরের পালুয়া-মাগুরা গ্রাম থেকে বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশ। ১৮৬৯ থেকে দ্বি-ভাষিকে রূপান্তর। ১৮৭১

www.pathagar.com

কলকাতায় স্থানান্তর এবং ১৮৭২ ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা থেকে প্রকাশ শুরু। গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'বেঙ্গলী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাগজটি কিনে নেন। 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র সম্পাদক ড. জর্জ স্মিথ ভর্তুকি লাভের সরকারি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মাদ্রাজ থেকে 'মাদ্রাজ মেইল' প্রকাশ।

১৮৬৯. সুয়েজ-খাল জলপথ চালু।

১৮৭০. ১৮৭০-১৮৮৪ বোম্বাই-এ প্রার্থনা সমাজের হিন্দু সংস্কারপন্থিদের একচেটিয়া প্রভাব। রাজদ্রোহ আইন প্রবর্তন। 'হালিশহর পত্রিকা'র জন্ম। 'অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট' জারি।

১৮৭১. কেশব সেন 'ইনডিয়ান মিরর' পত্রিকার দায়িত্ব নেন।

১৮৭২. 'মফস্বলাইট অব্ আগ্রা' (১৮৪৫), 'লাহোর ক্রনিকল' (১৮৪৬), 'পাঞ্জাব টাইম্‌স' ও 'ইন্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়ন' (১৮৬৬), একত্রিত হয়ে 'সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট' প্রতিষ্ঠা। ৮ ফেব্রুয়ারি : আন্দামানে ওহাবী আন্দোলনের জনৈক বন্দি লর্ড মেয়োকে হত্যা করে।

১৮৭৩. অমৃতসরে 'শিং সভা' সংগঠন।

১৮৭৫. রেজিস্টার্ড সংবাদপত্রের ডাক-মাসুলের হার হ্রাস। জানুয়ারি : রবার্ট নাইট কলকাতায় 'ইনডিয়ান স্টেটসম্যান' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৭৬. জুলাই : সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেন 'ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। একইসঙ্গে পুনায় 'সার্বজনীক সভা' ও মাদ্রাজে 'নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭৭. 'স্টেটসম্যান'-এর সঙ্গে 'ফ্রেন্ড অব ইনডিয়া'র সংযুক্তি এবং 'স্টেটসম্যান অ্যান্ড ফ্রেন্ড অব ইনডিয়া'য় রূপান্তর। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'নেটিভ প্রেস অ্যাসোসিয়েশন' গঠন। মার্চ : 'প্রেস কমিশন' নিয়োগ।

১৮৭৮. মার্চ : 'ওরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজেস প্রেস অ্যাক্ট' জারি। ২০ সেপ্টেম্বর : মাদ্রাজে 'হিন্দু' পত্রিকার জন্ম। অক্টোবর : 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' জারি।

১৮৮০. ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় পদে লর্ড রিপনের নিয়োগ। পাঞ্জাবে শিখ-আন্দোলন এবং পাঞ্জাবি-সাংবাদিকতায় অগ্রগতি শুরু। 'টাইম্‌স অব ইনডিয়া'য় ছবি ছাপা আরম্ভ।

১৮৮১. 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' প্রত্যাহার।

১৮৮২. 'হান্টার কমিশন' নিয়োগ। ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বাণিজ্যিক স্বার্থের সংঘাত।

www.pathagar.com

১৮৮৩. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স' আহ্বান করেন। 'ইলবার্ট বিল' উত্থাপন এবং বিলকেন্দ্রিক আন্দোলন শুরু। বিলের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়রা টাউন হলে ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ সভা করে। ৫ মে : সুরেন্দ্রনাথের বিচার– ভারতে প্রথম রাজনৈতিক-বিক্ষোভ।

১৮৮৪. ১৮৮৪-৯১ পর্যন্ত বোম্বাই-এ বাহারাম মালবারীর নেতৃত্ব। ডিসেম্বর : ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় পদে ডাফরিনের নিয়োগ।

১৮৮৫. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৬. 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' গঠন (সৈয়দ আহমেদ)।

১৮৮৭. সৈয়দ আহমেদ প্রতিষ্ঠা করেন 'ইন্ডিয়ান প্যাট্রিয়াটিক অ্যাসোসিয়েশন'।

১৮৯১. রাজদ্রোহ বিষয়ক প্রথম মামলা শুরু– 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার বিরুদ্ধে।

১৮৯৬. পুনাতে র‍্যান্ড ও লেফটেন্যান্ট আয়ার্সট হত্যা।

১৮৯৭. তিলকের বিচার। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন' পত্রিকার জন্ম।

১৮৯৮. রাজদ্রোহ আইন সংশোধন ও তার শক্তি বৃদ্ধি। 'ডাক-ঘর আইন' জারি।

১৮৯৯. লর্ড কার্জনের ভারত আগমন।

১৯০১. 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকা প্রকাশ (১২ আগস্ট)। 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি' প্রকাশ।

১৯০৪. 'ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট' প্রবর্তন। মার্চ : টাউন হলে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী সভা। নভেম্বর : 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশ।

১৯০৫. ১ সেপ্টেম্বর : 'ইন্ডিয়া গেজেট'-এ বঙ্গ-ভঙ্গ ঘোষণা। ১০ অক্টোবর : 'কার্লাইল সার্কুলার' জারি। ১৬ অক্টোবর : প্রথম বঙ্গ-ভঙ্গ। ৪ নভেম্বর: 'অ্যানটি সার্কুলার সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা। প্রথম বয়কট আন্দোলন।

১৯০৬. কংগ্রেসের 'স্বরাজ' ঘোষণা। 'মুসলিম লীগ' গঠন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠা। 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার জন্ম।

১৯০৭. লাজপৎরায়, অজিৎ সিং প্রমুখ নেতা বহিস্কৃত। জনসভা নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স ও আইন পাস। ৯ সেপ্টেম্বর : 'সন্ধ্যা' সিডিশান মামলা আরম্ভ। 'স্বরাজ' পত্রিকা প্রকাশ।

১৯০৮. 'নিউজপেপারস (ইনসাইটমেন্ট টু অফেনসেস) অ্যাক্ট, জারি। মে : অরবিন্দের গ্রেফতার ও মানিকতলার বোমার মামলা শুরু।

১৯০৯. 'মর্লি-মিন্টো রিফর্ম'। 'লিডার' পত্রিকার জন্ম।

১৯১০. 'ইনডিয়ান প্রেস অ্যাক্ট' জারি। ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় পদে লর্ড হার্ডিঞ্জ।

www.pathagar.com

১৯১১. সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরির ভারত সফর। দিল্লি দরবার। বঙ্গ-ভঙ্গ সংস্কার। ১৪ ডিসেম্বর : নয়া দিল্লির ভিত্তি স্থাপন।

১৯১২. দিল্লিতে বৃটিশ-ভারতের রাজধানী স্থানান্তর। আবুল কালাম আজাদ প্রকাশ করেন 'অলহিলাল' পত্রিকা।

১৯১৩. ভারত সরকারের শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অ্যানি বেসান্ত মাদ্রাজে প্রকাশ করেন 'নিউ ইন্‌ডিয়া' পত্রিকা।

১৯১৪. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ। 'দৈনিক বসুমতী' প্রতিষ্ঠা।

১৯১৫. ভারত রক্ষা আইন প্রবর্তন। 'প্রেস অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্‌ডিয়া' গঠন।

১৯১৬. স্যাডলার কমিশন। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ-চুক্তি। 'হোমরুল লিগ' গঠন। পুনাতে মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ভারতীয়রা ভারত শাসন বিষয়ক প্রথম সাংবিধানিক খসড়া পেশ করে।

১৯১৭. 'ইন্‌ডিয়ান ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন' গঠন। ১৯১৭ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে ভারতে কম্যুনিস্ট চিন্তার প্রসার লাভ।

১৯১৮. 'ইয়ং ইন্‌ডিয়া' প্রকাশ।

১৯১৯. 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্ম'। পাঞ্জাবে গোলযোগ। ১৩ এপ্রিল : জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। রাজকীয় ঘোষণা। সিডিশান (রাউলাট) আইন পাস। 'ইনডিপেন্ডেন্ট' পত্রিকা প্রকাশ।

১৯২০. খিলাফত আন্দোলন। অসহযোগ-আন্দোলন। কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব শুরু। হিন্দি 'আজ' পত্রিকার জন্ম। নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ নীতি গ্রহণ। বিজ্ঞান, কারিগরি ও বাণিজ্য বিষয়ক পত্রিকার যাত্রা শুরু। অকালী-আন্দোলন।

১৯২১. 'মোপলা' বিদ্রোহ। প্রিন্স অব ওয়েলস-এর ভারত সফর উপলক্ষে বোম্বাই-দাঙ্গা। বরদৌলী সত্যাগ্রহ। প্রেস ল' (বা সপ্রু) কমিটি গঠন।

১৯২২. ফেব্রুয়ারি : চৌরিচৌরায় লোমহর্ষক কাণ্ড। নবপর্যায়ে দৈনিক 'আনন্দবাজার' পত্রিকা প্রকাশ।

১৯২৩. ১ জানুয়ারি : চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক স্বরাজ্য দল গঠন, 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশ। 'হিন্দুস্থান টাইমস্' প্রতিষ্ঠা।

১৯২৭. ভারতীয় নৌ আইন। সাইমন কমিশন নিয়োগ। 'ফ্রি প্রেস' সংবাদ সরবরাহ সংস্থা প্রতিষ্ঠা।

১৯২৯. লাহোর কংগ্রেস। 'ফরওয়ার্ড'-এর বদলে 'লিবার্টি' পত্রিকার জন্ম।

১৯৩০. প্রথম গোলটেবিল বৈঠক। আইন অমান্য আন্দোলন। 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' প্রতিষ্ঠা। ২৩ এপ্রিল : 'প্রেস অর্ডিন্যান্স'।

১৯৩১. 'প্রেস এমারজেন্সি পাওয়ার অ্যাক্ট' জারি। গান্ধী-আরউইন চুক্তি। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক।

www.pathagar.com

১৯৩২. তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক। কংগ্রেস বেআইনি ঘোষিত। কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড। পুনা-চুক্তি।

১৯৩৩. 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ।

১৯৩৪. আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার। ভারতীয় সাংবিধানিক সংস্কারার্থে যুক্ত কমিটি। মাদ্রাজে তামিল 'দিনমনী' প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৫. নতুন ভারত সরকার আইন। 'ফ্রি প্রেস' সংবাদ সরবরাহ সংস্থা ও 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' বন্ধ। ১৯৩৫-৩৬ : 'ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্‌ডিয়া' সংবাদ সরবরাহ সংস্থা প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৬. লীগ সমর্থক 'সানডে স্ট্যানডার্ড' পত্রিকার জন্ম। বাংলা পত্রিকা 'আজাদ'-এর প্রকাশনা শুরু।

১৯৩৭. ১ এপ্রিল : প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন (১৯৩৯ পর্যন্ত) মানবেন্দ্র রায়ের 'ইনডিপেন্ডেন্ট ইন্‌ডিয়া' পত্রিকার জন্ম। লীগ-সমর্থক 'স্টার অব্ ইন্‌ডিয়া' পত্রিকা প্রকাশ। 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' ও 'যুগান্তর' পত্রিকার জন্ম। গণসংযোগ আন্দোলন।

১৯৩৮. 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা (জওহরলাল নেহেরু)।

১৯৩৯. ৩ সেপ্টেম্বর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু। কংগ্রেসি মন্ত্রীদের পদত্যাগ। রাজনৈতিক অচলাবস্থা। 'কৃষক' ও 'ভারত' পত্রিকার জন্ম। 'ইন্‌ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপারস সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা।

১৯৪০. মার্চ : সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ। দিল্লিতে 'অল ইন্‌ডিয়া নিউজ পেপারস এডিটরস কনফারেন্স'। 'বেঙ্গল প্রেস অ্যাডভাইসরি কমিটি' গঠন। 'মর্নিং স্ট্যানডার্ড' পত্রিকার জন্ম।

১৯৪১. 'পার্ল হারবার' আক্রমণ। 'ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস নিউজ পেপারস অ্যাসোসিয়েশন' গঠন।

১৯৪২. সিঙ্গাপুর পতন। ভারতে ক্রিপস্-মিশন (২২ মার্চ–১২ এপ্রিল)। আগস্ট বিপ্লব, 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কারাবরণ। 'স্পেশাল কোর্টস অর্ডিন্যান্স'। মুম্বাই থেকে ভারতের প্রথম কম্যুনিস্ট মুখপত্র (সংবাদপত্র) 'পিপলস ওয়ার' প্রকাশ।

১৯৪৩. ভারতের গভর্নর-জেনারেল পদে লর্ড ওয়াভেল।

১৯৪৪. গান্ধী-জিন্না আলোচনা। পাকিস্তান প্রশ্নে আলোচনায় অচলাবস্থা।

১৯৪৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত। 'অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিস অব ইনডিয়া' গঠন। 'ফ্রি প্রেস' সংবাদ সরবরাহ সংস্থার পুনঃপ্রবর্তন। ভারতের স্বশাসন বিষয়ে লর্ড ওয়াভেলের বেতার ঘোষণা। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার।

www.pathagar.com

১৯৪৬. 'রয়্যাল ইনডিয়ান নেভি'র বিদ্রোহ। ভারতে 'ক্যাবিনেট মিশন'। 'ক্যাবিনেট মিশনে'র পরিকল্পনা ঘোষণা। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে লীগের যোগদানের সিদ্ধান্ত, কংগ্রেসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। মুসলিম লীগের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এর সিদ্ধান্ত (২৯ জুলাই)। ১৬ আগস্ট : কলকাতায় বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ২ সেপ্টেম্বর : অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন। ৯ ডিসেম্বর : গণপরিষদের বৈঠক শুরু। 'ন্যাশনাল স্ট্যানডার্ড' পত্রিকার জন্ম।

১৯৪৭. ৩ জুন : ভারত বিভাগ ও ভারতের স্বাধীনতার তারিখ ঘোষণা। ১৪ আগস্ট : পাকিস্তানের স্বাধীনতা। ১৫ আগস্ট : ভারতের স্বাধীনতা। মহিলাদের বাংলা সাপ্তাহিক 'বেগম' প্রকাশনা শুরু।

১৯৪৯. 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর প্রকাশনা শুরু।

১৯৫১. 'সংবাদ' প্রকাশনা শুরু।

১৯৫৩. 'ইত্তেফাক'-এর প্রথম প্রকাশ।

১৯৬০. চট্টগ্রাম থেকে 'দৈনিক আজাদী'র প্রকাশনা শুরু।

১৯৬৩. সিনে ম্যাগাজিন 'চিত্রালী' প্রকাশিত।

১৯৬৪. দৈনিক পাকিস্তান নামে 'দৈনিক বাংলা'র যাত্রা শুরু।

১৯৬৫. এনায়েতউল্লাহ খানের সম্পাদনায় ব্রডশিট সাপ্তাহিক 'হলিডে' প্রকাশিত।

১৯৭০. সোভিয়েতপন্থি কম্যুনিস্টদের মুখপত্র হিসেবে ব্রডশিট সাপ্তাহিক 'একতা'র প্রকাশনা শুরু। জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র 'সংগ্রাম' পত্রিকার যাত্রা শুরু।

১৯৭১. ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন।

১৯৭২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর মুখপত্র 'গণকণ্ঠ' প্রকাশ এবং সরকার বিরোধিতার অপরাধে নিষিদ্ধ এবং সম্পাদক আল মাহমুদকে গ্রেফতার।

১৯৭২. ফজল শাহাবুদ্দীনের সম্পাদনায় সংবাদনির্ভর প্রথম সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'বিচিত্রা' প্রকাশ। এ বছরই 'বাংলার বাণী' প্রকাশনা শুরু হয়।

১৯৭৩. ১ জানুয়ারি 'ভিয়েতনাম দিবস'-এ ঢাকায় পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত হলে 'দৈনিক বাংলা' টেলিগ্রাম প্রকাশ করে এবং পত্রিকাটির সম্পাদক সাময়িকভাবে চাকরি হারান।

১৯৭৪. 'বাংলাদেশ টাইমস'-এর প্রকাশনা শুরু।

১৯৭৫. বাকশাল দর্শন অনুসারে ১৬ জুন 'দৈনিক ইত্তেফাক', 'দৈনিক বাংলা', 'বাংলাদেশ অবজারভার' ও 'বাংলাদেশ টাইমস'- এই চারটি

www.pathagar.com

সংবাদপত্রকে সরকারিভাবে প্রকাশনার সুযোগ দিয়ে অন্য সব কয়টি পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

১৯৭৬. আবদুর রাজ্জাক চৌধুরীর সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে 'দৈনিক বার্তা' প্রকাশিত।

১৯৭৭. মিজানুর রহমান মিজানের সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক খবর' প্রকাশিত।

১৯৭৮. সাপ্তাহিক 'রোববার' প্রকাশনা শুরু।

১৯৮১. ইংরেজি দৈনিক 'নিউ নেশন'-এর প্রকাশনা শুরু। ৬ ডিসেম্বর তারিখে সাপ্তাহিক 'খবরের কাগজ'-এর প্রথম প্রকাশ।

১৯৮৫. 'যায়যায়দিন' নামে একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন শফিক রেহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সরকারের সমালোচনার অপরাধে পত্রিকাটির প্রকাশনা সরকার নিষিদ্ধ করে এবং ব্যক্তিগত সফরে শফিক রেহমান দেশের বাইরে গেলে তাকে আর স্বদেশে ফিরতে দেওয়া হয় না। (এরশাদ সরকারের পতন পর্যন্ত)।

১৯৮৬. এরশাদ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মাওলানা মান্নানের সম্পাদনায় 'ইনকিলাব' প্রকাশিত। চট্টগ্রামের 'দৈনিক পূর্বকোণ'-এর প্রকাশনা শুরু।

১৯৮৭. দৈনিক 'দিনকাল' পত্রিকার প্রকাশনা শুরু।

১৯৮৮. ডিসেম্বর মাসে সাপ্তাহিক 'খবরের কাগজ'-এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু।

১৯৯০. ২৮ নভেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা জারি ও সংবাদপত্র সেন্সর ব্যবস্থার প্রতিবাদে সকল সংবাদপত্র ধর্মঘট শুরু করে এবং বেশ কয়েক দিন সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ থাকে।

১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬, ১৭ ও ১৮ ধারা অবলুপ্তি ঘোষণা এবং এর মধ্য দিয়ে সংবাদপত্রে সেন্সরশিপ ও প্রকাশনাসংক্রান্ত কালো আইনের বিলুপ্তি।

১৯৯১. নাঈমুল ইসলাম খানের সম্পাদনায় 'আজকের কাগজ' নামে ব্যতিক্রমী সংবাদপত্রের প্রকাশ। প্রখ্যাত সাংবাদিক এস এম আলীর সম্পাদনায় 'দ্য ডেইলি স্টার' নামে ইংরেজি দৈনিক প্রকাশিত।

১৯৯২. নাঈমুল ইসলাম খানের সম্পাদনায় 'ভোরের কাগজ' নামে আরও একটি নতুন ধারার দৈনিকের প্রকাশ। সাপ্তাহিক 'যায়যায়দিন' পুনরায় প্রকাশিত।

১৯৯৩. গ্লোব-এর মালিকানাধীন 'দৈনিক জনকণ্ঠে'র আত্মপ্রকাশ। বেক্সিমকো মিডিয়া লিমিটেডের প্রথম দৈনিক ইংরেজি 'দ্য ইনডিপেনডেন্ট' প্রকাশিত। একই বছর প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের প্রথম অর্থনৈতিক দৈনিক 'দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস'।

www.pathagar.com

১৯৯৫. প্রথম বেসরকারি টেরিস্টেরিয়াল টেলিভিশন চ্যানেল হিসেবে 'একুশে টেলিভিশন (ইটিভি)-'র আত্মপ্রকাশ।

১৯৯৭. 'দৈনিক আমার দেশ'-এর আত্মপ্রকাশ।

মতিউর রহমান চৌধুরীর সম্পাদনায় 'দৈনিক মানবজমিনে'র আত্মপ্রকাশ।

১৯৯৮. মতিউর রহমানের সম্পাদনায় 'প্রথম আলো'র আত্মপ্রকাশ।

১৯৯৯. শফিক রেহমানের সম্পাদনায় ট্যাবলয়েড আকারে 'যায়যায়দিন প্রতিদিনে'র আত্মপ্রকাশ এবং মাত্র ৩৫টি সংখ্যা প্রকাশের পর দৈনিকটি বন্ধ ঘোষণা।

২০০০. গোলাম সারওয়ারের সম্পাদনায় যমুনা গ্রুপের মালিকানাধীন 'দৈনিক যুগান্তরে'র আত্মপ্রকাশ।

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয়

সংবাদমাধ্যমের আধেয়, সংবাদমাধ্যম অফিসের বিবরণ, সংবাদ চ্যানেল, সংবাদ উৎস ও সংবাদ সূত্র, সংবাদ : উৎস থেকে পাঠক।

সংবাদমাধ্যমের আধেয়

কী কী থাকে সংবাদমাধ্যমে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় চারটি শব্দে : সংবাদ, মতামত, বিনোদন ও বিজ্ঞাপন। সংবাদমাধ্যমে যা কিছু থাকে সব কিছুই এই চারটি বড় বিভাগের আওতায় চলে আসে। সংবাদমাধ্যমের মূল আধেয় সংবাদ, মূলত এই সংবাদ থাকে বলেই একজন ক্রেতা প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়ে, রেডিও শোনে বা টেলিভিশন দেখে।

প্রতিটি সংবাদমাধ্যমের অধিকাংশ জুড়ে থাকে সংবাদ বা খবরের রাজত্ব। শুধু নীরস সাদামাটা সংবাদ নয়, সংবাদের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও ইস্যুগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও উপস্থাপন করছে সংবাদমাধ্যম। সংবাদপত্রে আমরা মন্তব্য প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, খোলা-কলাম, মুক্তচিন্তা ইত্যাদি নানা নামে যে আধেয়গুলোকে খুঁজে পাই তা গড়ে ওঠে আসলে সংবাদকে ঘিরেই। টেলিভিশনের সম্পাদকীয় বা 'টক শো' আসলে নিরেট সংবাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা সংবাদসংক্রান্ত অভিমতেরই প্রদর্শনী।

শুরু থেকেই, যারা সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন নিজেদের মতামতটা প্রচার করতে তারা ছাড়েননি। জনমতকে প্রভাবিত করা কিংবা কোনো বিষয়ে বা ইস্যুতে জনমত গড়ে তোলার কাজে সংবাদপত্র ব্যবহৃত হয়ে চলেছে জন্মলগ্ন থেকেই। তবে সংবাদ থেকে মতামতকে পৃথক করার প্রয়োজনও তাদের অনেকে বোধ করেছেন সংবাদপত্রের ইতিহাসের শুরু থেকেই। এ কারণেই সংবাদপত্র মালিক-সম্পাদক-প্রকাশক তথা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতামত

www.pathagar.com

পৃথক করে ছাপা হয়েছে 'সম্পাদকীয়' শিরোনামে। ব্যক্তির মতামতও স্থান পেয়েছে সম্পাদকীয়র পাশাপাশি, তবে সেগুলো 'কলাম' নামে পরবর্তী সময়ে বেশি পরিচিতি পেয়েছে।

প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে একদল লেখক থাকেন যাঁরা নিয়মিত বিভিন্ন বিষয় বা ইস্যুতে তাদের অভিমত ব্যক্ত করে নিবন্ধ লেখেন। এই মতামতধর্মী লেখাগুলো ছাপা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পাদকীয়র ধারে-পাশে। আমাদের দেশে এই নিবন্ধগুলোকে অভিহিত করা হয় 'উপসম্পাদকীয়' নামে। সম্পাদকীয়র সাথে মিলিয়ে তাকে উপসম্পাদকীয় বলায় কিছুটা বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায়। কোনো বিষয়, ঘটনা, ইস্যু বা পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত কোনো সংবাদ-প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যম কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অভিমত হচ্ছে সম্পাদকীয়। সম্পাদকীয় কোনো ব্যক্তির মতামত নয়। সম্পাদকীয়তে যে অভিমত ছাপা হয় তা সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে সম্মিলিতভাবে সংবাদমাধ্যমে জড়িত প্রত্যেকের অভিমত বলে গণ্য হয়। সম্পাদকীয়তে 'আমি মনে করি' না বলে, 'আমরা মনে করি'– এভাবে বাক্য বিন্যাস করা মোটামুটি সার্বজনীন। অর্থাৎ সম্পাদকীয় হচ্ছে একটি সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক অভিমত। পক্ষান্তরে উপসম্পাদকীয় বলে আমরা যাকে চিহ্নিত করি সেখানে ব্যক্ত হয় সংবাদ প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত ব্যক্তির অভিমত, তাতে সংবাদ-প্রতিষ্ঠানটির নীতিসমূহ প্রতিফলিত হয় বলে ধরা যেতে পারে। তবে উপসম্পাদকীয়তে প্রচারিত মতামতের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব সংবাদ-প্রতিষ্ঠানটি বহন করে না। নিবন্ধগুলোকে উপসম্পাদকীয় নামে অভিহিত করা হলেও সম্পাদকীয়র যে ওয়েট বা ভার তা তাদের নেই। যারা নিয়মিতভাবে উপসম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় অভিমত রাখেন বা লিখেন তারা সংবাদপত্রের কলাম লেখক হিসেবেই নিজেদের পরিচয় দেন। নিজের লেখায় সামগ্রিকতার ভাব আনতে তারাও মাঝে মাঝে 'আমরা মনে করি' এমনটি লিখেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের দু'একটি টেলিভিশন 'সম্পাদকীয়' নামে অনুষ্ঠান করলেও 'উপসম্পাদকীয়' নামে এখনও কেউ কোনো কিছু প্রচার করেনি।

সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় বাদেও সংবাদপত্রসহ অন্য যেকোনো সংবাদমাধ্যমে যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অভিমত নিবন্ধাকারে প্রকাশিত হতে পারে এবং তা হয়ও। ওই সব অভিমত একান্তভাবেই সংশ্লিষ্টদের নিজস্ব অভিমত, সংশ্লিষ্ট সংবাদ-প্রতিষ্ঠানটির কোনো একজন ব্যক্তির অভিমতের সঙ্গেও তা না মিলতে পারে। এমনকি সংবাদ-প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে বিপরীত মতামত পোষণ করতে পারে কথিত প্রসঙ্গে।

সম্পাদকীয় মতামত, কলামিস্টদের মতামত ছাড়াও 'চিঠিপত্র' বা 'ফেসবুক থেকে' ইত্যাদি শিরোনামে গ্রাহকের মতামত মোটামুটি সব সংবাদমাধ্যমেই

www.pathagar.com

নিয়মিত প্রকাশিত হয়। মতামত ছাড়া আমাদের দেশে চিঠিপত্র কলামে বা অনুষ্ঠানে গ্রাহকরা টেলিফোনে বা ই-মেইলে তাদের নানা সমস্যার কথাও তুলে ধরেন, অভিযোগ জানান, নানা প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। এই ই-মেইল বা চিঠিগুলোর বক্তব্য সম্পাদক যাচাই করে দেখেন না, যা আসে তা-ই প্রকাশ করেন; তবে কোনো না কোনোভাবে তিনি জানিয়ে দেন যে 'প্রকাশিত মতামত বা বক্তব্যের জন্য সম্পাদক দায়ী নন'। যদি কখনো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে কোনো চিঠি আসে, তাহলে চিঠিপত্র বিভাগের দায়িত্বে যিনি থাকেন তার সুযোগ থাকে বার্তা সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণের। সে রকম ক্ষেত্রে বার্তা-সম্পাদক তার নিজস্ব প্রতিবেদক দিয়ে খোঁজখবর করিয়ে ঐ প্রসঙ্গে সংবাদ-প্রতিবেদন তৈরি করে ছাপতে পারেন।

এবার আসা যাক বিনোদনীর কথায়। শুরুর দিকের সংবাদপত্রে থাকত, জন্মদিন, মৃত্যুদিবস, বিয়ের দিন, বাজারদর, বন্দরে জাহাজের আগমন, অপরাধ, রাজনীতি, যুদ্ধ, কর-খাজনা ইত্যাদি বিষয়ক খবর। যখন চলচ্চিত্র এলো, এলো টেলিভিশন, চালু হলো ক্যাবল টিভি, ছাপা হতে শুরু করল নানা রকম ম্যাগাজিন তখন টান পড়ার আশঙ্কা দেখা দিল সংবাদপত্রের সার্কুলেশনে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার দিকটি বিবেচনা করে সংবাদপত্রও তুলে নিল পাঠককে বিনোদিত করার দায়িত্ব, এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাড়াতে হলো তার পৃষ্ঠা-সংখ্যা। সংবাদপত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অন্যান্য সংবাদমাধ্যমও বাড়াতে থাকল বিনোদনী অনুষ্ঠানের সংখ্যা।

আধুনিক গ্রাহক মাত্রই বিনোদনপ্রিয়, নানাভাবে সে তার বিনোদনের চাহিদা পূরণ করে। কেউ বিনোদিত হয় কার্টুন দেখে, কেউ প্রতিদিন যে স্মরণীয় বাণী প্রকাশিত হয় তা থেকে, কেউ রাশিচক্র জেনে বিনোদিত হয়, কেউ পড়ে বা দেখে কৌতুক-কণিকা, হেঁয়ালিও পড়ে অনেক গ্রাহক। আগেই বলা হয়েছে টিকে থাকার ইঁদুর-দৌড়ে নেমে সংবাদপত্র তার পাঠককে ধরে রাখার জন্য হাজির হয়েছিল বিনোদনীর ভাণ্ডার নিয়ে। আর এখন সব ধরনের সংবাদমাধ্যমেই বিনোদনীর পরিমাণ প্রায় সংবাদের সমানে সমান।

খবর, মতামত আর বিজ্ঞাপন বাদে সংবাদমাধ্যমে যা কিছু আশ্রয় পায় তার আছে নানা ধরনের উপযোগিতা। কিন্তু একটু বড় বিভাগ বিনোদনীর মধ্যে সেগুলোকে ঠেলে দিলে বড় করে কেউ আপত্তি তোলে না। শিক্ষা-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রান্নাবান্না-পরিবেশ-উন্নয়ন-সিনেমা জগৎ, যে শিরোনামেই সেগুলো প্রকাশিত হোক না কেন গ্রাহককে সন্তুষ্ট করাই সেসবের মূল উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যের দিকটি বিবেচনায় নিলে বলা যায়, গ্রাহকের সঙ্গে একধরনের সহজ খেলায় মেতে ওঠার চেষ্টা করে সেসব আধেয়। খুব সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য– খেলার মাধ্যমে গ্রাহককে একধরনের তুষ্টি দেওয়া এবং পরিণামে গ্রাহককে ধরে রেখে

www.pathagar.com

নিজের কাটতি বাড়ানো। কিন্তু গ্রাহককে তুষ্ট করার ব্যাপারটি থাকে বলে সেগুলোকে অধিকাংশ সময়ই বিনোদনীর তালিকায় ফেলে দেওয়া হয়।

বাকি রইল এবার বিজ্ঞাপন। পণ্য, সেবা বা ধারণা বিক্রয়ের জন্য আজকাল বিজ্ঞাপনের শরণাপন্ন বিক্রেতাকে হতেই হয়। বিক্রয়যোগ্য পণ্য, সেবা বা ধারণার খবরটি দ্রুত ক্রেতা সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিক্রেতারা দ্বারস্থ হচ্ছে বিভিন্ন গণমাধ্যমের। পণ্য, সেবা ও ধারণাটির উদ্দিষ্ট ক্রেতা কে বা কারা হতে পারে সে দিকটি বিবেচনায় রেখে বিক্রেতারা নির্ধারণ করে কোন মাধ্যমে বিজ্ঞাপনটি যাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের স্থায়িত্বের দিকটি মাথায় রেখে বিজ্ঞাপনদাতারা সংবাদপত্রকে নির্বাচন করে, এছাড়া রেডিও-টিভির কাছ থেকে সময় কিনতে টাকা-পয়সাও লাগে তুলনামূলকভাবে বেশি। কিছু কিছু বিজ্ঞাপন আছে যেগুলো প্রচারের জন্য সংবাদপত্রই সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম, সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্রের পাতায় স্থান করে নেয়। আবার কিছু বিজ্ঞাপন আছে যার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত অনলাইন সংবাদমাধ্যম, সুতরাং সেগুলো অনলাইন পোর্টালে জায়গা পাচ্ছে।

বিষয়বস্তু আর আঙ্গিকের দিক থেকে সংবাদপত্রে দুই ধরনের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। এক : শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন বা ক্লাসিফাইড অ্যাড এবং দুই : প্রদর্শনী বিজ্ঞাপন বা ডিসপ্লে অ্যাড। শিরোনাম, বড় অক্ষর, বড় টাইপ ব্যবহার ছাড়াই একটি কলামে উপর থেকে নিচে ক্রমাগত একের পর এক যে বিজ্ঞাপনগুলো ছাপা হয় সেগুলোকেই বলে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন। সংবাদপত্রে মাঝে মাঝেই কলামের ওপরে একটি শিরোনাম দিয়ে সমধর্মী বিজ্ঞাপনগুলোকে একসঙ্গে ছেপে দেওয়া হয়, যেমন : 'বাড়িভাড়া' শিরোনাম দিয়ে দেওয়া হয় যত সব বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন আছে সব, 'হারানো বিজ্ঞপ্তি' দিয়ে ছাপা হয় সব ধরনের হারিয়ে যাওয়ার বিজ্ঞাপন, 'পাত্র-পাত্রী চাই' শিরোনামের নিচে ছাপা হয় বিয়ে সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি– এগুলোকেই বলে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন বা ক্ল্যাসিফাইড অ্যাডস। সাধারণত ব্যক্তি বা ছোট প্রতিষ্ঠান কোনো এক-দুজন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে এই ধরনের বিজ্ঞাপন দেয়। সংবাদপত্রে এ ধরনের বিজ্ঞাপনের দর নির্ধারণ করা হয় কলাম-ইঞ্চি হিসাবে, কখনো কখনো শব্দ সংখ্যা গুনেও বিজ্ঞাপনটির প্রচার-মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

প্রদর্শনী বা ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন ফলাও করে সাজিয়ে-গুছিয়ে মনোহররূপে পরিবেশিত হয়। অধিকাংশ সময় সংবাদপত্র অফিসের বিজ্ঞাপন কর্মকর্তা বিজ্ঞাপনগুলো তৈরি করে, বিজ্ঞাপনি এজেন্সিগুলোও বিজ্ঞাপন তৈরি করে দেয়। এ ধরনের বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জায় বিশেষজ্ঞের হাত থাকে, পাঠককে আকৃষ্ট করতে, অভিনবত্ব আনতে নানাভাবে এটি উপস্থাপিত হয়। সাধারণত কর্পোরেট

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানগুলো এই ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে, পরিমাণে স্বল্প হলেও ব্যক্তি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানও এ ধরনের বিজ্ঞাপন দেয়। সরকার যে বিজ্ঞাপনগুলো সংবাদপত্রে দেয় সেগুলো মূলত ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন, তবে ওসব এত নীরস আর গতানুগতিকতায় ঠাসা বিজ্ঞপ্তি গোছের যে এগুলোকে 'ডিসপ্লে অ্যাড' না বলে সংবাদপত্র জগতের সবাই 'সরকারি বিজ্ঞাপন' নামেই অভিহিত করে। 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)' বলে যে প্রতিষ্ঠানটি আছে তার মাধ্যমেই সরকার পত্রিকাগুলোর মধ্যে বিজ্ঞাপন বিলি-বণ্টন করে। তালিকাভুক্ত সংবাদপত্রের সার্কুলেশনকে ভিত্তি করে বিজ্ঞাপনগুলো বণ্টনের নীতি থাকলেও অধিকাংশ সময়ই সরকারের সমর্থক সংবাদপত্রগুলো সরকারি বিজ্ঞাপনগুলো পেয়ে যায়। আমাদের দেশের সরকার সরকারি বিজ্ঞাপনগুলোকে অনেক সময়ই ব্যবহার করে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেও বিজ্ঞাপনগুলো 'ডিসপ্লে অ্যাড' হয়েও 'সরকারি বিজ্ঞাপন' নামে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়।

সংবাদপত্রের নেমপ্লেট-এর দুই পাশে অর্থাৎ প্রথম পৃষ্ঠার একেবারে মাথার দুই ধারে (কল্পিত দুই কর্ণে বা কানে) দুইটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন থাকে, এই দুই বিজ্ঞাপনকে বলা হয় 'ইয়ার প্যানেল'। একটি সংবাদপত্রে 'ইয়ার প্যানেল' থাকতে পারে আবার নাও পারে। 'ইয়ার প্যানেল' না থাকলে সাধারণত পত্রিকার নেমপ্লেটটি মাঝখানে না বসে ডান বা বাম পাশে চলে যায়।

আজকাল আর একধরনের বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে মাঝে মাঝেই আসছে। সেগুলো চেহারায় একেবারে খবরের মতোই, ঘটনার বর্ণনাও খবরের প্রায় অনুরূপ। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে কাউকে বা কোনো প্রতিষ্ঠানকে তুলে ধরার চেষ্টা তাতে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও আছে। এগুলো যে বিজ্ঞাপন তা পাঠক একেবারে শেষে যখন ছোট্ট করে 'বিজ্ঞাপন' শব্দটি লেখা দেখেন কিংবা নজরে আসে একটি নম্বর তখনই নিশ্চিত হতে পারেন। এগুলোকে বলা হচ্ছে 'নিউজ অ্যাড' বা সংবাদ বিজ্ঞাপন।

সংবাদপত্রগুলো প্রায়ই ক্রোড়পত্র ছাপে। বিভিন্ন ইস্যু, দিন বা ঘটনা উপলক্ষে প্রকাশিত এই ক্রোড়পত্রগুলোর অধিকাংশ স্থানজুড়ে থাকে প্রদর্শনী জাতীয় বিজ্ঞাপন। খবর নয়, ইস্যু, দিন বা ঘটনাসংক্রান্ত প্রবন্ধ, নিবন্ধ, মতামত, বাণী এসব দিয়েই পূর্ণ করা হয় ক্রোড়পত্রের পৃষ্ঠাগুলো। বড় পত্রিকাগুলো কেবল বিজ্ঞাপনি-ক্রোড়পত্রও বের করছে ইদানীং, যেখানে পাঠককে শুধুই বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠান বা বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত তথ্যগুলোই জানান হয়, অন্যকোনো কিছুই তাতে স্থান পায় না।

www.pathagar.com

অনেকেই মনে করেন সংবাদপত্র টিকে থাকে বিজ্ঞাপনের ওপর, ধারণাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। সংবাদপত্র বেঁচে থাকে পাঠকের উপর এবং সেটি হওয়াই সঙ্গত, এর ব্যতিক্রমে স্বচরিত্র আর স্বমহিমায় সংবাদপত্রের টিকে থাকা সম্ভব হয় না। তবে এ-ও ঠিক যে, সংবাদপত্র প্রকাশনা আর দশটা ব্যবসার মতোই একটি ব্যবসা। লাভের কথা মাথায় রেখেই সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়, আর এই লাভের অধিকাংশ আসে বিজ্ঞাপন থেকে। যে পত্রিকা যত বেশি বিজ্ঞাপন টানতে পারে তার লাভের পরিমাণটাও তত বেশি। আবার বিজ্ঞাপন সেই পত্রিকাই বেশি পায় যার সার্কুলেশন বেশি। কারণ বিজ্ঞাপনদাতারা চান কম খরচে তার বিজ্ঞাপনটি সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে যাক। সুতরাং আগে সার্কুলেশনের দৃঢ় ভিত্তি, তারপর অতিরিক্ত মুনাফার জন্য অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন– সমীকরণটা অত্যন্ত সহজ।

সংবাদপত্র অফিসের বিবরণ

গ্রাহক তো হাতে পান একটি ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন কাগজের তাড়া। হকার সাত সকালে দরজার নিচ দিয়ে বা গেটের উপর দিয়ে ফেলে গেছেন কিংবা ছোট্ট পেপার-বক্সে গুঁজে গেছেন হুকুমদাতার কাঙ্ক্ষিত সংবাদপত্র। এই সংবাদপত্রে আছে সারা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির বিবরণ, আছে দেশের, শহরের বা পাশের বাড়ির খবর, আছে শব্দভেদ, কমিক্স, খেলার সর্বশেষ সংবাদ, আছে সন্তানকে কোন স্কুলে ভর্তি করাবেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কেমন প্রস্তুতি নেবেন, কোন ফ্যাশন এবার ঈদে নেমেছে নতুন, বাজার দর কেমন ছিল গতকাল, আবহাওয়া আজ কেমন যাবে, কী থাকবে টিভির চ্যানেলগুলোয় ইত্যাদি কত না কিছু। মানুষের যত রকম অনুভূতি থাকতে পারে, আনন্দ-বেদনা-দুঃখ, হাসি-কান্না, উচ্ছ্বাস-জয়-পরাজয় সব কিছু আশ্রয় পায় একটি সংবাদপত্রে। খুব কমসংখ্যক পাঠকই জানতে পারে বা উপলব্ধি করতে পারে কী সব দক্ষ কারিগরদের সতর্ক, সূক্ষ্ম কর্ম প্রচেষ্টার ফল একটি সংবাদপত্র। এই সংবাদপত্রে আছে– কম্পিউটার অপারেটর, সার্কুলেশন সুপারভাইজার, বাহক, টেলিফোন অপারেটর, প্রুফ রিডার, বিজ্ঞাপনকর্মী, শিল্পী, মেশিনম্যান, সহকারী সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, পাতা সম্পাদক, চিত্রগ্রাহক, প্রতিবেদকসহ অসংখ্য মানুষ।

এত অসংখ্য মানুষ যে একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে সাধারণ মানুষ তা কিন্তু জানেই না, তারা মনে করে প্রতিবেদকরাই সংবাদপত্রের সব, তারাই ছবি তোলে, খবর কম্পোজ করে এবং ছেপে দেয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে– খুব ছোট্ট পত্রিকা ছাড়া অধিকাংশ বড় পত্রিকাতেই একটি

www.pathagar.com

বিভাগ থেকে আরেকটি বিভাগের মানসিক দূরত্ব অনেক বেশি এবং সবার কাজকর্মই খুব বেশি বিশেষায়িত।

এখন সংবাদপত্র প্রকাশনা একটি ব্যবসা, সংবাদপত্র আজ একটি শিল্প। হ্যাঁ, এমন একদিন ছিল যেদিন সংবাদপত্র প্রকাশ ছিল নেহায়েত এক ব্যক্তির কাজ, তেমন একটা পুঁজি তাতে বিনিয়োগ করতে হতো না। আজ সময় পাল্টে গেছে, সংবাদপত্র প্রকাশ এখন বিপুল বিনিয়োগের বিষয়। এখনও যে এক ব্যক্তি একটি সংবাদপত্র- এমন অবস্থা নেই তা নয়। অনেক ছোটখাটো সংবাদপত্র রয়েছে যেগুলো প্রকাশিত হয় মাত্র, তার সার্কুলেশন বা বিজ্ঞাপন বৃদ্ধি করা নিয়ে প্রকাশক মোটেও মাথা ঘামায় না। থানা পর্যায় থেকেও বাংলাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে, মফস্বলের এই পত্রিকাগুলো কারও সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার কথা চিন্তাও করে না, চেষ্টাও করে না; পত্রিকা প্রকাশনার মধ্য দিয়ে প্রকাশক, সম্পাদক স্থানীয় পর্যায়ে কিছু সুযোগ-সুবিধা কিংবা পরিচিতি হয়তো পায়, অন্যকোনো বৃহৎ বা মহৎ উদ্দেশ্য তাতে হাসিল হয় না। সংবাদপত্র শিল্প বলতে যা বোঝায় সে রকম কিছু নয় এগুলো, আধুনিক প্রযুক্তি আর অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সুবাদে খুব স্বল্প ব্যয় আর আয়োজনে প্রকাশিত হচ্ছে ঐ ধরনের পত্রিকাগুলো। সময় আর স্থানের সীমাবদ্ধতা হেতু সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা নয়, বরং এ পর্যায়ে সাধারণ মানের একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

সংবাদপত্র সংগঠনের কোনো প্রমিত নিয়ম-নীতি নেই। তবে আমাদের দেশে 'নিউজপেপার এমপ্লয়িজ (কন্ডিশনস অব সার্ভিস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪' আইনের ২ (সি) ধারায় 'নিউজ পেপার এমপ্লয়িজ'দের তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:

১. কর্মরত সাংবাদিক;
২. প্রশাসনিক কর্মচারী;
৩. প্রেস শ্রমিক

মূলত এই তিনটি শ্রেণিকে নিয়ে একটি সংবাদপত্রে যথাক্রমে সাংবাদিকতা বিভাগ, প্রশাসনিক বিভাগ ও প্রেস বিভাগ নামে পৃথক তিনটি প্রধান বিভাগ গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের সংবাদপত্র হাউসের একটি সাধারণ পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে বিবেচনা করে বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের পদবি ও কাজের বিবরণ বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের ৯০ মার্চ, ১৯৯১ সালে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন অনুসরণে নিচের বর্ণনাটুকু তুলে ধরা হলো :

www.pathagar.com

সাংবাদিকতা বিভাগ
[সাংবাদিকদের পদবি ও কাজের বিবরণ]

সম্পাদক

সম্পাদক সংবাদপত্রের প্রধান কার্যনির্বাহী। পুরো প্রতিষ্ঠানটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার হাতেই ন্যস্ত থাকে। তিনি পত্রিকাটির সম্পাদনা, নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করেন।

উপ-সম্পাদক/যুগ্ম-সম্পাদক/সহযোগী সম্পাদক

উপ-সম্পাদক/যুগ্ম-সম্পাদক/সহযোগী সম্পাদক সাধারণত সম্পাদকের কাজে সহায়তা করেন এবং সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করেন।

নির্বাহী সম্পাদক

প্রধান উপ-সম্পাদকীয় এবং বিশেষ নিবন্ধ লেখা ছাড়াও নির্বাহী সম্পাদক পত্রিকার সম্পাদকীয়, রিপোর্টিং, বার্তা, রিডিং বিভাগের কাজের পরিচালনা, পরিকল্পনা এবং সমন্বয় সাধন করেন। এছাড়া সম্পাদক তাকে যখন যে কাজের দায়িত্ব দেন তিনি তা পালন করেন।

বার্তা সম্পাদক

বার্তা সম্পাদক বার্তা বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন ও তদারক করেন। তিনি পত্রিকার সংবাদসংক্রান্ত সব রকমের পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

সহকারী সম্পাদক

সহকারী সম্পাদক সাধারণত কোনো বিষয়ে মন্তব্য ও মতামত লেখার দায়িত্ব পালনে সম্পাদককে সাহায্য করে থাকেন। তিনি উপ-সম্পাদকীয়, সম্পাদকীয় রচনা করেন এবং পর্যালোচনা ও সমালোচনামূলক নিবন্ধও লেখেন।

লিডার রাইটার

লিডার রাইটার নিয়মিত মূল উপ-সম্পাদকীয় ও সম্পাদকীয় লেখেন এবং তিনি পর্যালোচনা, মন্তব্য ও সমালোচনামূলক নিবন্ধও লিখে থাকেন।

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সংবাদপত্রের সম্পাদককে ব্যবস্থাপনা ও সম্পাদকীয় কর্তব্য পালনে সহযোগিতা করে থাকেন।

ফিচার এডিটর

ফিচার এডিটর একটি পত্রিকার ফিচার লেখা, সংগ্রহ ও তৈরি করার কাজে নিয়োজিত থাকেন। তিনি ঐ ধরনের প্রবন্ধ-নিবন্ধের সম্পাদনা ও সেগুলো ছাপানোর কাজও করে থাকেন। তিনি কোনো বিশেষ কলাম বা পৃষ্ঠার দায়িত্বেও থাকতে পারেন।

বিশেষ সংবাদদাতা

বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন সাংবাদিক। তিনি সরকারি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর বা বহির্বিশ্বের কোনো স্টেশনের দায়িত্বে থাকতে পারেন। তিনি দেশের বা বিদেশের সংসদীয়, রাজনৈতিক ও সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রকার সংবাদের প্রতিবেদন রচনা, তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। এ দায়িত্ব একাধিক কার্যস্থল বা যেকোনো জায়গা থেকে বা সম্পাদক যেখানে তাকে দায়িত্ব দিবেন সেখান থেকে সম্পাদন করতে পারেন।

নগর সম্পাদক

নগর সম্পাদক নগরসংক্রান্ত ডেস্কের দায়িত্বে থাকেন। তিনি শহরের সংবাদদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ নির্বাচন করে সম্পাদনা করেন।

যুগ্ম-বার্তা সম্পাদক

যুগ্ম-বার্তা সম্পাদক পত্রিকার বার্তা সম্পাদকের সঙ্গে বার্তা বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন ও তদারক করে থাকেন।

প্রধান প্রতিবেদক

প্রধান প্রতিবেদক একটি পত্রিকার প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত সকল প্রতিবেদকের পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। তিনি প্রতিবেদকদের কাজের তদারক করার পাশাপাশি অধিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহের কাজেও নিয়োজিত থাকতে পারেন।

www.pathagar.com

প্রধান সহ-সম্পাদক

প্রধান সহ-সম্পাদক পত্রিকায় কর্মরত সহ-সম্পাদকদের মধ্যে কাজ বণ্টন ও তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করেন। তিনি সাধারণত পত্রিকায় সংবাদ ছাপানোর জায়গার পরিমাণ ও প্রদর্শনের স্থান নির্ধারণ করেন।

শিফট-ইন-চার্জ

শিফট-ইন-চার্জ সাধারণত বার্তা বিভাগের একটি শিফট বা পালার দায়িত্বে থাকেন। সহ-সম্পাদকদের মধ্যে কাজ বণ্টন ও তার সুষ্ঠু সম্পাদনা নিশ্চিত করা ছাড়াও তিনি পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

মফস্বল সম্পাদক

মফস্বল সম্পাদক মফস্বল ডেস্কের দায়িত্বে থাকেন। তিনি মফস্বল সংবাদদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ বাছাই করে তা সম্পাদনা করেন।

ক্রীড়া সম্পাদক

ক্রীড়া সম্পাদক ক্রীড়াবিষয়ক খবর-নিবন্ধের উপাদান সংগ্রহ, লেখা, তৈরি ও সম্পাদনার দায়িত্বে থাকেন। তিনি পত্রিকার বিশেষ কলাম বা পৃষ্ঠার জন্য ফিচার লেখার দায়িত্বেও ন্যস্ত থাকেন।

রিরাইটম্যান

রিরাইটম্যান বা পুনঃলেখক একটি সংবাদকে উন্নত করার লক্ষ্যে তা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে থাকেন।

সম্পাদকীয় সহকারী

লিডার রাইটার, সহকারী সম্পাদকদের মন্তব্য ও মতামত লেখায় সম্পাদকীয় সহকারী সাহায্য করে থাকেন। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে নিজের মন্তব্য, সমালোচনামূলক লেখা ও চিঠি-পত্র সম্পাদনা করে থাকেন।

কার্টুনিস্ট

কার্টুনিস্ট পত্রিকার জন্য কার্টুন আঁকেন।

www.pathagar.com

সহ-সম্পাদক

সহ-সম্পাদক পত্রিকার জন্য কপি বাছাই করেন। তিনি সংবাদ শিরোনাম দেন। পত্রিকার স্থান সংকুলানের বিষয় বিবেচনায় রেখে সংবাদটি প্রয়োজন মতো সম্পাদনা করেন এবং পত্রিকার রচনাশৈলী ও রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি উপরোক্ত দায়িত্বের আংশিক বা সম্পূর্ণটাই পালন করতে পারেন। সহ-সম্পাদকদের মধ্যে থেকে সাধারণত জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে শিফট-ইন-চার্জ বা পালা-প্রধান নিয়োগ করা হয়।

নিজস্ব সংবাদদাতা

নিজস্ব সংবাদদাতা সংবাদ সংগ্রহ করে ই-মেইল, ফোন বা যেকোনোভাবে সংবাদপত্রের প্রধান কার্যালয়ে পাঠিয়ে থাকেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিজস্ব প্রতিবেদক পত্রিকার প্রধান কার্যালয়ে নিযুক্ত থেকে খবর সংগ্রহ, লেখা ও উপস্থাপন করে থাকেন।

আলোকচিত্র সাংবাদিক

আলোকচিত্র সাংবাদিক পত্রিকার জন্য বিভিন্ন ঘটনা ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোকচিত্র তুলে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

আর্টিস্ট

আর্টিস্ট নকশা, চিত্র, মানচিত্র, গ্রাফ এবং এই জাতীয় অন্যান্য সৃজনশীল চিত্রকর্ম প্রকাশনার জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি এ ধরনের কাজ আংশিক বা সম্পূর্ণটাই সম্পাদন করতে পারেন।

রেফারেন্স এডিটর/প্রধান সংবাদ গ্রন্থাগারিক

সংবাদপত্র/সংবাদ সংস্থায় বার্তা, প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, ফিচার ইত্যাদি লেখার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে তা সরবরাহের দায়িত্ব পালন করেন। রেফারেন্স এডিটর বা প্রধান সংবাদ গ্রন্থাগারিক রেফারেন্স বিভাগ/সংবাদ গ্রন্থাগার বিভাগের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি অন্যান্য গ্রন্থাগারিকদের কাজের সমন্বয় সাধন করবেন।

www.pathagar.com

সংবাদ গ্রন্থাগারিক

তার দায়িত্ব হচ্ছে সংবাদ ও মতামতসংক্রান্ত রেকর্ড তৈরি ও সংরক্ষণ করা, যা চলতি সংবাদের জন্য পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করা অথবা জমা রাখা হয়। তিনি রেফারেন্স এডিটর/প্রধান সংবাদ গ্রন্থাগারিকের কাজে সহযোগিতা করাসহ তার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেন।

প্রধান সম্পাদনা সহকারী/ভারপ্রাপ্ত প্রধান সম্পাদনা সহকারী

তিনি পত্রিকার রিডিং/সম্পাদনা বিভাগের প্রধান এবং সম্পাদনা সহকারীদের কাছে কাজ বণ্টন ও তাদের কাজের তদারক করা তার দায়িত্ব।

সম্পাদনা সহকারী

সম্পাদনা সহকারীরা কম্পোজ করা বিষয়বস্তু সম্পাদিত কপির সাথে সূক্ষ্মভাবে মিলিয়ে দেখেন যাতে একটির সাথে অন্যটির সম্পূর্ণ মিল থাকে। তিনি তথ্যগত গরমিল, বানান, ব্যাকরণ ও বাক্য গঠনেও ভুল ধরতে পারেন এবং তা তিনি নিজে সংশোধন করতে পারেন বা করিয়ে নিতে পারেন।

প্রশাসনিক বিভাগ

[কর্মচারীদের পদবি ও কাজের বিবরণ]

মহাব্যবস্থাপক

সংবাদপত্রের মহাব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও সামগ্রিক উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন।

সচিব

সচিব সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণির পেশাজীবী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন।

বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক

বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন, সার্কুলেশন ও কালেকশন বিভাগের প্রধান। তিনি ওই বিভাগগুলোর কাজকর্মের সমন্বয় সাধন করেন। তিনি সমগ্র প্রতিষ্ঠানটির সকল ব্যবসাসংক্রান্ত উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতিমালা তৈরি করেন।

www.pathagar.com

প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

সংবাদপত্রের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সমগ্র প্রতিষ্ঠানটির অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করেন এবং তিনি হিসাব বিভাগের প্রধান।

অর্থ ব্যবস্থাপক

সংবাদপত্রের অর্থ ব্যবস্থাপক সমগ্র প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতিমালা তৈরি করেন।

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন বিভাগীয় প্রধান। তিনি সকল ধরনের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ ও প্রকাশনার কাজ তত্ত্বাবধান করেন। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাকে প্রতি মুহূর্তে বিজ্ঞাপন বৃদ্ধির পরিকল্পনা করতে হয়।

কালেকশন ম্যানেজার/কালেকশন ইন-চার্জ

এই পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কালেকশন বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করেন। প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ঠিক রাখার জন্য তাকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হয়। তিনি বিভাগীয় কাজ বিলি-বণ্টনসহ বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞাপন এজেন্সিগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে বিজ্ঞাপনের বকেয়া অর্থ আদায়সহ সার্কুলেশন বিলের টাকা আদায়ের তদারকির মাধ্যমে কাজের সমন্বয় সাধন করেন।

সার্কুলেশন ম্যানেজার

সার্কুলেশন ম্যানেজার যথা-সময়ে যথাযথভাবে সংবাদপত্র বিতরণ, সংবাদপত্রের বিলের অর্থ আদায়ের ব্যাপারে তাগিদপত্রসহ এজেন্সিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে বিভাগীয় বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন করেন। তিনি সার্কুলেশন বিভাগের প্রধান। তাকে সর্বদা সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে কাজ করতে হয়।

পার্সোনেল ম্যানেজার

পার্সোনেল ম্যানেজার সংবাদপত্র কর্মচারীদের প্রশাসনিক কল্যাণ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি তত্ত্বাবধান করেন এবং তাদের যাবতীয় ব্যক্তিগত ও অন্যান্য নথি-পত্র সংরক্ষণ করেন।

www.pathagar.com

সিনিয়র নির্বাহী

সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন, কালেকশন, সার্কুলেশন, হিসাব ও প্রশাসন বিভাগে সিনিয়র নির্বাহীরা কাজ করেন। বিজ্ঞাপন বিভাগে নিয়োজিত সিনিয়র নির্বাহী সময়মতো বিজ্ঞাপন প্রকাশনা, পরিকল্পনা, উন্নয়ন, এজেন্সি সম্পর্ক, ক্রোড়পত্র তত্ত্বাবধানসহ বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন করেন।

কালেকশন বিভাগে নিয়োজিত সিনিয়র নির্বাহীর দায়িত্ব হচ্ছে বিজ্ঞাপন বিল যাচাই করে যথাসময়ে বিভিন্ন পার্টির কাছে পাঠানো, বিজ্ঞাপন বিল বাবদ পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য গুরুত্বসহকারে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাগিদপত্র দেওয়া, রাজস্ব উন্নয়নের প্রচেষ্টাসহ বিজ্ঞাপন বিলের পাওনা আদায়সংক্রান্ত তদারকি করা।

সার্কুলেশন বিভাগের সিনিয়র নির্বাহী সামর্থ্য অনুযায়ী পত্রিকার সুষম বণ্টন, গ্রাহক ও এজেন্সি সম্পর্ক উন্নয়ন এবং যথাসময়ে পত্রিকার বিলের পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য পত্র-যোগাযোগসহ পত্রিকার সার্কুলেশন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করেন।

প্রশাসন বিভাগের সিনিয়র নির্বাহীর দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদির ও মুদ্রণ সামগ্রী সংগ্রহ করাসহ সমগ্র প্রতিষ্ঠানের মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ের তদারকি করা।

হিসাব বিভাগের সিনিয়র নির্বাহী সুষ্ঠু ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে হিসাবসংরক্ষণ, প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত করা এবং নিরীক্ষাসহ হিসাব সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সমন্বয় সাধন করেন।

উপ-প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

উপ-প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হিসাব বিভাগের বিভিন্ন কাজের তদারকি করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহকারীদের লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের সমন্বয় সাধন করেন। তিনি প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে হিসাব বিভাগের প্রশাসনিক কাজকর্ম করে থাকেন এবং প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দেওয়া দায়িত্ব পালন করেন।

সিনিয়র হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

তিনি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন হিসাব তত্ত্বাবধানসহ বাৎসরিক হিসাব-নিকাশ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সিনিয়র

www.pathagar.com

হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বাৎসরিক লাভ-ক্ষতির হিসাবসহ বিভিন্ন হিসাবসংক্রান্ত কাজ যথাযথ গুরুত্বসহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক হিসাবসংক্রান্ত উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয় প্রধানকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দেওয়া দায়িত্ব পালন করেন।

সংস্থাপন ব্যবস্থাপক/প্রশাসনিক ব্যবস্থাপক

তিনি মহাব্যবস্থাপকের নির্দেশ অনুসারে প্রশাসন পরিচালনা ও সংস্থাপন রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি সমগ্র প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো ঠিক রেখে বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন করেন।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক

তিনি হিসাব বিভাগের ভাউচার পরীক্ষা, ক্যাশের সঠিক অবস্থান, সংস্থাপন বিভাগের ছুটির তদারকি, বিজ্ঞাপন, সার্কুলেশন ও কালেকশন বিভাগের অভ্যন্তরীণ কাজে কোনো গরমিল আছে কি না তার তদারকি করেন।

ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল ম্যানেজার

ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল ম্যানেজার প্রতিষ্ঠানের সকল মালপত্র ও দ্রব্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

সুপারিনটেনডেন্ট

তিনি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সম্পত্তি দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। দারোয়ান, পিওন ও ড্রাইভারদের কাজকর্ম দেখাশুনা করাও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

উপ-মহাব্যবস্থাপক

তিনি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপকের দেওয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন সময়ে মহাব্যবস্থাপককে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

সিনিয়র কম্পিউার প্রোগ্রামার

কম্পিউটারের পুরাতন পদ্ধতিগুলোর উন্নয়ন করা সিনিয়র কম্পিউটার প্রোগ্রামারের কাজ। তিনি প্রোগ্রামের ত্রুটিগুলি সংশোধন করেন এবং

www.pathagar.com

নতুন করে প্রোগ্রাম তৈরি করেন। কম্পিউটার শাখার প্রধান হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করা তার কাজ।

সহকারী বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক

সহকারী বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক বিজ্ঞাপন বিভাগের কাজ সম্পাদনে বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপককে সাহায্য করেন এবং বিভাগীয় প্রধানের অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন।

হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সিনিয়র হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কাজে সাহায্য করেন। তারা বিভাগীয় প্রধানের দেওয়া হিসাব বিভাগের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।

সহকারী সার্কুলেশন ম্যানেজার

সহকারী সার্কুলেশন ম্যানেজার সার্কুলেশন ম্যানেজারের কাজে সাহায্য করেন। তিনি সার্কুলেশন সহকারী এবং মেইল সুপারভাইজারকে পরিচালনা করেন। তিনি সার্কুলেশন ম্যানেজারের নির্দেশ মোতাবেক এজেন্সি ও গ্রাহকদের সঙ্গে পত্র-যোগাযোগ করে থাকেন। তিনি পত্রিকার সার্বিক সার্কুলেশন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময় বিভাগীয় প্রধানকেও পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

সংস্থাপন কর্মকর্তা/সহকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থাপক/সহকারী সংস্থাপন ব্যবস্থাপক

সংস্থাপন ও প্রশাসন পরিচালনায় সংস্থাপন ব্যবস্থাপক/প্রশাসনিক ব্যবস্থাপক/পার্সোনেল ম্যানেজারকে সাহায্য করা তাদের কাজ।

সহকারী পার্সোনেল ম্যানেজার

সহকারী পার্সোনেল ম্যানেজার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বিভাগ পরিচালনায় পার্সোনেল ম্যানেজারকে সাহায্য করেন।

সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট

সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট-এর কাজ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং অধীনস্ত নিম্নশ্রেণির কর্মচারীদের (পিয়ন, ড্রাইভার, দারোয়ান ইত্যাদি) কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

সুপারিনটেনডেন্টকে সাহায্য করা। এতদ্‌সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করাও তার কাজ।

স্টোর অফিসার

স্টোর অফিসার স্টোর রেকর্ডস রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য আদেশ দিয়ে থাকেন।

পারচেজ অফিসার

পারচেজ অফিসার প্রতিষ্ঠানের মালামাল এবং প্রোডাকশন সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির ক্রয় তত্ত্বাবধান করেন।

ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল অফিসার

ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল অফিসার প্রতিষ্ঠানের মালপত্র ও দ্রব্যসামগ্রী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল ম্যানেজারকে সাহায্য করেন।

কালেকশান রিপ্রেজেন্টেটিভ/কালেকশান ইন্সপেক্টর

কালেকশান রিপ্রেজেন্টেটিভ/কালেকশান ইন্সপেক্টর-এর দায়িত্ব হচ্ছে বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন-এর অর্থ সংগ্রহ করা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে অর্থনৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্যালোচনাপূর্বক সমন্বয় সাধন করাও তার কাজ।

প্রধান ক্যাশিয়ার

প্রধান ক্যাশিয়ার প্রতিষ্ঠানের সমস্ত নগদ অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি ক্যাশিয়ারদের কাজের তদারকি করেন এবং নগদ অর্থসংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম বিভাগীয় প্রধানের নির্দেশ মোতাবেক পালন করেন।

সিনিয়র বিজনেস রিপ্রেজেন্টেটিভ

সিনিয়র বিজনেস রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় সংগ্রহ ও বৃদ্ধির দায়িত্ব পালন করেন।

জুনিয়র নির্বাহী

সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের জুনিয়র নির্বাহীগণ তাঁদের নিজ নিজ বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক অর্পিত কাজের দায়িত্ব পালন করেন। তারা প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় বিভিন্ন কাজে সিনিয়র নির্বাহীগণকে সাহায্য করেন।

www.pathagar.com

সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার

সার্কুলেশন/অ্যাকাউন্ট্যান্ট/বিজ্ঞাপন সেকশন-এর হিসাবপত্রগুলি কম্পিউটারের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত আকারে সংরক্ষণ করার জন্য কম্পিউটার সফটওয়্যার প্রোগ্রাম লেখার দায়িত্ব পালন করেন এবং সিনিয়র কম্পিউটার প্রোগ্রামার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করা সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামারের কাজ।

শাখা ব্যবস্থাপক

শাখা ব্যবস্থাপক একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের শাখা অফিসের প্রধান ব্যক্তি। তিনি সার্কুলেশন, বিজ্ঞাপন ও অর্থ আদায়সহ পত্রিকার স্থানীয় ব্যবসা তত্ত্বাবধান করেন। তিনি শাখা অফিসের কর্মচারীদের কাজ-কর্মও তত্ত্বাবধান করেন।

সিনিয়র অনুবাদক

সিনিয়র অনুবাদক হচ্ছেন সকল বিজ্ঞাপন অনুবাদের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

অনুবাদক

অনুবাদকগণ শিডিউল অনুযায়ী বিজ্ঞাপনসমূহ ইংরেজি থেকে বাংলায় অথবা বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর

সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর কম্পিউটার অপারেটিং-এ দক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র তৈরিসহ অফিসের বিভিন্ন শাখায় নথিপত্র কম্পিউটারের মাধ্যমে সুবিন্যস্তভাবে রাখার দায়িত্ব পালন করা তার কাজ। এছাড়া সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন/হিসাব বিভাগের যাবতীয় হিসাবপত্র নির্ভুলভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা ও সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপনের এজেন্সি বিল তৈরি করাও তার দায়িত্ব।

সিনিয়র সহকারী (হিসাব, বিজ্ঞাপন, প্রশাসন ও সার্কুলেশন)

সিনিয়র সহকারী সাবসিডিয়ারি লেজার ও মানি রিসিপ্ট রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ, ভাউচার শর্টিং, বেতন শিট ও ব্যাংক রিকনসিলিয়েশনের বিবরণ, কালেকশন রিপোর্ট, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন এজেন্সির মাসিক বিবরণ তৈরি ও চেক ফরওয়ার্ডিংয়ের কাজ করেন। তারা ব্যক্তিগত নথি এবং কর্মচারীসংক্রান্ত চিঠি-পত্র ডেসপাসসহ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

সিনিয়র সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক

একজন সিনিয়র সহকারীর দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে অফিসের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ চিঠি-পত্রাদি দক্ষতার সাথে সুন্দরভাবে টাইপ করা সিনিয়র সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক-এর কাজ।

সিনিয়র রেকর্ড/রেকর্ডকিপার

রেকর্ডকিপার সকল প্রকার নথিপত্র ও পুরাতন পত্রিকা সংরক্ষণ করেন।

বিজনেস রিপ্রেজেন্টেটিভ

বিজনেস রিপ্রেজেন্টেটিভ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা থেকে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেন।

মেইল সুপারভাইজার

মেইল সুপারভাইজারগণ প্যাকার, বাইন্ডারদের তত্ত্বাবধান করেন এবং বিমান, ট্রেন, বাস, লঞ্চ ইত্যাদির সাহায্যে দেশের সর্বত্র এজেন্ট ও গ্রাহকদের নিকট পত্রিকা বিতরণ করেন।

সিনিয়র স্টোর কিপার/স্টোর কিপার

স্টোরকিপার কোম্পানির স্টল ও স্টোর রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

কম্পিউটার অপারেটর

কম্পিউটার মেশিন অপারেট করা কম্পিউটার অপারেটরের কাজ। অফিসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চিঠি-পত্রাদি সুন্দরভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরি করা, ডাটা প্রসেসিং/ডাটা এন্ট্রি করাও কম্পিউটার অপারেটরের কাজ।

সিনিয়র বিল সংগ্রহকারী/বিল সংগ্রহকারী

বিল সংগ্রহকারীগণ কালেকশন ম্যানেজার/বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপকের নির্দেশ মোতাবেক বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিলের অর্থ আদায় করেন।

একান্ত সচিব/সাঁটলিপিকার ও ব্যক্তিগত সহকারী/সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক

পত্র যোগাযোগ, চিঠি-পত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির ব্যাপারে তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাহায্য করেন এবং গোপনীয় ফাইল রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

www.pathagar.com

সিনিয়র নিরাপত্তা কর্মকর্তা

নিরাপত্তা কর্মকর্তা হচ্ছেন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, ভবন মেশিনপত্র সরঞ্জাম ইত্যাদির নিরাপত্তা রক্ষামমর ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক

তিনি শাখা ব্যবস্থাপককে দায়িত্ব সম্পাদনে সাহায্য করেন। এছাড়া শাখা অফিসের হিসাব দেখাশোনা করাও তার দায়িত্ব।

ক্যাশিয়ার/সহকারী ক্যাশিয়ার

প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ রক্ষণাবেক্ষণই ক্যাশিয়ারের/সহাকারী ক্যাশিয়ারের প্রধান কাজ। তারা বিভাগীয় প্রধানের নির্দেশ মোতাবেক দৈনন্দিন লেনদেন করে থাকেন।

নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক

নিম্নমান সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এবং অফিসের বিভিন্ন চিঠি-পত্রাদি টাইপ করা তার কাজ।

সহকারী (হিসাব-বিজ্ঞাপন, প্রশাসন, কালেকশন ও সার্কুলেশন)

সহকারী সকল প্রকার টাকার রসিদ প্রদান করেন এবং টাকার রসিদের রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ, লেজার রক্ষণাবেক্ষণ, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিল তৈরি করেন। বেতন শিট তৈরি, কালেকশন স্টেটমেন্ট তৈরি এবং সিনিয়র সহকারীদের কাজে সাহায্য করেন।

অভ্যর্থনাকারী

তারা অভ্যর্থনা বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন এবং বহিরাগতদের যাবতীয় নথিপত্র, ম্যাগাজিন ও প্রেস রিলিজ সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করেন।

প্রধান প্রশাসনিক গ্রন্থাগারিক

সংবাদপত্র/সংবাদ সংস্থায় প্রধান প্রশাসনিক গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারসংক্রান্ত ফাংশনাল কার্যাদি সম্পন্ন করবেন। তিনি সংগৃহীত সংবাদপত্র ও যাবতীয় বইপত্রের রেকর্ডকরণ, সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে তা সরবরাহের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি হবেন গ্রন্থাগার বিভাগের সার্বিক ফাংশনাল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। অন্যান্য প্রশাসনিক গ্রন্থাগারিকদের কাজের সমন্বয় সাধন করাও হবে তার কাজ।

www.pathagar.com

প্রশাসনিক গ্রন্থাগারিক

তার দায়িত্ব হচ্ছে সংবাদপত্র ও যাবতীয় বইপত্তরের রেকর্ড তৈরি ও সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে তা সরবরাহ করা। তিনি প্রধান প্রশাসনিক গ্রন্থাগারিকের কাজে সহযোগিতা করাসহ তার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্বও পালন করবেন।

প্রধান অপারেটর (টেলিফোন/টেলেক্স/ফ্যাক্স)

সিনিয়র অপারেটর/অপারেটরদের কাজের তদারকি করা এবং টেলিফোন/টেলেক্স/ফ্যাক্স অপারেট করা তার দায়িত্ব।

সিনিয়র অপারেটর/অপারেটর (টেলিফোন/টেলেক্স/ফ্যাক্স)

তারা টেলিফোন/টেলেক্স/ফ্যাক্স অপারেট করবেন এবং কলের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

প্রেস বিভাগ

[কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদবি ও কাজের বিবরণ]

প্রেস ব্যবস্থাপক/পূর্ত ব্যবস্থাপক

তার দায়িত্ব প্রেস বিভাগের যাবতীয় কাজের তদারক ও সমন্বয় সাধন করা। তিনি উক্ত বিভাগের সমুদয় প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী। সকল সংস্করণসহ সংবাদপত্র প্রোডাকশনের সাথে জড়িত যেকোনো মুদ্রণসংক্রান্ত কাজের দায়-দায়িত্ব ও তদারকির ভার তার উপর ন্যস্ত।

উৎপাদন ব্যবস্থাপক

উৎপাদন ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব প্রেস ব্যবস্থাপক অথবা পূর্ত ব্যবস্থাপকের নির্দেশনাধীনে প্রেস বিভাগের উৎপাদনসংক্রান্ত কাজের সমন্বয় সাধন ও তদারক করা। তিনি তার কাজের জন্য প্রেস ব্যবস্থাপক/পূর্ত ব্যবস্থাপকের নিকট দায়ী থাকবেন।

প্রধান ফোরম্যান

তাঁর দায়িত্ব প্রেস বিভাগের উৎপাদনসংক্রান্ত কাজের সমন্বয় সাধন করা। সকল সংস্করণসহ সংবাদপত্রের উৎপাদনসংক্রান্ত যেকোনো মুদ্রণ কাজের দায়িত্ব তার।

www.pathagar.com

উপ-প্রধান ফোরম্যান

উপ-প্রধান ফোরম্যানের দায়িত্ব দক্ষতার সাথে নিজ বিভাগের কর্ম সম্পাদনে ফোরম্যানকে সহায়তা করা।

প্রধান কারিগরি কর্মকর্তা/কারিগরি কর্মকর্তা/প্রসেস ইনচার্জ

তার দায়িত্ব প্রেস বিভাগের নিজ নিজ শাখার উৎপাদনসংক্রান্ত কাজের সমন্বয় সাধন ও তদারক করা। তিনি নিজ কাজের জন্য প্রেস ব্যবস্থাপক/পূর্ত ব্যবস্থাপক-এর নিকট দায়ী থাকবেন।

প্রকৌশলী

প্রকৌশলীর দায়িত্ব প্রেসের বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জামাদির সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করা।

সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা/সহকারী উৎপাদন ব্যবস্থাপক

তারা নিজ নিজ বিভাগীয় প্রধানদের কাজে সহায়তা করবেন।

সহকারী প্রেস ব্যবস্থাপক/সহকারী পূর্ত ব্যবস্থাপক

তাদের দায়িত্ব সংবাদপত্রের সুষ্ঠু প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তব্য পালনে প্রেস ব্যবস্থাপক/পূর্ত ব্যবস্থাপককে সহায়তা করা।

প্রেস সুপারভাইজার/প্রিন্টিং সুপারভাইজার

প্রেস সুপারভাইজারের দায়িত্ব প্রেসের কাজ তদারক এবং শাখার কাজের সমন্বয় সাধন করা।

ফোরম্যান

ফোরম্যানের দায়িত্ব প্রেস শ্রমিকদের কাজের সমন্বয় সাধনে প্রধান ফোরম্যানকে সহায়তা করা।

লাইনো-ইন-চার্জ

লাইনো-ইন-চার্জের দায়িত্ব লাইনো মেশিনে চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে তদারক করা। তিনি প্রধান ফোরম্যান/ফোরম্যান-এর নির্দেশনাধীনে কাজ করবেন।

www.pathagar.com

সিনিয়র লাইনো মেকানিক/লাইনো মেকানিক

লাইনো মেকানিকের দায়িত্ব নিজ নিজ সেকশন-ইন-চার্জ-এর নির্দেশনাধীনে লাইনো মেশিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ দেখাশুনা করা।

লাইনো অপারেটর (সিনিয়র/জুনিয়র)

লাইনো অপারেটরের দায়িত্ব 'ম্যাটার' কম্পোজ এবং সংশোধন করার জন্য লাইনো মেশিনের 'কি-বোর্ড' চালনা করা। তিনি প্রধান ফোরম্যান/ফোরম্যানের নির্দেশনাধীনে কাজ করবেন।

প্রধান মেশিন অপারেটর/অফসেট রোটারি-ইন-চার্জ

প্রধান মেশিন অপারেটর/অফসেট রোটারি ইন-চার্জ-এর দায়িত্ব প্রিন্টিং মেশিনের দেখাশোনা করা।

উপ-প্রধান মেশিন অপারেটর/উপ-প্রধান অফসেট রোটারি ইন-চার্জ

তাদের দায়িত্ব প্রিন্টিং মেশিন চালনার ব্যাপারে প্রধান মেশিন অপারেটর/অফসেট রোটারি-ইন-চার্জকে সহায়তা করা।

অফসেট রোটারি অপারেটর

অফসেট রোটারি অপারেটরের দায়িত্ব মুদ্রণ কাজের জন্য অফসেট রোটারি মেশিন পরিচালনা করা।

শিফট-ইন-চার্জ

শিফট-ইন-চার্জের দায়িত্ব প্রেসের বিভিন্ন শাখার শিফটগুলো পরিচালনা করা।

সিনিয়র মনো মেকানিক/মনো মেকানিক

মনো মেকানিকের দায়িত্ব মনো মেশিনের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা।

মনো-ইন-চার্জ

মনো-ইন-চার্জের দায়িত্ব মনো মেশিনের কাজ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ সুষ্ঠু রাখা।

www.pathagar.com

মেক-আপ ম্যান

মেক-আপ ম্যানের দায়িত্ব সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলো ছাপার জন্য তৈরি করা এবং পৃষ্ঠাগুলোর ক্রমবিন্যাস সঠিক রাখা।

বিজ্ঞাপন-ইন-চার্জ

বিজ্ঞাপন-ইন-চার্জের দায়িত্ব বিবরণ অনুযায়ী সাজানো।

সহকারী বিজ্ঞাপন-ইন-চার্জ

তার দায়িত্ব প্রেসের বিজ্ঞাপন শাখার কাজ সম্পাদনে বিজ্ঞাপন-ইন-চার্জকে সহায়তা করা।

কারেকশন হ্যান্ড

কারেকশন হ্যান্ডের দায়িত্ব কম্পোজ ম্যাটার সংশোধনী বিভাগে শনাক্তকৃত ভুল-ভ্রান্তি, পরিবর্তন, সংযোজন ইত্যাদি সেভাবে ঠিক করা। তিনি মেক-আপ ম্যানকে তার কাজে সাহায্য করবেন।

সিনিয়র কম্পোজিটর/কম্পোজিটর

কম্পোজিটরের দায়িত্ব পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী ম্যাটার কম্পোজ করা।

মেইন্টেন্যান্স সুপারভাইজার

তার দায়িত্ব মেশিন ও সরঞ্জামাদি ঠিকমতো আছে কি না সেদিকে লক্ষ রাখা।

জয়েন্টম্যান

জয়েন্টম্যানের দায়িত্ব লাইনো অপারেটর ও কম্পোজিটরের তৈরি কম্পোজ ম্যাটারের সাথে মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট শিরোনাম বসানো।

সিনিয়র লাডলো অপারেটর/লাডলো অপারেটর

লাডলো অপারেটরের দায়িত্ব লাডলো মেশিনে হেডিং তোলা।

লেটার প্রেস মেশিন অপারেটর (সিনিয়র/জুনিয়র)

লেটার প্রেস মেশিন অপারেটরের দায়িত্ব লেটার প্রেস সংবাদ মুদ্রণের কাজ করা।

www.pathagar.com

ট্রিডল মেশিন অপারেটর (সিনিয়র/জুনিয়র)

ট্রিডল মেশিন অপারেটরের দায়িত্ব ট্রিডল মেশিনে সর্বপ্রকার মুদ্রণের কাজ করা।

প্রুফম্যান (সিনিয়র/জুনিয়র)

প্রুফম্যানের দায়িত্ব সংশোধনের জন্য সংশোধনী বিভাগে পাঠানোর উদ্দেশ্যে প্রুফ মেশিনের সাহায্যে কম্পোজ করা, ম্যাটারের প্রুফ দেখা ও সংশোধনী বিভাগ থেকে প্রুফ আনা-নেওয়া করা।

ইম্পোজিটর (সিনিয়র/জুনিয়র)

ইম্পোজিটরের দায়িত্ব চূড়ান্ত মেকআপ সম্পন্ন হওয়ার পর পৃষ্ঠাগুলোকে সেলুফেনায়িত করা।

প্রধান বুক বাইন্ডার

তার দায়িত্ব সংবাদপত্র শিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন বাঁধাই কাজ তদারক করা।

বুক বাইন্ডার/বাইন্ডার (সিনিয়র/জুনিয়র)

বুক বান্ডার/বাইন্ডারের দায়িত্ব সংবাদপত্র শিল্পের সাথে জড়িত সব ধরনের বাঁধাই কাজ করা।

প্রসেস ব্লক মেকার (সিনিয়র/জুনিয়র)

প্রসেস ব্লক মেকারের দায়িত্ব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফটোর নেগেটিভ থেকে ব্লক তৈরি করা।

হ্যান্ড কাস্টার (সিনিয়র/জুনিয়র)

হ্যান্ড কাস্টারের দায়িত্ব সিসা দিয়ে হরফ কাস্ট করা।

স্টোরিও কাস্টার (সিনিয়র/জুনিয়র)

স্টোরিও কাস্টারের দায়িত্বও কোনো লেখা অথবা ছবি থেকে 'ম্যাট' তৈরি করে সিসার সাহায্যে ম্যাটগুলোকে কমিয়ে এনে স্টোরিও রূপান্তরের মাধ্যমে ব্লক তৈরি করা।

রাউটার

রাউটারের দায়িত্ব ব্লকের প্লেট থেকে অবাঞ্ছিত দাগ মুছে নেয়া।

www.pathagar.com

মোল্ডার

মোল্ডারের দায়িত্ব চূড়ান্ত তৈরির জন্য ব্লটিং ও টিস্যু পেপার দিয়ে ছবি/ম্যাটাল মোল্ড করা।

মেটাল বয়

মেটাল বয়ের দায়িত্ব লাইনো/মনো মেশিনের ম্যাটারের সিসা থেকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য সিসার বাট তৈরি করা।

সিনিয়র বারম্যান/বারম্যান

বারম্যানের দায়িত্ব নিত্যদিন লাইনো মেশিন পরিষ্কার রাখা।

প্রধান ইলেক্ট্রিশিয়ান/সিনিয়র ইলেক্ট্রিশিয়ান

তার দায়িত্ব সংবাদপত্র শিল্পের বৈদ্যুতিক কাজের তদারক করা।

ইলেক্ট্রিশিয়ান

ইলেক্ট্রিশিয়ানের দায়িত্ব সংবাদপত্র শিল্পের সার্বিক বৈদ্যুতিক কাজ সম্পাদন করা।

ইলেক্ট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল সুপারভাইজার

ইলেক্ট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল সুপারভাইজারের দায়িত্ব বৈদ্যুতিক এবং অন্যান্য সরঞ্জামের সার্বিক তত্ত্বাবধান করা।

সিনিয়র মনো অপারেটর/মনো অপারেটর

মনো অপারেটরের দায়িত্ব মনো অপারেটিং মেশিনের সাহায্যে স্পুল পেপারে সব ধরনের লেখার কাজ সম্পাদন করা।

সিনিয়র মনো কাস্টার/মনো কাস্টার

মনো কাস্টারের দায়িত্ব কাস্টার মেশিনের সাহায্যে ম্যাটার কাস্ট করা।

অফসেট ক্যামেরাম্যান (সিনিয়র/জুনিয়র)

অফসেট ক্যামেরাম্যানের দায়িত্ব ছবির পজিটিভ ও নেগেটিভ কপি তৈরি করা; কালার ট্রান্সপারেন্সি তৈরি করাও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

অফসেট কালার রিটাচার/সেপারেটর

তার দায়িত্ব কালার নেগেটিভ নির্বাচন ও বিন্যাস এবং রং-তুলি ব্যবহারপূর্বক নেগেটিভ থেকে পজিটিভ করা।

সিনিয়র রিটাচার/সিনিয়র পেস্টার/রিটাচার/পেস্টার

রিটাচার/পেস্টারের দায়িত্ব নেগেটিভ, পজিটিভ এবং সেলুফেন/ট্রেসিং পেপারের চূড়ান্ত কাজ সম্পন্ন ও পেস্ট করা।

সিনিয়র প্লেট মেকার/প্লেট গ্রেইনার

গ্রেইনারের দায়িত্ব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্লেট তৈরি করা।

সিনিয়র কার্পেন্টার/কার্পেন্টার

কার্পেন্টারের দায়িত্ব সংবাদপত্র শিল্পের আসবাব তৈরি ও মেরামত করা।

প্রধান প্যাকার/প্রধান ফোল্ডার

তার দায়িত্ব বিলির জন্য সংবাদপত্র ভাঁজ করা, গণনা করা এবং গাঁট বাঁধার কাজ তদারক করা।

প্যাকার/ফোল্ডার

প্যাকার/ফোল্ডারের দায়িত্ব সংবাদপত্র ভাঁজ করা, গণনা করা এবং গাঁট বাঁধা।

সহকারী

সহকারীর দায়িত্বে প্রেসের বিভিন্ন কর্মচারীদের কাজে সাহায্য করা।

ডিটিপি-ইন-চার্জ/ পিটিএস-ইন-চার্জ

তাদের দায়িত্ব ডিটিপি/পিটিএস বিভাগের যাবতীয় কাজকর্ম তদারক, ডিটিপি/পিটিএস মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ করা। তারা প্রেস ব্যবস্থাপক/পূর্ত ব্যবস্থাপকের নির্দেশনাধীনে কাজ করবেন।

ডিটিপি/পিটিএস অপারেটর (সিনিয়র/জুনিয়র)

তাদের দায়িত্ব 'ম্যাটার' কম্পোজ ও সংশোধনের জন্য ডিটিপি/পিটিএস মেশিনের কি-বোর্ড চালনা করা। তারা

www.pathagar.com

ডিটিপি/পিটিএস-ইন-চার্জদের নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশনাধীনে কাজ করবেন।

সহকারী ডিটিপি/পিটিএস অপারেটর

সহকারী ডিটিপি/পিটিএস অপারেটরদের দায়িত্ব 'ম্যাটার' কম্পোজ ও সংশোধন এবং মেশিন রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ইন-চার্জ ও অপারেটরদের সাহায্য করা।

ডিটিপি/পিটিএস শিফট-ইন-চার্জ

তার দায়িত্ব ডিটিপি/পিটিএস বিভাগের শিফটগুলো পরিচালনা করা।

www.pathagar.com

সংবাদ চ্যানেল

সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের বার্তা-বিভাগ বিভিন্ন চ্যানেল আর উৎস থেকে সংবাদ পেয়ে থাকে। একটি সংবাদপত্রে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ শব্দের সংবাদ এসে হাজির হয়। সংবাদপত্রের নিজস্ব প্রতিবেদক ও সংবাদদাতা ছাড়াও বিভিন্ন বার্তা সংস্থা, ফিচার সিন্ডিকেট, প্রেস এজেন্ট, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রচার আর জনসংযোগ বিভাগ, পত্রিকার শুভাকাঙ্ক্ষী মহল ইত্যাদি যেসব চ্যানেলে সংবাদ আসে সেগুলোকে মোটামুটি তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। আমাদের পরবর্তী আলোচনা এই প্রধান তিনটি চ্যানেল নিয়ে।

প্রথম চ্যানেল

সংবাদপত্রের নিয়োগ করা নিজস্ব প্রতিবেদক, সংবাদদাতা, বিশেষ প্রতিনিধি ও মনিটররা সারাদিন সংবাদ সংগ্রহ করেন এবং সাধারণত অফিসে বসে সংবাদ ছাপানোর উপযুক্ত করে লিখে সম্পাদনার টেবিলে জমা দেন। যে স্থান থেকে পত্রিকা বের হচ্ছে সেই স্থানের প্রতিবেদকরা নির্ধারিত বিট থেকে সংবাদ সংগ্রহ করেন, পূর্ব-নির্ধারিত অ্যাসাইনমেন্ট থেকেও তারা সংবাদ জোগাড় করে অফিসে আসেন, প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে তারাও সংবাদটি তৈরি করে জমা দেন। মনিটররাও রেডিও বা টিভি মনিটরিং করে প্রয়োজনীয় ব্যাকগ্রাউন্ডসহ প্রতিবেদন তৈরি করে সম্পাদনার টেবিলে দিয়ে দেন।

দেশের বিভিন্ন স্থানে থাকেন স্টাফ রিপোর্টাররা, তারা সংবাদপত্রের নিজস্ব বা ঘরের লোক। কেন্দ্রে যেমন, কেন্দ্রের বাইরে থেকেও স্টাফ রিপোর্টাররা তেমনি বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পান। এরা যে স্থান বা অঞ্চলের দায়িত্বে থাকেন সেখান থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে, আঞ্চলিক অফিস বা ব্যুরো অফিসে এসে (ব্যাকগ্রাউন্ড তথ্য দেওয়ার প্রয়োজন থাকলে তা যোগ করে একেবারে ছাপার উপযুক্ত করে) টেলিফোন/ফ্যাক্স বা ই-মেইলে সংবাদ সম্পাদনা কক্ষে পাঠিয়ে দেন।

সংবাদপত্রের নিয়োগ করা 'নিজস্ব সংবাদদাতা'রা ছড়িয়ে থাকেন সারা দেশে। একেক স্থানের নিজস্ব সংবাদদাতা একেক রকম ভাতা পান,

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের তারা সার্বক্ষণিক কর্মী নন, জীবিকার জন্য অন্য কাজের পাশাপাশি সংবাদদাতার কাজটিও তারা করেন। তবে একটি নির্দিষ্ট পত্রিকার জন্যই নিজস্ব সংবাদদাতারা কাজ করেন এবং এদের ভবিষ্যতে সংবাদপত্রের স্টাফের মর্যাদা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরা কেন্দ্রের বাইরের সংবাদগুলো টেলিফোনে, চিঠির মাধ্যমে বা ই-মেইলে কেন্দ্রে পৌঁছে দেন। তাদের পাঠানো সংবাদগুলো সংশ্লিষ্ট পত্রিকা অফিসে এলে সহ-সম্পাদক বা জেলা পাতার সম্পাদক সেগুলো আবার প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন-সংশোধন করে ছাপার-উপযুক্ত-সংবাদ আকারে সাজিয়ে লিখে কম্পোজ রুমে পাঠান।

সংবাদপত্রগুলোর আরেক ধরনের সংবাদদাতা আছেন, যারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কাজ করেন। তবে বারংবার সংবাদ পাঠাতে পাঠাতে তাদের সঙ্গেও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের ভালো একটি সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়, যা আগামী দিনের প্রতিবেদক হিসেবে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলে বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহের সময় এরা সংবাদপত্র অফিসে টেলিফোনে, ই-মেইলে বা চিঠি লিখে সংবাদ পাঠান। এদেরকে 'সংবাদদাতা' নামেই অভিহিত করা হয়। স্টাফ রিপোর্টাররা কাজ করেন বার্তা সম্পাদকের নির্দেশনায়, আর নিজস্ব সংবাদদাতা বা সংবাদদাতাদের প্রেরিত সংবাদগুলো দেখেন সাধারণত গ্রামবাংলা, জনপদ বা জেলা পাতার সম্পাদকরা।

দ্বিতীয় চ্যানেল

বার্তা সংস্থা ও নিউজ সিন্ডিকেটগুলো দেশের ও দেশের বাইরের সংবাদগুলো আজকাল ইন্টারনেটের সাহায্যে সংবাদ প্রতিষ্ঠানের অফিসে পৌঁছে দেয়। বার্তা সংস্থা বা নিউজ এজেন্সিগুলো তাদের নিজস্ব লোকদের দিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে, তাদেরই সহ-সম্পাদকরা (যারা সাধারণত কেন্দ্রীয় একটি অফিসে বসে কাজ করেন) সংবাদগুলো সম্পাদনা করে ছাপার উপযুক্ত করে ইন্টারনেটে দিয়ে দেন। নিউজ সিন্ডিকেটগুলোও একইভাবে কাজ করে, তবে তারা অধিকাংশ সময়ই সংবাদগুলো প্রচলিত কাঠামোয় না লিখে ভিন্নভাবে বা ফিচার আকারে তৈরি করে পত্রিকা অফিসে পাঠায়। সংবাদ সংস্থাগুলোর মতো বিশাল আয়োজন থাকে না নিউজ সিন্ডিকেটগুলোর, তারা প্রতিদিনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহের দায়িত্ব নিজেরা নেয় না, যা পারে বা যতটুকু পারে তাই বিক্রয় করে সংবাদ প্রতিষ্ঠানের কাছে।

সারা বিশ্বে অসংখ্য বার্তা-সংস্থা আছে, এদের মধ্যে কয়েকটির আছে বিশ্ব জোড়া খ্যাতি ও ব্যবসা। ব্রিটেনের *রয়টার*, যুক্তরাষ্ট্রের *অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস*, ফ্রান্সের *এ.এফ.পি.* ভারতের *পিটিআই*– এই বার্তা সংস্থাগুলোকে একনামে চেনে

www.pathagar.com

সংবাদপত্র দুনিয়ার লোকজন। ঢাকায় বেশ কিছু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বার্তা সংস্থার ব্যুরো অফিস আছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের হয়ে বাংলাদেশের সাংবাদিকরাও কাজ করছেন। ঢাকাভিত্তিক দু'টি বার্তা সংস্থা আছে, যার মধ্যে সরকারের টাকায় চলে 'বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা', সংক্ষেপে 'বাসস' নামক প্রতিষ্ঠানটি আর ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ', সংক্ষেপে এটি পরিচিত 'ইউএনবি' নামে। সাম্প্রতিক সময়ে 'বাংলানিউজ', 'বিডিনিউজ'সহ বেশকিছু অনলাইন নিউজ পোর্টালও গড়ে উঠেছে যেগুলো আদতে সংবাদ সংস্থার মতোই কাজ করে চলেছে। তাদেরও নিজস্ব গ্রাহক আছে।

এদের পাশাপাশি ঢাকায় সাম্প্রতিক সময়ে অসংখ্য অনলাইনভিত্তিক নিউজ পোর্টাল গড়ে উঠেছে, আর হারিয়ে গেছে বা নিজেদের বদলে নিয়েছে নিউজ সিন্ডিকেটগুলো।

সংবাদপত্রগুলো যখন সংবাদ সংস্থার পাঠানো সংবাদ পত্রিকায় ছাপে তখন সেগুলো নিজেদের মতো করে সম্পাদনা করে ছাপে কিন্তু ক্রেডিটটি দিতে হয় সংশ্লিষ্ট সংবাদ সংস্থাকেই। অনেক সময় দুই-তিনটি সংবাদ সংস্থার নাম থাকে স্টোরির শুরুতে, মাঝে মাঝে স্টাফ রিপোর্টারের নামও লেখা থাকে–এর অর্থ স্টোরিটি একাধিক সংবাদ সংস্থার পাঠানো তথ্যের সাথে রিপোর্টার নিজের সংগৃহীত তথ্য যোগ করে ওই স্টোরিটি নির্মাণ করেছেন। নিউজ সিন্ডিকেটগুলোর ক্ষেত্রে আবার পুরো ক্রেডিট নিউজ সিন্ডিকেটের নামেই দেওয়া হয়, সেসব প্রতিবেদনে সংবাদপত্রের প্রতিবেদকরা নিজে থেকে কিছু যোগ করেন না। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, অনেক সংবাদপত্র স্থানীয় অর্থাৎ যে স্থান থেকে সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে তাতে ডেট লাইন দেয় না, সে রকম ক্ষেত্রেও সংবাদ সংস্থা বা সিন্ডিকেটের পাঠানো সংবাদগুলোর ক্রেডিট দেওয়া হয়।

তৃতীয় চ্যানেল

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগ কর্মকর্তা বা তাদের পাঠানো সংবাদবিজ্ঞপ্তি থেকে সংবাদ প্রতিষ্ঠান অনেক তথ্য পেয়ে থাকে। এই চ্যানেলটিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত চ্যানেল বলা যেতে পারে। স্বতঃপ্রবৃত্ত চ্যানেলে আসা খবরগুলোকে সব সময়ই প্রধান-প্রতিবেদক গুরুত্বের সাথে নেন। তিনি খুব ভালো করেই জানেন এ ধরনের সংবাদে পক্ষপাতিত্বের প্রবণতা থাকতে পারে, থাকতে পারে ব্যানোয়াট অনেক কিছু, তাই নিজের একজন প্রতিবেদককে তিনি দায়িত্ব দেন ঘটনাটি খতিয়ে দেখে নির্ভরযোগ্য মনে হলে রিপোর্ট তৈরি করে ফেলার। প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটে যখন সরকারি,

www.pathagar.com

আধাসরকারি, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বা পুলিশের কাছ থেকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বা প্রেস রিলিজ আসে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি প্রধান-প্রতিবেদক সংশ্লিষ্ট বা সুবিধামতো কোনো একজন প্রতিবেদকের হাতে তুলে দিয়ে খোঁজখবর করে রিপোর্ট তৈরি করতে বলেন।

প্রতিদিন সংবাদপত্র অফিসে অসংখ্য সংবাদবিজ্ঞপ্তি আসে যার বেশিরভাগই ছাপার অযোগ্য, আবার অনেক আসে যেগুলোর যথেষ্ট সংবাদমূল্য রয়েছে এবং বেশ ভালোভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে লেখা। এগুলো নিয়েও সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়, কারণ তাতে লুকিয়ে থাকে 'কাউন্টার জার্নালিজম' প্রবণতা, মানে প্রচারণাকর্মীদের কর্মকাণ্ড, তাই খোঁজখবর করে সাজাতে হয় সংবাদ।

অনেক সময় সংবাদ বিজ্ঞপ্তির জন্য প্রতিবেদকরা অপেক্ষাও করেন, ধরা যাক 'বিজিএমইএ' একটি নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে পোশাক-রপ্তানিসংক্রান্ত, ছোট হলেও এই সিদ্ধান্তটি জানানো দরকার পাঠককে, টেলিফোন করলেই প্রতিবেদক হয়তো পেয়ে যাবেন সেই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য, তারপরও তিনি অপেক্ষা করেন প্রতিষ্ঠানটির সংবাদ বিজ্ঞপ্তি হাতে পাওয়ার। একইভাবে প্রতিদিন ঢাকা শহরে যে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে সে সম্পর্কেও তথ্য পাওয়ার জন্য ক্রাইম রিপোর্টাররা অপেক্ষা করেন 'ডিএমপি'র 'প্রেস বিজ্ঞপ্তি'র, কারণ সেগুলো প্রেরক প্রতিষ্ঠানটির লিখিত বক্তব্য। মনে রাখা দরকার, লিখিত তথ্যের মূল্যই অন্য রকম, কেননা লিখিত কোনো কিছু বিবেচিত হয় ডকুমেন্ট বা নথি হিসেবে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ছাড়াও আছে প্রেসনোট ও হ্যান্ডআউট, সরকারি চ্যানেলে এগুলো সংবাদপ্রতিষ্ঠানের অফিসে আসে। প্রতিবেদকদের কোনো চেষ্টা ছাড়াই প্রেস রিলিজ, প্রেস নোট আর হ্যান্ডআউট সংবাদ প্রতিষ্ঠানে তথ্য নিয়ে হাজির হয়। এবার পরিচিত হওয়া যাক এই প্রেস রিলিজ, প্রেস নোট ও হ্যান্ডআউটের সাথে।

প্রেস রিলিজ, যাকে বাংলায় আমরা বলি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, তা তৈরি করে পাঠাতে পারে যেকোনো রাজনৈতিক দল, ক্লাব, সমিতি, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যক্তি– যে কেউ বা যেকোনো প্রতিষ্ঠান। কোনো ছোট রাজনৈতিক দল তার জাতীয় কমিটির সভার বিবরণ লিখে পাঠিয়ে দিতে পারে পত্রিকা অফিসে, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান জানাতে পারে যে তাদের এমডি যাচ্ছেন হংকং বাণিজ্য মেলায় অংশ নিতে, একটি এনজিও জানাতে পারে যে তারা নতুন ঋণ কর্মসূচি চালু করতে যাচ্ছে আগামীকাল থেকে, ফ্যাশন হাউস জানাতে পারে তারা যে ফ্যাশান শো করেছিল তাতে বিপুল দর্শক মুগ্ধ হয়েছেন– এগুলোর কোনোটির সংবাদমূল্য আছে কোনোটির নেই, অধিকাংশ পড়ে থাকে বার্তা

www.pathagar.com

সম্পাদক বা প্রধান প্রতিবেদকের টেবিলে। কিছু কিছু সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বার্তা সম্পাদক বা প্রধান প্রতিবেদকের হাত ঘুরে যখন প্রতিবেদকের টেবিলে আসে তখন তিনি চোখ বুলিয়ে বিরাট একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে ছোট্ট একটি রিপোর্ট তৈরি করতে পারেন আবার ছোট্ট একটা সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে ইঙ্গিত নিয়ে তৈরি করতে পারেন বড় ধরনের একটি প্রতিবেদন।

হ্যান্ডআউট'কে বাংলায় বলা হয় 'তথ্য বিবরণী'। সংবাদবিজ্ঞপ্তি পাঠাতে পারে যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান–যা সরকারি বক্তব্য নয় কোনোভাবেই। লিখিত এই বক্তব্য তারা পত্রিকায় ছাপার জন্য পাঠায়, কেননা তারা মনে করে পাঠক বা জনসাধারণকে তথ্যগুলো জানানো উচিত, অনেক সময় কিছুটা প্রচার হবে এই আশাতেও বিজ্ঞপ্তি পাঠায় প্রেরকরা। কিন্তু তারা হ্যান্ডআউট পাঠাতে পারে না। কেবল সরকারই পারে 'হ্যান্ডআউট ইস্যু' করতে। আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, অধিদপ্তর–এরাও হ্যান্ডআউট দিতে পারে না, এই প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য বা ব্যাখ্যা জনসাধারণকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করলে জানায় সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে। তথ্য মন্ত্রণালয় তার অধীনস্ত 'পিআইডি' বা 'প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট'-এর মাধ্যমে হ্যান্ডআউট হিসেবে ওই তথ্য সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলোয় পৌঁছে দেয়। রাষ্ট্রজনকে সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করার জন্যই সরকার হ্যান্ডআউট প্রকাশ করে। হ্যান্ডআউটের আছে বিভিন্ন মাত্রার সংবাদ মূল্য, কোনো কোনোটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয় আবার কোনো কোনো হ্যান্ডআউট হয় একেবারে স্বল্প সংবাদমূল্যের। হ্যান্ডআউট থেকে পাওয়া কোনো তথ্য যখন সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকাশ করে তখন তারা স্টোরির শুরুতে বলে দেয়, 'গতকাল এক সরকারি তথ্য বিবরণীতে বলা হয়েছে...' বা স্টোরির একেবারে শেষে 'তথ্য বিবরণী' শব্দ-যুগল মুদ্রিত করে দেয়।

প্রেসনোটও দিয়ে থাকে সরকার। খুব জনগুরুত্বপূর্ণ বা জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের বক্তব্য বা ঘোষণাকে বলা হয় প্রেস নোট। কোনো ঘটনার ফলে যখন জনগণের মধ্যে ভয়-ভীতি-আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, গুজব ছড়াতে থাকে তখন সরকার ঘটনাটি পরিষ্কারভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরতে প্রেসনোট ইস্যু করে। অনেক ক্ষেত্রে ঘটনার পরে আবার রাষ্ট্রজন ঘটনা সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য জানতে উদগ্রীব থাকে, সে রকম ক্ষেত্রেও সরকারকে প্রেস নোট দিতে হয়। সরকার যখন কোনো প্রেস নোট ইস্যু করে তখন সে আশা করে যে সব সংবাদমাধ্যমে তা গুরুত্বের সাথে পরিবেশন করা হবে।

হ্যান্ডআউট আর প্রেস নোটের মধ্যে মূল পার্থক্যটি যে ঘটনা বা ইস্যু কিংবা বিষয়ে হ্যান্ডআউট বা প্রেস নোট ইস্যু করা হচ্ছে সেটির গুরুত্ব ও তাৎপর্যের

www.pathagar.com

অর্থাৎ ঘটনার প্রখরতা বা *Intensity*-এর সাথে সম্পর্কিত। সাদামাটা সাধারণ কিছুতে, যেখানে রাষ্ট্রজনকে জ্ঞাত করার প্রয়োজন সরকার নিজে থেকেই বোধ করে, সরকারি বক্তব্য জানার জন্য জনসাধারণের তেমন আগ্রহ থাকে না বা যে প্রসঙ্গে রাষ্ট্রজন এরই মধ্যে জ্ঞাত নয় সে রকম প্রসঙ্গে সরকারের বক্তব্যকে বলা হয় হ্যান্ডআউট। অন্যদিকে যেসব কিছুতে জনগণের প্রবল আগ্রহ আছে, যে সম্পর্কে মানুষ সরকারের বক্তব্য জানতে উদগ্রীব, এবং সরকারও সন্দেহ, গুজব নিরসনের প্রয়োজন বোধ করে, সে রকম বিষয়ে সরকারের বক্তব্যকে বলা হয় প্রেস নোট। প্রেস নোট 'প্রেস নোট' শিরোনামেই সংবাদপত্রে ছাপা হতে পারে, আবার তাকে সংবাদ আকারে শিরোনাম দিয়ে ছাপিয়ে সংবাদের ভিতরে বলা যেতে পারে যে, তথ্যগুলো প্রেস নোট থেকে পাওয়া। কিংবা প্রতিবেদক ঘটনার বর্ণনা নিজের মতো করে দিয়ে যেতে পারেন এবং স্টোরির মাঝেও প্রেস নোটে কী বলা হয়েছে তা জুড়ে দিয়ে পাঠককে জানাতে পারেন ঐ প্রসঙ্গে সরকারের বক্তব্য।

বাংলাদেশ সরকার সাধারণত বড় কোনো রাজনৈতিক গোলযোগ, যেখানে মৃত্যু বা পুলিশের গুলি করার বা পুলিশ আহত-নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে কিংবা বড় দুর্ঘটনা যেখানে মানুষের হতাহতের পরিমাণ নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় সে ধরনের ক্ষেত্রে প্রেস নোট ইস্যু করে।

ওপরে আলোচিত যে চ্যানেলেই সংবাদ আসুক না কেন সব সংবাদকে অবশ্যই এক তালিকায় আনতে হয় এবং সেখান থেকে বাছাইকৃত সংবাদগুলো পুনরায় লিখতে হয় প্রতিবেদককে। সব পর্যায়েই থাকে আরও তথ্য জুড়ে দেওয়ার সুযোগ এবং সব ধরনের সংবাদ সংগ্রাহককেই মোকাবিলা করতে হয় প্রায় অনুরূপ সমস্যা।

www.pathagar.com

সংবাদ-উৎস ও সংবাদ-সূত্র

ওপরের শিরোনামটি অনেকের কাছেই ঠেকবে বিভ্রান্তিকর, কারণ সাংবাদিকতার প্রচলিত আলোচনায় সংবাদ-উৎস ও সংবাদ-সূত্রের প্রসঙ্গ আসলেও দুটিকে পাশাপাশি রেখে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয় না বললেই চলে। তবে এ আলোচনায় সংবাদ-উৎস এবং সংবাদ-সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে পৃথক দুইটি 'টার্ম' হিসেবেই।

যে শহর থেকে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, সে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনাই পত্রিকার পৃষ্ঠায় থাকা উচিত– এমন ভাবনা থাকে প্রধান প্রতিবেদকের। এ কারণে প্রধান প্রতিবেদক সম্ভাব্য সংবাদ-উৎসগুলোকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন, তিনি জানেন ঐ উৎসগুলো থেকে প্রায়ই বা প্রতিদিন সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। প্রধান প্রতিবেদকের বিশেষভাবে চিহ্নিত সংবাদ-উৎসগুলোর মধ্যে আছে :

১. শহরের পুলিশ স্টেশন বা থানাগুলো, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন, মেট্রোপলিটন পুলিশের দপ্তর, সব হাসপাতাল ও গোরস্থান
২. সংসদ ও সচিবালয়
৩. সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্ট, মেট্রোপলিটন কোর্ট, জেলা জজ কোর্ট
৪. নগর ভবন, নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৫. প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়
৬. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অধিদপ্তর
৭. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়
৮. চেম্বার অব কমার্স, শ্রম অধিদপ্তর, শ্রমিক সংগঠন
৯. বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন
১০. ক্রীড়া সংগঠন, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থান
১১. নাট্য প্রতিষ্ঠান, নাট্যশালা, সিনেমা প্রতিষ্ঠান, রেডিও, টেলিভিশন, ব্যান্ডদল
১২. বিমানবন্দর, নৌ বন্দর, সড়ক ও রেল স্টেশন ইত্যাদি।

www.pathagar.com

উপরোক্ত স্থানগুলোয় প্রতিদিন কোনো না কোনো সংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকেই, সে কারণে বার্তা সম্পাদক নির্দিষ্ট প্রতিবেদককে নির্দিষ্ট সংবাদ-উৎসের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। কাউকে দেওয়া হয় পুলিশ স্টেশন ও হাসপাতালগুলোর দায়িত্ব, কেউ পান আদালতপাড়ার দায়িত্ব, কেউ সংসদ, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের সচিবালয়গুলোর দায়িত্ব– এভাবে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে বার্তা-সম্পাদক সংবাদ সংগ্রহের একটি পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটান। একেক জন প্রতিবেদকের জন্য বরাদ্দকৃত এই সংবাদ উৎসকে সেই প্রতিবেদকের বিট (Beat) বলা হয়। অনেক সময় প্রতিবেদকরা পরিচতিও হন যার যার বিটের পরিচয়ে, কেউ করেন হাসপাতাল বিট, কেউ সংসদ, কেউ বিএনপি বা কেউ আওয়ামী লীগ। বিটের আওতা কত বড় হবে কিংবা বিটের নাম কী হবে তা নির্ভর করে কত বড় সংবাদ প্রতিষ্ঠানে প্রতিবেদক কাজ করছেন তার ওপরে। বড় সংবাদ প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে বিটগুলো বিশেষায়িত হয়ে যায়, ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় একেকটি বিস্তৃত বিট, যেমন একটি পত্রিকার অর্থনৈতিক বিটের দায়িত্ব পাওয়া একজন প্রতিবেদক কাভার করতে পারেন কাঁচা-পণ্যের বাজারদরের ওঠা-নামা, চেম্বার অ্যান্ড কমার্স সভাপতির পদত্যাগ, শেয়ারবাজার ইত্যাদি অনেক কিছু; আবার বড় সংবাদ প্রতিষ্ঠান হলে বাজারদর, চেম্বার এন্ড কমার্স, শেয়ারবাজার প্রতিটির জন্যই পৃথক প্রতিবেদক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে পারেন।

সংবাদ সংগ্রহ সহজতর করার জন্য সংবাদ-উৎসগুলো চিহ্নিত করে বিট বন্টন করে দেওয়া হয় প্রতিবেদকদের। এখন প্রতিবেদকের কাজ হচ্ছে সেসব সংবাদ-উৎস থেকে সংবাদ বের করে নিয়ে আসা। কীভাবে সংবাদ-উৎসগুলো থেকে প্রতিবেদক বের করবেন সংবাদ? তাকে অবশ্যই সেই সংবাদ-উৎসে এমন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে হবে যিনি বা যারা সময়ে-অসময়ে প্রসারিত করবেন সহযোগিতার হাত– এই ব্যক্তি বা মানুষগুলোই সেই সাংবাদিকের সংবাদসূত্র। নির্ধারিত বিটের বাইরেও একজন প্রতিবেদকের সংবাদসূত্র থাকে, এরাই একজন প্রতিবেদকে তার পেশায় টিকে থাকতে ও বিকশিত হতে সহায়তা করেন। সংবাদ-সূত্রের সঙ্গে একজন প্রতিবেদকের সম্পর্কই নিশ্চিত করে কতো গোপন খবর তিনি পেতে পারেন বা কত দ্রুত একটি সংবাদ তিনি জানতে পারেন কিংবা কাকে তিনি সংবাদের জন্য প্রশ্ন করতে পারেন ইত্যাদি।

প্রতিবেদকের জন্য সংবাদ-উৎস থেকে খবর বের করে আনা বেশ সহজ হয়ে যায় যদি ঐ সংবাদ-উৎসে কোনো জনসংযোগ কর্মকর্তাকে সংবাদ-সূত্র হিসেবে কাজে লাগাতে পারেন তিনি। জনসংযোগ কর্মীরা যেমন চান সংবাদ কর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে তেমনি প্রতিবেদকরাও চেষ্টা করেন জনসংযোগ কর্মীদের সঙ্গে ভালো বন্ধুত্ব গড়ে তুলে গোপন তথ্যগুলো বের করে নিয়ে

www.pathagar.com

আসতে। যে প্রতিবেদকের যত জনসংযোগ কর্মীর সঙ্গে পরিচয় আছে সে প্রতিবেদক তত সফল সংবাদ-উৎস থেকে সংবাদ বের করে নিয়ে আসায়। তবে দক্ষতার সাথে জনসংযোগ কর্মীদের ব্যবহার করতে না পারলে একজন প্রতিবেদকের জনসংযোগ কর্মীর হাতিয়ারে পরিণত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে প্রবল এবং এমনটি ঘটলে প্রতিবেদকের পেশাগত জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে।

www.pathagar.com

সংবাদ : উৎস থেকে পাঠক

সাংবাদিক যে উৎস থেকে তুলে আনেন কিংবা যে সূত্র থেকে সংগ্রহ করেন সংবাদ, তার পরিচয় সাধারণত পাঠক পেয়ে যান স্টোরির মাঝেই। কিন্তু পাঠক যা জানতে পারেন না তা হচ্ছে একজন প্রতিবেদকের সংগৃহীত কিছু তথ্য কীভাবে, কোন প্রক্রিয়ায়, কতটুকু যত্ন আর সতর্কতার সংমিশ্রণে পরিণত হয় সংবাদে। সংবাদের এই দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি নিয়ে এই আলোচনা :

প্রথম পর্ব : একজন প্রতিবেদককে পাঠানো হয় কোনো সংবাদযোগ্য ঘটনা কাভার করার জন্য কিংবা প্রতিবেদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই ঘটনা কাভার করেন। প্রতিবেদক পর্যবেক্ষণ করেন, সাক্ষাৎকার নেন, অনুসন্ধান করেন, প্রতিবেদন তৈরির জন্য নোট নেন এবং প্রাপ্ত তথ্যগুলো যাচাই করে দেখেন।

দ্বিতীয় পর্ব : প্রতিবেদক 'নোট' নিয়ে অফিসে ফিরে এসে লিখতে বসেন, অনেকে আজকাল সরাসরি কম্পিউটারেই লেখার কাজটি শেষ করে ফেলেন। দূরের প্রতিবেদকরা তাদের আঞ্চলিক অফিসে ফিরে এসে লিখতে বসেন এবং লেখা শেষ হলে ই-মেইল করে দেন বার্তা কক্ষে। যাদের ই-মেইল বা ফ্যাক্স সুবিধা নেই তারা টেলিফোনে ঘটনার বিবরণ পাঠান এবং সহ-সম্পাদকদের মধ্যে পুনঃলেখনের জন্য যে বা যারা থাকেন, তারা টেলিফোন-সংবাদটি লিখে নিয়ে প্রতিবেদনটি ছাপার উপযুক্ত করে তৈরি করেন।

তৃতীয় পর্ব : স্টোরি লেখা হয়ে গেলে প্রধান প্রতিবেদক, নগর বা বার্তা সম্পাদক পর্যায়ক্রমে প্রতিবেদনটি পড়ে দেখেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনগুলো করেন। কখনো কখনো তিনি কপিটি আবার প্রতিবেদককে ফেরত দিয়ে নতুন করে লিখে আনতে বলতে পারেন। এরপর কপি সহ-সম্পাদকের হাতে চলে যায়, সহ-সম্পাদক কপি পড়ে দেখেন। সীমিত পরিসরে হলেও সহ-সম্পাদক বানান, তথ্যগত, ব্যাকরণগতসহ অন্যান্য ভুলগুলো শুদ্ধ করে সংবাদের শিরোনাম দিয়ে দেন। এ সময়ও বড় রকমের সংশোধন বা পুনঃলেখনের জন্য

www.pathagar.com

কপিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক বা পুনঃলেখকের কাছে ফেরত পাঠানো হতে পারে। অবশ্য প্রতিটি সংবাদপত্রেরই নিজস্ব নিয়ম আছে, যার যার প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা-সীমাবদ্ধতা অনুসারে সেই নিয়মগুলো গড়ে উঠেছে।

চতুর্থ পর্ব : এবার নগর বা বার্তা সম্পাদক কপিটি পড়ে দেখেন এবং খবরটি কী ট্রিটমেন্ট পাবে বা কোন পৃষ্ঠায়, কোথায়, কয় কলামে ছাপা হবে তা কপির উপরেই চিহ্নিত করে দেন এবং শিডিউলে লিখে ফেলেন। এরপর কপি চলে যায় কম্পিউটার রুমে। কম্পোজ কপির প্রুফ দেখা হয় প্রুফ সেকশনে। কপি সংশোধন করে কম্পোজিটার প্রিন্ট দিয়ে দেন ট্রেসিং পেপারে। পেস্টার সেই ট্রেসিং পেপার কেটে কেটে বসিয়ে ডামি আর শিডিউল অনুসারে পৃষ্ঠা সাজান।

পঞ্চম পর্ব : বার্তা সম্পাদক শেষবারের মতো দেখে নিয়ে সজ্জিত পৃষ্ঠা পাঠিয়ে দেন প্লেট তৈরির জন্য। প্লেট তৈরি বলতে বোঝায়, প্রিন্টিং মেশিনে ব্যবহার করা যায় এমন পাতে (মূলত জিঙ্কের তৈরি, খুবই স্পর্শকাতর) ক্যামেরার সাহায্যে সজ্জিত পৃষ্ঠার ছবি নেয়া। প্লেট তৈরি শেষ হলে তা চলে যায় মেশিনম্যানদের হাতে, তারা তখন প্লেটটি মেশিনে তুলে দেন এবং ছাপা হতে থাকে সংবাদপত্র। আজকাল অবশ্য অনেক সংবাদপত্রেই সিটিপি (কম্পিউটার টু প্লেট) প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। সেখানে কম্পিউটার মনিটরেই শেষবারের মতো পৃষ্ঠা দেখে নেন বার্তা সম্পাদক বা বার্তা সম্পাদকের পক্ষ থেকে কেউ। এরপর কম্পিউটার থেকেই সরাসরি তৈরি হয়ে যায় প্লেট এবং সেই প্লেট চলে যায় প্রেসে। একইসঙ্গে শেষ হয় সংবাদপত্র ছাপা, কাটা আর ভাঁজ করার কাজ।

সমাপ্তি : এরপর সংবাদপত্র চলে যায় প্রচার বা সার্কুলেশন বিভাগে, সেখান থেকে পত্রিকার এজেন্ট ও হকারদের হাতে, প্লেনে-বাসে-ট্রেনে। প্রচার বিভাগের লোকজনই ব্যবস্থা করেন পাঠকের কাছে সংবাদপত্র পৌঁছে দেওয়ার। পাঠক যখন সংবাদপত্রটি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করেন ঠিক তখনই শেষ হয়ে যায় একটি সংবাদের অভিযাত্রা।

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয়

সংবাদ কী, সংবাদের উপাদান, সংবাদমূল্য নির্ণায়ক, সংবাদের বিশেষত্ব, সংবাদচেতনা ও সংবাদ-নাক, সংবাদ-রসায়ন, সংবাদ-উৎস ও সংবাদসূত্র: একটি সাধারণ খবরের বিশ্লেষণ।

সংবাদ কী?

'সংবাদ কী?' চলতি পথে পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলে আপনার-আমার সকলের এ এক অনিবার্য জিজ্ঞাসা। কী জানতে চাওয়া হয় এই 'সংবাদ কী?' প্রশ্নের উত্তরে। যা জানতে চাওয়া হয় সেসবের প্রতিটিই একেকটি সংবাদ। কিন্তু আপনার জন্য যা সংবাদ, করিম সাহেবের জন্য তা সংবাদ নাও হতে পারে। হয়তো শামিম সাহেবের জন্য সেটি সংবাদ। এভাবেই যখন কোনো একটি সংবাদ এক বা দুজনের জন্য নয়, বরং আপনার গ্রামের অনেকের জন্য সংবাদ তখন সেটি আপনার শহরের সংবাদপত্রের জন্যও সংবাদ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এভাবেই সংবাদের সংজ্ঞাসংক্রান্ত আলোচনাগুলো শুরু হয়। কিন্তু এতে কি পরিষ্কার হয় যে সংবাদ কী? হয়তো হয়, কিন্তু তা দিয়ে একজন হবু সাংবাদিক সংবাদের সংজ্ঞা বিষয়ে পরিপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিত পান না।

হ্যাঁ, সহজ করে সংবাদের সংজ্ঞা দেওয়া খানিকটা কঠিন বৈকি। যেমন : সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন শব্দের। আমরা শব্দের মধ্যেই ডুবে আছি, সবাই শব্দ কী তা জানি এবং বুঝিও কিন্তু তার সংজ্ঞা দেওয়া যে কী কঠিন তা আমরা একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারব। প্রায় তেমনি, আমাদের কাছে সংবাদ জিনিসটা এতই সুলভ যে, সংবাদ কী তা বোঝার জন্য সংজ্ঞার দরকার পড়ে না, সংজ্ঞা দিতে গেলেই বেধে যায় যত ঝুট-ঝামেলা। কিন্তু তারপরও একটা সংজ্ঞা না হলে যে চলে না, অনেক কিছুর সাথেই যে তাহলে সংবাদকে গুলিয়ে ফেলার

www.pathagar.com

আশঙ্কা তৈরি হয়। এই যেমন সাহিত্য থেকে সংবাদের পার্থক্য কিংবা ইতিহাসের সাথে তার সীমারেখা, সম্পাদকীয়, মন্তব্য কিংবা বিজ্ঞাপনের সাথে সংবাদের প্রভেদ- এসব নিশ্চিত করতেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার।

সমস্যা হচ্ছে, আমাদের এই অতিপরিচিত সংবাদকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য যদি জোর করা হয় তাহলে কখনো তা এত সহজ করেই কেউ উপস্থাপন করেন যে, তাতে রয়ে যায় অনেক রকম ঘাটতি, সংজ্ঞার সার্বজনীনতা তা পায় না। আবার কেউ কেউ এমন কঠিন ভাব আর ভাষার সংজ্ঞা হাজির করেন যে, তা আমাদের সুপরিচিত সংবাদকে ঠিক যেন চিনতে সাহায্য করে না। এ দুয়ের সমন্বয় করে মাঝামাঝি দাঁড়ানো কঠিন কাজ হলেও সংবাদকে খুব সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বেঁধে ফেলার চেষ্টা থেমে থাকেনি। অনেকেই চেষ্টা করেছেন সর্বজনগ্রাহ্য একটি সংজ্ঞা দাঁড় করানোর। তেমনি এক সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে, 'সংবাদ হচ্ছে, স্থিতাবস্থা ক্ষুণ্ন হওয়া বা পরিবর্তিত হওয়া অথবা পরিবর্তিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বা আশঙ্কাসংক্রান্ত তথ্য।' বেশ কঠিন হয়ে গেল, তাই না? তবে এই সংজ্ঞার ভাল দিকটি হচ্ছে, অনেক সীমাবদ্ধতা থেকে একে রক্ষা করা গেছে। একটু খেয়াল করে দেখুন, আপনার চারপাশে যদি কোনো চ্যুতি ঘটে, যদি কোনো পরিবর্তন হয় বা পরিবর্তনের প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনা/আশঙ্কা তৈরি হয়, তাহলেই তা সংবাদ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

শিশিরের মা মারা গেছেন, শিপন সিংড়া কলেজে ভর্তি হয়েছে, সাম্মির পা ভেঙে গেছে, সমরিন আর ভিক্ষা করতে আসে না, সৈকতের ছাগলটা দুর্ঘটনায় মারা পড়েছে- এই সবই কিন্তু যা ছিল বা যে অবস্থা ছিল তার পরিবর্তন, সুতরাং এগুলো সংবাদ। আবার সাগর সৌদি আরব চলে যাবে, বহ্নির বিয়ে ঠিক হয়েছে, আমিরুলদের বাগানে প্রচুর আমের মুকুল এসেছে-এসব নিশ্চিত কিছু পরিবর্তনের সম্ভাবনা/আশঙ্কা তৈরি করেছে, সুতরাং এগুলোও সংবাদ। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, যে অবস্থা আছে তার যেকোনো রকম পরিবর্তন বা পরিবর্তনের সম্ভাবনা/আশঙ্কার তথ্যই হচ্ছে সংবাদ বা খবর।

এ অধ্যায়ের একেবারে শুরুর অনুচ্ছেদটিতেই আমরা জেনেছি যে, আপনার জন্য যা খবর তা আরেকজনের কাছে খবর নাও হতে পারে। এই যে শিশিরের মার মৃত্যু, সাম্মির পা ভাঙা, সাগরের সৌদি আরব চলে যাওয়ার খবর- এগুলো কিন্তু সবার জন্য খবর না। হতে পারে তাদের পাড়ার কিংবা গ্রামের অনেকের জন্যই খবর কিন্তু সকলের জন্য ওগুলো খবর নয়। এর কারণ কী? কারণ হচ্ছে, 'খবর' এই প্রত্যয়টির সঙ্গে মানুষের আমিত্ববোধ খুব বেশি সম্পৃক্ত। 'আমি' প্রভাবিত হচ্ছি কি না, আমার দুনিয়ায় কোনো পরিবর্তন ঘটছে কি না এরই আলোকে 'আমি' নির্ধারণ করি কোনটি খবর, আর কোনটি খবর নয়। এ কারণেই একেকজনের কাছে একেক তথ্য হচ্ছে খবর বা সংবাদ। তবে

www.pathagar.com

সাংবাদিকতার লোকজন যখন কোনো তথ্যকে 'সংবাদ' বলে নির্দেশ করেন তখন একটি সার্বজনীনতা সেই তথ্যের থাকে। সেই সার্বজনীনতাটা হচ্ছে, ঐ সংবাদকর্মী যে সংবাদ প্রতিষ্ঠানটিতে কাজ করেন সেই প্রতিষ্ঠানের সকল বা অধিকাংশ পাঠকের কাছেই সেই তথ্যটি 'সংবাদ' বলে গণ্য হতে হবে।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সাংবাদিকতার দুনিয়ায় সংবাদের সংজ্ঞার একধরনের সার্বজনীনতা থাকার প্রয়োজন আছে। যে সার্বজনীনতা ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক পর্যায়ে আলোচিত সংবাদের ক্ষেত্রে সাধারণত থাকে না। সুতরাং সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী বা সংবাদকর্মীদের জন্য সংবাদের কার্যোপযোগী সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি পরিপ্রেক্ষিত অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতটি হচ্ছে– শিক্ষার্থীদের বিবেচনায় থাকবে একটি কল্পিত আদর্শ সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের পাঠক-দর্শক-শ্রোতা; আর সংবাদকর্মীর বিবেচনায় থাকবে তিনি যে সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাজ করছেন তারই পাঠক-দর্শক-শ্রোতা। এ পর্যায়ে, একটি কার্যোপযোগী সংজ্ঞার জন্য প্রথম সংজ্ঞাটিকে একটু বিস্তৃত করে আমরা বলতে পারি যে, আপনার সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের পাঠকের জন্য যেকোনো স্থিতাবস্থার পরিবর্তন বা পরিবর্তনের সমূহ সম্ভাবনা বা আশঙ্কাই হচ্ছে আপনার এবং আপনার সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের পাঠকের জন্য সংবাদ।

আশা করা যায়, নবীন পাঠকরা এতক্ষণের আলোচনা থেকে 'সংবাদ কী?' সে সম্পর্কে সামান্য হলেও ধারণা নিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এখনও আপনারা যা জানতে পারেননি তা হচ্ছে সংবাদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে অন্যরা কে কী বলেছেন বা আর যে অগণিত সংজ্ঞা আছে বলে আগে বলা হয়েছে, সেসবের গড়ন ও মেজাজ কেমন। 'দ্য কমপ্লিট রিপোর্টার' বইটিতে একসঙ্গে বেশকিছু সংজ্ঞা দেওয়া আছে, সেগুলোই উল্লেখ করা যাক :

News is anything printable.
News is an account of an event or a fact or an opinion that inte rests people.
A presentation of a report on current events in a newspaper or other periodical or on radio and television.
Anything that enough people wants to read is news, provided it does not violate the canons of good taste and the laws of libel.
Anything that is timely that interest a number of readers, and the best news in that which has the greatest interest for the greatest number of people.
News is accurate and timely intelligence of happenings, discoveries, opinions and matters of any sort which affect or interest the readers.

www.pathagar.com

News is everything that happens, the inspiration of happenings and the result of such happenings.
News comprises all current activities of general human interest, and the best news is that which interests the most readers. [□]

সংবাদ নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের কাছে, উপরের সংজ্ঞাগুলোর কোনোটি সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক নয়। আবার ঐ সংজ্ঞাগুলো থেকে কোনো সাধারণ সংজ্ঞায় উপনীত হওয়াও অসম্ভব। এতদিন ধরে সংবাদের একটি একক, সংহত, গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টার পরও তা না থাকার কারণ একটিই, সে রকম সংজ্ঞা দেওয়া প্রায় অসম্ভব, সে রকম সংজ্ঞা নেই।

সংবাদের একটা সাধারণ পরিচয় জানার পরই সাংবাদিক তার প্রাত্যহিক চর্চার জগৎ থেকেই জেনে নেবেন সংবাদ কাকে বলে– এই হচ্ছে প্রবীণদের পরামর্শ। মনে রাখতে হবে, সংবাদের সংজ্ঞা প্রতিমুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে, সদাসতর্ক এবং বেশ খোঁজখবর রাখেন এমন সাংবাদিকই শুধু বুঝতে পারেন এই পরিবর্তন সম্পর্কে। তারপরও বলতে হয়, স্বজ্ঞা বা অন্তর্জ্ঞান বলে একটা কিছু আছে, যা একজনকে বলে দেয় কোনটি সংবাদ আর কোনটি সংবাদ নয়, কোন সংবাদ পাঠকের বেশি কাম্য আর কোন সংবাদ পাঠক পড়বেন না।

সহজাত বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, খুব ভালো স্মরণশক্তি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, চারপাশের খুঁটিনাটির দিকে সতর্ক মনোযোগ, সবকিছু যেমনভাবে চলছে সেসব কিছুর প্রতিই সন্দিগ্ধতাপূর্ণ অভিনিবেশ, মানব-চরিত্রের সতর্ক নিরীক্ষণ ইত্যাদি মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়, স্বজ্ঞাকে করে শাণিত; আর এর মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে একজন সাংবাদিকের সংবাদসংক্রান্ত সর্বোত্তম ধারণা এবং সুপরিশীলিত জ্ঞান। কিন্তু এর সাথে যদি হাতে থাকে সংবাদ চেনার জন্য কিছু নির্ধারিত মাপকাঠি ও একাডেমিক শিক্ষা, তাহলে পথচলা হয় আস্থাশীল ও গতিময়। এ কারণেই সংবাদের সংজ্ঞা কিংবা সংবাদকে খাতা কলমে চেনার চেষ্টা চালিয়ে যান সাংবাদিকতার চর্চাকারীরা।

এটি নিশ্চিত যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত অনেক পণ্যই সংবাদ না এবং সংবাদপত্র নিজেও সেগুলোকে সংবাদ হিসেবে বিবেচনা করে না। বিজ্ঞাপন, সম্পাদকীয়, কার্টুন, উপন্যাস, পুস্তক সমালোচনা, রাজনীতির কলাম, কিংবা

[□] Harriss, Julian; Kelly and Johnson, Stanley : The Complete Reporter (Third Edition), Macmillan Publishing Co., Inc. New York. Collier Macmillan Publishers, London, পৃষ্ঠা ২৬।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত মতামত– সবই তো সংবাদপত্রে থাকে। এগুলোর প্রতিটিই চিত্তাকর্ষক আইটেম, কিন্তু সেগুলো সংবাদ নয়। সুতরাং 'যা কিছু সংবাদপত্রে ছাপা হয়' বা 'মানুষের কাছে আকর্ষণীয় সবকিছুই' কিংবা 'সংবাদপত্রের আকর্ষণীয় আইটেম' অথবা 'চিত্তাকর্ষক লিখিত বা মুদ্রিত কিছুই সংবাদ'– সংবাদের এ ধরনের সংজ্ঞাগুলো অযথার্থ।

'সংবাদ হচ্ছে আসলেই ঘটেছে এমন ঘটনার বিবরণ।' 'আসলেই ঘটেছে' বলে সংবাদকে পৃথক করা গেল গল্প-উপন্যাস থেকে এবং এ সংজ্ঞার মাধ্যমে অন্যান্য যা কিছু (সংবাদ বাদে অন্যান্য আইটেম) সংবাদপত্রে থাকে বলে আগে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোও সংবাদ বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা হারাল। কিন্তু এই সংজ্ঞাও খুব শীঘ্রই অচল হয়ে পড়ে যখন প্রশ্ন ওঠে, তাহলে ইতিহাসের সংজ্ঞা কী? আর এ ছাড়া কত কিছুই তো ঘটেছে অতীতে, ঘটছে বর্তমানে, ঘটবে ভবিষ্যতে– এসবের সব কিছুই কী সংবাদ? এই যে আমাদের প্রতিদিনের ঘুম থেকে ওঠা, খাওয়া-দাওয়া-কাজ– এগুলো নিশ্চয়ই সাধারণ অবস্থায় সংবাদ নয়, যদিও বিশেষ অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে যেকোনো তুচ্ছ কিছুও সংবাদ হয়ে উঠতে পারে।

তাহলে কি সে অবস্থা বা পরিস্থিতি যা সাধারণ কোনো ঘটনাকে সংবাদে পরিণত করে? কোন কোন পরিস্থিতি বা জটিল পারিপার্শ্বিকতার সংমিশ্রণে, 'আসলে ঘটেছে এমন কোনো ঘটনা' পাঠকের আগ্রহের 'খবর' হয়ে ওঠে?

খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে আবার শুরুর সেই সংজ্ঞায়, যেখানে বলা হয়েছে–স্থিতাবস্থাকে ক্ষুণ্ন করে, বিঘ্নিত করে বা পরিবর্তিত করে কিংবা পরিবর্তনের নিশ্চিত সম্ভাবনা বা আশঙ্কা তৈরি করে এমন ঘটনার বিবরণীই হচ্ছে সংবাদ।

আসলে, কোনো ঘটনার সংবাদ হয়ে উঠতে হলে কোনো না কোনো ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত সে ঘটনার মধ্যে থাকতেই হবে। একজন সাংবাদিক কোনটি সংবাদ আর কোনটি অসংবাদ– এই দুয়ের পার্থক্য করার চেয়ে নিশ্চয়ই সহজে নির্ধারণ করতে পারবেন কোন ঘটনা পরিবর্তনের সূচনা করেছে বা করবে আর কোন ঘটনা তা ততটা করবে না। মনে রাখতে হবে, এ ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু ঘটে তার সব কিছুর পরিণতি হচ্ছে পরিবর্তন এবং এই সব পরিবর্তনই সংবাদ হওয়ার যোগ্যতা রাখে নিঃসন্দেহে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে জানতে হবে, এই যে অসংখ্য পরিবর্তনের ঘটনা ঘটছে বা পরিবর্তনের সম্ভাবনা বা আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে সেসবের মধ্যে কোনটির মাত্রা কেমন। পাঠক সেইটিই বা সেগুলিই জানতে চাইবে যে ঘটনায় বা ঘটনাগুলোয় পরিবর্তনের মাত্রা অন্যগুলির তুলনায় বেশি। একটি সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু নিশ্চয়ই তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-

www.pathagar.com

বান্ধব, কর্মস্থলের জন্য পরিস্থিতি পরিবর্তনের ঘটনা কিন্তু একটি সড়ক দুর্ঘটনায় কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যু সংশ্লিষ্ট দেশের তো বটেই হয়তো সারাবিশ্বের জন্যই অধিক মাত্রায় পরিস্থিতি পরিবর্তনের ঘটনা। সুতরাং অধিকাংশ পাঠকের আগ্রহ থাকবে পরের ঘটনাটিতেই।

সভা-সমাবেশ কিংবা সেমিনার-সিম্পোজিয়াম সম্পর্কে যে খবর প্রকাশিত হয় ওগুলোও আমাদের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করার বা পরিবর্তিত করার সম্ভাবনা বা আশঙ্কা রাখে বলেই আমরা পড়ি।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, তাহলে শাহরুখ খান, ম্যাডোনা কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদ হন কেন? কারণ ঐ একটিই যে এরা আমাদের বর্তমানকে পরিবর্তিত করতে পারেন, এদের একেকজনের পরিবর্তন সংগঠনের ক্ষমতা যত বেশি তারা তত বড় সংবাদযোগ্য ব্যক্তি। আরেকভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, এই মানুষগুলোর কর্মকাণ্ড কিংবা কথাবার্তা তাদের এবং/বা বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণায় পরিবর্তন ঘটায় বা ঘটাতে পারে বলেই সেসব সংবাদের মর্যাদা পায়।

আসলে, যেকোনো ঘটনা সংবাদ হয়ে ওঠার জন্য পরিবর্তনের প্রসঙ্গটি অবশ্যম্ভাবী। আর এই পরিবর্তনের পরিণতি কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর জন্য যত গভীর বা ব্যাপক সেটি সেই সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর জন্য তত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ।

www.pathagar.com

সংবাদ-উপাদান

পদত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছেন জাফর ইকবাল, সহিংসতায় সারাদেশে নিহত দশ, অবরোধের সময় বাড়ল ১২ ঘণ্টা, বিশ্বকাপ পর্যন্ত অধিনায়ক মুশফিক– আমাদের আগের আলোচনা অনুযায়ী এই সব ঘটনাই খবর। আসলে যা কিছু ঘটে তার প্রায় সবই কারও না কারও কাছে সংবাদ কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কী সেই রহস্য যা কোনো ঘটনাকে অধিকাংশ মানুষের আগ্রহের বিষয়ে পরিণত করে আর কিছু বিষয়ে আগ্রহ সীমিত থাকে শুধু যারা ঐ ঘটনায় জড়িত তাদের মধ্যেই।

আমরা যদি কয়েক দিনের সংবাদপত্রের কিছু খবর নিয়ে খুব অভিনিবেশসহকারে নিরীক্ষা করে দেখি তাহলে রহস্যের কিনারা করার কাছাকাছি চলে আসব। দেখব কিছু কমন বা সাধারণ উপাদান আছে অধিকাংশ খবরের মধ্যে। সংবাদপত্র ঘুরে ফিরে যেসব সংবাদ ছাপে সেসব যেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গঠিত হয়েছে কয়েকটি নির্দিষ্ট উপাদান দিয়ে। খ্যাতিমান ব্যক্তি হলে, টাকা নিয়ে কোনো ঘটনা ঘটলে, কোনো ঘটনায় যৌনতা থাকলে, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘটনা ঘটলে, দেশের কিংবা দশের উন্নতি হলে, নতুন কিছু আমাদের একঘেয়ে জীবনে যোগ হলে, অভাবিত বা উৎকট কিছু ঘটে গেলে সেগুলো স্থান পায় পত্রিকার পাতায়। এই যে আমরা কিছু নির্দিষ্ট উপাদানের সন্ধান পেলাম, যেগুলোর কোনো না কোনোটিকে অধিকাংশ সংবাদ-কাহিনিতে পাওয়া যায়, এই সব খুব সাধারণ বা কমন উপাদানগুলোকে বলা হয় সংবাদ-উপাদান বা 'এলিমেন্ট অব নিউজ'।

এমনিতে বিশ্বের সমস্ত কিছুই কিন্তু সংবাদের উপাদান হতে পারে, কিন্তু যে সমস্ত উপাদান সংবাদ তৈরিতে খুব বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা সংবাদযোগ্য ঘটনাকে সহজেই চিনে নিতে যেমন নতুনদের সাহায্য করতে পারে, তেমনি সংবাদ উপস্থাপনার কাজটিও তার জন্য সহজ করে দিতে পারে। প্রতিবেদক যদি শনাক্ত করতে পারেন, কোনো একটি ঘটনার মধ্যে এক বা একাধিক সাধারণ (কমন) সংবাদ-উপাদান রয়েছে, তাহলে তিনি ধরে নিতে

www.pathagar.com

পারেন ঘটনাটি সংবাদযোগ্য। এবার ঐ সংবাদ উপস্থাপনার সময়, শনাক্তকৃত উপাদানগুলোকে যথাযথভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন। যথাযথ ক্ষেত্রে যথাযথ মনোযোগ দিতে পারাই সফলভাবে সংবাদ উপস্থাপনার গোপন মন্ত্র। আর এখানেই সংবাদের সাধারণ (কমন) উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা।

এবার সংবাদের খুব সাধারণ কিছু উপাদান নিয়ে আলোচনা

দ্বন্দ্ব-সংঘাত

আমরা জানি মানুষ খুবই স্বার্থপর। স্থিতাবস্থার বিঘ্ন ঘটলে বা ঘটার সম্ভাবনা বা আশঙ্কা দেখা দিলে সে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, জানতে চায় তার কী হবে বা সে কী করবে। আর এ কারণে স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত করতে পারে বা করে এমন ঘটনাই সংবাদে সবচেয়ে বেশি স্থান পায়। এ ধরনের সংবাদের মূল উপাদান হচ্ছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। প্রতিবেদক যদি কোনো ঘটনায় 'দ্বন্দ্ব-সংঘাত'– এই উপাদানটির অস্তিত্ব টের পান, জানবেন এটি একটি ভালো খবর। খবর লেখার সময়ও তাকে গুরুত্ব দিতে হবে ঐ উপাদানটির প্রতি। 'পাকিস্তানের পরমাণু কেন্দ্রে বোমা হামলায় নিহত ৬', 'ডাকাতের কবলে রাজ্জাক', 'তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে সংঘর্ষ, গুলিতে যুবকের মৃত্যু', 'ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন', 'নববধূর আত্মহত্যা', 'সালমানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা', 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা', 'মহাজোট সরকারে দ্বন্দ্ব' এই সংবাদগুলোর মূল উপাদান দ্বন্দ্ব-সংঘাত।

অভিনবত্ব-অস্বাভাবিকতা

খবরের কাগজ খুললেই আমরা খুঁজে পাব এমন কিছু ঘটনা যা খবর হিসেবে স্থান পেয়েছে ঘটনাটির মধ্যে অভিনবত্ব বা অস্বাভাবিকতা থাকার কারণে। 'মানুষকে কুকুর কামড়ালে খবর হয় না। কিন্তু কুকুরকে মানুষ কামড়ালে খবর হয়' এ কারণেই যে ঘটনাটির মধ্যে আছে অস্বাভাবিকতা। যদি কোনো ঘটনার মধ্যে আমরা অভিনবত্ব দেখি, খুঁজে পাই নতুনত্ব, অনন্যতা, অস্বাভাবিকতা কিংবা চমৎকারিত্ব তবে সে ঘটনাকে সংবাদ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতায় এমন কিছু সংবাদ থাকেই যেটি সংবাদ হয়েছে কেবল অভিনবত্ব বা অস্বাভাবিকতার উপাদানটি আছে বলেই।

www.pathagar.com

একজন মা, সুস্থ-সবল-স্বাভাবিক শিশু জন্ম দিলে তা খবর হয় না কিন্তু দুই মাথাওয়ালা শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তা অবশ্যই সংবাদপত্রে স্থান পায়। স্বাভাবিক ওজনের একজন মানুষ কোনো সংবাদ না কিন্তু ওজন যখন কারও ছয়শ' পাউন্ড তখন তিনি সংবাদ। নিচের সংবাদটি লক্ষ করলে দেখা যাবে কেবল অভিনবত্ব বা অস্বাভাবিকতা থাকার কারণেই ঘটনাটি সংবাদ হয়েছে :

দু'মাথার সাপ

> রংপুরের হারাগাছায় পাওয়া গেছে একটি দু'মাথার সাপ। হারাগাছার এক কৃষক আবর্জনা স্তূপে সাপটি পেয়ে রংপুর চিড়িয়াখানায় পৌঁছে দেয়। সাপটি ১ ফুট লম্বা। বয়স ৩ মাস। বিরল প্রজাতির এই সাপটির দুটি মাথাতেই ইন্দ্রিয় আছে এবং একই শরীরে দুটি স্নায়ুতন্ত্রও কাজ করছে।

প্রসিদ্ধি

আমরা 'অভিনবত্ব-অস্বাভাবিকতা'-সংক্রান্ত আলোচনায় জেনেছি, 'মানুষকে কুকুর কামড়ালে খবর হয় না কিন্তু যদি কুকুরকে মানুষ কামড়ায় তবে তা খবর'। কিন্তু কুকুর যদি প্রধানমন্ত্রীর পায়ে কামড় দেয় তাহলে তা সংবাদ। কেন এমনটি হয়? হয় এ কারণে যে, নানা কারণে প্রথিতযশা লোকজনদের নিয়ে মানুষের আছে বিপুল আগ্রহ। একজন খ্যাতিমান কী করলেন, কী খেলেন, কী বললেন– এই সব তুচ্ছ বিষয়ও খবর হয়ে ওঠে সেই ব্যক্তিটির প্রসিদ্ধির কারণে, ইংরেজিতে প্রবাদ আছে : 'নেইম মেকস নিউজ'।

প্রতিদিনের সংবাদপত্রে আমরা কত না তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে সংবাদ ছাপা হতে দেখি। ম্যাডোনা মা হচ্ছেন, শেখ হাসিনা নানি হলেন, ক্লিনটন হাঁটুতে হোঁচট খেয়েছেন, খালেদা জিয়ার পায়ের গোড়ালিতে অস্ত্রোপচার হয়েছে ইত্যাদি। মালতিও মা হচ্ছেন– কে খবর রাখে তার, ঢাকার রাস্তায় কত জনই তো হোঁচট খেয়ে পা ভাঙছেন সেসব তো সংবাদ হচ্ছে না, কত জনার হৃৎপিণ্ডে চলছে অস্ত্রোপচার তার সংবাদ তো কেউ ছাপে না। খুব তুচ্ছ ঘটনাও সংবাদ হয়ে যায় যখন সেই ঘটনায় জড়িত থাকেন আমাদের জগতের প্রসিদ্ধ বা খ্যাতিমান মানুষদের কেউ। কোনো ঘটনায় যদি খ্যাতিমান কেউ জড়িত থাকেন, তাহলে ঘটনা যতই ছোট হোক না কেন প্রতিবেদক সে সংক্রান্ত সংবাদ পাঠিয়ে দিতে পারেন তার সংবাদপত্রে। সে সংবাদ ছাপা হওয়ার সম্ভাবনা সব সময়ই খুব বেশি। নিচের সংবাদ দুটি লক্ষ করলে দেখা যাবে কেবল প্রসিদ্ধি– এই উপাদানটির জন্যই সংবাদ হয়েছে ঘটনা দু'টি :

www.pathagar.com

(ক)

ভাষ্যকার মেজর

সদ্য ক্ষমতাচ্যুত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের ক্রিকেটপ্রেম সর্বজনবিদিত। গতকাল 'দ্য ডেইলি মেইল' লিখেছে, মেজর এখন একজন ক্রিকেট ভাষ্যকার হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার গড়তে চাচ্ছেন। আগামী মাসে ইংল্যান্ডের কান্ট্রি চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে বিবিসির টেস্ট ম্যাচ স্পেশাল প্রোগ্রামে তাকে অতিথি ভাষ্যকার হিসেবে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

(খ)

মতিয়া কিনে নিলেন

জেলার উপপরিচালক (কৃষি) গোপালগঞ্জে তাদের তত্ত্বাবধানে করলার প্রদর্শনী খামারে উৎপাদিত উন্নত জাতের এক কেজি করলা গতকাল কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীকে উপহারস্বরূপ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হাতে তুলে দিতে গেলে মতিয়া বলেন, 'আমি করলা নিতে পারি কিন্তু বাজার দামে কিনে নেব।' অগত্যা ২০ টাকা নগদ দিয়ে কৃষিমন্ত্রী ঐ এক কেজি করলা নেন।

অর্থ

অর্থ যেমন অনর্থের মূল তেমনই তা অনেক সংবাদেরও মূল। খুব সাদামাটা ঘটনা থেকে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের যেকোনো ঘটনায় যদি অর্থের প্রসঙ্গ এসে পড়ে তাহলে সে ঘটনার সংবাদপত্রে স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

হাসিনা-ওবামা বৈঠক হয়েছে কিন্তু তাতে কোনো টাকা-পয়সার প্রসঙ্গ নেই তাহলে আমাদের জন্য সেটি খুব বড় খবর না কিন্তু একই সময় হাসিনা-মিয়েচাওয়া বৈঠক হয়েছে এবং সে বৈঠকে বাংলাদেশের জন্য চারশ' বিলিয়ন ইয়েন অনুদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে– আমাদের জন্য বড় খবর।

ফালু মিয়া 'যদি লাইগা যায়'-এর লটারি জিতেছে, এটি খবর এ কারণে যে, এখানে অর্থের প্রসঙ্গ আছে। গাড়ির দাম বেড়ে গেছে, হিমায়িত মাছ রপ্তানি বন্ধ, পাট রপ্তানি বেড়েছে, তারল্য সংকট মোকাবিলায় সরকার ব্যর্থ– এমন অসংখ্য সংবাদ প্রতিদিনের পত্রিকায় পাওয়া যাবে যে ঘটনাগুলোর সাথে অর্থ জড়িত না থাকলে সেগুলো সংবাদ হতো না। তবে একটি মাত্র উপাদানে সংবাদ গঠিত হওয়ার উদাহরণ বেশ দুর্লভ, দু'-তিনটি উপাদান যদি যুক্ত হয় তাহলে সেগুলোর সংবাদ হওয়ার যোগ্যতা থাকে বেশি। সাধারণভাবে অর্থসংক্রান্ত ঘটনাগুলোতে অন্যান্য সংবাদ উপাদানের সংশ্রব থাকেই কিন্তু এটি নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, কোনো ঘটনায় যদি 'অর্থ' উপাদানটি থাকে তবে অন্য

www.pathagar.com

উপাদানের রসায়ন ছাড়াও সেটি আকর্ষণীয় সংবাদ হতে পারে। মূলত 'অর্থ'– এই সংবাদ উপাদানে গঠিত হয়েছে নিচের সংবাদটি :

২০৮ কোটি টাকার জার্মান সাহায্য

বাংলাদেশের বিভিন্ন অবকাঠামো ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে জার্মানি আট কোটি ডয়েস মার্ক (প্রায় ২০৮ কোটি টাকা) দেবে। গতকাল ইআরডি সচিব ও ঢাকায় জার্মানির রাষ্ট্রদূত স্ব স্ব সরকারের পক্ষে এ সংক্রান্ত এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

যৌনতা

প্রতিদিন সংবাদপত্রে যেসব সংবাদ ছাপা হয় তার অধিকাংশের মধ্যেই থাকে যৌনতার গন্ধ। পরিশীলিত, অপরিশীলিত দু'ভাবে যৌনতা গঠন করতে পারে কোনো সংবাদ-কাহিনি। প্রেমের খবর, বিয়ের খবর, বিয়ে বিচ্ছেদের খবর, ধর্ষণের খবরসহ কত না 'কেলেঙ্কারি' ছাপা হয় সংবাদপত্রে– এগুলোর মূল উপাদান যৌনতা। 'এলিজাবেথ টেইলরের পাঁচ বিয়ে', 'এরশাদ-জিনাত পরকীয়া', 'ক্লিনটন-পলা জোনসের মামলা', 'চার্লস-ক্যামেলিয়া' কিংবা 'ডায়না-হেউইট' সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনায় পাঠকের আগ্রহের মূল উপাদান যৌনতা। সাধারণভাবে যৌনতা নিজেই সংবাদ তৈরি করতে পারে কিন্তু তার সাথে যদি যুক্ত হয় 'প্রসিদ্ধি' উপাদানটি তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

যৌনতা-বোধ মানুষের জীবনের যেমন চালিকাশক্তি তেমনি অনেক সংবাদপত্রের টিকে থাকারও শক্তি। ট্যাবলয়েড বলুন, আর আমাদের দেশের নানান অপরাধ-সংবাদ নিয়ে সাজানো ম্যাগাজিন বলুন, এগুলোর বেঁচে থাকার মন্ত্রই হচ্ছে কামগন্ধী ঘটনা উপস্থাপন। যদি কোনো ঘটনায় যৌনতার অস্তিত্ব টের পান প্রতিবেদক, তিনি নিশ্চিত হতে পারেন কোনো না কোনো সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিন সেই ঘটনার সংবাদ ছাপবে এবং প্রতিবেদন তৈরির সময় ঐ উপাদানটির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিতে ভুল করা চলবে না। নিচের সংবাদ দুটি লক্ষ করলে দেখা যাবে কোনো না কোনোভাবে কেবল যৌনতার গন্ধই ঐ ঘটনাগুলোকে সংবাদে পরিণত করেছে :

(ক)

প্রেমিক প্রবর

তিন হাজারের বেশি মেয়ের সঙ্গলাভ করেছেন বলে দাবি করেছেন কিংবদন্তি প্রতিম রক গ্রুপ কিস-এর গায়ক জিন সিম্স। চেইম উইটস যার আসল নাম সেই জিনকে বাপের ব্যাটাই বলতে হয়, কেননা অভ্যাস বদলানোর কোনো চিন্তা-ভাবনা মাথায় নেই বলেই

www.pathagar.com

জানিয়েছেন তিনি। ৪৭ বছর বয়সেও বিয়ে-টিয়ে করা হয়নি তার, যদিও বিয়েকে চমৎকার এক প্রতিষ্ঠান মনে করেন তিনি। পরক্ষণেই অবশ্য যোগ করেছেন 'একটা প্রতিষ্ঠানে কে থাকতে চায় রে ভাই?' –এএফপি।

(খ)

কলঙ্ক মোচন

শ্রীলঙ্কার সেই সব শিশুর কলঙ্ক ঘুচতে যাচ্ছে যাদের জন্মের সময় তাদের পিতামাতারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না। সেই ১৯৫৮ সালে লঙ্কাবাসীদের বার্থ সার্টিফিকেটে 'পিতামাতা বিবাহিত কি না' এ প্রশ্নটি জুড়ে দেওয়া হয়। ফলে বিপাকে পড়ে ঐসব শিশু, যাদের পিতামাতা অবিবাহিত। এতদিন পর কলম্বো সরকারের হুঁশ হয়েছে, বার্থ সার্টিফিকেট থেকে ঐ প্রশ্নটি বাদ দেওয়া উচিত। কারণ ঐ শিশুদের তো কোনো দোষ নেই এখানে। এখনো শ্রীলঙ্কার গ্রামাঞ্চলে ভূরি ভূরি দম্পতি আছেন যারা বিয়ে-থা না করেই দিব্যি ঘর-সংসার করে যাচ্ছেন। –রয়টার।

অগ্রগতি

মানুষ আরও আরও ভালো থাকতে চায়, আরাম-আয়েস চায়, শান্তি চায়, নিশ্চয়তা চায়। তার এই চাওয়া পূরণে যদি কোনো ঘটনা অবদান রাখে অর্থাৎ কোনো ঘটনায় যদি মানুষের অগ্রগতির সম্ভাবনা থাকে তবে সেই ঘটনার বর্ণনা মানুষ খুব দ্রুত জানতেও চায়।

কৃষি, যোগাযোগ, শিল্প, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বা পরিবেশ রক্ষাসহ যেকোনো ক্ষেত্রে, যে কোনো অগ্রগতি মানুষের খুব আগ্রহের একটি প্রসঙ্গ। অগ্রগতি এমন একটি উপাদান যার ইঙ্গিত কোনো ঘটনার মধ্যে থাকলে তার জন্য সহজেই স্থান ছেড়ে দেওয়া হয় সংবাদপত্রে।

(ক)

হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন

ভারতের মাদ্রাজ মেডিকেল মিশন ইনস্টিটিউট হাসপাতালে রোববার রাতে ১১ বছর বয়সী এক বালকের দেহে সফলভাবে নতুন হৃৎপিণ্ড সংযোজন করা হয়েছে। এ সাফল্য আরও বেশি গুরুত্ববহ এ কারণে যে, নতুন হৃৎপিণ্ডটি নেওয়া হয়েছে দুর্ঘটনার শিকার এক ব্যক্তির দেহ থেকে। ঐ হাসপাতাল থেকে ১২ কিমি দূরে অ্যাপোলো হাসপাতালে দুর্ঘটনার শিকার হওয়া ব্যক্তির দেহ থেকে হৃৎপিণ্ড বের করে নিয়ে সেটিতে বিশেষ ব্যবস্থায় ৩ ঘণ্টা ১০

www.pathagar.com

মিনিট রক্ত সংবহন চালু রেখে তারপর স্থাপন করা হয় সেই বালকের দেহে।

(খ)

পদোন্নতি

মার্কিন সেনাবাহিনী এই প্রথম একজন মহিলাকে তিন তারকাধারী জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়েছে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল থেকে জেনারেল হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ক্লডিয়া কেনেডি গোয়েন্দা বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ।

অপরাধ

সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে খুব প্রচলিত একটি অভিযোগ হচ্ছে, সংবাদপত্র অপরাধ সংবাদের খুব বেশি ভক্ত। অপরাধের খবর পেলে সে লুফে নেয় এবং খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে ছাপে। হ্যাঁ, সংবাদপত্রের কাছে অপরাধ খবরের আবেদন বেশি কিন্তু এর পেছনে যে কারণ, সেটি হচ্ছে : অপরাধ খবরের প্রতি পাঠকের দুর্নিবার আগ্রহ। অধিকাংশ পাঠকই অপরাধের সংবাদ পড়তে বেশি পছন্দ করেন।

প্রতিবেদক যদি কোনো ঘটনায় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করেন তবে সেই সংবাদটিকে পাঠকের জন্য নির্বাচন করতে পারেন এবং নিশ্চিত হতে পারেন যে, কোনো না কোনো পত্রিকা সেই সংবাদটি ছাপবেই। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন অপরাধের ক্ষেত্রেও তেমনই, অধিকাংশ সময়ই অপরাধের সাথে মিশে থাকে আরও অন্যান্য সংবাদ উপাদান, বিশেষ করে যৌনতা ও অর্থ। নিম্নে মূলত অপরাধের কারণে সংবাদ হয়েছে এমন দুটি উদাহরণ :

(ক)

গাড়ি চোরের স্বর্গ

নানান ধরনের আধুনিক সতর্কীকরণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও ইসরায়েল এখনো গাড়ি চোরদের স্বর্গ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইসরায়েলি পুলিশের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুসারে প্রতি ১২ মিনিটে সেখানে একটি করে প্রাইভেট কার নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। সে দেশে এখন বেশ কয়েকটি বড় ধরনের বিমা কোম্পানি গাড়ি চুরি রোধে নিজস্ব বিশেষ পুলিশ ইউনিট মোতায়েন করে তাদের দিয়ে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে নজরদারি করাচ্ছে। –সিনহুয়া।

www.pathagar.com

(খ)

রাজধানীতে জোড়া খুন

সবুজবাগ থানার উত্তর মুগদার এক বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর জোড়া খুনের লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ গত রবিবার রাতে লাশ দুটি উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। উভয় লাশের মাথায় ও মুখে আঘাতের চিহ্ন ছিল। গতকাল লাশ দুটির ময়না তদন্তকারী চিকিৎসকরা ঘটনাটিকে হত্যাকাণ্ড বলে মন্তব্য করেছেন।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা

মানুষের বিকাশের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস, জয়-পরাজয়ের ইতিহাস। সেই সংগ্রাম, যুদ্ধ, জয়-পরাজয়ের প্রেষণাগুলোকে এখন আমরা খুঁজে পাই নানা নিয়ম মাফিক প্রতিযোগিতার আয়োজনে, নানা আনুষ্ঠানিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। পরীক্ষার ফলাফল, রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতার বিজয়ী কিংবা বাংলাদেশ-ইংল্যান্ডের ক্রিকেট যুদ্ধের খবর জানতে তাই মানুষের এত আগ্রহ।

মানুষের কোনো কর্মকাণ্ডে কিংবা কোনো ঘটনায় যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে, তবে প্রতিবেদক বিষয়টি নিয়ে সতর্কভাবে ভেবে দেখতে পারেন, সেই কর্মকাণ্ড বা ঘটনার সংবাদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে খুব বেশি। নিচের ঘটনা দুটি সংবাদ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে সে দুটির মধ্যে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপাদান আছে বলেই:

(ক)

কে প্রথম?

প্রথম হস্তান্তর শিশু কোনটি? এই নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা হয়ে গেল হংকংয়ের দুই হাসপাতালের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত অতি বিচক্ষণ এক রায়ে বিসংবাদের বিষয় তিন শিশুকেই ঐ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে হংকংয়ের নতুন সরকার। সোমবার মধ্যরাতের হস্তান্তর অনুষ্ঠানের কয়েক মিনিটের মধ্যেই হংকংয়ে জন্ম নেয় একটি মেয়ে আর দুটো ছেলে শিশু। –এপি।

(খ)

শ্রীলঙ্কা-ভারত 'যুদ্ধের' চতুর্থ দিন

দলপতি অর্জুনা রানাতুঙ্গার সাহসী সিদ্ধান্ত ভারত-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ক্রিকেট টেস্টে নাটকীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে। চতুর্থ দিনের শেষভাগে দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রীলঙ্কা ৭ উইকেটে ৪১৫ রান সংগ্রহের পর রানাতুঙ্গা ইনিংস ঘোষণা করেন। জয়ের জন্য ৩৭৩ রানের

www.pathagar.com

লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারত দিন শেষে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩৩ রান করেছে।

রুদ্ধশ্বাস আশা-নিরাশা

পাপনকে অপহরণ করেছে আসলাম বাহিনী। মুক্তিপণ চাচ্ছে পঞ্চাশ লাখ টাকা। পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। এদিকে অপহরণকারীদের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা ঘড়ির কাঁটা ছুঁয়ে দিতে বাকি আছে মাত্র দুটি ঘণ্টা। –এখন কী হবে? কয়লাখনিতে আটকা পড়েছে তিন শত শ্রমিক। আর তিন ঘণ্টার মধ্যে তাদের অক্সিজেনের সরবরাহে টান পড়বে। উদ্ধারের কাজ দ্রুত শেষ হবে কি? এই যে আশা-নিরাশার দোলায় দোলানো ঘটনা, এই যে সাসপেন্স, কোনো ঘটনায় যদি তার দেখা মেলে, তাহলে সে ঘটনাকে প্রতিবেদক সংবাদ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন, পাঠক সেটি রুদ্ধশ্বাসে পড়বেন।

মানবিক আবেদন

মানুষ বা জীবজন্তু সম্পর্কিত অনেক সংবাদ আমরা পাই যা সাধারণভাবে কোনো স্থিতাবস্থা বিঘ্নকারী ঘটনা নয়, সেসবের তাৎপর্যও নেই হয়তো তেমন, কখনো সেসব ঘটনা আমাদের আবেগ স্পর্শ করে, কখনো কেবল ভারী করে মন, উদ্রেক করে ভালোবাসার, করুণার, ভীতির, সহানুভূতির, হিংসা কিংবা দ্বেষের। এই সব ঘটনার সংবাদ হওয়ার কারণ একমাত্র তার মানবিক আবেদন। না-কোনো তাৎক্ষণিক বা বিলম্বিত প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা নেই এতে, কেবল জানাতেই সীমাবদ্ধ থাকে ঐ সংবাদগুলোর মূল্য। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করলে দেখা যাবে কেবল একটি উপাদান 'মানবিক আবেদন'-এর কারণেই সংবাদ হয়েছে এগুলো :

(ক)

পেটস হলিডে হোম

কুকুর-বেড়ালের ছুটি কাটানোর জন্য কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক ব্যতিক্রমী হলিডে হোম। বলা বাহুল্য তাদের এই ছুটি জোটে মালিক ছুটিতে বাইরে গেলেই। মালিকের অনুপস্থিতিতে বাড়িতে থাকা পোষা প্রাণীর যাতে কষ্ট না হয় সে লক্ষ্যেই 'কলকাতা পশু ক্লেশ সমিতি' তৈরি করেছে এই হলিডে হোম। বেড়াতে যাওয়ার আগে পোষা কুকুর-বেড়াল রেখে যাওয়া যাবে এখানে। বেড ভাড়া প্রতিদিন কুকুরের জন্য ৩০ ও বেড়ালের জন্য ২৫ টাকা। হোমে আছেন ৫ জন ডাক্তারও।

www.pathagar.com

(খ)

ঐতিহ্য ছাঁটাই

সাদা টাই, টেইল আর আনুষ্ঠানিক সোনার চেনে সজ্জিত মানুষগুলো ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী একটি অনুষঙ্গ। কাজ তাদের হাউস অব কমন্সের প্রবেশদ্বার পাহারা দেওয়া। এই কাজটির পদমর্যাদা ও বেতন কমানোর পাশাপাশি খরচ কমাতে কয়েকটি পদ ছাঁটাই করার প্রস্তাব ওঠায় তাকে ঐতিহ্যের প্রতি আঘাত বলে মনে করছেন বর্তমানে কর্মরত ৩৬ জন দ্বাররক্ষী।

আবিষ্কার ও উদ্ভাবন

যেকোনো আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ঘটনা খুব সহজেই সংবাদপত্রের পাতায় স্থান করে নেয়। প্রতিবেদক যদি নিশ্চিত হন ঘটনাটি একটি আবিষ্কারের ইঙ্গিত দিচ্ছে বা উদ্ভাবিত হয়েছে নতুন কিছু তাহলে তিনি আয়োজন শুরু করতে পারেন তা তার পাঠককে জানানোর। পাঠক আবিষ্কার আর উদ্ভাবনা এই উপাদান দুটির যেকোনোটি পেলেই সংবাদ পড়েন।

(ক)

স্মার্টফোন পরা যাবে ২০১৮ সালে

স্মার্টফোন পরিধানও করা যাবে। সেইদিনও আর বেশি দূরে নয়। ২০১৮ সালের মধ্যেই বাজারে আসবে পরিধেয় স্মার্টফোন। মুঠোফোনের ব্যবহার আরও সহজ করতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। যেহেতু এখন প্রতিদিনের সঙ্গী হিসেবে সাধারণ মানুষের হাতে চলে এসেছে স্মার্টফোন তাই আরও সহজ ব্যবহারের সুবিধা নিশ্চিত করতেই এবার স্মার্টওয়াচের আদলে আসবে স্মার্টফোন।

(খ)

গায়ের গন্ধই হবে পাসওয়ার্ড

মানুষের গায়ের গন্ধ হবে পাসওয়ার্ড ব্যবস্থা। কম্পিউটারের সামনে গেলেন আর আপনার গায়ের গন্ধ টের পেয়েই খুলে গেল তা। সাই-ফাই গল্প নয়, গবেষকরা দাবি করেছেন গন্ধও পাসওয়ার্ড হতে পারে। উল্লেখ্য, সাইবার দুনিয়ায় নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পাসওয়ার্ড ব্যবস্থা শক্তিশালী করাকে একটি বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা।

www.pathagar.com

সংবাদ-মূল্য নির্ণায়ক

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি সংবাদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– সংবাদগুলো পাঠকের মনে স্থিতাবস্থার বিঘ্ন ঘটা বা ঘটার সম্ভাবনা/আশঙ্কা তুলে ধরে। কিন্তু এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য দিয়ে একজন সাংবাদিক নির্ধারণ করতে পারেন না যে, এই সংবাদটি পাঠকের জন্য যথেষ্ট আগ্রহোদ্দীপক হবে কি না অর্থাৎ ঘটনাটি সংবাদপত্রে ছাপার যোগ্য কি না? ভুলে গেলে চলবে না, শেষ বিচারে পাঠকের আগ্রহই হচ্ছে কোনো একটি ঘটনার সংবাদপত্রে স্থান পাওয়া বা না পাওয়ার একমাত্র মানদণ্ড।

সংবাদের সংজ্ঞালোচনায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, একটি ঘটনার সংবাদ হিসেবে খবরের কাগজের পাতায় স্থান পাওয়ার যোগ্যতা অর্থাৎ সংবাদযোগ্যতা নির্ভর করে, ঘটনাটি কত বড় পরিবর্তন আনল বা আনতে পারে তার ওপরে। অর্থাৎ, সে পরিবর্তন যত মানুষের জন্য হবে বা যত তীব্রতর হবে তারই সমানুপাতিক হবে কোনো একটি ঘটনার সংবাদযোগ্যতা। একটি ঘটনা শুধু সংবাদযোগ্য হলেই কিন্তু সংবাদপত্রের পাতায় স্থান পায় না, সংবাদপত্রে স্থান পাওয়ার জন্য তার মূল্য সে সময় কত– তা একটি বড় বিবেচ্য বিষয়। সংবাদ-মূল্য নির্ধারণের জন্য একজন সাংবাদিককে মোটামুটি সংবাদটির তিনটি বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিতে হয়, ইংরেজিতে এগুলোকে বলে 'Factors determining news value', বাংলায় বলা যেতে পারে সংবাদ-মূল্য নির্ণায়ক। সংবাদ-মূল্য নির্ণায়ক সেই তিনটি সংবাদ-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

এক. ঘটনার তাৎক্ষণিকতা

আমরা জেনেছি, কোনো স্থিতাবস্থায় বিঘ্ন ঘটলে বা ঘটার সম্ভাবনা/আশঙ্কা তৈরি হলেই সেটি সংবাদযোগ্য। এখন এই স্থিতাবস্থা বিঘ্নকারী অনুরূপ বেশ কিছু ঘটনাসমূহের মধ্যে যেটি যত পরে সংঘটিত হয়েছে, কিংবা স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত করার সম্ভাবনা/আশঙ্কা আছে এমন ঘটনাগুলোর মধ্যে যে ঘটনাটি সবশেষে ঘটেছে তার বর্ণনা তত মূল্যবান সংবাদ।

www.pathagar.com

সূত্রাকারে বলা যায় : সংবাদ প্রকাশের সময় থেকে, ঘটনা সংঘটনের সময়ের ব্যবধানের মানের ব্যস্তানুপাত হচ্ছে সেই ঘটনার সংবাদ-মূল্য। সংবাদ প্রকাশ সময়ের সাথে ঘটনা সংঘটনের সময়ের ব্যবধান যত কম হবে, তত বেশি হবে ঘটনাটির সংবাদ-মূল্য। যেমন : সংবাদ প্রকাশের সময় যদি হয় বিকেল পাঁচটা আর ঘটনা 'ক' সংঘটনের সময় যদি হয় দুপুর দুটা, তাহলে সময়ের ব্যবধান হচ্ছে তিন ঘণ্টা, আর অনুরূপ ঘটনা 'খ' সংঘটনের সময় যদি হয় সকাল সাতটা, তাহলে সময়ের ব্যবধান হচ্ছে দশ ঘণ্টা। সুতরাং 'ক' ঘটনার সংবাদ-মূল্যের মান হবে তিন ঘণ্টার ব্যস্তানুপাত, আর 'খ' ঘটনার সংবাদমূল্যের মান হবে দশ ঘণ্টার ব্যস্তানুপাত। অঙ্কের হিসাবেই বেরিয়ে আসবে কোন ঘটনার সংবাদ-মূল্য বেশি।

সূত্রানুসারে :

ঘটনা 'ক' এর সংবাদ-মূল্য = বিকাল ৫টা−দুপুর ২টা α ১/৩ (ঘটনার সংবাদ-মূল্য)

ঘটনা 'খ' এর সংবাদ-মূল্য = বিকেল ৫টা−সকাল ১০টা α ১/১০ (ঘটনার সংবাদ-মূল্য)

সুতরাং এটি পরিষ্কার যে ঘটনা 'ক' ও ঘটনা 'খ'-এর মধ্যে ঘটনা 'ক'-এর সংবাদ-মূল্য বেশি।

সংবাদের সঙ্গে সময়ের এই সম্পর্কের আছে দুটি দিক। প্রথমটি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক এবং দ্বিতীয়টি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক দিক। মানুষ তার চারপাশের পরিবর্তিত অবস্থার সর্বশেষটিই জানতে উদগ্রীব। স্বার্থপর মানুষ সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বশেষে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে চায়। মানুষ বুঝতে চায় 'পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে' তাৎক্ষণিকভাবে সে কী ভূমিকা নেবে। ব্যবসায়িক বিবেচনাটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের, প্রতিদ্বন্দ্বীদের আগেই আনকোরা সংবাদ প্রচার করে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করা, গ্রাহককে এমন অনুভব করতে দেওয়া যে– 'উহ্ আমারটি কতো আগে ঐ খবর দিয়েছে' এবং এভাবেই নতুন গ্রাহক আকৃষ্ট করার মাধ্যমে অধিক মুনাফার সম্ভাবনা তৈরি করা। মানুষের মনস্তত্ত্ব আর সংবাদপত্রের ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা– এই দুটির যৌথ দাবি পূরণেই সংবাদের মূল্য নির্ধারণে ঘটনার তাৎক্ষণিকতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সংবাদ পরিণত হয়েছে পচনশীল পণ্যে। নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতার কাছে বিক্রি না করতে পারলে অর্থাৎ সময় চলে গেলে 'সংবাদ' আর বিক্রয়যোগ্য থাকে না।

দুই. ঘটনাস্থলের নৈকট্য

স্থিতাবস্থার বিঘ্নকারী ঘটনাটি যত কাছে সংঘটিত হবে মানুষের আগ্রহ তত বেশি হবে। মানুষ বড় স্বার্থপর। নিজে নিরাপদ কি না, নিজের চারপাশের পরিবেশের

www.pathagar.com

কোনো পরিবর্তন ঘটল কি না- সেসব খবরই মানুষ সবার আগে জানতে চায়। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ের একটি দেশের গৃহযুদ্ধে হাজার মানুষের মৃত্যুর খবরের চেয়েও তার কাছে আগ্রহের সংবাদ নিজের মহল্লার সত্তর বছরের বৃদ্ধার মৃত্যু। 'নাটোরের নারদ নদ নর্দমায় পরিণত'- নাটোরবাসীর জন্য এটি বড় আগ্রহের সংবাদ, নড়াইলবাসীর কাছে যা কোনো সংবাদই নয়।

দুটি অনুরূপ ঘটনার মধ্যে যে ঘটনাটি সংবাদ-প্রকাশস্থলের কাছে ঘটেছে সেটিই সে স্থান থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের জন্য অধিকতর মূল্যবান সংবাদ। এ ক্ষেত্রেও একই সূত্র, সংবাদ প্রকাশস্থল থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্বের পরিমাপের ব্যস্তানুপাত হচ্ছে সংবাদটির মূল্য। সহজ ভাষায়, সংবাদ প্রকাশস্থল থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব যত বাড়বে ঘটনাটির সংবাদমূল্যও তত কমে যাবে, আর দূরত্ব যত কম হবে ততই বাড়বে তার সংবাদ-মূল্য।

তিন. ঘটনার গুরুত্ব

ঘটনার গুরুত্ব কোনো ঘটনার সংবাদ-মূল্য নির্ণয়ের একটি অন্যতম মাপকাঠি। এ ক্ষেত্রে ঘটনার গুরুত্বের আছে চারটি মাত্রা : ঘটনার ব্যাপ্তি, ঘটনার তীব্রতা, ঘটনার পরিণতি ও ঘটনার তাৎপর্য।

ঘটনার ব্যাপ্তি বলতে বোঝায় ঘটনাটি কত মানুষ বা কী পরিমাণ এলাকায় পরিব্যাপ্ত। যেমন ধরা যাক : ঘটনাটি যদি এমন হয় যে, জানা গেল চুয়াডাঙ্গা এলাকার কয়েকটি গ্রামে টিউবওয়েলের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক রয়েছে, তাহলে তা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর, কিন্তু যদি ঐ আর্সেনিকযুক্ত পানি পুরো খুলনা বিভাগের প্রতিটি জেলার টিউবওয়েলের পানিতেই পাওয়া যায় তাহলে ঘটনার ব্যাপ্তি বেশি হওয়ার কারণে তা আরও 'বড় খবর'। আবার চুয়াডাঙ্গা এলাকার টিউবওয়েলের পানি পান করে যদি এরই মধ্যেই আক্রান্ত হয়ে থাকেন দশ হাজার মানুষ, যদি আর্সেনিকসংক্রান্ত রোগে মারা যান দু'শ জন অথচ খুলনা বিভাগের সব জেলায় আর্সেনিক বিষক্রিয়ার তীব্রতা উল্লেখযোগ্য না হয়, তাহলে ঘটনার তীব্রতার বিবেচনায় চুয়াডাঙ্গার সংবাদটির সংবাদ-মূল্য হবে অধিক।

আবার যদি এমন হয় যে, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর দুই জেলাতেই দশ হাজার মানুষ আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত, অন্যদিকে মেহেরপুরের আক্রান্তদের মধ্যে পাঁচ হাজার শিশু ও মহিলা, কিন্তু চুয়াডাঙ্গায় আক্রান্তদের প্রায় সবাই বয়োবৃদ্ধ পুরুষ, তাহলে অন্যান্য সমস্ত বৈশিষ্ট্য এক থাকার পরেও পরিণতি বা কনসিকোয়েন্স বিবেচনায় মেহেরপুরের সংবাদের মূল্য চুয়াডাঙ্গার সংবাদের চেয়ে বেশি হবে।

www.pathagar.com

কোনো ঘটনার গুরুত্বের আর একটি দিক বা মাত্রা হচ্ছে ঘটনাটির তাৎপর্য। ধরা যাক, বরিশালের এক কলেজ-ক্যাম্পাসে ধর্ষিত হয়েছেন একজন, ধর্ষণকারী এলাকার এক মাস্তান। অন্য আর একটি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দিনাজপুরে। দিনাজপুরের ওই ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত আছে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর এক সদস্য। এই দুই ঘটনার দুটিই মারাত্মক অপরাধের সংবাদ। দুটিই সংবাদযোগ্য ঘটনা। কিন্তু প্রায় অনুরূপ এই দুই সংবাদের মধ্যে একটি সংবাদ-প্রতিষ্ঠান বা একজন সংবাদপত্র পাঠক যে সংবাদটির জন্য একটু বেশি মূল্য দেবেন সেটি হচ্ছে দিনাজপুরের ধর্ষণ ঘটনা, কারণ ঘটনাটির তাৎপর্য অধিক। যে পুলিশ বাহিনীর সদস্য মানুষের জান-মাল-মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সেই পুলিশ যখন ধর্ষণের ঘটনায় জড়িয়ে যায়, সে ঘটনা তখন ভিন্ন মাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঘটনাটির সংবাদ-মূল্য যায় বেড়ে।

সংবাদের ব্যাপ্তি, তীব্রতা, পরিণতি ও তাৎপর্য– এই চারটি বিষয় বোঝানোর জন্য যে উদাহরণগুলো সাধারণত ব্যবহার করা হয় সেগুলোর একটি এ রকম :

কেস নং ১

ধরা যাক, মুগদাপাড়া এলাকায় স্তূপকৃত আবর্জনা থেকে যে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে তা মুগদাপাড়ার বাসিন্দাদেরই শুধু ভোগাচ্ছে– এইটি একটি সংবাদ।

কেস নং ২

যদি এমন হয় যে, ঐ দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে মুগদাপাড়া ছেড়ে সবুজবাগ থানার অন্যান্য এলাকায়, আক্রান্ত হয় কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, শাজাহানপুর রেলওয়ে কলোনির বাসিন্দারাও তাহলে ঘটনার অধিক বিস্তৃতি বা ব্যাপ্তির কারণে এই ঘটনাটির সংবাদমূল্য বেশি হবে।

কেস নং ৩

এখন যদি মুগদাপাড়াবাসীদের ঐ দুর্গন্ধের তীব্রতা এতই বেশি বোধ হয় যে, তারা অনেকেই বাসা ছাড়তে বাধ্য হন এবং অন্যত্র আশ্রয় নিতে থাকেন তাহলে আবার দুর্গন্ধের তীব্রতার কারণে ঘটনাটির সংবাদমূল্য বেশি হবে।

কেস নং ৪

যদি আবার এমন হয় যে, দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ মুগদাপাড়ার বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে পড়েন, স্থানীয় পৌর কমিশনারের

www.pathagar.com

অফিস পুড়িয়ে দেন, মেয়রের পদত্যাগের দাবিতে ঘেরাও করে রাখেন নগরভবন, ডাক দেন হরতালের– তখন ঘটনার 'পরিণতি' ছোট্ট সংবাদটির মূল্য এত বাড়িয়ে দেবে যে, তা হয়তো হয়ে যাবে দিনের প্রধান সংবাদ।

কেস নং ৫

আর যদি এমন হয়, সংবাদটি শুধু এইটুকুই যে, মুগদাপাড়ায় ময়লা আবর্জনার স্তূপ থেকে সৃষ্ট দুর্গন্ধে ঐ এলাকার মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। কিন্তু অতিরিক্ত যে তথ্যটি জানা গেছে তা এরকম : ঐ ময়লা আবর্জনা সরিয়ে নেওয়ার কাজে যারা নিয়োজিত তারা নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে অনির্ধারিত স্থানে, অর্থ সাশ্রয়ের জন্য ময়লা স্তূপ করেছেন। স্থানীয় কমিশনার ঘটনাটি জানেন এবং উনি ময়লা সরিয়ে নেওয়ার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে মুখ বন্ধ করে ছিলেন। অতিরিক্ত এই তথ্যটুকুর তাৎপর্যের কারণেই ঘটনাটির সংবাদমূল্য 'দুর্গন্ধে মানুষের জীবন দুর্বিষহ'– এই খবরটির চেয়ে যাবে বেড়ে।

সংবাদ-মূল্য নির্ধারণকারী বিষয়াবলির সঙ্গে সংবাদ-উপাদান বা নিউজ এলিমেন্টগুলোকে গুলিয়ে ফেলার ঘটনাটি প্রায়ই লক্ষ করা যায়। কোনো একটি ঘটনার সংবাদ-মূল্য প্রায় অনুরূপ ঘটনার তুলনায় কেন কম বা বেশি হয় সে বিষয়ক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে 'সংবাদের মূল্য নির্ধারণকারী বিষয়াবলির পর্যালোচনা' বা ইংরেজিতে 'ফ্যাক্টর্স ডিটারমিনিং নিউজ ভ্যালু'– এই শিরোনামের নিচে। অন্য আলোচনাটি হয় 'নিউজ এ্যালিমেন্ট'গুলো নিয়ে। বাংলা ভাষায় অসাবধানতাবশত আমরা 'ফ্যাক্টর' ও 'এলিমেন্ট' দুয়েরই বাংলা করি উপাদান এবং 'ফ্যাক্টর' ও 'এলিমেন্ট'কে অনুধাবনও করি সম্ভবত উপাদান বলেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে 'ফ্যাক্টর' শব্দের অর্থ উৎপাদক, গুণনীয়ক বা কোনো পরিণতির জন্য সহায়ক ঘটনা বা পরিস্থিতি, হেতু ইত্যাদি। আর 'এলিম্যান্ট' শব্দটির অর্থ উপাদান, যেমন বলা হয়, পৃথিবী গঠনকারী উপাদানগুলো হলো– মাটি, পানি, আকাশ, আগুন ও বায়ু। একটি ঘটনায় যে সমস্ত গুণাবলি যুক্ত হলে ঘটনাটির সংবাদ-মূল্য ঠিক অনুরূপ আরেকটি ঘটনার চেয়ে বেড়ে যায় সে সমস্ত গুণাবলিকেই আমরা বলছি সংবাদ-মূল্য নির্ণায়ক। এটি ঘটনা সৃষ্টিকারী বা ঘটনার অন্তর্নিহিত কোনো উপাদান নয়, বরং ঘটনার উপর আমাদের আরোপিত বা ঘটনা সম্পর্কে আমাদের অনুধাবিত (Perceived) গুণাবলি। আর আমরা 'সংবাদ' উপাদান বলি সেসব প্রত্যয়কে যেটি বা যেগুলোর উপস্থিতিতে একটি

www.pathagar.com

ঘটনা অধিকতর সংবাদযোগ্য হয়ে ওঠে। আসলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রত্যয়ই 'সংবাদ' উপাদান হয়ে যায় যখন সংবাদের সাধারণ সংজ্ঞার আওতায় তারা চলে আসে অর্থাৎ কোনো না কোনোভাবে স্থিতাবস্থার পরিবর্তন ঘটায় বা ঘটানোর সম্ভাবনা/আশঙ্কা তৈরি করে। কিন্তু এমন কিছু প্রত্যয় আছে, মানুষের এমন কিছু নির্মিত চেতনা আছে যেগুলো উপস্থিত থাকলে মানুষের সেই সংবাদ পাঠের আগ্রহ বেড়ে যায়, সে রকম সাধারণ বা 'কমন' কিছু প্রত্যয়কেই সাংবাদিকতায় সংবাদের উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংবাদ-উপাদান কোনো অবস্থাতেই সংবাদের মূল্য নির্ধারণ করে না তবে একটি ঘটনায় সংবাদ-উপাদানের সংখ্যাধিক্য সংবাদটির গুরুত্ব বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

www.pathagar.com

সংবাদের বিশেষত্ব

সংবাদের সংজ্ঞাগুলো সংবাদের যেসব বিশেষত্ব আছে সেগুলোর আলোকেই তৈরি হয়েছে। তবে প্রতিটি সংজ্ঞাই সংবাদের কোনো একটি বা একাধিক বিশেষত্বকে গুরুত্ব দিলেও সব মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এ কারণে নবীনদের পক্ষে শুধু সংজ্ঞার আলোকে সংবাদকে চেনা কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা যদি সংবাদের ঐ বিশেষত্বগুলোকে পৃথকভাবে আলোচনায় নিয়ে আসি তাহলে সংবাদের কাছাকাছি অন্যান্য প্রত্যয়গুলো (যেমন সাহিত্য) থেকে সংবাদকে পৃথক করা সহজতর হবে।

সংবাদের বিশেষত্বসমূহ

এক. সঠিকতা বা যথার্থতা

সংবাদকে অবশ্যই যথার্থ হতে হয়। সংবাদের যথার্থতা বজায় রাখা সাংবাদিকদের জন্য নির্ধারিত 'অপরিবর্তনীয় বিধানগুলোর' একটি। সংবাদে উল্লেখিত প্রতিটি বিবৃতি, নাম, তারিখ, বয়স, ঠিকানা ও উদ্ধৃতিকে অবশ্যই যাচাইযোগ্য সত্য হতে হয়।

প্রতিবেদক কোনো কিছু অনুমান করে লিখতে পারেন না। সব কিছুতেই তাকে সন্দেহ করতে হয়, এবং সব সময় নির্ভরযোগ্য সূত্রের কাছ থেকে তথ্যগুলো যাচাই করে নিতে হয়। যদি গ্রামের মসজিদের ইমাম বলেন যে, 'করিমন আত্মহত্যা করেছে' তাহলেই প্রতিবেদক লিখে দিতে পারেন না যে 'করিমন আত্মহত্যা করেছে'। এমনকি পুলিশ বললেও না। প্রতিবেদককে অপেক্ষা করতে হয় ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন বা 'পোস্টমর্টেম রিপোর্ট'-এর জন্য।

অনুমান করে প্রতিবেদক লিখে দিতে পারেন না যে, প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক হয়েছে লীগের 'পোলো গ্রাউন্ডে'র জনসভায়। এমন কিছু লিখতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কাউকে জিজ্ঞেস করতে হয়– যিনি 'পোলো গ্রাউন্ডে'র আকার জানেন, বলে

www.pathagar.com

দিতে পারেন সেখানে পাশাপাশি কত লোক দাঁড়াতে পারে। মনে রাখতে হবে, উদ্ধৃতি দিতে হয় এমন ব্যক্তির যিনি ঐ রকম তথ্য দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত যোগ্যতা রাখেন।

সংবাদের সঠিকতার অর্থ শুধু তথ্যের যথার্থতা নয়। খুঁটিনাটি বর্ণনায় যথার্থতা থেকে শুরু করে সেই সংবাদ পাঠে যে সাধারণ অনুভূতি পাওয়া যায় সেখানেও যথার্থতা বজায় রাখতে হয়। যেভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে এবং যে যে তথ্যে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে সব ক্ষেত্রেই যথার্থতা করতে হয় নিশ্চিত। একটি অগুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে সামনে তুলে আনলে বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে পিছনে ঠেলে দিলেও একটি সংবাদের যথার্থতা ক্ষুণ্ন হয়। সুতরাং সংবাদের বৈশিষ্ট্য 'যথার্থতা' বলতে শুধু তথ্যের সঠিকতা নয়, বরং সেই তথ্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও যথার্থতা বোঝায়।

দুই. সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা

সংবাদকে অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ হতে হয়- এটিও আরেকটি বিধান। প্রতিবেদন হবে ঘটনার যত দূর সম্ভব 'প্রকৃত বর্ণনা'। ঘটনা যেমন ঘটেছে তেমনি বর্ণনা করবেন প্রতিবেদক। একজন সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ যেমনভাবে ঘটনা দেখবেন তেমন না বা একজন যেমনভাবে ঘটনাকে দেখতে ইচ্ছে করেন তেমনও না, ঘটনা আসলেই যেমন ঘটেছে তেমনি বর্ণনা করবেন তিনি।

প্রতিবেদককে যত দূর সম্ভব পক্ষপাতহীনভাবে এবং সততার সাথে প্রতিবেদন লিখতে হয়। যা কিছু তথ্য পাওয়া যায় তার সব তিনি দিয়ে দেন 'স্টোরি'তে, প্রতিবেদকের নিজস্ব মন্তব্য বা মতামত কোনোভাবেই প্রতিবেদনে স্থান পেতে পারে না। প্রতিবেদককে মনে রাখতে হয়, তিনি সংবাদের বাহক মাত্র, সংবাদ প্রস্তুতকারক নন।

বস্তুনিষ্ঠতা অর্জন করা খুব কঠিন। প্রতিটি প্রতিবেদনের বস্তুনিষ্ঠতা কোনো না কোনোভাবে ক্ষুণ্ন হবেই- এটাই নিয়তি। একটি প্রতিবেদনের বস্তুনিষ্ঠতা প্রথম ক্ষুণ্ন হয় যখন প্রতিবেদক নিজের বুদ্ধিমতো তথ্য খুঁজে খুঁজে প্রাথমিকভাবে তথ্য নির্বাচন শুরু করেন। দ্বিতীয়বার বস্তুনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ন হয় যখন প্রতিবেদক একেবারেই নিজের বিবেচনামতো কিছু নির্বাচিত তথ্য দিয়ে প্রতিবেদন নির্মাণ করেন। তারপর আবারও বস্তুনিষ্ঠতা বিঘ্নিত হয়, যখন সম্পাদক একটি প্রতিবেদনের কতখানি ছাপা হবে, কোথায় তা যাবে এবং তার শিরোনাম কী হবে ইত্যাদি নির্ধারণ করেন নিজের অভিরুচি অনুযায়ী। অবশ্য বলা হয়ে থাকে, সহসম্পাদক এই পক্ষপাতিত্বটা করেন প্রতিবেদনটিকে সবচেয়ে ভালোভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করার স্বার্থে, অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে পাঠককে একপক্ষীয় তথ্য বা অনুভব দিয়ে প্রভাবিত করার জন্য নয়। কিন্তু সত্য হচ্ছে সংবাদ সংগ্রহ

www.pathagar.com

থেকে উপস্থাপনার প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষুণ্ন করে সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা। সামান্য অবহেলায় বস্তুনিষ্ঠতা যেন আরও একটু ক্ষুণ্ন হয়ে না যায় তা নিশ্চিত করতেই (অনিবার্য সীমাবদ্ধতাযুক্ত) সংবাদ সংগ্রহের প্রতিটি পদক্ষেপে পক্ষপাতহীনতা বা 'ফেয়ারনেস' বজায় রাখার ওপরে খুব বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়।

তিন. ভারসাম্যপূর্ণতা

সংবাদ প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিকের প্রতি বা বক্তব্যের প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ নিশ্চিত করতে হয় এবং প্রতিবেদনকে অবশ্যই হতে হয় পূর্ণাঙ্গ। প্রতিবেদক একটি প্রতিবেদনকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে প্রতিটি তথ্যকে প্রাপ্য গুরুত্ব দেন। মনে রাখা দরকার, তথ্যগুলোকে যথাযথ সম্পর্ক, ক্রমবিন্যাস এবং প্রতিবেদনের প্রকৃত অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে সাজাতে একজন প্রতিবেদক অঙ্গীকারবদ্ধ থাকেন।

যখন কোনো প্রতিবেদক বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট খেলার সব তথ্য নির্ভুল দেন কিন্তু প্রতিবেদনে কেবল বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের খেলার 'অ্যাকশান'গুলো বর্ণনা করেন তখন অবশ্যই ঐ প্রতিবেদনটি ভারসাম্যপূর্ণ হয় না, অর্থাৎ সংবাদের একটি বৈশিষ্ট্য প্রতিবেদনটি হারিয়ে ফেলে।

আবার যদি জাতীয় সংসদের সরকারি দলের কোনো নেতার বক্তব্যের পুরোটাই উল্লেখ করে একই প্রসঙ্গে বিরোধী দলের নেতার বক্তব্যের খণ্ডিত ও/বা অগুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু কোনো প্রতিবেদনে জুড়ে দেওয়া হয় তখনো সংবাদের ভারসাম্য ক্ষুণ্ন হয়।

একটি প্রতিবেদনকে তখনই ভারসাম্যপূর্ণ ও সম্পূর্ণ বলা হবে, যখন প্রতিবেদক সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের খুঁটিনাটির বর্ণনা ঘটনাংশগুলোর যথাযথ সম্পর্ক বজায় রেখে উপস্থাপন করবেন। ভারসাম্যপূর্ণ আর সম্পূর্ণ প্রতিবেদন নির্মাণ করতে প্রতিটি খুঁটিনাটির বর্ণনা তাকে দিতে হয় তা কিন্তু নয়। একটি প্রতিবেদন ভারসাম্যপূর্ণ তখনই হয় যখন তাতে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যগুলোর সব বিচার-বিবেচনা করে বাছাই করে যথাযথ ধারাক্রমে উপস্থাপন করা হয়। কেবল ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা হাজির করলেই 'স্টোরি' ভারসাম্যপূর্ণ হয় না। প্রতিবেদকরা জানেন, ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিবেদন নির্মাণের উদ্দেশ্যে হচ্ছে পাঠককে ঘটনা সম্পর্কে একটি পক্ষপাতহীন বা 'ফেয়ার' ধারণা দেওয়া, প্রতিটি ঘটনার খুঁটিনাটির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া নয়।

চার. সংবাদ হয় সংক্ষিপ্ত ও স্বচ্ছ

সাদামাটা সংবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিখিত হয় উল্টোপিরামিড কাঠামোতে। এমন সরল, দ্ব্যর্থহীন, বাহুল্যবর্জিত, লাগসই ভাষায় তা উপস্থাপিত হয় যে, সব

www.pathagar.com

বয়স ও ধরনের পাঠকের কাছেই তার অর্থ হয় অত্যন্ত পরিষ্কার। সাহিত্যে যেমন সাহিত্যিকের বিবেচনামতো ঘটনাকে বড় বা ছোট, বিস্তৃতি বা সংক্ষিপ্ত, পরিষ্কার বা অস্বচ্ছ, উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বলভাবে উপস্থাপনার সুযোগ থাকে, একজন প্রতিবেদকের তেমন স্বাধীনতা থাকে না। প্রতিবেদককে সব সময় সম্ভাব্য সবচেয়ে কম শব্দে নিরাসক্ত ও স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করতে হয় সংবাদ।

পাঁচ. সংবাদ হয় সময়ানুবর্তী

সংবাদের একটি মৌলিক বিশেষত্ব হচ্ছে এর পচনশীলতা। লিখিত অনেক কিছুই নষ্ট হয় না বা পচে যায় না, কিন্তু সংবাদ সময়মতো পরিবেশিত না হলে পচে যায়, বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ যথাযথ সময়ে প্রকাশিত না হলে প্রতিটি ঘটনাই সংবাদ হওয়ার যোগ্যতা হারায়। 'সময়' কোনো ঘটনার সংবাদ হিসেবে গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিবেচনা। রেডিও-টেলিভিশন-অনলাইন থেকে আসা প্রতিযোগিতার কারণে সংবাদ পরিবেশনে সময়ের গুরুত্ব আগের চেয়ে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ একটি সংবাদের আয়ু আগের চেয়ে আরও কমে গেছে।

সংবাদের সময়ানুবর্তিতার বৈশিষ্ট্য কিন্তু এইটি দাবি করে না যে ঘটনাকে বর্তমান সময়েরই হতে হবে। সংবাদের সময়ানুবর্তিতা বলতে যা বোঝানো হয় তা হচ্ছে, যে সময় ঘটনাটি প্রকাশ করা হচ্ছে সেই সময়টি খবর হিসেবে ঘটনাটি প্রকাশের জন্য যথাযথ হতে হবে। আর ঘটনাটি যথাযথ সময়ে প্রকাশ করা হয়েছে কি না তা বোঝা যাবে অধিকাংশ পাঠকের কাছে ঘটনাটি 'নতুন' মনে হলেই।

ছয়. রুচিশীলতা

সংবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হচ্ছে এর রুচিশীলতা। সাহিত্যে যা খুশি, যেভাবে খুশি উপস্থাপিত হতে পারে কিন্তু সংবাদ হিসেবে কোনো কিছু প্রকাশ করতে গেলে অবশ্যই সুরুচির বিবেচনাটি চলে আসবে। এমন কিছু সংবাদ হিসেবে গণ্য হয় না যা সুরুচির পরিপন্থী।

অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত অনাচার আমাদের চারপাশে ঘটে, যেগুলো হয়তো সংবাদ হতে পারত কিন্তু সুরুচির স্বার্থে সেগুলো সংবাদ হয় না। তবে যেসব ঘটনা মানুষের স্বাভাবিক রুচির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কিন্তু খুব বেশি সংবাদমূল্যসম্পন্ন, সেসব তখনই সংবাদ হিসেবে সংবাদপত্রে স্থান পায় যখন তা সুরুচির সঙ্গে উপস্থাপিত হয়। উদাহরণ হিসেবে, ধর্ষণের ঘটনার সংবাদের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি।

www.pathagar.com

সংবাদ-চেতনা ও সংবাদ-নাক

অনেকেই আছেন যারা হাতে নিয়েই বলে দেন এটি কী নাজিরশাইল ধানের চাল না জিরাশাইল ধানের। অনেকেই আছেন গন্ধ নিয়েই বলে দেন যে আমটি মোহনভোগ না গোপালভোগ। আবার অনেকে আছেন রং দেখে বলে দিতে পারেন কাঠটি আকাশমণি, কাঁঠাল না মেহগনি। অধিকাংশ মানুষই তো নাসিকা ব্যবহার করে বলে দিতে পারে, বাতাসে যে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে তা গোলাপের, কাঁঠালি চাঁপার নাকি রজনীগন্ধার! এই যে ক্ষমতা, সেটি মানুষের এক বিশেষ চেতনা বা অনুভূতির পরিচয়।

নাসিকা, এই ইন্দ্রিয়টি ব্যবহার করে খুব তীক্ষ্ণ অনুভূতির মানুষ যেমন কাছাকাছি বস্তু বা স্বাদের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন, তেমনি কিছু মানুষের থাকে সংবাদ-চেতনা, থাকে সংবাদ-নাক, তারা ঘটনা শুঁকেই বা পরিস্থিতি অনুভব করেই বলে দিতে পারেন সেটি সংবাদ হওয়ার যোগ্য ঘটনা কি না। সংবাদ-চেতনাসম্পন্ন একজন মানুষ বিভিন্ন তথ্যের ভেতর থেকে সম্ভাব্য সংবাদ খুঁজে বের করতে পারেন খুব সহজেই। রূপক ব্যবহার করে বলা হয়, একজন দক্ষ কাঠমিস্ত্রি যেমন বিশাল কাঠের স্তূপ থেকে ঠিক ঠিক বেছে নিতে পারেন তার প্রয়োজনীয় কাঠের খণ্ডটি তেমনি সংবাদ-চেতনাসম্পন্ন একজন প্রতিবেদক হাজারো ঘটনা, অনুঘটনার সমাহার থেকে বের করে আনতে পারেন সংবাদযোগ্য ঘটনা বা ঘটনাংশটি। এই কাজটির জন্য প্রয়োজন হয় পঞ্চইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত একটি ইন্দ্রিয়ের, সেটিই হচ্ছে সংবাদ-চেতনা বা সংবাদ-নাক। অনেকে একে বলেন সাংবাদিকের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

সংবাদ চেতনা গড়ে ওঠে শিশুকাল থেকে– সংবাদ পাঠ, সংবাদ শোনা বা শিশুর চারপাশের আর যেসব প্রতিষ্ঠান আছে সেসবের মাধ্যমে। সর্বোপরি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানুষের সংবাদ-চেতনা রূপ (*shape*) নিতে শুরু করে। তারপর যখন কেউ সাংবাদিকতার পেশায় যোগ দেন তখন তার সেই চেতনা ক্রমাগত শানিত হতে থাকে। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা আর চর্চা

www.pathagar.com

একজন মানুষকে সূক্ষ্ম সংবাদ-চেতনাসম্পন্ন মানুষে পরিণত করে। তখন মুহূর্তের বিবেচনায় তিনি চিনে নিতে পারেন কোনটি সংবাদ বা ঘটনার কোন অংশ সংবাদ, আর কোন অংশটি সংবাদ নয়।

www.pathagar.com

সংবাদ-রসায়ন

সংবাদের একটি উপাদানের সঙ্গে আরেকটি উপাদানের সংযুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে সংবাদ-রসায়ন। রসায়নবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা 'পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া'। একটি পদার্থের সঙ্গে অন্য একটি পদার্থের সংমিশ্রণে বা মিলনে উদ্ভব হয় নতুন পদার্থের, এমনকি সৃষ্টি হয় নতুন পরিস্থিতির। যেমন, একদলা চুনের উপরে যদি সামান্য একটু পানি ঢেলে দেওয়া যায়, দেখা যাবে চুন গলতে শুরু করেছে এবং উৎপন্ন হচ্ছে তাপ। সামান্য একটু পানিই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে চুনের লুকিয়ে থাকা শক্তি। রসায়নের এই প্রক্রিয়ার অনুরূপ ঘটনা ঘটে যখন সংবাদের একটি উপাদানের সঙ্গে আরেকটি উপাদান সংযুক্ত হয়। ধরা যাক, একটি দুর্ঘটনার প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য প্রতিবেদক ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে শুনলেন দুইজন মারা গেছে। এইটিই একটি সংবাদ যে, 'সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন মারা গেছে'। আলোচ্য সংবাদের উপাদান হচ্ছে 'দুর্ঘটনা'। কিন্তু যদি ঐ উপাদানটির সঙ্গে আরেকটি উপাদান যুক্ত হয়? যেমন, যদি নাম-পরিচয় সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রতিবেদক দেখেন যে, যিনি মারা গেছেন তিনি একজন চিত্রনায়িকা! তখন পুরো সংবাদটির চেহারাই যাবে পাল্টে। 'খ্যাতি' এই উপাদানটি 'দুর্ঘটনা' উপাদানটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঘটনার মধ্যে এমন এক শক্তির সঞ্চার করবে যে 'দুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু' সংবাদটির চেয়ে তার গুরুত্ব বেড়ে যাবে অনেকখানি। অধিকাংশ পত্রিকায় সেদিন হয়তো 'সড়ক দুর্ঘটনায় চিত্রনায়িকাসহ দু'জনের মৃত্যু' সংবাদটি স্থান পেয়ে যাবে। এইভাবে এক সংবাদ উপাদানের সঙ্গে আরেকটি সংবাদ উপাদান সংযুক্ত হয়ে সংবাদের নতুন মাত্রার শক্তি লাভের প্রক্রিয়াটিকে বলে সংবাদ-রসায়ন।

অধিকাংশ সংবাদই তৈরি হয় একাধিক সংবাদ-উপাদানের সংমিশ্রণে। এমন সংবাদের উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যায় যেখানে একটি মাত্র উপাদান

www.pathagar.com

দিয়ে একটি সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে। যেমন, 'দুর্ঘটনা' এই উপাদানটির সঙ্গে 'প্রসিদ্ধ' যোগ হলে সেটি ভালো সংবাদ হয়, তেমনি একটি অপরাধের ঘটনার সঙ্গে যদি সম্পর্ক থাকে বড় অঙ্কের টাকা-পয়সার তাহলে সে প্রতিবেদনের শক্তি হয় আরও বেশি। যদি আবার তাতে যুক্ত হয় যৌনতা তাহলে তো প্রতিবেদকদের জন্য ঘটনাটি লুফে নেওয়ার মতো, পাঠকের কাছেও সে সংবাদের গুরুত্বই আলাদা। একেবারে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মতোই তখন সেই ঘটনার অন্তর্নিহিত উপাদানসমূহের বিক্রিয়া ঘটনাটির বড় সংবাদে পরিণত হওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

www.pathagar.com

সংবাদ-উৎস ও সংবাদ-সূত্র

একটি সাধারণ খবরের বিশ্লেষণ

একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানে খবর আসে অসংখ্য উৎস আর সূত্র থেকে। এই সংবাদ-উৎস আর সূত্রের তালিকার মধ্যে আসতে পারে সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা, সমস্ত নাগরিক বা পেশাজীবী সংগঠন, মসজিদ-মন্দির, স্কুল, সাহায্য সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এমনকি ব্যবসা, বাণিজ্য, পরিবহন, শিল্প-কলকারখানাসহ যেকোনো প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের জুতসই পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি।

অনেক সংবাদই আছে যেগুলো শুধু একটি উৎস বা সূত্র থেকেই সংগ্রহ করা সম্ভব। যেমন– 'নারী সমাজকর্মীদের দুই দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলন' সম্পর্কে সমস্ত তথ্য নিশ্চয়ই সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির প্রচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকেই সাংবাদিক পেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা এই সহজ পথে হাঁটেন না। বরং কোনো একটি বিষয়ে সংবাদ তৈরি করতে হলে তারা তথ্য সংগ্রহ করেন বেশকিছু উৎস ও সূত্র থেকে। সংবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রাখার স্বার্থেই তা তাদের করতে হয়। এ কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটি সংবাদ বেশ কিছু উৎস আর সূত্র থেকে সংগ্রহ করা তথ্যের সংমিশ্রণ।

একজন সতর্ক সাংবাদিক সবসময় একটি 'ফ্যাক্ট' অন্ততপক্ষে দুইটি উৎস বা সূত্র থেকে যাচাই করে নেন। যেমন– পূর্বোক্ত জাতীয় সম্মেলনের ক্ষেত্রে নিদেনপক্ষে যে হোটেলে সম্মেলনটি হচ্ছে বা যে হোটেলে আমন্ত্রিতরা উঠেছেন সেই হোটেল বা হোটেলগুলোর ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে কথা বলে সাংবাদিক হয়তো নিশ্চিত হতে পারেন যে, সম্মেলনের মুখপাত্রের কাছ থেকে পাওয়া অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাটি যথাযথ। আয়োজকদের প্রচার কর্মকর্তার কাছে গেলে তিনি হয়তো বলে দেবেন যে, এক হাজার কর্মী সম্মেলনে এসেছেন, যার সংখ্যা বাস্তবে হয়তো দুই-আড়াইশ'র বেশি হবে না।

অনেক সংবাদই আছে যেগুলো অর্ধ ডজন বা তারও বেশি উৎস ও সূত্র থেকে সংগ্রহ করে নির্মাণ করা হয়। যেমন ধরা যাক, টাঙ্গাইলের বাস মালিক-

www.pathagar.com

শ্রমিকদের ধর্মঘটের খবরটির কথা। সাংবাদিক ধর্মঘটকারী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি বা সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, কথা বলতে পারেন মালিক সমিতির সভাপতির সঙ্গে, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, সাংসদ, পুলিশ, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে। আগের দিনের মারামারি প্রসঙ্গে জানতে যেতে পারেন ঘটনাস্থলে, হাসপাতালে; আহতদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইতে পারেন কর্তব্যরত চিকিৎসকদের কাছে, নিতে পারেন সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকার, এমনকি যোগাযোগ করতে পারেন স্বরাষ্ট্র ও/বা যোগাযোগমন্ত্রীর সঙ্গে। সব উৎস আর সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য মিলিয়ে তৈরি করতে পারেন একটি পূর্ণাঙ্গ সংবাদ-প্রতিবেদন।

যেহেতু একটি সংবাদের প্রতিটি ঘটনাই প্রতিবেদক কর্তৃক 'রিপোর্টেড', 'ক্রিয়েটেড' না, সেহেতু প্রতিটি ঘটনা বা বর্ণনার সপক্ষেই একটা শনাক্তকরণযোগ্য উৎস বা সূত্র থাকতে হবে। সাধারণ অবস্থায় উৎস বা সূত্র কী, কে বা কারা তা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এবং যে বা যারা তথ্যগুলো দিয়েছেন তাদের নামেই তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে হবে। নিচে একটা সাধারণ-সংবাদ বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, একটা সংবাদের তথ্য কত অসংখ্য উৎস ও/বা সূত্র থেকে সংগৃহীত হতে পারে ।

একটি সাধারণ খবরের বিশ্লেষণ

সংবাদ-উৎস
ও
সংবাদ-সূত্র
⇩
পুলিশ,
প্রত্যক্ষদর্শী
ও হাসপাতাল

ছেলেধরা সন্দেহে গতকাল বুধবার উত্তর বাড্ডায় বিক্ষুব্ধ জনতা দুজনকে পুড়িয়ে এবং একজনকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। পুলিশ ঐ তিন ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে গেলে উত্তেজিত একদল লোকের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষে ১৭ জন পুলিশসহ অর্ধশতাধিক আহত হয়। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশের গুলিতে আহত একজন পরে হাসপাতালে মারা যায়। নিহতদের কারও পরিচয় পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ২৭ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।

সংবাদ সূচনা

প্রত্যক্ষদর্শী

পুলিশ প্রহারের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, উত্তর বাড্ডা হোসেন মার্কেটের ব্যবসায়ী আলী হোসেন এবং একজন স'মিল কর্মচারী জানান, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বাড্ডা প্রধান সড়কের পাশের স'মিলের গলিতে এক মহিলা দুই শিশুর হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে সময় একটি বেবিট্যাক্সি করে তিনজন লোক তাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে দুজন

বিস্তারিত বর্ণনা

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষদর্শী এলাকাবাসী	মাঝবয়সী দাড়িঅলা এবং একজন যুবক। তারা ঐ মহিলাকে জানায়, তারা আজমীর শরীফ থেকে এসেছে। তাদের সঙ্গে কিছু ফুল আছে যা শিশুদের শরীর ভালো রাখার ওষুধ হিসেবে কাজ করে। তাদের মধ্যে একজন একটি গোলাপ ফুল ঐ মহিলার সঙ্গের এক শিশুর নাকে চেপে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপর তারা আরেক শিশুর নাকে ফুল ধরতে গেলে মহিলাটি চিৎকার করে ওঠে। এ সময় তিন ব্যক্তি বেবিট্যাক্সি করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে মহিলার চিৎকারে এগিয়ে আসা পথচারী ও এলাকাবাসী ধাওয়া করে তাদের ধরে ফেলে এবং গণপিটুনি দেয়। গণপিটুনির একপর্যায়ে উত্তেজিত এলাকাবাসীর মধ্যে নেতৃস্থানীয় ৩/৪ ব্যক্তি আক্রান্তদের উদ্ধার করে একটি বেবিট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিয়ে চলে যেতে বলে। কিন্তু বেবিট্যাক্সি কিছু দূর এগিয়ে গেলে এলাকার লোকজন আবার তাদের ধরে প্রহার করে। **বিস্তারিত বর্ণনা**
পুলিশ	
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ সদর দফতর	এ সময় গুলশান থানা টহল পুলিশের একটি গাড়ি ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে এবং প্রহৃত তিন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে গাড়িতে ওঠায়। গাড়ি থানার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে উত্তেজিত এলাকাবাসী পুনরায় গাড়িটিকে বাধা দেয়। এতে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জনতার সংঘর্ষ বেধে যায়। ওয়ারলেসে এসব খবর পেয়ে আরও ছয় প্লাটুন পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। কিন্তু তার আগেই এলাকাবাসী পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ঐ তিনজনের একজনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে ও অপর দু'জন গাড়ির ভিতরেই পুড়ে মারা যায়। কয়েকশ' উন্মত্ত মানুষের রুদ্ররোষের কাছে ৫/৬ জন পুলিশ অসহায় হয়ে পড়ে। এলাকাবাসীর প্রহারে দারোগা হাবিবসহ কয়েকজন পুলিশ আহত হয়। **বিস্তারিত বর্ণনা**
পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী	
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পুলিশ	পুলিশের আরও কয়েকটি গাড়ি ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছলে সংঘর্ষ প্রশমিত হওয়ার বদলে মারাত্মক আকার ধারণ করে। পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি, রাবার বুলেট, টিয়ারগ্যাস ছোড়ে এবং লাঠিচার্জ করে। জনতাও পুলিশের দিকে ইট নিক্ষেপ করে। সংঘর্ষ বেলা

www.pathagar.com

দেড়টা পর্যন্ত চলে। উভয় পক্ষের সংঘর্ষ চলাকালে ৪/৫ জন গুলিবিদ্ধ হয় এবং ১৭ জন পুলিশসহ ৫০ জনেরও বেশি আহত হয়। আহতদের মধ্যে পুলিশসহ ১১ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ও পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পর পরই গুলিবিদ্ধ এক অজ্ঞাত যুবক মারা যায়।

দমকল কর্তৃপক্ষ	দমকল বাহিনী জানায়, বেলা প্রায় একটায় পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। তেজগাঁও দমকল স্টেশন থেকে আসা ২টি গাড়ি দিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে পুলিশের গাড়ির আগুন নিভিয়ে দমকল বাহিনী ফিরে আসে। (বিস্তারিত বর্ণনা)
এলাকাবাসী	ঘটনাস্থলে গিয়ে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছেলেধরা আতঙ্কে এলাকার লোকজন দীর্ঘদিন ধরে উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিল। ছেলেধরা সন্দেহেই তাদের পিটিয়ে মারা হয়েছে। কিন্তু ফুল শুকিয়ে শিশুকে অচেতন করা বা অপহরণের চেষ্টার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কাউকেই পাওয়া যায়নি।
থানা-পুলিশ	পুলিশ সূত্র জানায়, ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু বা ঐ মহিলা বা শিশু দুইটির সন্ধান বা পরিচয় পাওয়া যায়নি।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ কমিশনার-অফিস	স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম, ঢাকার পুলিশ কমিশনার এ কে আল মামুনসহ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা গত রাতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

উপরের প্রতিবেদনটির সংবাদ-উপাদান 'সংঘাত'। ছেলেধরা পাকড়াও করা থেকে সূত্রপাত হওয়া, মূলত পুলিশ ও সাধারণ মানুষের 'সংঘাত' নিয়ে এ প্রতিবেদনের কাহিনি। ছেলেধরা সন্দেহে হত্যা এবং মানুষের উন্মত্ততা এই প্রতিবেদনটিতে যোগ করেছে মানবিক আবেদন নামক উপাদানটিও। ঢাকা শহরের ঘটনা হওয়ায় সংবাদ-মূল্য নির্ধারক উপাদান 'নৈকট্য' একে খুব বড় স্টোরিতে পরিণত করেছে। সঙ্গে সঙ্গে এটি যে দিন ঘটেছে এবং ঘটনা যখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে ঠিক তার পরপরই সংবাদ লেখার কাজটি শুরু করতে হয়েছে বলে এর তাৎক্ষণিকতাও বিদ্যমান ছিল, যে কারণে সংবাদটির অনেক বিস্তৃত বর্ণনা সংবাদপত্রগুলো উপস্থাপন করতে পেরেছে বা করেছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ব্যর্থতা, গুজবের ওপর ভিত্তি করে মানুষের উন্মত্ততা সংবাদটিকে করে তুলেছে তাৎপর্যপূর্ণ। এ কারণেও সংবাদটির সংবাদ-মূল্য বেড়ে গেছে এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ দৈনিকে ঐ সংবাদটি প্রধান সংবাদ হিসেবে পরদিন প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয়

নানা রকমের সংবাদ : স্থানীয় সংবাদ, দেশের সংবাদ, বিদেশের সংবাদ, আঞ্চলিক সংবাদ, জাতীয় সংবাদ, আন্তর্জাতিক সংবাদ, হার্ড নিউজ, সফট নিউজ, স্পট নিউজ, সরেজমিন সংবাদ, সারফেস নিউজ, ইন-ডেপথ নিউজ ও ব্যাখ্যামূলক সংবাদ এবং সাংবাদিকতার রকমফের : বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা, হলুদ সাংবাদিকতা, উন্নয়ন সাংবাদিকতা, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, অ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতা, নতুন সাংবাদিকতা ও সূক্ষ্ম সাংবাদিকতা।

নানা রকমের সংবাদ

সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা তো বটেই সংবাদপত্র জগতের সবাই হরহামেশাই নাম নিচ্ছেন নানা সংবাদের। প্রায়ই তো শোনা যায়, 'আজ ইত্তেফাকে আন্তর্জাতিক সংবাদ লিড হয়েছে', 'স্পট নিউজ কাভারে মোনাজাতউদ্দিনের জুড়ি মিলা ভার', 'আজকাল পাঠক ব্যাখ্যামূলক সংবাদ পড়তেই বেশি আগ্রহী', 'অনুসন্ধানী সংবাদ যত বেশি বেশি করতে পারবে তত উজ্জ্বল তোমার সাংবাদিকতার ক্যারিয়ার', 'হার্ড নিউজ কাভারের জন্য প্রথম আলোর সাংবাদিকের সংখ্যা আরও বাড়ানো উচিত' এমনই কত কী। *ফলোআপ স্টোরি, সেকেন্ড ডে স্টোরি, ক্রাইম স্টোরি, ডেভেলপমেন্ট স্টোরি*– এই যে অসংখ্য *স্টোরির* নাম সারাক্ষণ নেওয়া হচ্ছে এবং ঐ নামে যা বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে শ্রোতা তা বুঝছেনও, তাহলে খবরের কী এতগুলো শ্রেণিবিভাগ, এত অসংখ্য রকম খবর আছে সাংবাদিকতার দুনিয়ায়! নতুন যারা সাংবাদিকতার পাঠ নিচ্ছেন তারা চমকে যেতে পারেন এ ঘটনায়। না ভয় পাওয়ার কিছু নেই, বিভিন্নজন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদের এই নামকরণগুলো করেছেন। সব সময় যে শ্রেণিকরণের যথার্থতায় তা করা হয়েছে এমন হয়তো নয়, এতে কাজ

www.pathagar.com

চলেছে, ডাকনাম একটি দেওয়া হয়েছে যাতে পরিচিতিটা সহজ হয়–এই যা। তবে একেবারে যে কারণহীনভাবে কিংবা কোনো পরিপ্রেক্ষিত মাথায় না রেখেই দেওয়া হয়েছে সব নাম তাও কিন্তু নয়।

এই যে নানাভাবে, নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংবাদের শ্রেণিকরণ করা– এর একটি বিভাজন প্রক্রিয়ার সঙ্গে কিন্তু অন্যটির বা অন্যগুলির কোনো বিরোধ নেই। যেমন, যে প্রতিবেদনটিকে নিগূঢ় প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত করা হলো সেটিই আবার অন্তর্গত হতে পারে আঞ্চলিক সংবাদের আবার একই সঙ্গে সেইটি হতে পারে *সফট নিউজের* গোত্রভুক্ত। এই যেমন মানুষকেও পরিচিত করা হয় বর্ণ, গোত্র, মেধা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক সামর্থ্য ইত্যাদি বিভিন্ন মানদণ্ডের সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে, তেমনি সংবাদকেও চেনা-জানার সুবিধার্থে ফেলা হয় বিভিন্ন বিভাগে। এবার দেখা যাক কেন এবং কীভাবে শ্রেণিকরণ এবং নামকরণ করা হয়েছে খবরের :

এক.

ঘটনার উৎসস্থল বিবেচনা করে সংবাদকে বলা হয় স্থানীয় সংবাদ (Rural/Divisional/Provincial/Territorial News), দেশের সংবাদ (Country News) ও বিদেশের সংবাদ (Foreign News)।

সংবাদের উৎপত্তিস্থল ছাড়া অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় না আনলে প্রায় সব সংবাদকেই এই তিন শ্রেণির কোনো একটিতে ফেলে দেওয়া সম্ভব। আমাদের দেশে, ঢাকার বাইরে থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সঙ্গে যারা জড়িত তারা উপরোল্লিখিতভাবে সংবাদের শ্রেণিবিভাগ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। যেসব ঘটনা পত্রিকাটির প্রকাশ-স্থানে সংঘটিত হয় সেসব ঘটনার সংবাদকে স্থানীয় সংবাদের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন তারা। আর যে ঘটনাগুলো সংঘটিত হয় ঐ অঞ্চলের বাইরে সেসব ঘটনার সংবাদকে তারা দেশের সংবাদ হিসেবে ছাপেন, দেশের বাইরের সংঘটিত ঘটনার সংবাদকে তারা 'বিদেশের সংবাদ' এই শ্রেণিভুক্ত করেন। স্থানীয় সংবাদের গুরুত্ব আঞ্চলিক ওই সব সংবাদপত্রের কাছে সবচেয়ে বেশি, তারপরেই দেশের সংবাদ এবং সবচেয়ে কম গুরুত্ব পায় বিদেশের সংবাদ। আজকাল পৃথিবীর বাইরের ঘটনাবলিও সংবাদ হচ্ছে প্রায়ই, পৃথিবীর বাইরে মহাবিশ্বে সংঘটিত ঘটনার সংবাদকে এ বিবেচনায় 'বৈশ্বিক সংবাদ' নামে হয়তো অভিহিত করা যেতে পারে।

দুই.

যে ঘটনা বা ইস্যু নিয়ে সংবাদ হচ্ছে তার ফলাফল বা পরিণতি (Consequence) বিবেচনায় এনে সংবাদকে ভাগ করা হয়েছে তিন ভাগে : আঞ্চলিক সংবাদ (Local News), জাতীয় সংবাদ (National News) এবং

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক সংবাদ (International News)। এই বিভাগগুলোর প্রতিটির বৈশিষ্ট্য খুব সুনির্ধারিত নয়, যে সংবাদ আন্তর্জাতিক বলে পরিচিতি পাচ্ছে সেটি একইসঙ্গে জাতীয় সংবাদের অন্তর্ভুক্তও হতে পারে, আবার যেটিকে আমরা জাতীয় সংবাদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করছি সেটি আঞ্চলিক সংবাদ হিসেবেও হতে পারে পরিগণিত। মনে রাখতে হবে, এটি বিভাজন নয়, বরং ঘটনা বা ইস্যুর 'ম্যাগনিচুড' অনুযায়ী সংবাদের পর্যায় নির্ধারণ। ঘটনা সংঘটনের স্থান যাই হোক না কেন, ঘটনার 'ম্যাগনিচুড' যদি আঞ্চলিকতার সীমানা ছাড়িয়ে নাড়া দেয় সারা দেশের মানুষকে, পুরো জাতিকে, তবে সেটি জাতীয় সংবাদ। আবার যদি ঐ একই ঘটনা সাড়া ফেলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তবে সেটি আন্তর্জাতিক সংবাদ হয়ে যাবে। বাগেরহাটের কাইনমাড়ি গ্রামে যদি জলোচ্ছ্বাসে একজন মানুষ মারা যায় তবে সেটি খুলনার 'দৈনিক পূর্বাঞ্চল' পত্রিকায় ছাপা হবে স্থানীয় সংবাদ হিসেবে, যদি জলোচ্ছ্বাসে মারা যান দশজন মানুষ, ব্যাপক ক্ষতি হয় জানমালের তবে তা জাতীয় সংবাদ হিসেবে স্থান পাবে ঢাকার সংবাদপত্রে, আবার যদি কাইনমাড়ি গ্রামে জলোচ্ছ্বাসে মারা যায় একশত জন, ধ্বংস হয়ে যায় পুরো গ্রাম তাহলে সেটি হয়তো স্থান করে নেবে টোকিও, ওয়াশিংটন, বেইজিং, কুয়ালালামপুর কিংবা দিল্লির সংবাদপত্রেও, সংবাদটি হয়ে যাবে আন্তর্জাতিক সংবাদ।

একটি ব্যাপারে প্রায়ই গোলমাল করে ফেলেন আমাদের সাংবাদিকতার নবীন শিক্ষার্থীরা, দেশের বাইরের ঘটনার সংবাদকেই মনে করেন আন্তর্জাতিক সংবাদ। তারা ভুলে যান যে, কোনো সংবাদ স্থানীয়, জাতীয় না আন্তর্জাতিক তা ঘটনার উৎপত্তিস্থল দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় ঘটনার ফলাফল বা পরিণতির মাত্রা বা ব্যাপ্তি দিয়ে। যেমন– 'দক্ষিণ কোরিয়ার উত্তরাঞ্চলে দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১২ জন নিহত হয়েছে' এটি বিদেশের সংবাদ কিন্তু ঐ দুর্ঘটনায় যদি মারা যেতেন ১২ জন বিভিন্ন-দেশি পর্যটক তবে তা হয়ে উঠত আন্তর্জাতিক সংবাদ। বিদেশে সংঘটিত ঘটনাই বিদেশের সংবাদ কিন্তু তাতে আন্তর্জাতিকতা প্রধান হয়ে উঠলে তা আন্তর্জাতিক সংবাদ নামে অভিহিত হওয়াই সঙ্গত। প্রশ্ন উঠতে পারে 'কুয়ালালামপুরে একজন বাংলাদেশি নির্মাণ শ্রমিক নিহত'– এটি বিদেশ, জাতীয় না আন্তর্জাতিক সংবাদ। উত্তর হচ্ছে, যদি শ্রমিকটি নাটোর অঞ্চলের হন তবে নাটোর-রাজশাহীর পত্রিকার জন্য সেটি একই সাথে স্থানীয় ও আঞ্চলিক সংবাদ। মৃত শ্রমিকটির জন্মস্থান নাটোর, আর কোনো পত্রিকায় সংবাদ না হলেও তা নাটোরের 'উত্তরবার্তা'য় ছাপা হবে স্থানীয় সংবাদ হিসেবে। ঘটনাটিকে ঐ পত্রিকাটি আঞ্চলিক সংবাদ হিসেবেও গণ্য করবে, কেননা নাটোর অঞ্চলের বেশকিছু মানুষের মাঝে ঘটনাটির সরাসরি প্রতিক্রিয়া হবে। ঢাকার পত্রিকায় ঐটি একই সাথে দেশের এবং জাতীয় সংবাদ, কেননা মৃত শ্রমিকটির পরিচয় সে বাংলাদেশি, তার জন্মস্থান বাংলাদেশ, সে বিবেচনায় সংবাদটি দেশের সংবাদ। বাংলাদেশের অনেক শ্রমিক কাজ করেন

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ায়, তাদের প্রত্যেকের আত্মীয়-স্বজনের সামনেই ভেসে উঠবে তার প্রিয় মুখটির ছবি, সে কেমন আছে হয়তো জানে না তার স্বজনেরা, ঘটনাটির এই প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল বিবেচনায় নিলে তা ঢাকার পত্রিকায় জাতীয় সংবাদের মর্যাদা পাবে। সংবাদটি হয়তো ছাপা হবে কলকাতা, জাকার্তার পত্রিকাতেও, সেটি ছাপা হবে শুধু বিদেশের সংবাদ হিসেবেই নয়, আন্তর্জাতিক সংবাদ হিসেবেও, কারণ তাদের দেশেরও অনেকেই আছেন যারা কাজ করছেন মালয়েশিয়ায়, তাদের পরিণতির কথা কল্পনা করেও চিন্তিত হতে পারেন তাদের রাষ্ট্রজন। মালয়েশিয়ায় কর্মরত বিদেশি শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে সেসব দেশের সরকার হতে পারেন উদ্বিগ্ন, হুমকির সম্মুখীন হতে পারে সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি। এসব কারণে সংবাদটি বিদেশের সংবাদ এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ দু'ভাবেই চিহ্নিত হতে পারে। সুতরাং মনে রাখতে হবে, একটি সংবাদ একই সাথে বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত হতে পারে এবং তা অনেকটাই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাটি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদটি পরিবেশন করছে তার ওপর।

তিন.

আরেকভাবে সংবাদের স্তরবিন্যাস করা হয়। প্রতিবেদক ও বার্তা-সম্পাদক নির্ধারিত সংবাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী ঠিক করেন কোন সংবাদ আজই ছাপা হবে, কোনটি আজ না ছাপলেও চলে কিংবা কোন সংবাদ অবশ্যই প্রথম পৃষ্ঠায় যাবে, আর কোন সংবাদটি স্থান মিললে পরে ভেতরের পাতায় যাবে, নইলে যাবে না। এভাবেই 'সংবাদ-গুরুত্ব' বা 'সংবাদ-পরিস্থিতি' বিবেচনায় রেখে সাংবাদিকরা শ্রেণিকরণ করে ফেলেন সংবাদের। একটিকে বলেন 'হার্ড নিউজ' এবং অন্যটিকে 'সফট নিউজ'। সম্ভবত সংবাদ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার তীব্রতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে এই বিভাজন করা হয়েছে, মাথায় ছিল 'হার্ড ড্রিঙ্কস' আর 'সফট ড্রিঙ্কস'– এই দুইয়ের তীব্রতার ব্যবধান।

হার্ড নিউজ

পরম অথবা জরুরি গুরুত্ব আছে এমন সংবাদকে বলা হয় হার্ড নিউজ। সংবাদটি জানার জন্য উদগ্রীব থাকবেন পাঠক, সকালের কাগজে না পেলে বিরক্ত হবেন তারা, গুরুত্বপূর্ণ সেই সংবাদই কড়া বা গরম সংবাদ। সংবাদ-মূল্য নির্ণায়ক 'তাৎক্ষণিকতা'র জোরে সেগুলো কড়া-সংবাদের মহিমা পেয়ে যায়। জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলসংক্রান্ত বিল পাস, সন্ত্রাসী নাছির গ্রেফতার, বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, পে স্কেল ঘোষণা, তিস্তার পানি চুক্তি স্বাক্ষর হলো– এগুলো হার্ড নিউজের উদাহরণ। এই সংবাদগুলো অবশ্যই ছাপতে হবে পত্রিকাকে এবং তা অবশ্যই গরম গরম পেতে চাইবেন পাঠক।

www.pathagar.com

সফট নিউজ
দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্বসম্পন্ন সংবাদগুলো, যা আজ না ছাপলেও চলে, সেগুলোকেই বলা হয় সফট নিউজ বা কোমল খবর। তাৎক্ষণিকতার চাপ তার তেমন থাকে না, তাতেই কোমল হয়ে যায় তার ধার। পুলিশ পরিবার কল্যাণ সমিতির সভা, নাটোর সমিতির বার্ষিক অধিবেশন, মানুষি ঔৎসুক্যের বিষয়গুলো– যেমন : সিতেশ বাবুর চিড়িয়াখানার রজতজয়ন্তী, মুরগির গণমৃত্যু– এ ধরনের সংবাদগুলো, যেগুলো 'অপশনাল' বা ঐচ্ছিক ধরনের, সম্পাদক ছাপতেও পারেন নাও পারেন, না ছাপা হলে পাঠকও খুব একটা কিছু হারালেন বোধ করবেন না– এগুলোই কোমল খবর।

ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ কিংবা জঙ্গিদের ঢাকার জয়কালী মন্দির ভেঙে ফেলাসংক্রান্ত উত্তেজনা আর বিরোধপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির খবর যে 'কড়া খবর' এ নিয়ে খুব স্বল্প মানুষেরই হয়তো ভিন্নমত থাকবে কিন্তু বেশ কিছু সংবাদ আছে যেগুলো বিশেষ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোর স্তরবিন্যাস নিয়ে তর্ক হতে পারে। যেমন ধরা যাক, আমাদের হকি মাঠে পেটাপেটি হলো, সেখানে আহত হলেন রেফারিসহ বেশ ক'জন। যারা আহত হলেন আর যারা খেলা নিয়ে মাতামাতি করেন, খুব উৎসাহ নেন; তাদের কাছে খবরটি একেবারে 'হার্ড নিউজ' কিন্তু যারা খেলা মানেই ধুলা ওড়ানো মনে করেন, কোনোদিন ওসবের পাশ দিয়েও যান না, সংবাদ পড়া তো পরের কথা, তাদের কাছে ওটি তেমন কোনো ঘটনাই নয়। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের বিশেষ সভার ঘটনাটি যারা সে সভায় উপস্থিত ছিলেন তাদের কাছে, আর সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু যারা কোনোভাবেই ওই বিশ্ববিদ্যালয়টির সাথে সম্পর্কিত নন তাদের কাছে হয়তো ঘটনাটির তেমন কোনও গুরুত্ব নেই।

আসলে কোনটি হার্ড আর কোনটি সফট নিউজ সে রায় দেওয়ার রেফারি প্রতিবেদক ও সম্পাদক। তারাই নির্ধারণ করেন কোন ঘটনাটি বা কোনো ঘটনার কোন অংশটি হার্ড নিউজের মর্যাদা পাবে, আর কোনটি পাবে না। তবে সে রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে তারা বাধ্য, বিশেষ করে সংবাদ উপাদান আর সংবাদ-মূল্য নির্ণায়কগুলোর কথা মাথায় রাখতে হয় তাদের।

চার.

স্পট নিউজ
কিছু কিছু ঘটনা আছে বেশ আগে থেকে বলেকয়ে ঘটে, অনেক সময় জানা যায় না তার শেষটা কী হবে, কিন্তু কিছু একটা যে ঘটতে যাচ্ছে তা জানা থাকে

www.pathagar.com

অনেকেরই। প্রধান প্রতিবেদক বা প্রতিবেদকদের সমন্বয়কারী এই ধরনের ঘটনা কাভার করতে বুঝে-শুনে প্রতিবেদক নির্বাচন করে ঘটনার আগেই পাঠিয়ে দেন ঘটনাস্থলে। এইভাবে স্পটে বা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে সংগ্রহ করা তথ্যের সমন্বয়ে প্রতিবেদক যে সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করেন সেগুলোকেই বলে 'স্পট নিউজ স্টোরি'।

রাজনৈতিক দলের সভা-সম্মেলন, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, নাটক-থিয়েটার এরকম অনেক কিছুই ঘটার আগেই জানতে পারেন সাংবাদিক, সুতরাং ঘটনার আগেই ঘটনাস্থলে গিয়ে সংগ্রহ করা শুরু করেন তথ্য, আর হাউজে ফিরে এসে সেসব টাটকা তথ্য দিয়ে তৈরি করেন 'স্পট নিউজ'। স্পট নিউজ কাভারের অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে খেলাধুলা। আজকাল অধিকাংশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলা 'স্পট কাভার' করার দায়িত্ব পান ক্রীড়া সাংবাদিকরা। অনেক সময় ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস পেয়েই সাংবাদিকরা চলে যান সম্ভাব্য উপদ্রুত এলাকাগুলোয়– উদ্দেশ্য ঘটনার 'স্পট কাভারিং'। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধের 'স্পট কাভারেজ' দিতে গিয়ে কত সাংবাদিকই না হারিয়েছেন জীবন।

ঘটনার 'স্পট কাভারিং' হয়তো খুব রুটিন ধরনের দায়িত্ব, হয়তো প্রতিদিন পরিবেশন করতে হচ্ছে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি প্রধানের নির্বাচনী বক্তৃতা, প্রতিদিন যেতে হচ্ছে নাটকপাড়ায় কিন্তু মাঝে মাঝে এই রুটিন কাজটি করতে গিয়েই সাংবাদিক মুখোমুখি হতে পারেন এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা দুর্ঘটনার যা তাকে সাহায্য করে একেবারে সজীব 'স্পট নিউজ' নির্মাণে, যা পাল্টে দেয় পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার সজ্জা। আর বাই-লাইন পেয়ে গেলে রাতারাতি খ্যাতিমান ব্যক্তিতে পরিণত হন সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক।

কিছু কিছু দুর্ঘটনা আছে যা ঘটার অল্প সময়ের মধ্যেই জানতে পারেন সাংবাদিক। জানামাত্র তিনি ছুটে যান ঘটনাস্থলে, তখনও হয়তো উদ্ধার কাজ চলছে, কাতরাচ্ছে আহতরা, নিহতের সংখ্যা হয়তো তখনও নির্ধারিত হয়নি, দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা শুরু হয়নি। এই সময়ে স্পটে উপস্থিত থাকা যেকোনো প্রতিবেদকের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ, যদিও দুর্ঘটনা যখনই ঘটুক, সময় আর সুযোগ থাকলে প্রতিবেদনের স্বার্থেই ঘটনাস্থলে যাওয়া উচিত প্রতিবেদকের। অনেক খুঁটিনাটি ভুলচুক এড়ানো যায় তাতে, প্রথম প্রতিবেদন হলে প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপনও করা যায় প্রতিবেদনটিকে, এ ধরনের প্রতিবেদনও 'স্পট নিউজ'-এর মর্যাদা পায়। অবশ্য বাংলাদেশে এই ধরনের সংবাদ প্রতিবেদনকে বলা হচ্ছে 'সরেজমিন সংবাদ'। ঘটনা ঘটার বেশ কিছু সময় বা দিন পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েও 'সরেজমিন প্রতিবেদন' শিরোনামে ক্যারিয়ারের শেষ দিনগুলোয় সংবাদ পাঠিয়েছেন মোনাজাতউদ্দিন।

www.pathagar.com

'স্পট নিউজ'-এর কাছাকাছি অবস্থান 'রাউন্ড-আপ নিউজ'-এর। প্রতিদিন সংসদ অধিবেশন চলাকালে সর্বক্ষণ উপস্থিত থেকে যে প্রতিবেদন প্রতিবেদক তৈরি করেন সেটি আসলে 'রাউন্ড-আপ নিউজ'। 'রাউন্ড-আপ নিউজ'-এর সংবাদ-মূল্য 'স্পট নিউজ' আইটেম থেকে একটু কম। বইমেলা বা বাণিজ্যমেলা চলাকালীন মেলার যে স্টোরিগুলো আমাদের পত্রিকার পাতায় প্রতিদিন ছাপা হয় সেগুলো 'রাউন্ড-আপ নিউজ', তবে কখনো কখনো 'রাউন্ড-আপ নিউজ'ও ঝলসে উঠতে পারে 'স্পট নিউজ'-এর মর্যাদায়। এ প্রসঙ্গে কল্পনা করা যেতে পারে সংসদের 'রাউন্ড-আপ নিউজ' পরিবেশনের সময় সাংসদদের মধ্যে মারামারি বেধে যাওয়ার দৃশ্য। পরদিনের সংবাদপত্রে ঐ রাউন্ড-আপকারী সাংবাদিকের সংবাদপত্রের জন্য সেটি হয়ে যাবে 'স্পট নিউজ' আইটেম, হয়তো বা সেদিনের লিড আইটেম।

দুর্ঘটনা, মারামারি কিংবা খেলাধুলা যে বিষয়েই 'স্পট নিউজ' হোক না কেন, পড়ার সময় পাঠকের প্রত্যাশা থাকে প্রতিবেদক 'ষড় ক'-এর দুইটি 'ক' খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করবেন, একটি কেন (why) এবং অন্যটি কীভাবে (How)। কেন দুর্ঘটনা ঘটল, কেন মারামারি হলো কিংবা কেন খেলায় হেরে গেল বাংলাদেশ– এ প্রশ্নের উত্তর 'স্পট নিউজ'-এ থাকা চাই, আর থাকা চাই কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, কীভাবে মারামারি হলো কিংবা কীভাবে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড টেস্ট সিরিজ ড্র হলো সে প্রশ্নের বিস্তারিত বিবরণ।

পাঁচ.

সারফেস ও ইন-ডেপথ নিউজ; সারফেস নিউজ বা উপরিতল সংবাদ

গভীরতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনকে দুটি গোত্রে ফেলা হয়, এক : উপরিতল-প্রতিবেদন বা Surface Report এবং দুই : নিগূঢ়-প্রতিবেদন বা In-depth Report।

সারফেস নিউজ বা উপরিতল সংবাদ

প্রতিদিনের সাদামাটা অকুস্থল সংবাদ, যেমন : দুর্ঘটনা, বিপর্যয়, অগ্নিকাণ্ড, মৃত্যু, হত্যাকাণ্ড, সংবাদ সম্মেলন কিংবা মানবিক আবেদন ঋদ্ধ সংবাদ-কাহিনি উপরিতল-প্রতিবেদনের আওতাভুক্ত। এ গোত্রের প্রতিবেদনে প্রতিবেদক নিজ চোখে দেখা বা শোনা কিংবা নির্ভরযোগ্য সূত্রের বর্ণনা অনুসারে সংবাদ তৈরি করেন। প্রাত্যহিক ঘটনা বা টাটকা দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই ধরনের সংবাদ

www.pathagar.com

গড়ে ওঠে। সাদামাটা সংবাদ বলা যায় এদের। মানুষকে প্রাথমিকভাবে কিছু তথ্য জানানোই হয় এই ধরনের প্রতিবেদনের প্রধান লক্ষ্য।

ইন-ডেপথ নিউজ বা নিগূঢ়-সংবাদ

উপরিতল-সংবাদের প্রচ্ছদপট অতিক্রম করে বিষয়ের গভীরতম প্রদেশে গেলেই কেবল সাক্ষাৎ মেলে এই শ্রেণির সংবাদের। এই যে গভীরতার কথা বলা হলো, এই 'গভীরতা' শব্দটি কিন্তু এখানে সার্বিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ প্রতিবেদনের বিষয়টিকে কত গভীরভাবে তলিয়ে দেখা হয়েছে, প্রতিবেদনের বিষয়টিই বা নিজে থেকে কতটুকু গভীর, প্রতিবেদনটি নির্মাণ করতে গিয়ে প্রতিবেদক কত বেশি পরিমাণে কাজ করেছেন বা কাজের গভীরে ডুব দিয়েছেন আর সর্বোপরি প্রতিবেদনের প্রভাবটিই বা কত গভীরভাবে জনসাধারণের মনে দাগ কেটেছে– এই সব কিছু বিচার করে তবেই কোনো প্রতিবেদনকে বলা যেতে পারে নিগূঢ়-প্রতিবেদন। উপরিতল-প্রতিবেদনের সাথে নিগূঢ়-প্রতিবেদনের পার্থক্য খুব সামান্যই প্রকৃতিগত বরং পুরোটাই মাত্রাগত। এ মাত্রা বিষয়ের, ভাবের, অনুসন্ধানের, পরিশ্রমের, প্রাজ্ঞতার, দক্ষতার, প্রভাবের গভীরতার মাত্রা। নিগূঢ় প্রতিবেদনের গোত্রভুক্ত প্রতিবেদনের মধ্যে আছে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বা Investigative Report, ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন বা Interpretative Report এবং গবেষণাভিত্তিক প্রতিবেদন বা Research Report। অনুসন্ধানী ও গবেষণাভিত্তিক প্রতিবেদন নিগূঢ়-প্রতিবেদন হলেও এই দুইটিই আবার বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার প্রচলিত ধারা থেকে ভিন্ন দুই ধারার সাংবাদিকতার বাহন। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বাহন হচ্ছে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন আর 'প্রিসিসন জার্নালিজম' বা সূক্ষ্ম-সাংবাদিকতার বাহন হচ্ছে গবেষণা প্রতিবেদন। পরিবর্তী সময়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও সূক্ষ্ম-সাংবাদিকতা শীর্ষক আলোচনায় ঐ দুই প্রতিবেদনের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

ছয়.

ব্যাখ্যামূলক সংবাদ

ব্যাখ্যামূলক সংবাদ নির্মাণের কাজটি বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা চর্চার প্রচলিত ধারার অন্তর্গত। এ ধারার প্রতিবেদন নির্মাণ করা হয় কোনো একটি বিষয় বা ইস্যুতে প্রাপ্ত সমস্ত ঘটনা, মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গিকে যৌক্তিক পরম্পরায় উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠককে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা ইস্যু সম্পর্কে একটি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত দেওয়ার উদ্দেশ্যে। সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা ইস্যু, যেগুলো সম্পর্কে সাদামাটা প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও পাঠক সেগুলোর মর্মার্থ

www.pathagar.com

যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না বলে আশঙ্কা করা হয় সে রকম ইস্যু বা ঘটনা হয় ব্যাখ্যামূলক সংবাদের বিষয়। অর্থাৎ কোনো একটি ঘটে যাওয়া কাণ্ড বা ঘটমান কোনো কিছুকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করতে হয় ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন। উল্লেখ্য, এমন কোনো কিছু এ প্রতিবেদনে খুঁজে বের করা হয় না যে, কিংবা যা সম্পর্কে মানুষ একেবারেই জানেন না। বরং এমন বিষয় নিয়েই তৈরি হয় ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন, যা মানুষের প্রাত্যহিক আলোচ্যসূচির অন্তর্গত অথবা যে ইস্যু বা বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য মানুষ এরই মধ্যেই বেশ উদগ্রীব হয়ে আছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এ ধারার সাংবাদিকতার বিকাশ। হঠাৎ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মার্কিন লোকসাধারণ হতভম্ব হয়ে যায়, তারা তাদের তথ্য যোগানোর দায়িত্বে নিয়োজিত বার্তালোকের ওপর আস্থা হারাতে শুরু করে। অথচ পত্রিকাগুলো উপলব্ধি করে যে, বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে যাওয়ার ব্যাপারটি তারা অনুমান করতে পেরেছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হচ্ছে এমন একটি প্রতিবেদনও তারা করতে পারেনি শুধু এ কারণে যে, এমন কোনো ঘটনা তখনও ঘটেনি বা কেউ এমন কোনো হুমকি দেয়নি। পরবর্তীকালে তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, তারা যদি তখনকার ঘটনাগুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরে ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করতে পারত তাহলে পাঠক নিজেই বুঝে নিতে সক্ষম হতো যে যুদ্ধ আসন্ন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে পাঠক আবার অসন্তুষ্ট ও অসহায় বোধ করতে শুরু করে। কারণ, সংবাদপত্রে ছাপা হওয়া ছাড়া ছাড়া টুকরো টুকরো খবরগুলো থেকে তারা যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি কিংবা ভবিষ্যৎ পরিণতি কিছুই অনুমান করতে পারছিল না। পাঠকের এই চাহিদা সাংবাদিকদের উৎসাহিত করে বিভিন্ন যুদ্ধ-ঘটনার কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পাঠকদের একটি পরিষ্কার পরিপ্রেক্ষিত দিতে।

১৯৩০ পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক মন্দা দেখা দেয়। ইউরোপে শিল্প-উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়, যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারে ধস নামে, বেকারত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত নিচে নেমে আসতে থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনৈতিক অবকাঠামো একেবারে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। কিন্তু এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে তার যেমন কোনো আভাস-ইঙ্গিত সংবাদপত্রে ছিল না, তেমনি ঘটনা ঘটতে থাকলেও এমন বিপর্যয় কেন ঘটছে তার ব্যাখ্যা ছিল অনুপস্থিত। অথচ পাঠকের প্রত্যাশা ছিল সংবাদপত্রের কাছে যে, সংবাদপত্র সব ঘটন-অঘটন সম্পর্কে তাদের জানাবে। পাঠকের এই চাহিদা যখন পত্রিকাগুলো অনুমান করতে পারল তখন মুনাফার দিকটি বিবেচনায় নিয়ে তারা শুরু করল যোগ্য প্রতিবেদকদের দিয়ে অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

পরিস্থিতিগুলো ব্যাখ্যা করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের যে আনুষ্ঠানিক অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল বিশ্ব-বাণিজ্য-মন্দা তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিল। সংবাদপত্রগুলো এরপর থেকে সব রকম ইস্যু এবং ঘটনাকেই ব্যাখ্যাসহ পাঠকের কাছে তুলে ধরার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো।

ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের একটি সহজ ও কার্যকর সংজ্ঞা দিয়েছেন *নিউ ইয়র্ক টাইমসের* 'সানডে এডিটর', লেস্টার মারকেল; তিনি বলছেন :

> Interpretation, as I see it, is the deeper sense of the news. It places a particular event in the larger flow of events. It is the color, the atmosphere, the human element that give meaning to a fact. It is, in short, setting, sequence, and, above all, significance. [২]

ম্যাগ ডোগ্যালস, তার 'ইনটারপ্রিটেটিভ রিপোর্টিং' বইতে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন প্রসঙ্গে বলছেন :

> This means that to become more than a humdrum journeyman the future reporter must prepare himself to help meet the increasing need and demand for 'subsurface' or 'depth' reporting, to 'take the reader behind the scenes of the day's action,' 'relate the news to the reader's own framework and experience,' 'make sense out of the facts,' 'put factual news in perspective,' 'put meaning into the news,' 'point up the significance of current events,' and so on, to use the expressions of various authorities. [৩]

তাহলে, দাঁড়াল এই, ঘটনার সর্বশেষ উন্নতিসহকারে সাদামাটা সংবাদ দিয়ে শুরু করে ঘটনার কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা এবং সবশেষে ঘটনার তাৎপর্য উপস্থাপন কিংবা ঘটনার সর্বশেষ উন্নতিসহকারে সাদামাটা সংবাদ দিয়ে শুরু করে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা প্রবাহের যোগসূত্র ও তাৎপর্য তুলে ধরা– এই নিয়েই একটি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন।

কোনো একটি ঘটনার পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে পাঠক যেন পরিষ্কার ধারণা পান এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে প্রতিবেদক প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু

---

[২] MacDougall, D Curtis, 1977 Interpretative Reporting (Second Edition), Macmillan Publishing, London. পৃষ্ঠা ১৬৪।

[৩] MacDougall, D Curtis, 1977 Interpretative Reporting (Second Edition), Macmillan Publishing, London. পৃষ্ঠা ১৬১।

www.pathagar.com

পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। এই তুলে ধরার কাজটির মধ্যেই এমন এক মুন্সিয়ানা থাকে, যাতে করে পাঠক তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার জগতের সাথে প্রতিবেদনকে সহজেই মিলিয়ে নিতে পারেন। পাঠক নিজেই নির্মাণ করতে পারেন ঘটনার একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি এবং অনুমান করতে পারেন ঘটনার পরবর্তী গতি-প্রকৃতি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন নির্মাণ প্রচলিত বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার অন্তর্গত। এটি নতুন কোনো সাংবাদিকতার স্কুল নয়, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার নিয়ম-কানুন-আদর্শ ও শর্তসমূহ পূরণ করেই ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন নির্মাণ করতে হয়। ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের নিজের কোনো মতামত যেমন ঢুকিয়ে দেওয়ার সুযোগ থাকে না, তেমনি থাকে না তথ্যের পর্যাপ্ত সমর্থন ছাড়া কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা।

বর্তমান জটিল বিশ্বের নানান জটিল বিষয়, ইস্যু আর ঘটনাকে মানুষের সামনে বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা থেকেই প্রচলিত সাংবাদিকতার অনুসারীরাই এ ধরনের প্রতিবেদনের আশ্রয় নিয়েছেন। বস্তুনিষ্ঠতাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে এমন কোনো কিছুকে তাই তারা ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতায় প্রশ্রয় দেন না বা দিতে চান না। পাঠকের সামনে আপাত বিচ্ছিন্ন আন্তঃসম্পর্কযুক্ত ঘটনাগুলো একসাথে তুলে ধরার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি ইঙ্গিত দেওয়ার চেয়ে অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব তারা স্বজ্ঞানেই অস্বীকার করেন।

www.pathagar.com

সাংবাদিকতার রকমফের

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার দর্শন হচ্ছে : বিভিন্ন বিষয় বা ইস্যুকে বিভিন্ন জন দেখতে পারেন বিভিন্নভাবে এবং এই স্বাভাবিক বৈচিত্র্যই জন্ম দেয় বিভ্রান্তির। বিভ্রান্তি এড়াতে সাংবাদিকদের কাজ হবে কোনো বিষয় বা ইস্যুকে তার নিজের মতো করে না দেখে মোহমুক্তভাবে, নিজস্ব মূল্যবোধ নিষ্কাশিত করে, নিরাবেগভাবে দেখা এবং এই দেখাকেই তার প্রতিবেদনে তুলে আনা– এর বেশি বা কম কিছু না। ১৯২০-এর দশকে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার এই প্রস্তাবনা সাংবাদিকতাকে একটি পেশাদারি ভিত্তি দিয়ে দেয়, সাথে বৃদ্ধি পায় সংবাদের গ্রহণযোগ্যতা।

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটেছিল সাংবাদিকতার ইতিহাস বিকাশের অংশ হিসেবেই। পশ্চিম ইউরোপ আর যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকতার ইতিহাসের শুরুর দিকে সংবাদপত্রগুলো ছিল 'নিউজ পেপার' ধরনের, সংবাদের চেয়ে মতামতের প্রাধান্য ছিল অত্যন্ত বেশি। আঠার শতকের শুরু থেকেই মুনাফা বৃদ্ধির আগ্রহে সংবাদপত্র মালিকেরা ক্রমাগত বেশি পরিমাণে চাঞ্চল্যকর সংবাদ ছাপতে শুরু করে। চাঞ্চল্যকর সংবাদের ওপর ভিত্তি করে সত্যি সত্যিই বাড়তে থাকে সংবাদপত্রগুলোর প্রচার সংখ্যা। এর ফলে আবার কমে যেতে থাকে সংবাদপত্রে মতামতের প্রাধান্য। অন্যদিকে, সমসাময়িক সময়ে ইউরোপ আর যুক্তরাষ্ট্রে গণশিক্ষার প্রসারের ফলে ভোটের অধিকার পাওয়া রাষ্ট্রজনদের রাজনীতিতে আগ্রহও বাড়তে থাকে ক্রমাগত। রাষ্ট্রজনরা রাজনীতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও উৎসাহী হয়ে উঠতে থাকে। রাষ্ট্রজন অর্থাৎ ক্রেতার চাহিদার প্রতি সাড়া দিয়ে সংবাদপত্রেও ক্রমশ বাড়তে থাকে রাজনীতির খবরাখবর। সব দেখে-শুনে বিজ্ঞাপনদাতারা প্রচারের নতুন বাহন সংবাদপত্র শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে থাকল। সংবাদপত্রগুলো নিজেদেরকে রাষ্ট্রজনদের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করার চিন্তা মাথায় রেখে রাষ্ট্রজনদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের নির্মাণ করতে শুরু করল। আস্তে আস্তে সংবাদপত্রে মতামতের চেয়ে খবর বেশি ছাপা শুরু হলো।

www.pathagar.com

একপর্যায়ে সব ধরনের পাঠককে আকৃষ্ট করতে এবং সব ধরনের পাঠককে দীর্ঘদিন ধরে রাখতে সংবাদপত্র আশ্রয় করল বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার ধারণা। ১৮৪৮ সালে 'এপি' ও ১৯৫১ সালে 'রয়টার' সংবাদ সংস্থার জন্মের মধ্য দিয়ে এরপর যখন সংবাদপত্রে এলো কর্পোরেট যুগ, তখন সব ধরনের পাঠকের কাছে সংবাদকে গ্রহণযোগ্য করার ঐকান্তিক আগ্রহ থেকে ওয়্যার হাউসগুলো সংবাদকে সমসদৃশ করে পাঠানো শুরু করল তাদের বিশাল বিস্তৃত বাজারের সব ধরনের পাঠকের উদ্দেশে। মুনাফা, অধিক পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা, মালিক-সম্পাদক-সাংবাদিক সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য করে তুলল বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার চর্চাকে। প্রতিবেদকরা নিজেদেরকে বা নিজস্ব বিচার-বিবেচনাকে একেবারে দূরে রেখে শুরু করলেন বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার চর্চা।

হলুদ সাংবাদিকতা বা ইয়েলো জার্নালিজম

পপুলার সাংবাদিকতার নিন্দনীয় রূপটিকে বলে হলুদ সাংবাদিকতা। এ ধারার সাংবাদিকতার নামকরণ কিন্তু সাংবাদিকতার কোনো 'স্কুল অব থট' করেনি, পাঠক বা লোকসাধারণ চিহ্নিত করেছেন সাংবাদিকতার এই নিন্দনীয় রূপটিকে। সাংবাদিকতার মাধ্যমে অকারণ চমক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অবাস্তব, ভিত্তিহীন, চটকদার, চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশের চর্চাকেই পাঠক নাম দিয়েছেন হলুদ সাংবাদিকতা বা *ইয়েলো জার্নালিজম*।

যুক্তরাষ্ট্রে পপুলার সাংবাদিকতার শুরুর দিকে অর্থাৎ আঠার শতকে যোশেফ পুলিৎজার আর র‍্যাডলফ হার্স্ট– এই দুইজন একে অন্যের সাথে রেষারেষি করে সাংবাদিকতার জগতে যে চাঞ্চল্য আমদানি করেছিলেন সেখান থেকেই হলুদ সাংবাদিকতার শুরু।

১৮৬৪ সালে হাঙ্গেরি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসা পুলিৎজার ১৮৮৩ সালে *নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড* পত্রিকাটি কিনে নেন। পনের হাজার সার্কুলেশনের পত্রিকাটি কিনে পুলিৎজার তার প্রচার বাড়ানোর প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে বলেন– চাঞ্চল্য, গালগল্প, কেলেঙ্কারি ইত্যাদির ওপর বেশি গুরুত্ব দেবে *নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড*। সত্যি সত্যিই *নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ডের* সংবাদের উপজীব্য হলো চাঞ্চল্যকর সব সংবাদ এবং তিন বছরের মাথায় তার প্রচার সংখ্যা দাঁড়াল আড়াই লাখ।

উইলিয়াম হার্স্ট একই সময় *মর্নিং জার্নাল* কিনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন পুলিৎজারের সামনে। তিনি *নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ডকে* অনুসরণ করলেন প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমনকি *নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ডের* যে স্ট্রিপ কার্টুন সেটিও হুবহু অনুকরণ করে ছাপা শুরু করলেন। এই কার্টুনের নাম ছিল 'ইয়োলো কিড', এই 'ইয়োলো

www.pathagar.com

কিড'-কে স্মরণে রেখেই পুলিৎজার-হার্স্ট যে সাংবাদিকতার চর্চা করেছেন লোকসাধারণ তার নাম দিয়েছে 'ইয়োলো জার্নালিজম।'

হার্স্ট আর পুলিৎজারের মধ্যে নোংরা সাংবাদিকতা চর্চার প্রতিযোগিতা এমন হীন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, তাদের ভাড়াটে গুন্ডারা একে অন্যের নিউজ এজেন্টদের খতম করে বেড়াত। একবার এক পাঠক *মর্নিং জার্নাল* না পড়ে অন্য এক সংবাদপত্র পড়ছিলেন। তার ঐ অপরাধে, হার্স্টের ভাড়াটে গুন্ডারা ঐ সংবাদপত্র পাঠরত অবস্থাতেই তাকে খুন করে। চাঞ্চল্যকর সাংবাদিকতার এই হচ্ছে চরম রূপ।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা

চাঞ্চল্য, উত্তেজনা, অপরাধ, যৌনতা– এই সব 'খুব অকিঞ্চিৎকর' বিষয় নিয়েই প্রচলিত সাংবাদিকতার ধারণাটি পরিপুষ্ট। পাঠক 'খাবে' এমন সব কিছুই এই ধারার সাংবাদিকদের কাছে রিপোর্টিংয়ের বিষয়। ইউরোপ-আমেরিকার সাংবাদিকতা এসব বিষয়েই বেশি নিবেদিত। একই রকমের সাংবাদিকতা ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর পিছিয়ে পড়া দরিদ্র দেশগুলোতেও। তৃতীয় বিশ্বের এই দেশগুলোতে শিল্পের বিকাশ হয়নি, রাজনীতি হয়নি রাষ্ট্রজনের স্বার্থের অনুকূল, এদের সমস্যাগুলোও উন্নত বিশ্ব থেকে ভিন্ন আর সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলোও তাদের থেকে পৃথক। কিন্তু এই উন্নয়নকামী গরিব দেশগুলো যে সাংবাদিকতার চর্চা শুরু করছে সেটি একেবারে পশ্চিমাদের চটকদার-রোমাঞ্চকর সাংবাদিকতার অনুকরণ। যে সাংবাদিকতার টিকে থাকার অন্যতম বাহন মানুষের ক্ষণিকের আবেগ, অনুভূতি আর উত্তেজনা সে সাংবাদিকতাকেই এই দেশগুলো জেনেছে সাংবাদিকতার প্রধান ধারা হিসেবে। এই প্রেক্ষাপটটি মাথায় রেখেই উন্নয়ন সাংবাদিকতার জন্ম।

ফিলিপাইনে এক আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় ১৯৬৭ সালে প্রথম ব্যবহৃত হয় 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা' বা 'ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম' টার্মটি। ১৯৬৭ সালে 'প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়া' গঠিত হলে তাদের উদ্যোগে উন্নয়ন সাংবাদিকতা টার্মটি ব্যাপক প্রচার পেতে শুরু করে। উন্নয়ন সাংবাদিকতার মূল কথা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়াবলিসংক্রান্ত রিপোর্টিংয়ের প্রধান লক্ষ্য হবে গঠনমূলক অর্থাৎ জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সেটি রাখবে ইতিবাচক ভূমিকা। প্রাত্যহিক ঘটনাবলির বিবরণ প্রদান করা এ ধারার সাংবাদিকদের প্রধান লক্ষ্য হবে না, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দীর্ঘমেয়াদি বিষয়গুলোই হবে উন্নয়ন সাংবাদিকতার প্রধান উপজীব্য। উন্নয়ন সাংবাদিকতার চর্চাকারীরা মনে করেন, পশ্চিমা ধাঁচের সাংবাদিকতা এসব দেশে অচল এবং সেসব অনুকরণ করার চেষ্টা করাও অসঙ্গত।

www.pathagar.com

উন্নয়ন সাংবাদিকতার ধারণাটি ১৯৬৭ সাল এবং তৎপরবর্তী উন্নয়নের ধারণার সাথে পরিবর্তিত হলেও মোটামুটি এইটিই বলতে চেয়েছে যে, দরিদ্র দেশগুলোতে জনগণের 'জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য' যে সমস্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় সেসবের বাস্তবায়ন-পূর্ব, বাস্তবায়নকালীন এবং বাস্তবায়ন-পরবর্তী প্রসঙ্গসমূহে প্রতিবেদন নির্মাণ, গঠনমূলক সমালোচনা এবং কার্যকর বিকল্পসমূহ প্রকাশ করাই হচ্ছে উন্নয়ন সাংবাদিকতা।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার পেছনে যে দর্শন কাজ করেছে তা অনেকটাই সমগ্রতাবাদী (টোটালিটারিয়ান) বা সোভিয়েত প্রেসতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। জনগণের কল্যাণের জন্য জনগণের অর্থ ব্যয়ে যে প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে বা হচ্ছে, তার প্রকৃত প্রয়োজন, বাস্তবায়নযোগ্যতা, অর্থনৈতিক লাভালাভ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল ইত্যাদি তুলে ধরা; বাস্তবায়ন পর্যায়ে মূল প্রস্তাবনার সাথে কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, পরিকল্পনা ও বাস্তব কর্মকাণ্ডের পার্থক্য, সরকারি কর্মকর্তাদের দাবি এবং প্রকল্পের বাস্তব উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন নির্মাণই হচ্ছে উন্নয়ন সাংবাদিকতা।

ষাট ও সত্তর দশকে উন্নয়নশীল বিশ্বে এবং বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল এমন দেশগুলোয়, উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে তার প্রকৃত অবস্থান থেকে সরিয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের স্বার্থে ব্যবহারের প্রচেষ্টা শুরু হয়। এইসব দেশের তথাকথিত প্রজাহিতৈষী স্বৈরশাসকরা উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে 'বাপুরাম সাপুড়ের সাপে' পরিণত করে শুধু সরকারের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়। এর মাধ্যমে তারা জনগণের সামনে উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরার জন্য শুধুই নির্বাচিত সংবাদ প্রচারের প্রচেষ্টা চালায় এবং উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে প্রচারণা বা প্রপাগান্ডা'র পর্যায়ে নামিয়ে আনে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

সাংবাদিকতার সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারাটির নাম অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। যুক্তরাষ্ট্রে এই ধারার সাংবাদিকতার প্রসার সবচেয়ে বেশি, তবে বিশ্বজুড়েই আছে এই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার অনুসিদ্ধান্তগুলোকে চ্যালেঞ্জ করার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার যাত্রা। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার আদর্শ অনুসরণ করতে হলে কোনো একটি ঘটনায় জড়িত সব পক্ষের বক্তব্য দিয়ে দিতে হয়। ফলে যার বা যাদের যোগাযোগ ভালো বা সামর্থ্য আছে তাদের বক্তব্য জোরালোভাবে স্থান পেয়ে যায় প্রতিবেদনে। জনসংযোগ কর্মীদের কল্যাণে সাজানো-গোছানো বক্তব্য

www.pathagar.com

বার্তালোকের কাছে তুলে সত্য আড়াল করার সুযোগ থাকে অপকর্মকারী ক্ষমতাবানদের। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার আদর্শ, ক্ষমতাধরদের একটি ধোঁয়াটে পর্দা তৈরি করতে সাহায্য করে, যার ফলে সাধারণ পাঠক ঘটনা থেকে কোনো অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়। এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার লক্ষ্য নিয়েই জন্ম নেয় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বাহন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। কোনো প্রতিবেদনকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের গোত্রভুক্ত করার ক্ষেত্রে- কোন তাৎপর্যমণ্ডিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, কত বেশি অনুসন্ধান চালানো হলো সেটিই বিবেচ্য। ঘটনাস্থল পরিদর্শন, সাদা চোখে দেখা বা নিজ কানে শোনা নয়, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মূল এবং একমাত্র হাতিয়ার- একান্ত অনুসন্ধান। অন্য কথায়, অনুসন্ধানযোগ্য বিষয়ে পর্যাপ্ত অনুসন্ধান সম্পন্ন করে তবেই নির্মাণ করা হয় অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। অন্যান্য প্রতিবেদনের সাথে এ গোত্রের প্রতিবেদনের পার্থক্যটি যে বিষয় বা ইস্যুতে রিপোর্ট করা হচ্ছে তার ধরন এবং সম্পন্ন মৌলিক কাজের পরিমাণ ও গুণের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

অনেকে বলেন, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ঘুষ, সরকারি কর্মচারীদের অসাধুতা, প্রতারণা কিংবা সরকারি অফিস-আদালতের অদক্ষতা ইত্যাদি উন্মোচনের সাথে খুব বেশিভাবে সম্পর্কিত। যে বীজ থেকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের অঙ্কুরোদগম তাকে সাধারণভাবে শনাক্ত করা দুরূহ এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এর বীজটি অবশ্যই থাকবে লোকচক্ষুর অন্তরালে লীন। প্রারম্ভিক পূর্বানুমানটি হয়তো উপরিতলের ননী-চিনির দিশাই দেবে কিন্তু কান দুটিকে তখনই খাড়া করতে হবে যখন বিচক্ষণ চোখ বুঝতে পারবে এর সত্য রূপটি পঙ্কিল কিংবা পুঁজ মেশানো লাল, আর তখনই শুরু হবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার।

একজন সিটি কমিশনার নতুন গাড়ি কিনেছেন- এটি নিশ্চয়ই কোনো খবর নয় কিন্তু মাত্র ক'দিন আগে নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণের টেন্ডার জেতা লোকটির পক্ষে সমর্থন দেওয়ার পর পরই যদি কোনো কমিশনার গাড়ি কেনেন তাহলে বিষয়টি ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখা যেতে পারে। যদি কিছু পাওয়া যায় তবে ঐটিই একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের শুরু।

বহু দিন অনুসন্ধানী রিপোর্টিং করেছেন, রাজনৈতিক প্রতিবেদক হিসেবেও কাজ করেছেন এমন একজন সম্পাদকের মতে, অনুসন্ধানী আর রুটিন রিপোর্টিংয়ের মধ্যে একমাত্র পার্থক্যটি এ দু'প্রজাতির প্রতিবেদনের প্রগাঢ়তার ব্যবধানের মধ্যেই নিহিত আছে। তিনি বলছেন, অনেকটা এভাবে : সব সুপ্রতিবেদনে, জোগাড় করা সম্ভব এমন সব তথ্য প্রতিবেদক হাজির করবেন বা

www.pathagar.com

অর্থবোধক সব কিছুই বলবেন। কিন্তু আমাদের মাথায় যে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই তার মানে হচ্ছে; এর তথ্যগুলো সব টেবিলে সাজানো থাকবে না, চাওয়ামাত্রই তৈরি তথ্য পাওয়া যাবে না। অনেক রকম প্রতিবন্ধকতা থাকবে তথ্য প্রাপ্তির পথে পথে। পুরো কাজটিই হবে নিরন্তর খোঁড়াখুঁড়ির, অনুসন্ধানের।

আরেকজন প্রতিবেদক-সম্পাদক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পরিচয় প্রসঙ্গে যা বলেন তার সারকথা এরকম : প্রতিবেদককে প্রতিনিয়ত অনেক শুকনো গর্ত খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে কিন্তু বিষয়টির প্রকৃতির কারণেই প্রতিটি গর্ত থেকে সহজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিবেদক কোনো প্রতিবেদন পেতে পারেন না। যদি বিষয়টি এমন হতো যে, সমস্ত তৈরি তথ্যই টেবিলের ওপর গাদা দেওয়া আছে তাহলে প্রত্যেকেই তো একেকটা করে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারতেন, সে ক্ষেত্রে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নির্মাণ করার কোনো প্রশ্নই উঠত না। এ বক্তব্যেরই সমর্থন মেলে 'টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি রিপোর্টিং' গ্রন্থের প্রণেতা রাকার ব্রাইউই-এর বক্তব্যে, তিনি বলছেন : "Investigative Reporting means to bring to light deeds and facts that principal information sources would prefer curtained."[২] তথ্য যখন প্রকাশ্য নয়, তথ্য যখন আড়ালে আবৃত, অন্তরালে বিলীন তখনই প্রশ্ন ওঠে অনুসন্ধানের।

এম ভি চার্নলে তার 'রিপোর্টিং' বইটিতে বলেছেন– না, নতুন কোনো রিপোর্টিং কলাকৌশল অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের জন্য ব্যবহার করতে হয় না। প্রতিদিনের 'লেগ-ওয়ার্ক' থেকে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং পদ্ধতিগতভাবে নতুন কিছু নয়, বরং এটি ভিন্ন, তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির বিবেচনায় : প্রতিবেদনের শীর্ষ চূড়াটি বা খবরের ধারণাটি খুব লক্ষ্যযোগ্য না হয়ে এ ক্ষেত্রে রহস্যময়, দুর্লক্ষণীয় হতে পারে; প্রাত্যহিক তথ্য সংগ্রহের চেয়ে এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের অন্তর্গত দাবিই যেন থাকে আরও অনেক বেশি ধৈর্য, অধ্যবসায় ও কল্পনা; প্রতিবেদক প্রায়ই সম্মুখীন হন বিভিন্ন ধরনের বাধা-বিপত্তির, কখনো কখনো ব্যক্তিগত ক্লেশ পর্যন্ত পোহাতে হয় তাকে। আর এর ডেট-লাইন হতে পারে আগামীকালের বদলে আগামী যেকোনো দিন কিংবা যেকোনো মাস।[১]

একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক বলেন, 'ইনভেসটিগেটিভ রিপোর্টিং ইজ নাথিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাট গুড রিপোর্টিং' অর্থাৎ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

---

[১] মান্নান, কাজী আব্দুল, বাংলাদেশে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং : একটি সমীক্ষা। নিরীক্ষা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৪, ঢাকা, পৃষ্ঠা : ২৬।

[২] Charnley V. Mitchell, Reporting (Third Edition), 1975. Holt. Rinehart and Winston, USA, পৃষ্ঠা ৩৪০।

www.pathagar.com

সুপ্রতিবেদন ছাড়া আর অন্য কিছুই না। যে সূক্ষ্ম পার্থক্যটি আছে তা হচ্ছে, সাধারণ প্রতিবেদনের চেয়ে এখানে অনেক বেশি নথি-পত্রের সমর্থন প্রয়োজন হয়। আর এ ধরনের প্রতিবেদনের সাথে জড়িত থাকতে পারে একজন বা একটি গোষ্ঠীর জীবিকা, মান-সম্মান-প্রতিপত্তি। এ কারণে প্রতিবেদককে সতর্ক থাকতে হয় খুব বেশি, প্রতিবেদনের বিষয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কী ভয়ানক ক্ষতির কারণ যে তিনি হতে পারেন তা মাথায় রেখে তাকে হতে হয় সমূহ সাবধানী। এর জন্য প্রতিবেদক খুঁজে পেতে চান প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক সব নথি-পত্র, যদি লিখিত কিছু না মেলে, তাহলে অন্যান্য গ্রহণযোগ্য তথ্য-উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে নিতে হয় তাকে। আইনগত দিকটিও ভালোভাবে খতিয়ে দেখে তবে ছাড়তে হয় কোনো প্রতিবেদন।

'মডার্ন রিপোর্টার্স হ্যান্ড বুক'-এ অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যা বলা হয়েছে তা থেকেও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সম্পর্কে বেশ স্বচ্ছ একটি ধারণা পাওয়া যায়, সেখানে বলা হচ্ছে :

> The investigative reporter must develop a 'super' nose for news. His reporting is vertical as well as horizontal. Like a skilled surgeon, he probes deep into social conditions for causes and motivating factors, while the beat reporter or the general assignment man often is able to cover only the essential details of the news, the surface facts, special investigative reporters try to learn causes, detect trends, and interpret the facts. Investigative reporting may involve the making of a survey or the taking of a poll, and sometimes the stories fit into a campaign the newspaper is waging to get a bad condition corrected.[¤]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পরিসর শুধু অপরাধ-অপকর্ম-দুর্নীতি উন্মোচনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে এমন ধরে নেওয়া অন্যায় হবে না যে, অন্য যেকোনো ধরনের প্রতিবেদনের মতোই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নির্মিত হতে পারে যেকোনো প্রসঙ্গে, যেকোনো বিষয়ে; শুধু তার সংবাদযোগ্যতা থাকলেই চলে।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তির রেশ যে লেপ্টে আছে প্রায় সকলের বক্তব্যেই, ওপরের আলোচনায় তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু একটি বিষয়ে অবশ্য সকলেই একমত; সত্যিকারের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি

[¤] Jones, John Paul (1970), The Mondern, Reporter's Handbook, Green Wood Prss, Westport, Connecticut, পৃষ্ঠা ৩৮২

www.pathagar.com

প্রতিবেদকের একান্ত নিজস্ব আবিষ্কার হতে হবে, গোয়েন্দা পুলিশের জেরা-তল্লাশিতে জোটা প্রতিবেদন হলে চলবে না। প্রতিবেদক অন্য কারও সাহায্য নিতে পারেন কিন্তু তিনিই হবেন মধ্যমণি– যিনি নিজে কৌতূহলী হয়ে খতিয়ে দেখেছেন বিষয়গুলি। বিষয়টি এমন হতে হবে যে, তিনি যদি– সেসব উল্টে-পাল্টে না দেখতেন তবে তা থেকে যেত লোকচক্ষুর একেবারে অগোচরে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার রক্ষণশীল পণ্ডিতরা যা বলতে চান তার সারকথা হচ্ছে এই যে, কতক মানুষ কিংবা কোনো গোষ্ঠী গোপন রাখতে উদগ্রীব এমন কোনো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রতিবেদকের একান্ত অন্তর্গত তাগাদাতাড়িত, ঝুঁকিপূর্ণ অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যে গাঁথা প্রতিবেদনকেই কেবল বলা যায় অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

রক্ষণশীল ধারার অন্যতম প্রবক্তা Green-এঁর বক্তব্যে পরিষ্কার হবে তাদের অবস্থান। তিনি বলছেন :

> It is the reporting through one's own work product and initiative; matters of importance which some persons or organisations wish to keep secret. The three basic elements are that the investigation be the work of the reporter, not a report of an investigation made by some one else; that the subject of the story involves something of reasonable importance to the reader or viewer; and that others are attempting to hide these matters from the public.[○]

অপেক্ষাকৃত নরমপন্থিরা বলছেন, প্রতিদিনের রুটিন রিপোর্টিংয়ের সাথে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অন্যতম পার্থক্য নিহিত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সর্বব্যাপিতার মাত্রায়। দায়ী ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠীর দুষ্কর্ম প্রকাশ বা কেননা, এর ব্যাপ্তি এত বড় যে, বিভিন্ন বিষয়ে লেখা ভালো ভালো নিবন্ধগুলিও অভিহিত হতে পারে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নামে। জুডিথ ব্লক আর কে মিলার তাদের বইতে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনকে যেভাবে চিহ্নিত করেছেন সেটি সমর্থন করে নরমপন্থিদের অবস্থান। ব্লক ও মিলার লিখছেন :

> It is vital that the term 'Investigative reporting' be broad enough to include the concept of articles other than expose. The expose implies wrongdoing on the part of an individual or group, the existence of an evil situation for which

---

[○] Ullmann, John & Colbert, Jan (Ed.), The Reporter's Handbook an Investigator's Guide to Documents and Techniques (2nd Ed.), 1991. Investigative Reporters and Editors Inc. St. Martin's Press, New York, USA. P. VII.

www.pathagar.com

someone is to blame. Certainly investigative research is needed to compile stories on such topics, but equally arduous research may be necessary to produce stories which do not reveal immoral or illegal actions but do uncover situations which need public attention. The term "investigative reporting" must, therefore, be considered applicable to any story which 1) deals with a serious subject, 2) involves obstacles which make gathering information on the subject difficult, and 3) fully explains or explores the significance of the subject.[¤]

এটা ঠিক যে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা খুব বেশি সংখ্যায় অর্থনৈতিক দুষ্কর্ম বা বেআইনি কর্মকাণ্ডগুলোকে উদ্ঘাটিত বা উন্মোচিত করে, কিন্তু এ পরিসীমার বাইরে, জনদৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি এমন জনগুরুত্বপূর্ণ এবং/বা প্রয়োজনীয় বিষয়, প্রবণতা বা পরিস্থিতিকে কঠোর গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরার কাজটিও সে সমান দরদ দিয়ে করে।

ওপরের উদ্ধৃতি ভারাক্রান্ত আলোচনায় বিভ্রান্তি থাকলেও অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই দুর্লক্ষণীয় নয়। সেই উন্মোষিত বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে কয়েকটির সংশ্লেষণ, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের একটি সর্বসম্মত সংজ্ঞা তৈরির পরিপ্রেক্ষিতে নির্মাণের পথে এগুতে সহায়ক হবে– এই বিবেচনায় অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এ পর্যায়ে সংযুক্ত হলো :

১. অনুসন্ধানের বিষয়টি ব্যাপক পাঠক দর্শকের কাছে যুক্তিযুক্ত কারণে গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যবহ ও কৌতূহলোদ্দীপক হতে হবে।

২. অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মোক্ষম অংশটুকু মূলত প্রতিবেদকের নিজের করা হতে হবে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের বিষয়টি এমন হতে হবে যে, একমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক ছাড়া লোকসাধারণের সে বিষয়ে জানার সম্ভাবনা থাকবে প্রায় শূন্য অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক উন্মোচন না করলে সত্যটি হয়তো অনুদ্ঘাটিত রয়ে যেত।

৩. প্রতিবেদকের অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের বাধা-বিপত্তি থাকবে বা থাকার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে, যা তথ্যকে করে তুলবে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্নিরীক্ষ্য আর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমকে করে ফেলবে দুঃসাধ্য, দুরূহ ও ঝুঁকিপূর্ণ।

[¤] Miller, Kay and Bolch, Judith (1978) Investigative and In-Depth Reporting, Hastings House, Publishers, New York 10016, পৃষ্ঠা ৩।

www.pathagar.com

৪. প্রতিবেদনটিতে অনুসন্ধানের বিষয়টির তাৎপর্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধিত ও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হতে হবে। প্রতিবেদন পাঠ শেষ করে পাঠকের মনে আর কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকবে না।

৫. প্রতিবেদককে প্রতিবেদনের পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্যে অবশ্যই পৌঁছুতে হবে, যদিও অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে লক্ষ্য পরিমার্জিত এবং/বা সংশোধিত হতে পারে।

৬. প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন জনচিন্তা ও চেতনায় অবশ্যই প্রভাব ফেলবে, যে বিষয়ে রিপোর্ট করা হবে সে বিষয়ে সূচনা করবে ইতিবাচক পরিবর্তন।

'Raising Hell' বইটির সূচনাংশে স্বল্প কথায় চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের বৈশিষ্ট্য; বলা হচ্ছে :

> Investigative reporting is uneconomical, prestigious, controversial, satisfying, lonely, labor-intensive, time-consuming, sometimes hazardous work. For most investigative journalists, it is a calling as well as an occupation. Though often more than a job, to be successful it has to remain less than a mission. A reporter's zeal must be directed to uncovering and documenting facts, not to getting revenge or attracting attention. But since there is a certain passion in bringing the powerful to account, investigative journalism has always had an activist tinge. Underlying the work in the belief that things are rarely as they seem, and seldom as they should be. The radicalism often associated with the reporting stems from the perpetual search for root causes of events and from a low tolerance for injustice.[৩]

তাহলে দাঁড়াল এই যে, অনুসন্ধানী রিপোর্টিং উপরিতল বা সারফেস রিপোর্টিং নয়, এর উৎস ঘটনার গভীরতম প্রদেশে। এতে প্রচলিত প্রাত্যহিক রিপোর্টিংয়ের কলাকৌশলগুলো আরও ঐকান্তিক, আরও দুর্ধর্ষ, আরও দুর্দমনীয়ভাবে প্রয়োগ করা হয়, সাধারণের চেয়ে আরও নিগূঢ়ভাবে চালানো হয় তদন্ত তল্লাশি।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের উদাহরণ দিতে গেলে যে কেউ-ই দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করবেন ওয়াটারগেইট কেলেঙ্কারির প্রসঙ্গ। ওয়াটারগেইট অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উজ্জ্বলতম উদাহরণ।

---

[৩] Weir. David and Noyes, Dan (1983), Raising Hell, Center for Investigative Reporting, পৃষ্ঠা ১।

www.pathagar.com

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আর তার সঙ্গীদের কীর্তিকলাপের বড় রকমের গুরুত্ব আছে সে দেশের লোকসাধারণের কাছে। তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রজনের যেমন জানার অধিকার আছে তেমনি আছে জানার প্রয়োজনও। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের দুজন লোক প্রতিপক্ষ ডেমোক্রেট দলের নির্বাচনী কৌশল সম্পর্কে আগাম জানার জন্য ডেমোক্রেটদের সদর দফতরে গোপনে ঢুকে রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি রেখে আসার চেষ্টা করছিলেন। সন্দেহভাজন ওই দুজন সে সময় ধরা পড়লে মনে করা হয়েছিল তারা হয়তো সিঁদেল চোর। কিন্তু কোর্টে যখন তাদের চালান দেওয়া হয় তখন জাত অনুসন্ধানী সাংবাদিক উডওয়ার্ড আর বার্নস্টাইনের খটকা লাগল এ কারণে যে, ঐ দুই সন্দেহভাজন চোরের পক্ষে নেমেছেন রিপাবলিকান দলের উকিলরা। সন্দেহ, আর সন্দেহ থেকেই অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত। অনুসন্ধান যখন শুরু হলো তখন বিপদ আঁচ করলেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তার সহকর্মীরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ওয়াটারগেইটসংক্রান্ত তথ্য লুকোতে চাইলেন। বিভিন্নভাবে তথ্য লুকানোর চেষ্টা চালানোর পরও তাদের সব অপতৎপরতাকে বিনষ্ট করে দিয়ে সিঁদেল চুরির পেছনের ঘটনা, তার সাথে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সংশ্লিষ্টতা, পরবর্তীকালে সব কিছু গোপন রাখার চেষ্টা ইত্যাদি তথ্যসমূহ বের করে আনলেন উডওয়ার্ড আর বার্নস্টেইন। একান্ত নিজস্ব প্রচেষ্টায়, নিজেদের অন্তর্গত তাগিদে; সামান্য এক সিঁদেল চুরির ঘটনাকে অনুসরণ করে তারা সৃষ্টি করলেন অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের চিরকালীন উদাহরণ।

এবার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের খুব কাছাকাছি অথচ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নয় এমন একটি সুপ্রতিবেদন প্রসঙ্গে দু'কথা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সদর দফতর পেন্টাগন-এর নথি থেকে তথ্য নিয়ে তৈরি একটি প্রশংসিত প্রতিবেদনকে অনেকে প্রায়ই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের গোত্রভুক্ত করে ফেলেন, সঙ্গত কারণেই সৃষ্টি হয় সংশয়, বিভ্রান্তির। পেন্টাগন নথিগুলো প্রকাশ করে *নিউ ইয়র্ক টাইমস*, *ওয়াশিংটন পোস্ট* বা *বোস্টন গ্লোব* পত্রিকাগুলো জরুরি ও দরকারি লোকসেবা দিয়েছিল সত্য, তাদের ঐ প্রকাশনা জনগুরুত্বপূর্ণও ছিল, মার্কিন সরকার নথিপত্রগুলো গোপন রাখার চেষ্টায় অনেক প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করেছিল, নথিগুলো প্রকাশনায় বাধা দেওয়ার জন্য কোর্টেও গিয়েছিল কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও ঐটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নয়। কারণ, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ছিল ওতে অনুপস্থিত। 'পেন্টাগন পেপার' তৈরি করেছিল পেন্টাগন কর্তৃপক্ষ, প্রেস বা সংবাদপত্রের কোনোই ভূমিকা নেই সেসব নথিপত্র তৈরিতে বা সেসব তথ্যানুসন্ধানে। নথিপত্রগুলো সংবাদপত্র পেয়েছিল সাবেক একজন সরকারি কর্মকর্তার মাধ্যমে যিনি ঐ নথিপত্রগুলো প্রকাশ করার ঔচিত্য বোধ থেকে তাড়িত হয়েছিলেন। অনুসন্ধান কর্মটি প্রতিবেদক Neil Sheehum-

www.pathagar.com

এর নিজের পরিচালিত নয়। আর শুধু এই উপাদানটির অনুপস্থিতির কারণেই সেটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলে চিহ্নিত হয়নি। যদিও একটি সুপ্রতিবেদনের প্রশংসাসহ পুলিৎজার পুরস্কার Neil Sheeham ঠিকই জিতে নিয়েছেন। ঠিক এই কারণে জুলিয়ান অ্যাসেঞ্জ বা এডওয়ার্ড স্নোডেনকেও অনুসন্ধানী সাংবাদিক বলার সুযোগ নেই।

কিছু কিছু প্রতিবেদনে মাঝে মাঝেই বিভ্রান্তিকর সূচনা থাকে। এই সূচনাগুলো খুব আকর্ষণীয় ধরনের হয়। এগুলো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ঢঙে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত তা আর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন থাকে না। প্রতিবেদকরা কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এ কাজ করতে পারেন আবার কখনো কখনো কোনো কোনো প্রতিবেদনের সে ভাগ্য থাকে পূর্ব-নির্ধারিত। শুরুতে হয়তো প্রতিবেদকের মনে হলো, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির মতো উপাদান তার হাতে আছে কিন্তু অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ঢঙে সাজানোর পর দেখা গেল, প্রতিবেদনটি পূর্ণাঙ্গ নয়, সব প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর তাতে নেই, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সব শর্ত প্রতিবেদনটি পূরণ করতে পারছে না। এরকম হরহামেশাই ঘটে কিন্তু এমনটি ঘটলে প্রতিবেদনটি ব্যর্থ হয়ে যায় না, বিজ্ঞ পাঠক হয়তো কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হতে পারেন, অপূর্ণতা হয়তো পীড়া দিতে পারে সম্পাদককে কিন্তু তারপরও প্রতিবেদকের সার্থকতার দিকটি হচ্ছে এই যে, একটি সুপ্রতিবেদনের প্রশংসা থেকে প্রতিবেদনটি বঞ্চিত হয় না।

তাই বলে, সুপ্রতিবেদনের সার্থকতা নিয়ে প্রতিবেদকের সন্তুষ্ট থাকা হয়ে ওঠে না। কারণ, একজন ঋানু প্রতিবেদক খুব ভালো করে জানেন, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সাথে সুপ্রতিবেদনের বড় ব্যবধান রয়েছে। সব সুপ্রতিবেদন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নয় কিন্তু সব অনুসন্ধানী প্রতিবেদনই একেকটি পরিপূর্ণ, সফল ও সার্থক সুপ্রতিবেদন।

মোটাদাগে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনকে ভাগ করা হয় দু'ভাগে। এর একটি বিভাগে পড়ে দুর্নীতি, অপরাধ, অপকর্ম ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত ঘটনাসমূহের উন্মোচন, ইংরেজি ভাষায় একে বলা হয় Exposé। এই গোত্রের প্রতিবেদনগুলো অত্যন্ত নাটকীয় ধরনের। 'হাটে হাঁড়ি ভাঙা' বলতে যা বুঝায় আর কি! অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের এ গোত্রের কদর খুব বেশি। অনেক প্রতিবেদকের জীবনের লক্ষ্য থাকে একটি-দুটি Exposé-এর ঘটনা ঘটানো। অনেকেই আবার অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলতে শুধু এই গোছের প্রতিবেদনকেই বুঝে থাকেন। সুন্দরবনের প্রাণী বলতে যেমন সাধারণভাবে সব ছাপিয়ে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবিই ভেসে ওঠে, এ অনেকটা সে রকমই। কিন্তু সত্য হচ্ছে, উন্মোচন বা Exposé অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের একটি শক্তিশালী ধারা মাত্র। এর

www.pathagar.com

আর একটি বিভাগে পড়ে একেবারে নিখাদ সামাজিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনগুলো, ইংরেজিতে এই জাতের প্রতিবেদন তৈরিকে বলা হয় "Community-interest Investigative Reporting".[a] এই ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশের মধ্য দিয়ে সংবাদপত্র সমাজে তাদের টিকে থাকার যৌক্তিকতাই যে শুধু তুলে ধরে তা-ই নয়, বরং লোকসাধারণ যাতে সব কিছু জেনে-শুনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সে দায়িত্ববোধেরও পরিচয় দেয় এবং এভাবেই সমাজকে প্রাগ্রসরতার দিকে তাড়িত করে। এ বিশ্বে অনেক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নির্মিত হয় যেগুলো মোটেও দুর্নীতি ও অপরাধের সাথে সম্পর্কিত নয়। সমাজে কোনো নতুন আলোচনার সূচনা করা, নগরের উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা কিংবা কোনো সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা, পরিবেশ রক্ষা করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে অসংখ্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। তবে এ ধারার প্রতিবেদনগুলোকে উন্নয়ন সাংবাদিকতার ফসল হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ থাকে খুব বেশি। যদি মৌলিক তথ্যানুসন্ধানের মাত্রা খুব বেশি না হয়, যদি সে অনুসন্ধান কর্মে না থাকে বড় ধরনের ঝুঁকি এবং যদি ঐ অনুসন্ধান চালানো না হলে তথ্যগুলো আড়ালে থাকা অনিবার্য ছিল বলে নিশ্চিত হওয়া না যায় তাহলে কোনো প্রতিবেদন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পরিচয়বাহী হতে পারে না।

সারা বিশ্বজুড়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার যে কদর তার কারণগুলোকে কিন্তু সহজেই চিহ্নিত করা যায়। সবশেষে আমরা দেখার চেষ্টা করব অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অতিরিক্ত গুরুত্ব পাওয়ার রহস্য :

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার গুরুত্ব

১. একটি প্রতিবেদন যত বেশি 'অনুসন্ধান' করে তৈরি করা হবে, ততই বাড়বে তার নির্ভরযোগ্যতা ও আকর্ষণ। এ রকম অনুসন্ধানী প্রতিবেদন অনেক সাদামাটা প্রতিবেদনের ভিড়ে সবার নজর কাড়ে ও আগ্রহ সৃষ্টি করে।

২. যে সংবাদপত্রে যত বেশি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা হয়, সেটি ততই পাঠক আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. সরকারি ও লোকসাধারণের অর্থে ও স্বার্থে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান (এককথায় লোক প্রতিষ্ঠান)-সমূহের ব্যর্থতা, দুর্নীতি অথবা সাফল্য সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করে ইতিবাচক পরিবর্তন ত্বরান্বিত করতে

---

[a] Charnley V. Mitchell, Reporting (Third Edition), 1975 Holt. Rinehart and Winston, USA, P. 339.

www.pathagar.com

অথবা নেতিবাচক পরিবর্তন রোধ করতে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বিশেষ কার্যকর।

৪. রাজনৈতিক দল, নেতা বা গ্রুপ এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে জনসাধারণ তথা সমর্থকদের পক্ষে প্রতিক্রিয়া, ক্ষোভ বা সমর্থন প্রকাশ করা সহজ হয়।

৫. শক্তিমানদের বিরুদ্ধে লোকসাধারণের রক্ষক কিংবা আইনের 'ব্যর্থতায়' অসহায়ের আশ্রয় হতে পারে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং।

৬. স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবাদপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তার আত্মাস্বরূপ।

৭. অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বেশি করে প্রকাশ করলে সংবাদপত্রের গ্রাহক বাড়বে এবং গ্রাহক বাড়লে বিজ্ঞাপনের আয়ও বেড়ে যাবে।

৮. অনুসন্ধানী রিপোর্টিং একজন প্রতিবেদককে এনে দিতে পারে খ্যাতি, সফল্য ও সার্থকতা। পাশাপাশি বৃদ্ধি করতে পারে সেই প্রতিবেদকের 'বাজার মূল্য', সামাজিক সম্মান ও স্বীকৃতি।

৯. বস্তুনিষ্ঠতা, পক্ষপাতশূন্যতা ও পূর্ণ সত্যের প্রতি সাংবাদিকদের সহজাত আগ্রহ ও আনুগত্য একজন সাংবাদিকের পেশাগত জীবনকে করে তোলে সফল ও সার্থক। আর সাংবাদিকদের এই ভিন্নমাত্রার সাফল্য ও সার্থকতার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা অপরিহার্য।

১০. ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে 'ছাপা মাধ্যম' অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করেছে।

অ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতা

অ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতায় 'মতামত'কে কেবল সম্পাদকীয় কলামে সীমাবদ্ধ না রেখে সংবাদ প্রতিবেদনের সাথেও মিশিয়ে দেওয়া হয়। সাংবাদিকতার ইতিহাসের শুরু থেকেই সংবাদ প্রতিবেদনে মতামত ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রবণতা সংবাদকর্মীদের ছিল। অনেকেই মনে করেন, অ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতা জগতে একটি উদ্ভাবন কিন্তু একটু যারা খোঁজখবর রাখেন তারা জানেন, বিশেষত ইউরোপীয় এবং মার্কিনি সাংবাদিকতা সেই আঠার শতকের শুরু থেকেই রাজস্ব আইন পরিবর্তন, শিল্পায়ন, নগরায়নের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পন্থা নিয়ে ওকালতি শুরু করেছে।

আজকাল অন্তত দুটি কারণে সাংবাদিকতার জগতে অ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতা কথাটি পৃথকভাবে শোনা যাচ্ছে। এক. সমাজের বিদ্যমান

www.pathagar.com

সমস্যাগুলোর প্রতি প্রধান বা প্রতিষ্ঠিত মিডিয়াগুলো যথেষ্ট নজর দিচ্ছে না- এই অভিযোগ করে কিছু কিছু সামাজিক গোষ্ঠী নিজেরাই প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতে উদ্যোগী হয়েছে। আমাদের দেশে বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার শব্দসম্ভারে 'অ্যাডভোকেসি' একটি উজ্জ্বল শব্দ, যা তারা কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থানকারী প্রান্তীয়দের মুক্তি সংগ্রাম প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ব্যবহার করছে। 'অ্যাডভোকেসি' শব্দটি পুনরায় আলোচনার টেবিলে আসার দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে, ইদানীং সংবাদপত্রগুলো সংবাদ পরিবেশনায় তাদের কর্মীদের ব্যক্তিগত অভিমত চর্চার যথেষ্ট সুযোগ দিচ্ছে।

অ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতাপন্থিরা মনে করেন, তাদের পাঠক যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত নন, তাদের বিভিন্ন ইস্যুতে সচেতনতার অভাব রয়েছে। সুতরাং পাঠককে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হলে বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন নয়, পাঠককে জনমত গঠনে কাম্য-ধারায় প্রভাবিত করার মতো প্রতিবেদন দিতে হবে। সমাজের জন্য যা কল্যাণকর তার পক্ষে জনসমর্থন গড়ে তোলার হাতিয়ার হিসেবেই অ্যাডভোকেসিপন্থিরা সাংবাদিকতাকে ব্যবহার করা যথাযথ বলে মনে করেন।

বাম ও ডান উভয় ধারার প্রতিবেদকদের মধ্যেই অ্যাডভোকেট প্রতিবেদক রয়েছেন। সাধারণত এরা তাদের প্রতিবেদনে অতি বাম বা অতি ডান অবস্থান নিয়ে থাকেন এবং সঙ্গত কারণেই বস্তুনিষ্ঠতাকে আমলে না এনে কোনো একটি পক্ষের মতামত তুলে ধরাতেই তারা বেশি সচেষ্ট থাকেন। এ ধারার সাংবাদিকরা সাংবাদিকতায় 'ফেয়ারনেস' চর্চারও চেষ্টা করেন না। তারা তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে এমন তথ্যগুলোকেই কেবল গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশের চেষ্টা করেন। অ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতার চর্চাকারীদের এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে একটি অপরাধ প্রতিবেদনও তাদের হাতে পড়লে মতামত প্রধান হয়ে যায়। প্রতিবেদক এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরির সময়ও হয় পুলিশের পক্ষ নেন বা নেন আসামির পক্ষ। বিশ্বজুড়ে অ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতার চর্চা নানা মাত্রায় করা হলেও কোনো জায়গাতেই তা সাধারণ পাঠকের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

নতুন সাংবাদিকতা

বিভিন্ন ফর্মে এই চর্চা অব্যাহত থাকলেও 'নতুন সাংবাদিকতা'র সংজ্ঞা কী- এ প্রসঙ্গে 'নতুন সাংবাদিকতা' চর্চাকারী সাংবাদিকরাও একমত হতে পারেন না।

নতুন সাংবাদিকতার আছে বেশ কিছু ফর্ম, এর মধ্যে একটি হচ্ছে গল্প বলার ফর্ম। যেমন ধরা যাক, একজন ব্যক্তি খুন হলেন, আমাদের প্রচলিত প্রতিবেদন শুরুই হবে তার খুন হয়ে যাওয়ার সংবাদটি দিয়ে। কিন্তু নতুন

www.pathagar.com

সাংবাদিকতার চর্চাকারীরা শুরু করবেন একেবারে উপন্যাসের ঢঙে। হয়তো খুন হয়ে যাওয়া মহিলাটির জীবনের শুরু থেকে কিংবা তার জীবনের উজ্জ্বল একটি দিনের প্রসঙ্গ টেনে সংবাদ শুরু হবে এবং হয়তো একেবারে শেষে গিয়ে জানাবেন যে, তিনি খুন হয়েছেন।

অন্য ফর্মটি হচ্ছে, উপন্যাসের মতো করে একটি সংবাদ-পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করা। যেমন ধরা যাক, কান্দুপট্টি পতিতালয় উচ্ছেদের সংবাদ উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন প্রতিবেদক, এখানে প্রচলিত ফর্ম হচ্ছে, এক. যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের স্বনামে চিহ্নিত করে প্রতিবেদন লেখা, দুই. তাদের সংক্ষিপ্ত নামটি ব্যবহার করা যাতে তাদের চেনা না যায়, বা তিন. এইটি বলে প্রতিবেদন লেখা যে, ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে। এই রকম সংবাদ পরিবেশনে নতুন সাংবাদিকতাপন্থিরা যা করবেন তা হচ্ছে– তারা উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া সবার বা অধিকাংশের কাছ থেকে পুরোকাহিনি জেনে নেবেন এবং তারপর সবার অভিজ্ঞতা একত্রিত করে একটি কল্পিত নামে কাহিনিটি চালিয়ে দেবেন, পাঠককে তারা বলবেনও না যে প্রতিবেদনটি কীভাবে লেখা হয়েছে। এইভাবে লিখলে প্রতিবেদনকে আরও বেশি প্রাণবন্ত, আকর্ষণীয় ও হৃদয়স্পর্শী করা যায়। প্রচলিত ধারার মধ্যে থেকে এটি করা সম্ভব নয় বলে এই ধারার চর্চাকারীদের ধারণা।

অনেকদিন ধরেই সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের সাংবাদিকরা সংবাদ উপস্থাপনায় এই 'নতুন' কৌশল ব্যবহার করে আসছেন কিন্তু ইদানীং এটি 'নতুন সাংবাদিকতা' বলে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হচ্ছে। কারণ সম্ভবত এই যে, সংবাদপত্রে আগের চেয়ে এই কৌশল অনেক বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে, অনেক বেশি দক্ষতার সাথে সেগুলো লিখিত হচ্ছে এবং তার প্রভাবও অনেক বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তৃতীয় কৌশলটি অনেক আগে থেকেই সাংবাদিকতায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সেটি হচ্ছে কোনো একটি সংবাদ ঘটনায় প্রতিবেদকের নিজেরই যুক্ত হয়ে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা নিজেদের পরিচয় গোপন করে কিংবা ছদ্মবেশে প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের ভেতরে ঢুকে পড়েন, তারপর তারা সেখানে যে অবৈধ কর্মকাণ্ড চলছে, বা যে দায়িত্বে অবহেলা চলছে বা যে অনৈতিকতার চর্চা চলছে তা নিজের জবানিতে তুলে ধরেন।

নতুন সাংবাদিকতার চর্চাকারীরা আজকাল অবশ্য সংবাদ উপস্থাপন করার প্রচলিত ধারার বাইরে যেকোনো প্রচেষ্টাকে 'নতুন সাংবাদিকতা' বলে চিহ্নিত করেন। হয়তো দেখা গেল, সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাটিতে শুধুই ছবি ছাপা হয়েছে বা ছাপা হয়েছে ফ্রি-হ্যান্ড আর্ট বা পাঠকদের চিঠি-পত্রই ছাপা হয়েছে পুরো একটি পাতাজুড়ে কিংবা কোনো একটি বিষয়ে পক্ষ আর বিপক্ষীয়দের

www.pathagar.com

বক্তব্য দিয়েই সাজানো হয়েছে পুরো পত্রিকা, হয়তো বা সংবাদ বাদ দিয়ে ছাপা হচ্ছে কবিতা বা উপন্যাস– এই সমস্ত কিছুই 'নতুন সাংবাদিকতা' ধারার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

সূক্ষ্ম সাংবাদিকতা বা প্রিসিসন জার্নালিজম

গুরুত্বপূর্ণ, গরম সামাজিক ইস্যু সম্পর্কে সমাজ-বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণযোগ্য তথ্যনির্ভর সংবাদ-প্রতিবেদন তৈরির যে ধারা, সেই ধারাটিকে অভিহিত করা হয় 'প্রিসিসন জার্নালিজম' বা সূক্ষ্ম সাংবাদিকতা হিসেবে। এ ধারার সাংবাদিকতার মাধ্যমে, সমাজ-বৈজ্ঞানিক কৌশল ব্যবহার করে সংবাদের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয় আর চেষ্টা করা হয়, সামাজতন্ত্রের জটিল গঠন ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে লোকসাধারণকে একটি অন্তর্দৃষ্টি দেওয়ার।

McCombs এবং অন্যান্যরা 'প্রিসিসন জার্নালিজমে'র সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে :

> In short, what has come to be called precision journalism is the adaptation of social science observation techniques– survey, content analysis, participant observation, field experiments– to news gathering.[▫]

নির্বাচনী ফলাফল কী হবে তা অগ্রিম বলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলো বেশ আগে থেকেই বৈজ্ঞানিক-সামাজিক-জরিপের পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বিচার কর্মকাণ্ডের ওপরে বেশ কিছু রিপোর্টিং নিয়মিত হয়, যা করা হয় বিচারের রায়ের অনুলিপিগুলোর আধেয় বিশ্লেষণ করে। বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাফল্য বা কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরির আগে সমাজ-বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে তথ্যানুসন্ধান করা এখন পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোয় প্রায় নির্ধারিত কর্মকাণ্ড।

প্রতিবেদন তৈরির সময় প্রতিবেদকের মোহমুক্ত থাকা ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরির জন্য যথেষ্ট, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার এই ধারণাকে অস্বীকার করে 'প্রিসিসন জার্নালিজম'। 'প্রিসিসন জার্নালিজম' বরং মনে করে, সংবাদ-প্রতিবেদনের বিজ্ঞানসম্মত গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ-বৈজ্ঞানিক-গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রতিবেদন নির্মাণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

[▫] Kunczik. Michael, Concepts of Journalism North and South, Friedrich-Ebert-Stiftung, 1988. পৃষ্ঠা ৬৪।

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয়

সংবাদ সংগ্রহের হাতিয়ার : সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকারের প্রকারভেদ, সাক্ষাৎকার : কার্যোদ্ধারে চাই কৌশল, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর প্রস্তুতি, সাক্ষাৎকার চলাকালে সাংবাদিক, অস্বীকৃতি : সতর্ক থাকুন সর্বক্ষণ, সাক্ষাৎকার ও সাবধানতা, সাক্ষাৎকার থেকে প্রতিবেদন লেখা, সাক্ষাৎকারগ্রহীতার জন্য কিছু পরামর্শ।

সংবাদ সংগ্রহের হাতিয়ার

সাক্ষাৎকার

বক্তৃতা, সভা-সমাবেশ, ফুটবল ম্যাচ বা কোনো মামলার শুনানি– এসব নিয়ে যখন সাংবাদিক কাজ করেন তখন তার সুযোগ থাকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে ঘটনাগুলো অনুসরণ করার। তারপর সুবিধামতো পরবর্তী সময়ে নিজ চোখে দেখা, নিজ কানে শোনা তথ্য দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিতে পারেন সম্পাদনার টেবিলে। কিন্তু অধিকাংশ খবরের ক্ষেত্রে সাংবাদিক নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকেন না, থাকা সম্ভবও নয়। কারণ, সংবাদযোগ্য ঘটনাগুলোর অধিকাংশই আগে থেকে বলেকয়ে ঘটে না। সেসব অপ্রত্যাশিত ঘটনার ক্ষেত্রে সাংবাদিককে সংবাদ সংগ্রহ করতে হয় দ্বিতীয় কোনো সূত্র, যেমন প্রত্যক্ষদর্শী, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা অন্য কারও সাক্ষাৎকার নিয়ে অথবা সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি, প্রাসঙ্গিক নথিপত্র থেকে। এমনকি মাঝে মাঝে সংবাদকর্মী যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকেন তখনও বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য তাকে পুলিশ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, দমকল বাহিনী বা এরকম অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎকার নিতে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় সব ধরনের প্রতিবেদনের মাঝেই আছে সাক্ষাৎকারের অস্তিত্ব।

www.pathagar.com

সিরিয়া বা চেচনিয়ার মতো যুদ্ধাক্রান্ত এলাকায় থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেমন সাংবাদিকরা *রিপোর্ট* করেন, তেমনি যুদ্ধ ছাড়া শান্তির সময়ও তাদের কেউ কেউ মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে পরিবেশন করেন ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, দাঙ্গা, ধর্মঘট, সংঘবদ্ধ অপরাধসহ আরও অসংখ্য ধরনের সংবাদ। এসব সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের সাহস রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সাহস করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেই পাওয়া যায় সংবাদযোগ্য অধিকাংশ তথ্য। কিন্তু জীবন বা মৃত্যুর হুমকিহীন যে বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে সাংবাদিকরা প্রতিনিয়ত সংবাদ সংগ্রহ করেন সেখানে সাহসের চেয়েও বেশি দরকার হয় বুদ্ধিমত্তা আর কাণ্ডজ্ঞান– এই দুটি গুণের।

জীবনের ঝুঁকি বা মৃত্যুর হুমকিহীন ক্ষেত্রগুলো থেকে সংবাদ সংগ্রহ করার অসংখ্য উপায় থাকে। সাহস করে সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেই চলে না, বুদ্ধিমত্তা আর কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করে নবীন প্রতিবেদককে খুঁজে বের করতে হয় সম্ভাব্য বিকল্পগুলো থেকে সহজ অথচ কার্যকর উপায়টি। সংবাদ পেতে কোথায়, কখন, কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে বা কীভাবে একজন প্রতিবেদক কোনো সংবাদ পেতে পারেন এসব বিষয়ে প্রতিবেদককে হতে হয় ঐশ্বর্যবান। তার সহজাত বুদ্ধিমত্তা, কাণ্ডজ্ঞান আর অভিজ্ঞতা তাকে সাহায্য করে ঐশ্বর্যবান হতে। প্রতিবেদকদের এই ঐশ্বর্যবান হওয়ার বিষয়টি বোঝাতে প্রায়ই একটি সড়ক দুর্ঘটনার সংবাদ সংগ্রহের বিভিন্ন দিক উদাহরণ হিসেবে আলোচনা করা হয়।

ধরা যাক, একজন নবীন প্রতিবেদক তার শহরে একটি মোটর কার দুর্ঘটনার কথা শুনে ঘটনাস্থলে ছুটলেন। যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছুলেন তখন সেখানে কিছুই তার নজরে এলো না। আহত মানুষজনকে ততক্ষণে হয়তো হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে, বিধ্বস্ত গাড়িটিও সম্ভবত সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে প্রতিবেদক যদি যথেষ্ট প্রত্যুৎপন্নমতিত্বসম্পন্ন না হন তাহলে তিনি তার অফিসে টেলিফোন করে হয়তো বলবেন যে, 'হরিশপুরের দুর্ঘটনা সম্পর্কে কিচ্ছু জানার উপায় নেই'। আর উপস্থিত বুদ্ধি ভালো এমন রিপোর্টার পরিচয় দেবেন তার ঐশ্বর্যবানতার। দুর্ঘটনাস্থলের পাশের দোকানদার কিংবা রাস্তার পাশের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেষ্টা করবেন। তিনি এলাকার কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তাকে খুঁজবেন, কেননা তার কাছে আহত বা সংশ্লিষ্টদের নাম-ঠিকানা থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি। যদি এ ক্ষেত্রে তিনি সফল না হন তাহলে গাড়িটি সংশ্লিষ্ট যে থানায় বা ধারেপাশে সম্ভাব্য যে গ্যারেজগুলোয় নিয়ে যাওয়া হতে পারে সেখানে ছুটে যাবেন। এভাবে গাড়ির মালিকের নাম-ঠিকানা পেতে যদি তিনি ব্যর্থ হন তাহলে লাইসেন্স নাম্বার টুকে নিয়ে যাবেন ট্রাফিক পুলিশের দফতরে। লাইসেন্স নাম্বার ধরে খুঁজে বের করবেন গাড়ির মালিকের নাম ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার।

www.pathagar.com

কাছের হাসপাতাল বা ক্লিনিকগুলোতেও খোঁজখবর করবেন তিনি। এসবের কোনো একটি উৎস থেকে অবশ্যই বুদ্ধিমান সাংবাদিক আহত বা দুর্ঘটনায় জড়িতদের নাম-ঠিকানা পেয়ে যাবেন। ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের মধ্যে যাদের সঙ্গে তার দেখা করে কথা বলা প্রয়োজন মনে হবে তিনি তাদের সঙ্গে দেখাও করবেন। আর যদি তিনি জানতে পারেন যে, দুর্ঘটনায় পতিতদের মধ্যে একজন মারা গেছেন তাহলে অবশ্যই হাসপাতালের মর্গগুলোয় তাকে খোঁজ করতে হবে। এভাবেই কোথাও না কোথাও তিনি পেয়ে যাবেন তার কাঙ্ক্ষিত সূত্র, যার কাছ থেকে জানতে পারবেন ঘটনার বিস্তারিতসহ খুঁটিনাটি অনেক কিছু, অনেক দিক।

উপরের উদাহরণে স্পষ্টতই দেখা গেল, সাধারণ জ্ঞান আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকলে কেবল বেশ কিছু সাক্ষাৎকার নিয়েই কোনো একটি ঘটনা সম্পর্কে বিস্ত ারিত তথ্য জেনে নিতে পারেন একজন প্রতিবেদক। তারপর সেই সব তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই তিনি সাজাতে পারেন প্রতিবেদন।

একজন অভিজ্ঞ প্রতিবেদক জানেন, সম্ভাব্য কতগুলো *চ্যানেল* থেকে তিনি কোনো একটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন। যেমন, একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে শনাক্ত করা যেতে পারে তার পোশাক-আশাক, তার দাঁত এমনকি দেহের কোনো ক্ষত চিহ্ন বা অতীতের অঙ্গহানি থেকে। এই নাম্বারের যুগে জাতীয় পরিচয়পত্রের নাম্বার, গাড়ির নাম্বার, ব্যাংক হিসাব নাম্বার, টেলিফোন নাম্বার, পাসপোর্ট নাম্বার এসব থেকেও বের করা যেতে পারে ব্যক্তির পরিচয়।

অনেকদিন আগে, ঢাকায় এক যুবক খুন হয়ে পড়ে-ছিল গুপিবাগ মাঠে, তার কোমরে লাগানো পেজারে তখন টিউ টিউ শব্দ হচ্ছিল, নাম্বারটি টুকে নিয়েছিলেন সাংবাদিক। সেলুলার টেলিফোনের সে নাম্বার ধরে সাংবাদিক যোগাযোগ করেছিলেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির সঙ্গে। হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন সেই ব্যক্তি।

আত্মহত্যাকারী কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আগের দিন যারা কথা বলেছিলেন, সে সময় তাদের কাছে নেহাত সাধারণ ছিল হয়তো সেসব কথোপকথন কিন্তু ঘটনা-পরবর্তী সময়ে তারা হয়তো নতুনতর কোনো অর্থ খুঁজে পেয়েছেন সে দিনের আলাপচারিতার। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আত্মহত্যার প্রতিবেদনটিকে দিতে পারে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা, অনেকের বক্তব্য মিলিয়ে নির্মাণ করা যেতে পারে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র।

ধরা যাক, গীতল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পর ছুটে যাবেন সাংবাদিকরা, কথা বলবেন সামনের পান-বিড়ি

www.pathagar.com

দোকানদারের সঙ্গে, গীতলের কর্মচারীদের সঙ্গেও আলাপ করবেন। যে মহিলা সোনার গহনা কিনছিলেন, আতঙ্কগ্রস্ত সেই মহিলার কাছ থেকে জানতে চাইবেন ডাকাতদের দৈহিক বর্ণনা, ক্যাশিয়ারের সঙ্গে কথা বলে সেদিনের বিক্রি সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করবেন। মালিকের সঙ্গে কথা বলে জানতে চাইবেন কোন থানায় মামলা হয়েছে, তদন্তকারী কর্মকর্তাটি কে ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর প্রতিবেদক তার প্রতিষ্ঠানে ফিরে এসে লিখে ফেলবেন ডাকাতির কাহিনিটি। প্রতিবেদনটি নির্মিত হবে আসলে অসংখ্য সাক্ষাৎকারের সংমিশ্রণে।

আমাদের পরবর্তী আলোচনা এগিয়েছে সাদামাটা প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রতিবেদককে যে ধরনের সাক্ষাৎকার পরিচালনা করতে হয় তা নিয়েই। আমরা প্রতিবেদক আর সাক্ষাৎকারদাতার ব্যক্তিগত যোগাযোগকেই মূলত সাক্ষাৎকারের সংজ্ঞা হিসেবে নিয়েছি। আলোচনা আবর্তিত হয়েছে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ব্যক্তিটিকে নিয়ে। তবে তার আগে সাক্ষাৎকারের প্রকারভেদ প্রসঙ্গে আলোকপাত :

সাক্ষাৎকারের প্রকারভেদ

সাধারণভাবে সাক্ষাৎকার বললে আমরা অবশ্য বুঝি দুই পক্ষের কথোপকথন। এর এক দিকে থাকেন সাংবাদিক এবং আরেক দিকে সাক্ষাৎকারদাতা বা সাক্ষাৎকারদাতারা। তথ্য সংগ্রহ করে সাদামাটা প্রতিবেদন নির্মাণের জন্য এ ধরনের সাক্ষাৎকার একজন প্রতিবেদককে প্রায় প্রতিদিনই নিতে হয়। এই সাক্ষাৎকারগুলোকে বলে সংবাদ-সাক্ষাৎকার বা *নিউজ ইন্টারভিউ*।

কিছু কিছু প্রতিবেদন তৈরি হয় কেবল সাক্ষাৎকারকে ভিত্তি করে। এসব সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন সাক্ষাৎকারগ্রহীতা অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের ধারণা ও/বা প্রশ্ন এবং সেসবের জবাবে সাক্ষাৎকারদাতা বা দাতাদের উত্তর বা অভিমতের সংমিশ্রণ। এ ধরনের সাক্ষাৎকারকে বলে অভিমত-সাক্ষাৎকার বা *ওপিনিওন ইন্টারভিউ*। বাজেটে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে, বিরোধী দল হরতাল ডেকেছে, সরকার সপ্তাহে দু'দিন ছুটি ঘোষণা করেছে প্রভৃতি ইস্যুতে সাংবাদিকরা ছুটে যান বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে, তাদের সাক্ষাৎকার নেন। তাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় অভিমত-সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদন।

পরিচিত মানুষগুলো বা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা কোনো ইস্যুতে বা ঘটনায় কী ভাবছেন তা জানতে পাঠক ভীষণ আগ্রহী হওয়ায় ইদানীং এই সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদনগুলো খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে সংবাদপত্রে অভিমত-সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদনের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সাময়িক বা

www.pathagar.com

দৈনিক পত্রিকার বিশেষ পাতাগুলোর প্রধান আকর্ষণ তো এই সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন।

আরেক ধরনের সাক্ষাৎকার আছে যেখানে একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারকে ভিত্তি করেই নির্মিত হয় একটি প্রতিবেদন। এই সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদনকে বলে ব্যক্তিত্ব বা *পারসোনালিটি ইন্টারভিউ*। *ফিচার ইন্টারভিউ* নামেও এ ধরনের সাক্ষাৎকারকে অনেকে পৃথক করে চিহ্নিত করেন। ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার পাঠকের কাছে খুব আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। যারা খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন কিংবা কোনো কারণে যারা আর দশজন মানুষ থেকে বিশিষ্ট তাদের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা বা সাফল্য সম্পর্কে পাঠক জানতে চায়। পাঠকের এই চাহিদার কারণেই বিনোদন পাতা বা ম্যাগাজিনগুলোর প্রধান খোরাক এ ধরনের ব্যক্তিত্ব-সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন।

বড় সরকারি কর্মকর্তা বা খ্যাতিমান ব্যক্তিরা জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো মিশন শেষ করে বিদেশ থেকে ফিরে এলে অবশ্যই এমন কিছু তথ্য সমৃদ্ধ হন যেসব তথ্যে পাঠকের আগ্রহ থাকে। ভিআইপি'রা ফিরে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে চান। যদি এমন সময় কোনো সাংবাদিক তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তবে খুব সহজেই সেই সাংবাদিক একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার প্রতিবেদন নির্মাণ করতে সক্ষম হন। আর যদি ঐ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটিই সব সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিককে ডাকেন কথা বলার জন্য, তখন প্রত্যেক প্রতিবেদকই 'একই রকম তথ্য' পান। এই 'একই রকম তথ্য' থেকে একান্ত বা *এক্সক্লুসিভ স্টোরি* করা কঠিন। এরকম ক্ষেত্রে প্রতিবেদক ব্যক্তিটির পূর্বপরিচিত হলে পাঠকের জন্য অবশ্যই অতিরিক্ত কিছু আদায়ের চেষ্টা করতে পারেন। আর আগে থেকে জানাশোনা না থাকলে ভিআইপি ব্যক্তিটির ঘনিষ্ঠ কারও মাধ্যমে প্রতিবেদক তার কাছে যেতে পারেন, এতে সুবিধা হতে পারে। এমনটি অসম্ভব হলে হোটেলের লবিতে কিংবা কনফারেন্স হলের করিডোরে প্রতিবেদক তাকে ধরতে পারেন। এ সময় অতিরিক্ত বিশেষ কিছু না পাওয়া গেলেও একটি *অ্যাপয়েন্টমেন্ট* তো নিশ্চিত করা সম্ভব। এ-ই বা কম কী?

সঙ্গীতজ্ঞ, বিজ্ঞানী, লেখক, রাজনীতিবিদ বা অন্য যেকোনো ক্ষেত্রের যেসব মানুষ এরই মধ্যে তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন, কাজের ক্ষেত্র বা খ্যাতির দিকটি না জেনেই তাদের সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়া এক বিরাট অন্যায় বলে অন্তত সেই সব ভিআইপি মনে করেন। অনেক সময় এই অন্যায়ের কারণে প্রতিবেদককে অপমানিতও হতে হয়। এরকম অজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে তারা বিরক্তও বোধ করেন। আর বিস্তারিত না জেনে সাক্ষাৎকার

www.pathagar.com

নেওয়াও কঠিন। একটু খোঁজখবর করলে, পুরানো পত্র-পত্রিকা ঘাঁটলে কিংবা জীবনী গ্রন্থগুলো দেখলেই প্রতিবেদক সেই সব ব্যক্তির জীবনের নানা দিক, তাদের খ্যাতিলাভের ক্ষেত্র এবং কারণ সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানতে পারবেন। বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে জানা থাকলে সফলকাম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর না জেনে-শুনে গেলে প্রতিবেদক নিজে অপমানিত হতে পারেন, হেয় হতে পারে তার পত্রিকাও।

শুধু যে বিখ্যাত বা বড় বড় ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারই সাংবাদিকদের নিতে হয় তা নয়। যারা নির্বাচনে নেমেছেন তাদের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আগ্রহ থাকে পাঠকদের, সেসব সম্পর্কে জানানোর দায়িত্বও আছে সাংবাদিকদের। সুতরাং ঐ সব মানুষের সাক্ষাৎকারও নিতে হয়। তাদের অতীত অর্জন-বিসর্জন, বর্তমান কর্মকাণ্ড এসবের প্রতিও প্রতিবেদকদের লক্ষ রাখতে হয়। নতুন যিনি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক নিযুক্ত হলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচিত হলেন কিংবা দায়িত্ব পেলেন জেলা আওয়ামী লীগ বা বিএনপি'র তার সম্পর্কেও আগ্রহ থাকে পাঠকের। বদলি হয়ে আসা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নতুন আঞ্চলিক পরিচালকের সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত হতে চাইবেন সেই অঞ্চলের মানুষ; সুতরাং তিনিও একজন সাংবাদিকের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হতে পারেন। এই ধরনের সাক্ষাৎকার কিন্তু কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে শুধু পরিসংখ্যান বা তারিখ তুলে ধরার জন্য না। মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিটি সম্পর্কে পাঠকের হৃদয়ে একটি অনুভূতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়েই এসব সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন নির্মাণ করা হয়।

যখন ব্যক্তিস্বরূপ তুলে ধরার জন্য সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে তখন পাঠকের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সার্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়া উচিত। প্রতিবেদক এসব ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারদাতা ব্যক্তিটির মতামত বা বক্তব্যের চেয়ে তার চারপাশের বর্ণনাসহ তার পুরো ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে শব্দের উপর শব্দ সাজিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকতে চেষ্টা করেন।

নতুন যারা সাংবাদিকতায় আসে তাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে, তারা সাক্ষাৎকারের আগেই একটি প্রশ্নের তালিকা লিখে ফেলেন এবং সেই নোট দেখে দেখে প্রশ্ন করেন। বিষয়টি সাক্ষাৎকারদাতাদের অধিকাংশের কাছেই অস্বস্তিকর ঠেকে। একঘেয়ে পূর্ব-নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর দিতে তারা বিরক্ত বোধ করেন। ঝানু প্রতিবেদকরাও প্রশ্নগুলো আগেই ঠিক করে ফেলেন; তবে পার্থক্য এই যে, তারা তা লিখে না নিয়ে স্মরণে গেঁথে আনেন। নবীনদের মনে রাখতে হবে, মনে গেঁথে নেওয়া প্রশ্নগুলো অবশ্যই সাক্ষাৎকারদাতার আগ্রহের ক্ষেত্র বা কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। যেগুলো বছরের পর বছর ধরে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সে ধরনের খুব প্রাথমিক

www.pathagar.com

পর্যায়ের প্রশ্ন না করাই শ্রেয়, বরং সাক্ষাৎকারদাতা কথা বলতে পারবেন এমন নতুন কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করুন, নতুন কোনো দিক থেকে জানতে চান।

সাক্ষাৎকারদাতার কর্মক্ষেত্রের পুরো এলাকা নিয়ে প্রশ্ন করতে যাওয়া বোকামি। কারণ, একজন সাংবাদিক সাধারণত তার সাংবাদিকতা সংশ্লিষ্ট দু'একটি ক্ষেত্রের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্র সম্পর্কে খুব বেশি জানেন না (সাক্ষাৎকারদাতা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিটির সমান তো নয়ই), আর জানেন না বলেই যথাযথ প্রশ্ন করতেও পারেন না। জেনে-শুনে গেছেন এমন নির্দিষ্ট পয়েন্ট নিয়ে কথা বললে সে প্রসঙ্গে আদ্যোপান্ত কথা বলা সম্ভব হয়। কোনো একটি পয়েন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে পাঠকও হন পরিতৃপ্ত।

অভিমত-সাক্ষাৎকারের কাছাকাছি আরেক ধরনের সাক্ষাৎকার আছে, সেখানেও অনেক মানুষের অভিমত জানতে চাওয়া হতে পারে কিংবা অনেক মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের জীবন বা ভাবনা-চিন্তা নিয়ে তৈরি হতে পারে একটি প্রতিবেদন। ওই ধরনের প্রতিবেদনকে বলা হয় গোষ্ঠী-সাক্ষাৎকার বা *গ্রুপ ইন্টারভিউ*। অভিমত-সাক্ষাৎকারে 'ইস্যু' হচ্ছে কেন্দ্রীয় বিবেচনা। একটি ইস্যুতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষ কী ভাবছেন বা তাদের অভিমত কী সেটিই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে গোষ্ঠী-সাক্ষাৎকারে মুখ্য হচ্ছে গোষ্ঠী, ঐ গোষ্ঠীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা কিংবা ভাবনা-চিন্তা নিয়ে তৈরি করা হয় একটি সংবাদকাহিনি।

আরেক ধরনের সাক্ষাৎকার আছে যেখানে সাংবাদিক নিজে থেকে তথ্য জানতে যান না, সাংবাদিকদের বরং তথ্য জানানোর চেষ্টা করা হয়। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন অনুভব করেন সাংবাদিকদের তথা লোকসাধারণকে তথ্যগুলো জানানো দরকার তখন তারা নিজেরাই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই সাক্ষাৎকারকে বলে *প্রেস কনফারেন্স* বা সংবাদ সম্মেলন।

সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন মনে করে যে, তাদের সঙ্গে সাংবাদিকরা কথা বলতে চাচ্ছে বা চাইবে কিংবা যখন তারা নিজেরাই কোনো একটি ইস্যু বা ঘটনা সম্পর্কে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে নিজেদের মতামত জানানো প্রয়োজন বলে সিদ্ধান্ত নেয় তখন আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার বা সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিদের উপস্থিতি এ ক্ষেত্রে আয়োজকরা আগেই নিশ্চিত করে। প্রতিবেদকের দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদ সম্মেলন খুব একটা আকর্ষণীয় কিছু না, কারণ এখানে যা কিছু তথ্য তিনি পান তার একটিও একান্তই তার ব্যবহারের জন্য নয়।

www.pathagar.com

সংবাদ সম্মেলনের সুবিধার একটি দিক হচ্ছে, এখানে বেশকিছু মাথা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য ব্যস্ত থাকে। তাতে করে সম্ভাব্য সব প্রশ্নের উত্তর জানতে প্রতিবেদককে বেগ পেতে হয় না। সংবাদ-সম্মেলনের আয়োজকরা প্রথমে যে কারণে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে, নিজেদের যা বলার বলে ফেলে। এরপর উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে আহ্বান করে প্রশ্ন। অনেক সময় চা বিরতি দিয়ে লিখিত প্রশ্ন আহ্বান করা হয়। উত্তর পর্বের মাঝে মাঝে আবার প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে। কোনো কথা না বলে সরাসরি, নির্ধারিত প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের আগেই জমা দেওয়া প্রশ্নের উত্তরও অনেক সংবাদ সম্মেলনে দেওয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদকরা যেমন আগেই জানতে পারেন কোন বিষয়ে তারা প্রশ্ন করবেন এবং কী কী সম্পূরক প্রশ্ন তিনি করার সুযোগ পেতে পারেন, তেমনি আবার উত্তরদাতারাও আগে থেকে তৈরি করা সুরক্ষিত উত্তর দিতে পারে যাতে করে তাদের বিরুদ্ধে যায় এমন বক্তব্য এড়ানো সম্ভব হয়। যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব চলে তবে প্রতিবেদকের চাহিদামতো উত্তর মিলতেও পারে।

সংবাদ সম্মেলনে একই সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিলেও একজন দক্ষ প্রতিবেদক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে *স্টোরিতে* নবতর মাত্রা যোগ করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তাকে হতে হয় সবচেয়ে ভালো শ্রোতা এবং অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন। যদি আপনি একটি সংবাদ সম্মেলনের উপর ভিত্তি করে করা বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিবেদন মিলিয়ে দেখেন তাহলে সহজেই ব্যাপারটি বুঝতে পারবেন বলে আশা করা যায়। যেমন ধরা যাক, বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা নিয়ে আয়োজিত একটি সংবাদ সম্মেলনে একজন বিশেষজ্ঞ দেশের বন্যা সমস্যার ইতিহাস নিয়ে কথা বললেন। তিনি জানালেন, 'বন্যার সাথে বাংলার মানুষ শত যুগ ধরে অভ্যস্ত। তা সত্ত্বেও এ যুগে বন্যা মোকাবেলায় যে ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে তা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সুতরাং বন্যা নিয়ন্ত্রণ নয়, বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বন্যা হতে দিতে হবে।'

তিনি কথা বললেন বন্যা-সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন দাতা দেশের প্রস্তাব নিয়ে। জানালেন, 'জাপান চায় একের পর এক জরিপ করে পয়সা নষ্ট করতে, ফ্রান্স চায় তার দেশের মতো করে নদীর তলদেশ বাঁধাই করে দিতে। নেদারল্যান্ডের উৎসাহ শুধু বাঁধ আর বাঁধ নির্মাণে। যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দ স্ট্রাকচার আর স্ট্রাকচার।' ফ্যাপ-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে ফ্যাপ একটি মরণ-ফাঁদ। একপর্যায়ে চলে এলো ফারাক্কা

www.pathagar.com

বাঁধ এবং এর থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার কথা। জানালেন, পদ্মায় পানির এই আকাল চলতে থাকলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল পঁচিশ বছরের মধ্যেই লবণাক্ত হয়ে বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে যাবে।

এখন বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিবেদনগুলো যদি নিরীক্ষা করা যায়, দেখা যাবে প্রতিবেদকদের কেউ প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন এই দিকটির প্রতি গুরুত্বারোপ করে যে, একজন বিশেষজ্ঞ বলছেন বাংলাদেশের ইতিহাস বন্যার ইতিহাস, বন্যার সাথে বেঁচে থাকতেই আমরা অভ্যস্ত অনাদিকাল থেকে, আমাদের আছে নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা সুতরাং...। আরেকজন রিপোর্ট করতে পারেন, দাতা দেশগুলোর প্রস্তাব করা বিভিন্ন সমাধানের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলতে পারেন, যুক্তরাষ্ট্র বলছে বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণের কথা। ফ্রান্স বলছে নদীর তলদেশ পাথর দিয়ে বাঁধাই করার কথা, জাপান গুরুত্ব দিচ্ছে নদী ড্রেজিংয়ের উপরে, বাংলাদেশ পড়েছে বিপাকে ইত্যাদি। 'ফ্যাপ মরণফাঁদ'–এই দিকটির প্রতি গুরুত্বারোপ করেও কেউ প্রতিবেদনটির *ফোকাস* ফ্যাপ-এ কেন্দ্রীভূত রাখতে পারেন।

কোনো পত্রিকা হয়তো সংবাদ সম্মেলনে কথায় কথায় আসা ফারাক্কা বাঁধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গটির আলোকপাত করে প্রতিবেদন তৈরি করবে, যার শিরোনাম হয়তো হবে : ফারাক্কার প্রভাবে আগামী পঁচিশ বছরে বাংলাদেশের এক-পঞ্চমাংশ লবণাক্ত হয়ে যাবে।

হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবনার একজন সাংবাদিক সেদিন সংবাদ সম্মেলন শেষে ডেস্কে ফিরে এসে আবার কথা বলবেন ঐ বিশেষজ্ঞের সাথে এবং সে আলোচনার ভিত্তিতেই তার পরদিনের প্রতিবেদনটি তৈরি করবেন।

আবার এমন প্রতিবেদকও থাকতে পারেন যিনি নতুন কিছুই খুঁজে পাবেন না ঐ সংবাদ সম্মেলনে। *রিপোর্ট* করার নতুন কোনো প্রসঙ্গ না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাবেন সংবাদ-কক্ষে।

সংবাদ সম্মেলনভিত্তিক প্রতিবেদনকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলার আর একটি উপায় হচ্ছে, সংবাদ সম্মেলন চলাকালে মনে উদিত হওয়া অন্তত একটি বিশেষ প্রশ্ন সাক্ষাৎকারদাতাকে সবার সামনে তাৎক্ষণিকভাবে না করে বরং তার ফিরে যাওয়ার সময় তাকে লবিতে ধরা এবং প্রশ্নটির উত্তর জানতে চেষ্টা করা। এ ক্ষেত্রে বিপদের দিকটি হচ্ছে, আপনি সে সুযোগটি নাও পেতে পারেন। তবে চেষ্টার জোর থাকলে একান্ত সাক্ষাৎকারের জন্য একটি *অ্যাপয়েন্টমেন্ট* নিশ্চয়ই আদায় করা সম্ভব।

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকার : কার্যোদ্ধারে চাই কৌশল

অনেক সময় প্রতিবেদক যখন কোনো কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে পেয়েও যান দেখা যায় নানা অজুহাতে তিনি প্রশ্ন এড়িয়ে যান। প্রত্যাশিত সহযোগিতা তার কাছ থেকে পাওয়া যায় না। অসংখ্য কারণে একজন মানুষ এ আচরণ করতে পারেন। হতে পারে যে তিনি বিষয়টিতে জড়াতে চাচ্ছেন না। সাক্ষী হিসেবে কোর্টে তার ডাক পড়তে পারে, মহা ঝামেলা! সুতরাং মনে করছেন ঝামেলাপূর্ণ বিষয় থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। কিংবা কোনো বড় সরকারি কর্মকর্তা, মাস্তান বা তেমনতর কারও বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি করতে চান না তিনি। হয়তো বা বিষয়টিতে তার অজ্ঞতা সাংবাদিক বা পাঠকের কাছে ধরা পড়ুক তা চান না, কিংবা কোনো ব্যবসায় বা ব্যক্তিগত পরিকল্পনা সম্পর্কে কথা বলে সমস্যা তৈরি করা নিরাপদ মনে করেন না। কেন একজন কথা না বলে মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে দেন বা টেলিফোন রেখে দেন কিংবা চুপ করে থাকেন তার কারণ হতে পারে অনেক ও নানামুখী, কিন্তু একজন প্রতিবেদকের দায়িত্ব সব ক্ষেত্রেই একই রকম– জনস্বার্থ জড়িত আছে এমন তথ্য উদ্ধার করে রাষ্ট্রজনকে জানানো।

যেখানেই জটিলতা, তথ্য প্রাপ্তিতে বাধা, সেখানেই জাত সাংবাদিকের কর্মকাণ্ড শুরু। একজন প্রতিবেদক যদি লেগে থাকে তাহলে জয় তার হবেই। কেউ সাংবাদিককে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য যদি নিজের গতিবিধি পাল্টে ফেলে তাহলে তার পরাজয় নিশ্চিত। কারও মতামত বা বক্তব্য গ্রহণের নৈতিক অধিকার যদি সংবাদপত্রের তৈরি হয় কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন তাহলে পাঠকের কাছে তিনি মর্যাদা হারাতে বাধ্য। কারণ প্রতিবেদক এই কথাটিই লিখে দেবেন যে, 'চেষ্টা করেও আবু আলীর সাথে যোগাযোগ করা যায়নি।' তবে প্রতিবেদক অবশ্যই সাক্ষাৎকার দিতে অনিচ্ছুক, হারিয়ে যাওয়া বা লুকিয়ে থাকা ব্যক্তিটিকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক হবেন। প্রতিবেদক এমনভাবে কথাটি বলবেন যেন পাঠক বুঝে নিতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির মতামত বা সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভালোরকম চেষ্টাই করা হয়েছিল। যদি কোনো ব্যক্তি সাক্ষাৎকার দিতে রাজি থাকে কিন্তু প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখে তাহলে তার মন্তব্যের চাইতে মৌনতাই সম্ভবত পাঠকের কাছে ভালো সংবাদ। যদি কোনো প্রতিবেদক কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষাৎকারের জন্য অনুরোধ করে যথাযথ উত্তর না পান বা তিনি উত্তর না দেন তাহলে প্রতিবেদক লিখে দিতে পারেন যে, 'আবু আলী এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।' এরপরে পাঠক তার নিজের বিবেচনা মতো উপসংহার টানতে পারবেন। নিঃসন্দেহে পাঠকের সিদ্ধান্ত যাবে সাক্ষাৎকার এড়িয়ে যাওয়া ব্যক্তিটির বিপক্ষে। যেমন ধরা যাক, একটি প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে :

www.pathagar.com

> নাটোর পৌরসভার মেয়র নিচাবাজার সুপার মার্কেটের দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে তার কথিত ঘুষগ্রহণ প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।
> জেলা নাগরিক অধিকার কমিটির সভাপতি এই মর্মে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন যে, পৌরসভার মেয়র ও কমিশনাররা ঘুষের বিনিময়ে নিচাবাজার মার্কেটে দোকান বরাদ্দ দিয়েছেন। আদালত মামলা চলাকালে দোকান বরাদ্দ কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।
> জেলা দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, 'এ মুহূর্তে আমি বিষয়টি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে চাই না।'

ওপরের প্রতিবেদন পড়ে মেয়র সাহেবের কথা বলতে 'অস্বীকার' করার কারণ সম্পর্কে পাঠক নিশ্চয়ই কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন এবং সে সিদ্ধান্ত যে মেয়রের কথা না বলার ঘোষণার বিপক্ষে যাবে তা প্রায় নিশ্চিত। অন্তত পাঠক সন্দেহ করবেন 'ডালমে কুছ কালা হ্যায়'।

সাক্ষাৎকার দিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে কথা বলানোর জন্য অধিকাংশ সময়ই কাঠখড় পোড়াতে হয়। কিছু কিছু সময় প্রতিবেদক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এটি বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, তিনি যদি তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেন বা নিদেনপক্ষে তিনি যদি কথা বলেন তাহলে পরিস্থিতি আখেরে তার পক্ষেই যাবে। বরং কথা না বললেই গুজবের ডালপালা তাকে আরও জটিলতায় ফেলে দেবে।

আবার, প্রতিবেদক কখনো কখনো এইটিও অভীষ্ট ব্যক্তিকে বোঝাতে সক্ষম হতে পারেন যে, তিনি মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন যদি এই খবরটি ছাপা হয় তাহলে পুরো ব্যাপারটিকে পাঠকরা অন্যভাবে ভাবতে পারে। তার দুর্বলতা আছে বলেই তিনি কথা বলছেন না এমনও ভাবতে পারে পাঠক। এভাবে বোঝালে ব্যক্তিটি 'কথা না বলার' আগের সিদ্ধান্ত বদলে কথা বলতে পারেন বিস্তারিতভাবে।

সহজভাবে যখন সাক্ষাৎকার মেলে না তখন অধ্যবসায়ী প্রতিবেদকরা একটা কৌশল প্রায়ই ব্যবহার করেন, ঘটনা সম্পর্কে তিনি যা জানেন তাকে আরও বেশি ভয়ঙ্কর করে উপস্থাপন করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির কাছে। এতে সেই ব্যক্তি ভড়কে গিয়ে বলে ফেলেন নিরেট সত্যটুকু, যা প্রতিবেদকের বলা বানানো ঘটনা থেকে ব্যক্তিটির জন্য কম ক্ষতিকারক। আর এভাবে প্রতিবেদক পেয়ে যান অভীষ্ট ব্যক্তিটির সাধারণ স্বীকারোক্তি।

www.pathagar.com

কারও কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্য প্রতিবেদক আরেকজনকে নিতে পারেন সঙ্গী হিসেবে। পুলিশ বিভাগে অনেক সময় এ কৌশলটি ব্যবহার করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের একজন রিমান্ডে আনা ব্যক্তিটির সাথে খুব আক্রমণাত্মক মারমুখী আচরণ করে প্রশ্নের উত্তর বের করতে চান, আর অন্য আরেক জন হয়তো খুব ভালো, সহানুভূতিশীল ও সাহায্যকারীর বা হিতাকাঙ্ক্ষীর অভিনয় করে আসল ঘটনা জানার চেষ্টা করেন। এ কৌশলটি সাংবাদিকদের মাঝেও কেউ কেউ ব্যবহার করেন। যিনি ভয়ে কথা বলেন না, তিনি ভালোবাসায় কথা বলেন, ফলে দু'জনার যেকোনো একজন কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেয়েই যান।

অনেক সময় প্রতিবেদকের গোড়ার জোর যাচাইয়ের জন্য প্রতিপক্ষ ব্যক্তিটি জানতে চান কোত্থেকে বা কে তার নাম প্রতিবেদককে দিয়েছে। প্রতিবেদক এ সময় সবিনয়ে জানাতে পারেন তিনি নীতিগতভাবে তার সংবাদ-সূত্রের নাম প্রকাশ করতে অক্ষম। প্রতিবেদক তার সংবাদ-সূত্রকে রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্তিটিকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারেন। বলতে পারেন, কাউকে অযথা বিপদে ফেলা তার কাজ নয়। এতে করে প্রতিবেদকের প্রতি 'দুর্বল স্নায়ু' ব্যক্তিটির আস্থা বেড়ে যেতে পারে।

প্রতিবেদকদের মাঝে কেউ কেউ হাতে সামান্য কিছু তথ্য পেলেই একেবারে সম্ভাব্য সাক্ষাৎকারদাতার বাসায় চলে যান। তারপর এমন ভান করেন যে ঘটনা সম্পর্কে তিনি অনেক কিছুই এরই মধ্যে জেনে গেছেন, সত্যটি শুধু অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার জন্যই যেন তিনি এখানে এসেছেন। এরপর হাতে আসা দু'একটি ঘটনা বলে কথায় কথায় বের করে নিয়ে আসেন ঘটনা সম্পর্কে পুরো তথ্য।

উপরের আলোচনা পড়ে নবীন প্রতিবেদকদের মনে কৌশলগুলোর নৈতিক দিক নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। মনে রাখতে হবে, সমাজকে কিছু দিতে গিয়েই সাংবাদিকরা এমনটি করেন। নিশ্চয়ই নৈতিকতার কথাটি তাদের মাথায় থাকা উচিত এবং সাথে সাথে তাদের এ-ও জানা দরকার যে, তাদের পূর্বসূরি সাংবাদিকরা এভাবেই অনেক তথ্য উদ্ধার করে বৃহত্তর জনস্বার্থ রক্ষায় অবদান রেখেছেন। একজন মার্কিন সাংবাদিক বলেছেন, যখন আপনি আপনার নৈতিকতায় বাধে এমন কোনো কৌশল ব্যবহার করে তথ্য উদ্ধার করতে বাধ্য হবেন তখন মনে ঈশ্বর ভীতিটুকু থাকলেই চলবে। আসলে এসব ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের সততাই প্রতিবেদকের কৌশলের কালিমা মুছে দেয়।

মাঝে মাঝে এমন ঘটনা ঘটে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিটি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কোনো একটি কদর্য বিষয়ের সাথে জড়িয়ে গেছেন। সংবাদপত্রে ভুলভাবে উদ্ধৃত

www.pathagar.com

বা উপস্থাপিত হওয়ার ভয়ে হয়তো তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে চান না। (স্মরণ করা যেতে পারে ৫ জন খরিদ্দারসহ দু'জন প্রমোদবালা গ্রেফতার ইত্যাদি সংবাদের কথা।) প্রতিবেদকের ব্যক্তিত্ব এবং সৎ আন্তরিকতা এক্ষেত্রে ব্যক্তিটিকে কথা বলাতে পারে। সব কিছু নির্ভর করছে প্রতিবেদক কীভাবে এগুচ্ছেন এবং তার নিজের সেই মুহূর্তের দৃষ্টিভঙ্গি কী তার ওপর। প্রতিবেদককে বোঝাতে হবে যে ব্যক্তিটির প্রতি কোনো বিদ্বেষ তিনি পোষণ করেন না, তিনি আসলে ঘটনার একটি যথাযথ ও নিরপেক্ষ বর্ণনাই খুঁজছেন। যদি প্রতিবেদক তার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে ব্যক্তিটিকে বোঝাতে সক্ষম হন তাহলে দেখা যাবে নিজের প্রতি অন্তত একজন সহানুভূতিশীল মানুষ পেয়ে ব্যক্তিটিই প্রতিবেদকের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছেন এবং সাথে সাথে আবার হাল্কা মনে করছেন অসংখ্য মানুষের কাছে নিজেকে সঠিকভাবে প্রকাশের সুযোগ পেয়ে।

কখনো কখনো প্রতিবেদকের হাতে এমন কিছু তথ্য থাকে যে তথ্য তার কাছে থাকার কথা না বলে বিশ্বাস থাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। প্রায়ই সে সামান্য তথ্য হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য অস্ত্র। সাক্ষাৎকার চলাকালে সেই তথ্যের সতর্ক ও যথাযথ ব্যবহার সাক্ষাৎকারদাতার অতিরঞ্জিত বা মিথ্যে তথ্য দেওয়াকে অসম্ভব করে তোলে। তবে যদি যথাযথভাবে সাক্ষাৎকারদাতাকে প্রতিবেদক আয়ত্তে আনতে না পারেন তখন হয়তো তাকেই মিথ্যে কথা শুরু করতে হয়। মাঝে মাঝে প্রয়োজন হলে অবশ্যই সাংবাদিককে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে এবং একটি বক্তব্যকে আরেকটি বক্তব্য দিয়েই চ্যালেঞ্জ করতে হবে, তবে সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়া কোনো অবস্থাতেই নিরাপদ নয়।

প্রতিবেদক যখন সংবাদ সংগ্রহ করবেন, লেগে থাকবেন সাক্ষাৎকার আদায়ের জন্য তখন অবশ্যই স্মরণ রাখবেন যে, তার পেছনে একটি শক্তিশালী সংগঠন আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে প্রতিবেদকরা হুমকি-ধমকি দিতে গিয়ে সমস্যা তৈরি করেন। এতে করে তিনি নিজেই যদি অবাঞ্ছিত ঘটনার সম্মুখীন হন তাহলে চূড়ান্ত বিচারে তিনি তার সম্পাদকের দেওয়া দায়িত্ব পালনে বা তার পাঠককুলের পক্ষে দায়িত্ব পালনেই ব্যর্থ হয়েছেন বলা যায়। যদি তিনি ঠিক ঠিক জায়গায় চাপাচাপি করেন, যেখানে তার চাপাচাপি করার অধিকার আছে, সেখানে তিনি অবশ্যই ছোট হবেন না। অযথার্থ স্থানে জোর খাটালে বিপদে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাই শতকরা একশ' ভাগ। তবে যে মানুষ জীবনে সামান্য ক'দিনের জন্যও জনগণের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন তিনি জানেন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা কতটুকু এবং এ কারণেই তিনি সংবাদ প্রতিষ্ঠানকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য। তার মানে এই না যে, প্রতিবেদক তার ক্ষমতা জাহির করবেন, হুমকি দেবেন। অবশ্য পরিস্থিতি যদি সে রকম উত্তপ্ত হয়ে যায়, যদি প্রতিবেদক নিজ কর্মকে যথাযথ বিচার-বিবেচনাপ্রসূত বলেই মনে করেন তাহলে ভিন্ন কথা।

www.pathagar.com

প্রতিবেদক অবশ্যই তার সাধারণ জ্ঞান দিয়ে পরিচালিত হবেন। তিনি কখন হুমকির ভাষায় কথা বলবেন, আর কখন স্তুতি করে তথ্য বের করে আনবেন তা নির্ভর করবে ঘটনার জনগুরুত্ব ও/বা জনস্বার্থের মাত্রার ওপর।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর প্রস্তুতি

সাক্ষাৎকারদাতা যিনিই হোন না কেন প্রতিবেদককে জানতে হবে যে, তার সময় অত্যন্ত মূল্যবান। সময় ও স্থানের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত করা প্রতিবেদকের প্রাথমিক দায়িত্ব। টেলিফোনে কথা বলে বা আনুষ্ঠানিক পত্র বিনিময় করেও বৈঠকের সময় ঠিক করা যেতে পারে। নির্ধারিত সময়েই যেন তিনি সাক্ষাৎকারের স্থানে পৌঁছুতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে প্রতিবেদককেই।

সাক্ষাৎকারের আগেই সাক্ষাৎকারদাতা সম্পর্কে যত দূর সম্ভব খবরা-খবর সংগ্রহ করে জেনে নিতে হবে। পুরাতন পত্রপত্রিকা ঘেঁটে, সাক্ষাৎকারদাতার সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কারও সঙ্গে কথা বলে সাক্ষাৎকারদাতা সম্পর্কে আগেই ধারণা নিয়ে নিতে পারেন প্রতিবেদক। কোন কোন প্রশ্ন তিনি করবেন তা-ও আগে থেকে নির্ধারণ করতে পারেন এই পড়াশুনার মধ্য দিয়েই। যে বিষয়ে প্রতিবেদক কথা বলবেন সে বিষয়টি সম্পর্কে সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদন বা বই-পুস্তক তার পড়ে নেওয়া উচিত। সাক্ষাৎকারদাতার মন-মানসিকতা, অভিরুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কেও ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যদি ধারণা পাওয়া যায় তাহলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার চলাকালীন কেমনভাবে কথাবার্তা বলতে হবে, আদব-কায়দায় কতটুকু সাবধান হতে হবে তা আগেই ঠিক করে ফেলা সম্ভব হতে পারে। সংগৃহীত ধারণার উপরে ভিত্তি করে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, তার পুরো সাক্ষাৎকারটি 'রেকর্ড' করবেন, না নোটবুকে টুকে নেবেন; নাকি মানসিক নোট নেওয়াই যথাযথ হবে।

সাংবাদিকতা এমন একটি শিল্প যার কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায় কেবল মানুষের সঙ্গে কথা বলেই। অথচ সাংবাদিকদের কেউ কেউ প্রায়ই ভুলে যান যে, তারা লোকসাধারণের সঙ্গে কাজ করেন। লোককর্মী বলে লোকসাধারণের পছন্দ-অপছন্দের মূল্য সাংবাদিকদের দিতেই হয়। সুতরাং লোকসাধারণের বিরক্তি সৃষ্টি করতে পারে এমন পোশাক তিনি কখনোই পরতে পারেন না। সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে তাই তাকে হতে হবে পোশাক সম্পর্কে সচেতন। তিনি অবশ্যই রুচিশীল, শালীন পোশাক পরবেন, ছিমছামভাবে উপস্থিত হবেন ভেন্যুতে।

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকার নিতে বের হওয়ার আগে আর একবার দেখে নিতে হবে যে, প্রয়োজনীয় সব কিছু, যেমন : রেকর্ডার, নোটবুক, পেন্সিল, যে স্থানে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সে স্থানের ঠিকানা ইত্যাদি ঠিক ঠিক সঙ্গে নিলেন কি না।

মনে রাখা প্রয়োজন, সাক্ষাৎকারের জন্য একজন সাংবাদিকের মানসিক প্রস্তুতি যতটুকু হবে অন্যান্য প্রস্তুতি হবে তারই সমানুপাতিক।

সাক্ষাৎকার চলাকালে সাংবাদিক

সবচেয়ে ভালো ধরনের সাক্ষাৎকার হচ্ছে সেটিই যেটি সম্পন্ন হয় স্বাভাবকি, উষ্ণ, অনানুষ্ঠানিক ও আন্তরিক পরিবেশে। গোড়াতেই সাক্ষাৎকারের বিষয়ে না গিয়ে প্রতিবেদক যদি সাধারণ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আলোচনা শুরু করেন সেটিই ভালো। যদি তার প্রতিপক্ষকে প্রতিবেদক সাধারণ আলোচনায় টেনে আনতে পারেন তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, একসময় তিনি তাকে কাজের আলোচনার জগতেও টেনে নিয়ে যেতে পারবেন।

সাক্ষাৎকার চলাকালে যত কম নোট নেওয়া যায় ততই ভালো। যদি প্রতিবেদক সাক্ষাৎকারদাতার মন থেকে সাময়িকভাবে এটি মুছে দিতে পারেন যে, তিনি মিডিয়ার জন্য সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন, তাহলে তার কাছ থেকে অনেক বেশি তথ্য তিনি আদায় করতে পারবেন। পত্রিকায় তার কথাগুলো হুবহু ছাপা হবে এই আশঙ্কা সাক্ষাৎকারদাতার মনে সার্বক্ষণিকভাবে বিরাজ করলে তিনি হয়তো সংযতভাবে, সীমিতভাবে কথা বলবেন।

কিছু কিছু সময় অবশ্য সাক্ষাৎকারদাতাই প্রতিবেদককে অনুরোধ করেন আক্ষরিক নোট নিতে। আবার মাঝে মাঝে প্রতিবেদকরা সাক্ষাৎকার শেষে হয়তো জানতে চান কোনো নামের সঠিক বানানটি বা কোনো হিসাব কিংবা কারও ঠিকানা। সাক্ষাৎকারদাতারা সাধারণত আনন্দের সাথেই এগুলো সাংবাদিকদের দিয়ে থাকেন। তারপরও এ ধরনের প্রশ্ন করার সময় সাংবাদিকদের অবশ্যই খুব সতর্ক থাকা উচিত, প্রশ্ন শুনে সাক্ষাৎকারদাতা শেষ বেলায় যেন মনে না করেন যে, 'এতক্ষণের কথা বলা জলে গেছে'। আর একটি বিষয়, সাক্ষাৎকারদাতার সামনে কখনোই এমন মন্তব্য করা ঠিক না যে, আপনার সাক্ষাৎকারের শুরুটা চমৎকার হয়েছে কিংবা এই এই অংশ পত্রিকায় ছাপা হবে। এটুকুতেই সাক্ষাৎকারদাতা হতাশ বোধ করতে পারেন, নিজের উপরে বিরক্ত হতে পারেন কিংবা ভবিষ্যতে কথা না বলার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

www.pathagar.com

অস্বীকৃতি : সতর্ক থাকুন সর্বক্ষণ

মাঝে মাঝেই সাক্ষাৎকারদাতারা অস্বীকার করেন যে পত্রিকায় যা ছাপা হয়েছে তিনি তা বলেননি। অনেকে আবার এত দূরও বলেন যে, তিনি কোনো সাংবাদিককে কোনো সাক্ষাৎকারই দেননি বা জীবনে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে দেখেন-ইনি। এমনটি তখনই ঘটে যখন সাক্ষাৎকারদাতার হঠাৎ বা তাৎক্ষণিকভাবে করা, 'পাঠকের মাঝে প্রতিক্রিয়া হতে পারে' এমন কোনো মন্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবেদন নির্মাণ করা হয়।

এই অস্বীকৃতি এড়ানোর উপায় অবশ্যই আছে। যেমন, সাক্ষাৎকারটি প্রতিবেদন আকারে লেখার পর তা সাক্ষাৎকারদাতাকে দেখিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তবে খুব কম পত্রিকা এ ধরনের চর্চাকে সমর্থন করে। এটি করতে গেলে যা ঘটে তা হচ্ছে সাক্ষাৎকারদাতার বিপক্ষে যায় এমন সমস্ত কিছুই সাক্ষাৎকারদাতা ঐ প্রতিবেদন থেকে বাদ দিতে চান। এতে কালক্ষেপণ হয় বেশি। ডেটলাইনের চাপে থাকা সংবাদপত্রের জন্য ঐ সাক্ষাৎকার ছাপানো অনেক সময় অসম্ভব হয়ে ওঠে। সবচেয়ে বড় কথা সংবাদপত্রের নিজের মতো করে কোনো সংবাদ পরিবেশনের স্বাধীনতা হয়ে পড়ে হুমকির সম্মুখীন।

এরকম অস্বীকৃতি জানানোর ঘটনা ঘটে গেলে যদি সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক মনে করেন যে, তিনি যা লিখেছেন তা যথার্থ এবং ভেবে-চিন্তেই লিখেছেন তাহলে অবশ্যই তিনি তার অবস্থানে দৃঢ় থাকতে পারেন। যদি তার সংবাদপত্র তার পেছনে থাকে তাহলে তিনি উপেক্ষাও করতে পারেন ঐ ব্যক্তিকে। আবার আরেকটি প্রতিবেদনে তিনি জোরালোভাবে প্রমাণ করতে পারেন যে, তার প্রথম প্রতিবেদনটি যথার্থ ছিল। পাঠক বিশ্বাস করবেন তাকেই যে পাঠককে বেশি সন্তুষ্ট করতে পারবে। যদি প্রতিবেদক সত্যিই যথার্থই হন তাহলে খুব কম ক্ষেত্রেই পাঠক অস্বীকারকারীকে বিশ্বাস করে।

সাক্ষাৎকারদাতা অস্বীকার করতে পারে এমন সব বিবৃতি প্রতিবেদকরা সাধারণত বাদ দিয়েই দেন। স্টোরি প্রকাশের পর সাক্ষাৎকারদাতা অস্বীকার করবেন না– এটি যদি প্রতিবেদক নিশ্চিত হতে চান তবে তিনি সন্দেহযুক্ত অংশগুলো নিয়ে সাক্ষাৎকারদাতার সঙ্গে আবার আলাপ করতে পারেন, স্পর্শকাতার অংশগুলোর ব্যাখ্যা চাইতে পারেন। যখন তিনি পুনরায় কথা বলবেন তখন বা সম্ভব হলে প্রথম সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময়ই অন্য একজনকে সমস্ত কথাবার্তার সাক্ষী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। অবশ্য খুব কম ক্ষেত্রেই এটা সম্ভব হয় কারণ বাস্তব অবস্থা অত্যন্ত জটিল এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল। আর সাক্ষাৎকারগ্রহীতার একজন সঙ্গী সাক্ষাৎকারের অনানুষ্ঠানিক মেজাজকে নানাভাবে ক্ষুণ্ন করতে পারে।

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকারের যথার্থতা বজায় রাখার একটি ভালো উপায় হচ্ছে রেকর্ডার ব্যবহার করা। কিন্তু সব সময়, সব ক্ষেত্রে তা প্রায় অসম্ভব। লুকিয়ে হয়তো ব্যবহার করা যায় কিন্তু তা নৈতিক ও আইনগত প্রশ্নের জন্ম দেবেই। *স্পট নিউজ কাভারের* ক্ষেত্রে নোটবুক আর পেন্সিল এখনও সাংবাদিকের একমাত্র সুরক্ষা। তবে ফিচার লেখার জন্য (যেখানে ডেডলাইনের চাপ নেই) যে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় সেখানে সহজেই সাহায্য নেওয়া যায় রেকর্ডারের।

সাক্ষাৎকার ও সাবধানতা

নতুন যারা সাংবাদিকতায় আসেন তাদের একটি বড় সমস্যা সরলতা। আপনাকে সহজ-সরল দেখালে বা আপনি সরল হলে চলবে না। যে ব্যক্তিই হোন না কেন, ঘটনা যে রকমই হোক না কেন, যত ধীরস্থিরভাবে গুছিয়ে বিশ্বাস্যভাবেই উত্তরদাতা কথা বলুন না কেন প্রতিবেদককে তা যাচাই করে দেখতেই হবে। পাঠকের কাছে বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব প্রতিবেদকের। সুতরাং খুব ভদ্রভাবেই সন্দেহজনক বক্তব্যগুলোর পক্ষে প্রমাণ কী আছে তা জেনে নিতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই প্রতিবেদক বিশ্বাসপ্রবণ হলে চলবে না। তাকে জানতে হবে, যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকার পরও একজন মানুষ কোনো একটি ঘটনা বা ইস্যুতে যে বক্তব্য দেন তা সাধারণত একপক্ষীয় হওয়াই স্বাভাবিক। একজন অনভিজ্ঞ প্রতিবেদক দারুণভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারেন কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা কিংবা এনজিও কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি শুনে। সম্পূর্ণভাবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির কাছে শোনা সে বর্ণনায় কিছু ঘটনা চেপে যাওয়া, অযথার্থ জায়গায় গুরুত্বারোপ এবং তথ্যের বিকৃতিকরণ ইত্যাদি বের হয়ে আসতে পারে কেবল তখনই যখন প্রতিবেদক আরও জানতে চাইবেন এবং তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সমালোচনামুখর অন্য কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেবেন। এমনটি না করলে প্রতিবেদক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি লেখক বা একপক্ষীয় 'ভালো' সংবাদের একজন ম্যাসেঞ্জারে পরিণত হবেন। আরও তদন্ত, সাক্ষাৎকারের পর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আসল ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা, সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমে হয়তো শুরুর প্রতিবেদনটি একেবারে পাল্টে যাবে কিন্তু ভুল এড়ানোর এটিই পূর্বশর্ত।

অধিকাংশ ব্যক্তিই সহজে সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হন না। যদি কোনো ব্যক্তি আপনাকে তার সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন বা আপনার স্তুতি করা শুরু করেন কিংবা আপনার সাক্ষাৎকার গ্রহণ খুব সহজসাধ্য করে তোলেন তাহলে আপনার সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। হয়তো তিনি নিজেকেই তুলে ধরার জন্য এমনটি করছেন! কিংবা অন্যান্য কারণও থাকতে পারে এর পেছনে। সুতরাং সাবধান হতে হবে প্রতিবেদককে। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময়

www.pathagar.com

বানোয়াট, মিথ্যা বা নকল নথি সম্পর্কে সর্বক্ষণ সতর্ক থেকে এগুতে হবে তাকে।

বিনোদনকর্মী ও লেখকরা তাদের লেখা বইয়ের বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাক্ষাৎকার ছাপানোর জন্য থাকেন উদগ্রীব। সাধারণত নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা অর্থাৎ এন্টারটেইনারদের সেক্রেটারি বা প্রেস-এজেন্ট থাকে, যারা সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎকার ছাপানোর চেষ্টা করতে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে তারা বেশকিছু সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর আগেই নির্ধারণ করে রাখেন এবং সেই 'উত্তর ব্যাঙ্ক' থেকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব দিয়ে যান। নিশ্চয় কোনো পাঠক বস্তাপচা সেসব প্রশ্নের উত্তর পড়তে আগ্রহী হবেন না। সুতরাং এদের থেকে প্রতিবেদকদের সাবধান থাকতে হবে। আর সুযোগ পেলে করতে হবে আনকোরা প্রশ্ন, পেতে চেষ্টা করতে হবে নতুন উত্তর। যোগ করতে হবে তাদের সম্পর্কে পাঠকের ভাবনায় নতুন মাত্রা, পাঠককে তাদের সম্পর্কে দিতে হবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।

যখন কোনো ব্যক্তির কোনো একটি বিষয়ে শুধু বক্তব্য বা মতামত পাঠকের কাছে তুলে ধরার জন্য সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তখন তার ব্যক্তিস্বরূপ বা আনুষঙ্গিক বর্ণনা কম দেওয়াই ভালো। যদি আবার তিনি সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় চিৎকার, হৈচৈ করেন, টেবিল চাপড়ান, কিংবা উত্তর দিতে গিয়ে ছন্দ হারিয়ে ফেলেন বা অন্য কোনোভাবে অস্বস্তি প্রকাশ করেন যা না উল্লেখ করলে তার বক্তব্যের সুর অনুধাবন করা অসম্ভব কিংবা উল্লেখ করলে বিষয়টি অনুধাবন সহজ হয়ে যায় তখন নিশ্চয়ই তা যুক্ত করা উচিত। তবে অনেকে যেমন লিখেন, 'তিনি তার স্বভাবসুলভ ঢঙে বললেন...' বা 'স্বল্পভাষী সমিরুল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন...'– এ ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে আদতে কিছুই পরিষ্কার হয় না, এগুলো স্রেফ বাহুল্য, অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অযথাই যোগ করা অযথার্থ শব্দমালা।

সাক্ষাৎকার থেকে প্রতিবেদন লেখা

প্রতিবেদক তার মাথাটাকে এমনভাবে তৈরি করবেন যেন কয়েক ঘণ্টা পরেও তিনি স্মরণ করতে পারেন সাক্ষাৎকারদাতার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য বা অভিমত। সাক্ষাৎকারদাতার যে চমৎকার বা আকর্ষণীয় উক্তিকে তিনি আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত করতে চান সেটির একটি ত্বরিত মানসিক বা *মেন্টাল নোট* তিনি নিয়ে নেবেন. এরকম গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতিগুলো সাক্ষাৎকারের পুরোটা সময় ধরে তিনি পুনঃপুনঃ স্মরণ করবেন। সাক্ষাৎকার শেষ করার পর প্রাপ্ত প্রথম সুযোগেই প্রতিবেদক সে ধরনের উক্তিগুলো লিখে ফেলবেন, গুরুত্বপূর্ণ নোটগুলোও এ সময় তিনি টুকে ফেলবেন কাগজে। ঘণ্টাখানেক সময় যদি তার হাতে থাকে তাহলে তিনি বসে যেতে পারেন পুরো সাক্ষাৎকারটি লিখে ফেলায়। লেখা এগিয়ে যাওয়ার সাথে

www.pathagar.com

সাথে তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করবেন, একটু একটু করে পুরো সাক্ষাৎকারটিই তার হুবহু লেখা হয়ে গেছে, কিছুই হারিয়ে যায়নি।

অভিমত-সাক্ষাৎকার লেখার সময় 'আবু আলী আজ বলেন...' না লিখে এটি লেখাই ভালো যে, 'আবু আলী আজ এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন...'। সুনির্দিষ্ট করে লেখার কারণে বক্তব্য বা উদ্ধৃতিটির কর্তৃত্ব সম্পর্কে পাঠক নিশ্চিত হতে পারেন।

যেহেতু কেউ-ই কথা বলার বা কথা শুনে লেখার সময় একেবারে ব্যাকরণসম্মতভাবে বলেন বা লিখেন না তাই সমস্যা তৈরি হওয়ার সুযোগ সব সময়ই থেকে যায়। যেসব উদ্ধৃতি নিয়ে আপনার মধ্যে সামান্যতম সন্দেহের সৃষ্টি হবে সেগুলো সাক্ষাৎকারদাতার সঙ্গে আবার আলাপ করে ছাপার জন্য চূড়ান্ত করুন। তবে মনে রাখবেন এতে করে যেন আগের বক্তব্যের সুর পাল্টে ফেলার সুযোগ না পান সাক্ষাৎকারদাতা।

সংবাদ-সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে জন-আগ্রহের কথা বিবেচনা করে প্রতিবেদকরা সূত্র গোপন করেন না, যদিও এতে সূত্রের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন ধরা যাক, প্রতিবেদকের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য আছে যে, নাটোর পৌরসভার মেয়র দোকান বরাদ্দ দেওয়ার বিনিময়ে বরাদ্দপ্রাপ্তদের কাছ থেকে অন্তত এক কোটি টাকা অবৈধভাবে আদায় করেছেন। পৌরসভার কমিশনারবৃন্দ, দোকান বরাদ্দপ্রাপ্তরা, দোকান মালিক সমিতির সভাপতি এবং সর্বোপরি যারা দোকান বরাদ্দ পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন তাদের প্রায় সকলেই অভিযোগটি সমর্থন করেছেন। পৌরসভার কর্মচারীরাও বিষয়টি সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই অবহিত। প্রতিবেদক হয়তো খবরটি পেয়েছিলেন প্রথমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে, কথায় কথায় তিনি তথ্যটি দিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদককে কিন্তু যখন তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে জিজ্ঞেস করা হলো তখন তিনি বললেন, 'আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না।' এরকম ঘটে গেলে সাধারণভাবে প্রতিবেদকের উচিত হবে না অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে উদ্ধৃত করে মেয়রের দুর্নীতি সম্পর্কে *রিপোর্ট* করা। কিন্তু প্রতিবেদক জনস্বার্থ ও আগ্রহের কথা বিবেচনা করে অবশ্যই অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে উদ্ধৃত করতে পারেন। তবে সমস্যা হচ্ছে, এতে হয়তো অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ক্ষুণ্ন হবেন। একজন গুরত্বপূর্ণ সংবাদ-সূত্রের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া যায় কি না তা বিচার-বিবেচনাসাপেক্ষ। বিকল্প যে পথটি প্রতিবেদক নিতে পারেন তা হচ্ছে, ঝুঁকিপূর্ণ সাক্ষাৎকারগুলো নিজে না নিয়ে সহকর্মীদের পাঠানো কিংবা প্রতিবেদনটি নিজের নামে না করে সহকর্মীর নামেই যাতে ছাপা হয় তা নিশ্চিত করা।

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকার গ্রহীতার জন্য কিছু পরামর্শ

সাংবাদিক আর যেমনই হোন না কেন মিশুক তাকে হতেই হয়। মনে মনে তিনি দুনিয়ার সব মানুষকে ঘৃণা করতে পারেন, অপছন্দ করতে পারেন। কিন্তু কোথাও তিনি তা প্রকাশ করতে পারেন না। মনের কথা মনেই চাপা দিয়ে তাকে কাজ করে যেতে হয়। তাকে শিখতে হয় সব ধরনের মানুষের সঙ্গে, সব পরিস্থিতিতে সহজভাবে কথা বলে কার্যোদ্ধার করা। এই গুণটিকে ছোট করে বলা যায় *সেলসম্যানশিপ।* একজন বিক্রয়কর্মী যেমন সারাক্ষণ হাসি মুখে থেকে সকলকে সন্তুষ্ট রেখে নিজের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হন তেমনি একজন সাংবাদিককেও নিজের ব্যক্তিত্ব আর বিচক্ষণতা দিয়ে উদ্ধার করতে হয় তার কাজ। হ্যাঁ, করুণভাবে প্রার্থনা করে, কেঁদে-কেটে আপনি হয়তো কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু নিজের প্রতি আস্থাশীল, নিঃসংশয়, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ যেভাবে কাজটি সম্পাদন করেন তা তার ভবিষ্যৎকে করে অধিকতর উজ্জ্বল। কেননা পেশায় টিকে থাকতে হলে সাক্ষাৎকার তাকে নিতে হয় জীবনে অসংখ্য বার, হয়তো একই ব্যক্তির কাছেই যেতে হয় শত বার।

সাংবাদিকতার জগতে আমরা অনেক ধরনের মানুষকেই দেখি যারা সাংবাদিকতায় সাফল্য অর্জন করেছেন। সাফল্যের স্বর্ণ-তোরণ স্পর্শ করা সবার ব্যক্তিত্ব আর বিচক্ষণতার ধরন যে এক তা কিন্তু বলার উপায় নেই। বরং খালি চোখে দেখতে গেলে একজনের সঙ্গে অন্য জনের নানান দিকের পার্থক্যই বেশি নজরে আসবে। তবে সত্য হচ্ছে, তাদের মধ্যে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকেই যেগুলোকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে ব্যক্তিত্ব আর বিচক্ষণতা বৃদ্ধির সহায়ক এমন কিছু নিয়মকানুনের একটি তালিকা তৈরি করা যায়। *ইন্টারপ্রিটেটিভ রিপোর্টিং* বইয়ের লেখক *ম্যাক ডুগালস* সেটিই করেছেন। তার সুনির্দিষ্ট পরামর্শগুলোকে সামান্য পরিবর্তন করে এখানে তুলে ধরা হলো :

১. কোনো অবস্থাতেই নিজের পরিচয় গোপন করা যাবে না। সাক্ষাৎকার শুরুর আগেই পরিষ্কার করে নিজের পরিচয় দিন, আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সহজ করে বলুন। সাক্ষাৎকারদাতাকে এমন একটি আভাস দেওয়ার চেষ্টা করুন যে, আপনি যা জানতে চাচ্ছেন, রাষ্ট্রজনের পক্ষ থেকে তা জানতে চাওয়ার অধিকার আপনার আছে এবং আপনি যে তা নানা উৎস থেকেই পেতে পারেন সে বিষয়ে তার সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই।

২. আস্থা জাগিয়ে তুলুন। এমনকি গম্ভীর-ঋজুভাবে কথা বলেও তা করতে পারেন। 'আপনি যদি দয়া করে আমাদের এ বিষয়ে কিছু

www.pathagar.com

বলেন' এরকমভাবে কথা না বলে বরং সরাসরি বলুন 'আপনি এ বিষয়ে কী ভাবছেন?'

৩. জিজ্ঞেস করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কী কী আছে, সাক্ষাৎকারদাতার কাছ থেকে আপনার আসলে কী জানার আছে, যথার্থভাবে জানুন। সুনির্দিষ্ট উত্তর আসবে এমন সুনির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন করুন। বোকার মতো জিজ্ঞেস করবেন না, 'আপনার স্বামী দুর্ঘটনায় মারা গেলেন, আপনার এখন কেমন লাগছে?' কিংবা 'আপনার ছেলে যে প্রথম হয়েছে, আপনার ভালো লাগছে না?' বিচক্ষণ হোন, অবভ্যতা আর গতানুগতিকতা ত্যাগ করুন। আপনি যা করছেন ভেবে করুন।

৪. টেলিফোনে কথা বলার সময় বিশেষভাবে সতর্ক হোন, আপনার প্রতিপক্ষ টেলিফোন কেটে দিয়ে বা রিসিভার নামিয়ে রেখেই আপনার সঙ্গে কথা বলার ইতি টানার ক্ষমতা রাখেন– এটি যেন মনে থাকে। 'আপনি যদি আমাকে একটি সাক্ষাৎকার দেন তাহলে খুব ভালো হয়...' কিংবা 'আপনি কি আমার সঙ্গে একটু কথা বলবেন...' এভাবে শুরু না করে সরাসরি বলুন, 'আজকের কাগজে আপনার সম্বন্ধে যে প্রতিবেদনটি বের হয়েছে সে বিষয়ে আপনার বক্তব্য জানতে আমি টেলিফোন করেছি।' গদগদভাবে বা প্রাণহীনভাবে টেলিফোনে কথা বলা শেষ করবেন না।

৫. আপনি কোনো একটি *স্টোরি* সম্পর্কে আসলেই যা জানেন তার চেয়ে বেশি জানার অনুভূতি প্রতিপক্ষকে সব সময় দেবার চেষ্টা করবেন কিংবা এমন আভাস দেবেন যে, তিনি যদি এ মুহূর্তে আপনাকে সহযোগিতা নাও করেন তাহলে আপনার অন্য সংবাদ-সূত্র আছে যেখান থেকে আপনি তথ্যগুলো বের করে নিয়ে আসতে সক্ষম। গুরুতর কোনো কারণ না থাকলে হুমকি দেবেন না। মাঝে মাঝে সাংবাদিকরা এমনভাবে প্রশ্ন করেন যাতে করে সাক্ষাৎকারদাতার ধারণা হয় যে সাংবাদিক যা জানেন তা সঠিক নয় আর তা যদি ছাপা হয় তবে তার সম্পর্কে ভুল ধারণার তৈরি হতে পারে। এরকম পরিস্থিতিতে তিনি মুখ খুলতে পারেন এবং নিজের স্বার্থেই সত্য জানাতে পারেন।

৬. যদি কোনো ব্যক্তি আপনার সঙ্গে কথা বলতে না চান তাহলে প্রসঙ্গ পাল্টে ভিন্ন কোনো বিষয়ে কথা বলুন। যেমন– কথা বলতে পারেন তার ড্রয়িংরুমের কোনো পেইন্টিং সম্বন্ধে কিংবা অন্য যেকোনো বিষয়ে আড্ডা জমানোর চেষ্টা করতে পারেন। বরফ গলে যখন একটু বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে আপনার মনে হবে তখন কৌশলে ধীরে ধীরে ফিরে যেতে পারেন আপনার উদ্দেশ্যের কাছে।

www.pathagar.com

তবে মনে রাখবেন, যে বিষয়ে আপনি ভালো জানেন এবং সাক্ষাৎকারদাতারও যথেষ্ট আগ্রহ আছে বলে মনে হবে কেবল তেমন কোনো বিষয়েই গল্প জুড়বেন। যে বিষয়ে আপনি ভালো জানেন না, সাক্ষাৎকারদাতার আগ্রহ থাকলেও সে বিষয়ে আলাপ করতে যাবেন না। আপনার দখল নেই সে রকম কোনো বিষয়ে কথা বলা শুরু করলে তা বিপজ্জনক হতে পারে। আপনি কোনো ভুল কথা বলে বা অযথার্থ মন্তব্য করে তার বিরক্তি উৎপাদন করতে পারেন এবং আপনার ওপর তার আস্থা একেবারে টুটে যেতে পারে।

৭. যতক্ষণ না আপনি আপনার চাওয়া সব প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছেন কিংবা যতক্ষণ না লক্ষ্যকৃত সাক্ষাৎকারদাতা সরাসরি তথ্য দিতে অস্বীকার করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশ্ন করা অব্যাহত রাখুন। অনেক সময় সাক্ষাৎকারদাতার স্বচ্ছন্দ কথাবার্তার চাইতে তার কথা বলতে অস্বীকৃতি জানানোর বিষয়টিই বড় সংবাদ।

আসলে বাঁধা-ধরা কোনো নিয়মকানুনের তালিকা একজন নবীন সাংবাদিকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলার উপায় নেই যে, সব সময় এটি মেনে চলবেন, এসব এড়িয়ে চলবেন ইত্যাদি। কোনো দুটি পরিস্থিতিই অনুরূপ না। সফল হতে হলে অবশ্যই সাক্ষাৎকারদাতা সম্পর্কে ভালো ধারণা, বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালো জানাশোনা থাকতে হবে সাংবাদিকের। তাকে হতে হবে তীক্ষ্ণ, নমনীয়, ভবিষ্যৎ ধারণা করতে সক্ষম, মানুষের অন্তর স্পর্শ করার গুণঋদ্ধ। হতে হবে খুব ভালো সাধারণ জ্ঞান আর জনস্বার্থে দৃঢ় নৈতিকতার অধিকারী।

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয়

সংবাদ-সূচনার সংজ্ঞা ও প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ, সংবাদ-সূচনা লেখাঃ সরল সংবাদ-সূচনা, সংবাদ-সূচনা ও ষড় 'ক', জটিল সংবাদ-সূচনা, বিশেষ বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা, সংবাদ-মূল্য নির্ণায়কের ওপর জোর দেওয়া, নানা নামের সংবাদ-সূচনা, পরামর্শ : সংবাদ-সূচনা কীভাবে লিখবেন, সংবাদ-সূচনা পরীক্ষা করা।

সংবাদ-সূচনা

সংবাদ-সূচনার সংজ্ঞা ও প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ

এক.

'সূচনা'– এই বাংলা শব্দটির সঙ্গে স্কুল-কলেজে রচনা লেখার সুবাদে সবাই সুপরিচিত। কোনো একটি বিষয় বা ইস্যুসংক্রান্ত রচনা বা প্রবন্ধের সূচনা বলতে আমরা সে বিষয় বা ইস্যুটির শুরু, আরম্ভ, প্রস্তাবনা, উপক্রম, সূত্রপাত বা ইঙ্গিতকে বুঝি। ঠিক তেমনি যখন বলা হয় সংবাদের সূচনা, তখনো যে বিষয় বা ইস্যু প্রসঙ্গে সংবাদ– তার শুরু, আরম্ভ, প্রস্তাবনা, উপক্রম, সূত্রপাত বা ইঙ্গিতকেই বোঝানো হয়। সাংবাদিকতায় সংবাদের ঐ সূচনাকেই সমাসবদ্ধভাবে বলা হয় 'সংবাদ-সূচনা'। ইংরেজি 'নিউজ ইন্ট্রো' বা 'নিউজ লিড'-এর বাংলা হিসেবে চালু হয়েছে 'সংবাদ-সূচনা'। 'নিউজ ইন্ট্রো' কথাটা 'নিউজ ইন্ট্রোডাকশন'-এর সংক্ষেপ। তবে 'নিউজ লিড' সংবাদ-সূচনার চেয়েও বেশি কিছু, যদিও নিউজ-লিডের বাংলাও করা হয় সংবাদ-সূচনা।

প্রখ্যাত সাংবাদিক আতাউস সামাদ তার সংবাদ-সূচনা বিষয়ক এক নিবন্ধের প্রথমেই সংজ্ঞা দিয়েছেন সংবাদ-সূচনার, তিনি লিখছেন : 'একটি

www.pathagar.com

সংবাদ বিবরণীর রিপোর্টের শুরুতেই যে কথাগুলো বলা হয় তা-ই সংবাদ-সূচনা অথবা লিড বা ইন্ট্রো।'

সাংবাদিক আতাউস সামাদ আরও বলছেন : "সাধারণত রিপোর্টের প্রথম প্যারাই সংবাদ-সূচনা বলে গণ্য হয়ে থাকে। (ক্ষেত্র বিশেষে প্রথম দুই প্যারা নিয়েও সংবাদ-সূচনা হতে পারে।)" – জনাব আতাউস সামাদের সংজ্ঞা মনে রাখলে যে কেউ একটি ছাপা বা প্রকাশ হওয়া সংবাদের সূচনা চিনে নিতে পারবেন। তবে এ ধরনের সংজ্ঞা এলোমেলো করে লেখা অপ্রকাশিত একটি ঘটনার বিবরণ থেকে সংবাদ-সূচনা খুঁজে পেতে কোনোভাবেই সহায়তা করতে পারে না। অথচ হবু সাংবাদিকদের দরকার সংবাদ-সূচনা তৈরি করা, ঘটনার বিবরণ থেকে সেই অংশটুকু চিহ্নিত করা, যা সংবাদ-সূচনা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। এ কাজটি পারতে হলে সংবাদ-সূচনার সংজ্ঞা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া জরুরি। আরও কিছু সংজ্ঞালোচনা সে প্রয়োজন পূরণে হয়তো অবদান রাখতে পারে।

> the lead of a straight news story came to be defined as the first paragraph which contained all of the elements (five W's and H) necessary for the complete telling of the essential facts.

–*ইন্টারপ্রিটেটিভ রিপোর্টিং* বইটিতে কার্টিস ডি ম্যাকডুগালস দিয়েছেন ওপরের সংজ্ঞাটি। সংবাদ-সূচনা বা 'লিডে'র এই সংজ্ঞায় আমরা খুঁজে পাই দুইটি দিক : এক. সংবাদ-সূচনা হচ্ছে কোনো সাদামাটা প্রতিবেদনের প্রথম অনুচ্ছেদ, দুই. যেখানে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সম্পূর্ণভাবে জানানোর সহায়ক সব উপাদান (কে, কী, কেন, কোথায়, কখন ও কেমন করে বা কীভাবে) উপস্থিত থাকে। ম্যাকডুগালসের সংজ্ঞায় একটি বিষয় খুব স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, সব ধরনের নয়, বরং সাদামাটা সংবাদ-বিবরণীর প্রথম অনুচ্ছেদকেই বলা হয় *লিড*। অনেকে দু'টি অনুচ্ছেদ নিয়েও সংবাদ-সূচনা হতে পারে বলে অভিমত রেখেছেন। অনেকে আবার, সংবাদ-সূচনার পরের অতি ছোট অনুচ্ছেদটিকে *নেক* বা গ্রীবা নামে অভিহিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে সংবাদ-সূচনাকে কল্পনা করা হয়েছে শরীর কাঠামোর মাথা এবং পরবর্তী বিস্তারিত

সামাদ, আতাউস: (অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮১), সংবাদ সূচনা, নিরীক্ষা, পিআইবি।

Macdougall, D. Curtis. (1977) Interpretative Reporting, (Second Edition), Macmillan Publishing Co.. Inc. New York & Collier Macmillan Publishsing, London, পৃষ্ঠা ৪৭।

www.pathagar.com

বর্ণনাকে কায়া বা দেহ হিসেবে। মাথা ও দেহের সঙ্গে সংযোগকারী ছোট অনুচ্ছেদটিকে তুলনা করা হয়েছে গ্রীবার সাথে।

একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : "Lead is the writer's 'Showcase' where he displays his best-work."। একজন সাংবাদিক সারাদিন খেটেখুটে যেসব 'তথ্য' সংগ্রহ করলেন তার মাঝে নিশ্চয়ই এমন কিছু থাকে যাকে তিনি চিহ্নিত করতে পারেন তার সেই সংগ্রহের সেরা অংশ বলে, এই সেরা অংশটিই হচ্ছে সংবাদ-সূচনা।

বিভিন্নভাবে প্রতিবেদকরা সংবাদের সূচনা বা 'লিড' লিখে থাকেন। সবচেয়ে বেশি যে পদ্ধতিতে সংবাদ-সূচনা তৈরি করা হয়, সেটি হচ্ছে প্রতিবেদনের মূল বক্তব্যগুলোর সারাংশ করে দিয়ে দেওয়া। এ ধরনের সূচনাকে বলে সারাংশ সংবাদ-সূচনা। ষড় ক : কে, কী, কখন, কোথায়, কেন ও কেমন করে বা কীভাবে– এই ছ'টি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে গাঁথা হয় এই ধরনের সূচনা। *বডিতে* এসে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয় সূচনায় উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর। সংবাদ লিখন প্রশিক্ষক *Donald M. Murray* যেমনটি বলছেন :

> the lead can be thought of as the promise and the body what makes good on that promise. The lead says to the reader or listener: Hey, look at what I found out. The body says: Let me explain it to you.[৩]

দুই.

সংবাদ-সূচনার সংজ্ঞাগুলোর দিকে দৃষ্টি না দিয়েও সংবাদ-সূচনা বা *ইন্ট্রো* কেন লেখা হয় বা সংবাদ-সূচনার দর্শনটি কী, এইটি যদি পরিষ্কার করে অনুধাবন করা যায় তাহলে হয়তো সংবাদ-সূচনার একটি প্রায়োগিক সংজ্ঞা মনে মনেই দাঁড়িয়ে যাবে এবং সংবাদ-সূচনাসংক্রান্ত ধারণা হবে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল।

সংবাদপত্র প্রকাশনার শুরুর দিকে সাংবাদিকরা খবর লিখতেন একেবারেই যাচ্ছেতাইভাবে, এলোমেলো করে। আঠার শতকের মাঝামাঝি টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু হলে যখন তারা টেলিগ্রাফ ব্যবহার শুরু করলেন তখন একটি সমস্যা তাদের প্রায়ই ভোগাতে শুরু করল। খবরের কিছু অংশ পাঠানোর পর টেলিগ্রাফ লাইন বিকল হওয়াটা হয়ে দাঁড়াল নিত্যদিনের ঘটনা। খবর পাঠাতে পাঠাতে যখন টেলিগ্রাফ বিকল হয়ে পড়ে তখন দেখা গেল হয়তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটিই পাঠানো হয়নি। এই গোলযোগের কারণে পাঠক বঞ্চিত হতেন হয়তো

Mencher, Melvin (1983) : Basic News Writing. Wm C. Brown Company Publishers, পৃষ্ঠা ১১৫।

www.pathagar.com

একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ খবর থেকে, অন্যদিকে সাংবাদিকের সারা দিনের পরিশ্রম বিফলে যেত। সমস্যাটি যখন প্রকট হয়ে উঠল তখন তা মোকাবিলায় সাংবাদিকরা উদ্ভাবন করলেন খবর পাঠানোর নতুন রীতি। কাহিনি উপস্থাপনার প্রচলিত পদ্ধতিকে পিছনে ফেলে তারা খবর উপস্থাপন শুরু করলেন একেবারে অভিনব ঢঙে : ঘটনা বা ইস্যুর বিভিন্ন অংশ, দিক বা পর্যায়কে তারা গুরুত্বের ক্রমানুসারে সাজিয়ে নিয়ে খবর পাঠাতে থাকলেন। কোনো একটি ঘটনা বা ইস্যুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, দিক বা পর্যায়কে তারা পাঠালেন সবার প্রথমে; তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থমাত্রার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এলো। দাঁড়িয়ে গেল সংবাদ-কাহিনি লেখার নতুন পদ্ধতি। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতি মেনে তৈরি করা সংবাদ-কাঠামোর নাম হয়েছে উল্টোপিরামিড সংবাদ-কাঠামো।

উল্টোপিরামিড কাঠামোতে সংবাদ-কাহিনি সাজাতে গিয়ে পাশাপাশি নতুন যে ধারণাটির উদ্ভব ঘটল তা হচ্ছে সংবাদের সংবাদ-সূচনা বা *লিড*। টেলিগ্রাফের মাধ্যমে শুরুতে ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ না পাঠিয়ে, প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ সব দিকের সারাংশ তৈরি করে প্রতিবেদকরা পাঠাতে শুরু করলেন। এরপরে প্রথম বা দ্বিতীয় মাত্রার গুরুত্বপূর্ণ অংশ পাঠাতে না পারলেও ক্ষতির বৃদ্ধি ছিল না। কারণ, পাঠক পুরো সংবাদটির আস্বাদ পেতে পারতেন ঐ সারাংশ থেকেই। আর যদি পুরো সংবাদ সফলভাবে পাঠাতে পারতেন সে ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা তো হতোই না, বরং সাংবাদিক-সম্পাদক, পত্রিকা-মালিক আর পাঠক সকলেরই বেশ কিছু সুবিধা হাসিল হতো। পরবর্তীকালে সব তরফের স্বার্থই হাসিল হয় এমন একটি সংবাদ-সূচনা তৈরি করা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করল সংবাদপত্র জগতে।

আমরা যে সংবাদ-সূচনা নিয়ে কথা বলছি তা কিন্তু একান্তই খবর বা সংবাদ-এর সূচনা, সাপ্তাহিক বা দৈনিক সংবাদপত্রের ফিচারের সূচনা নয় একেবারেই। যাই হোক, এবার আমরা দেখে নেই কী কী সুবিধা এবং কার কী ধরনের স্বার্থ হাসিল করতে অবদান রাখে সংবাদ-সূচনা।

সংবাদ-সূচনার উদ্ভব হয়েছিল একটি বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল, একটি চমৎকার সংবাদ-সূচনার মাধ্যমে শুরুতেই পাঠককে খুব সংক্ষেপে জানিয়ে দেওয়া যায় পুরো ঘটনাটি। আজকালকার পাঠক অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। সারাদিনের নানা ব্যস্ততার মাঝে আপাদমস্তক সংবাদ পাঠ করে পূর্ণাঙ্গ খবরের আস্বাদ নেওয়া তার হয়ে ওঠে না, অথচ তিনি তা পেতে চান। সংবাদ-সূচনা নামের 'ক্যাপসুল' করে শুরুতেই পাঠককে মূল খবরটি জানিয়ে দেওয়ার কৌশল তার সে চাওয়াকে পূর্ণ করতে পেরেছে। অন্যদিকে প্রতিবেদক, গোপনে সেই 'লিড'-এ পেতে দেন পাঠককে ধরে ফেলার ফাঁদ। এমনভাবে

www.pathagar.com

তিনি খবরের সবচেয়ে মোক্ষম অংশটি উপস্থাপন করেন যে, পাঠক তাতে আকৃষ্ট হন, প্রলুব্ধ হন জানতে আরও কী আছে বিস্তারিত বর্ণনায়। মানবচরিত্র বুঝেই সাংবাদিক এটি করেন, সিনেমা হলগুলোর প্রচারপত্রে যেমন সবচেয়ে সংবেদনশীল ছবিটি ছেপে দর্শক ধরার চেষ্টা করা হয়, প্রায় তেমনি। পাঠককে *লিড* করে বা তাড়িত করে বলেই সংবাদ-সূচনার আরেক নাম 'লিড'।

ক্রমে সংবাদপত্রের মালিকও জেনে গেলেন, যত বেশি আকর্ষণীয় হবে সংবাদের সূচনা তত বেশি পাঠক আকৃষ্ট হবেন একটি সংবাদের পুরোটা পড়তে। ফলে সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্রে ঝুলানো কাগজের সংবাদ-সূচনায় চোখ বুলিয়ে সে কিনে নেবে সে দিনের সংবাদপত্র, তার ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি হবে তাতে। আর এরকম সফল *লিড* উপহার দিয়ে প্রতিবেদক প্রিয় হয়ে ওঠেন সংবাদপত্র মালিকের কাছে, এবং এইটিই তার সম্ভবত ভালো *লিড* লেখার অন্যতম প্রধান প্রেরণা।

এইভাবে ব্যবসায় আর স্বার্থের কথা না বলে পুরো বিষয়টিকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়, যেমনটি করেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক আতাউস সামাদ। তিনি বলেছেন সাংবাদিকরা কীভাবে সংবাদ-সূচনা তৈরি করবেন সে প্রসঙ্গে কিন্তু এর মাঝেই বেরিয়ে এসেছে সংবাদ-সূচনার প্রয়োজন বা কাজ কী সে প্রশ্নের উত্তরও। আতাউস সামাদ বলছেন : 'সংবাদপত্রের পাঠকরা সাধারণত প্রত্যেকটি খবর খুঁটিয়ে পড়েন না। তাঁরা শিরোনাম ও সংবাদ-সূচনা পড়ে দিনের খবর সম্পর্কে মোটামুটি তাঁদের কৌতূহল মিটিয়ে নেন এবং এই চোখ বুলানোর ভিত্তিতে কিছু খবর পুরোটা পড়েন। কাজেই সংবাদ-সূচনা এমনভাবে তৈরি করতে হয় যাতে (১) পাঠকের সংবাদ সম্পর্কিত প্রাথমিক কৌতূহল নিবৃত্ত হয়, এবং (২) উপরোক্ত মূল্যায়নে সহায়ক হয়।' আতাউস সামাদ আরও বলছেন : 'মূল্যায়নের বিষয়টি রিপোর্টারের নিজের দফতরেও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-সম্পাদনার টেবিলে প্রতিদিনই অন্তত কয়েকশ' খবর এসে পৌঁছায়। খবর ছাপাখানায় পাঠানোর সময়সীমা বা *ডেডলাইন* যতই কাছাকাছি এসে যায় এই টেবিলে সংবাদ পৌঁছানোর ধারাও ততই বেশি গতি পেতে থাকে। এই অবস্থায় বার্তা-সম্পাদক ও তাঁর সহকারীরা চান, তারা যেন একটি *রিপোর্টের* প্রথমাংশ পড়েই নির্ধারণ করতে পারেন যে এটি তারা ছাপাবেন কি না, ছাপালে এর শিরোনাম কী হবে, কী আকারে *রিপোর্টটি* ছাপা হবে, কোন পৃষ্ঠায় তার জায়গা হবে এবং কতখানি জায়গা *রিপোর্টটির* জন্য দেওয়া যেতে পারে। এই বিচার-বিশ্লেষণ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সারতে পারলে বার্তা-সম্পাদকরা খুশি হন, খুব বেশি হলে এই কাজের জন্য কয়েক মিনিট মাত্র তাঁরা দিতে চান বা দিতে পারেন। কাজেই প্রতিবেদনের শুরু দেখেই তাঁরা মোটামুটি মনস্থির করে ফেলতে চান। এদিক থেকে দেখলেও, প্রতিবেদনের শুরুতেই এর মূল

www.pathagar.com

কথাগুলো বলা প্রয়োজন।' পাঠককে জ্ঞাত রাখার যে সামাজিক দায়িত্ব সংবাদপত্রের রয়েছে তা পালনেও সংবাদ-সূচনা রাখছে সহায়ক ভূমিকা। প্রতিটি সংবাদেই সংবাদ-সূচনা থাকার কারণে সংবাদপত্রের ব্যস্ততম পাঠককেও শুধু 'ইন্ট্রো' পড়েই জ্ঞাত থাকার সুবিধাগুলো হাসিল করতে সহায়তা করে সংবাদপত্র।

তিন.

অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের দ্বিতীয় এবং/বা তৃতীয় বর্ষের ক্লাসে সংবাদ-সূচনার পরিচয় দিতে গিয়ে চমৎকার জুৎসই একটি উদাহরণ টানতেন। তিনি যে উদাহরণটি দিতেন তা অনেকটা এরকম : "ধরো, তোমার হলে সকালে একটা গোলাগুলির ঘটনায় সাতজন মারা গেল, চারিদিকে কেবল রক্ত আর রক্ত, হলের ছাত্ররা হল ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেছে, তুমি ছুটলে ঘটনার কিছুক্ষণ আগে গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে কমলাপুর রেল স্টেশনে রওয়ানা দেওয়া তোমার এক বন্ধুকে খবরটি জানাতে। স্টেশনে গিয়ে দেখলে তোমার বন্ধু জানালা দিয়ে মুখ বের করে আছে এবং ট্রেনটি চলতে শুরু করেছে। এই সময় তুমি যে ক্রমে বা ধারাবাহিকতায় খবরটি তাকে দেবে সেই ক্রমের প্রথম অনুচ্ছেদটিই সেই খবরের ইন্ট্রো বা সূচনা।

এখন দেখা যাক তুমি বা তোমরা কীভাবে এই খবরটা জানাবে। নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ সেখানে ক্রমঅপসৃয়মান বন্ধুর মুখের সামনে গিয়ে দৌড়ে দৌড়ে বলবে না : 'রক্ত! রক্ত! ও বাবা শুধু রক্ত! সূর্যসেন হলের সিঁড়িতে রক্ত, করিডোরে রক্ত।' তুমি যদি ঐভাবে চেঁচিয়ে বলো বন্ধুটি তাহলে মনে করবে, তুমি পাগল হয়ে গেছ। আবার তুমি যদি বলা শুরু করো, 'গুলিতে ফেরদৌস নামে একজন ছাত্র মারা গেছে, হলে রক্তারক্তি ইত্যাদি', তাতেও আসল ঘটনা তাকে জানানো হবে না, কারণ ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। অথচ তুমি যদি বলো, খুব দ্রুত চিৎকার করে বলো : 'আজ সকালে সূর্যসেন হলে গোলাগুলিতে সাতজন মারা গেছে। পুলিশ হল রেড করেছে, হল ছেড়ে ছাত্ররা চলে যাচ্ছে'–তাহলে তার কাছে সহজেই তোমার বার্তাটি পরিপূর্ণভাবে বোধগম্য হবে। এই বলতে বলতে ট্রেনটি যদি চলেও যায় তবুও সে ঘটনার আসল অংশটা জেনে গেল বলেই তুমি ধরে নিতে পারো। আর এর মাধ্যমে কিন্তু ঘটনার অন্যান্য বিস্তারিত জানার আগ্রহের বীজটিও তার হৃদয়ে বোনা হয়ে গেল।" এই উদাহরণের মধ্যে দিয়ে অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান যা বলতে চান তার মর্মার্থ সম্ভবত এই যে, সময় যখন সংক্ষেপ বলে আমরা জানি, তখন একগাদা কথার মধ্যে থেকে খুব প্রয়োজনীয় কথা বা সারকথা যেভাবে সাজিয়ে বলি, সেই

www.pathagar.com

কথা বলার স্বাভাবিক রীতিতেই আসলে লিখতে হয় সংবাদ-সূচনা বা *ইন্ট্রো*। যে কারণে বলা হয় সংবাদ-সূচনা লেখার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মন্ত্রটি হচ্ছে 'যেমনভাবে বলো, তেমনভাবে লেখো।'

থমসন ফাউন্ডেশন-এর *দি নিউজ মেশিন*-এ বলা হচ্ছে, সংবাদ-সূচনা লেখার গ্রহণযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য অবশ্যই চিহ্নিত করা সম্ভব এবং সে প্রমিত বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে :

১. সংবাদ-সূচনা প্রতিবেদনের জন্য যথাযথ হওয়া উচিত।
২. সংবাদ-সূচনা এমন হওয়া উচিত যেন তা সংবাদের বাকি অংশ পড়তে পাঠককে আগ্রহী করে তোলে।
৩. স্বাভাবিক অবস্থায় সংবাদ-সূচনা ছোট হওয়া উচিত।
৪. স্বাভাবিক অবস্থায় সংবাদ-সূচনা হওয়া উচিত নিবন্ধের মূল বা প্রধান পয়েন্টভিত্তিক।

থমসন ফাউন্ডেশন উপরের বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাখ্যায় বলছে, কোনো একটি প্রতিবেদনের জন্য যেকোনো একধরনের সংবাদ-সূচনা দিয়ে দিলেই তা যথাযথ হয় না। প্রতিটি সংবাদের জন্যই বিশেষ ধরনের সংবাদ-সূচনার প্রয়োজন হয়। যেমন– কেউ নিশ্চয়ই একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর সংবাদের হাস্যোদ্দীপক সংবাদ-সূচনা দিতে চাইবেন না (যদি সেখানে হাস্যকর অথচ গুরুত্বপূর্ণ কিছু থেকেও থাকে তারপরও)।

একটি ভয়ঙ্কর প্রতিবেদনের দাবিই থাকে ভয়ঙ্কর ধরনের সংবাদ-সূচনার। যদি প্রতিবেদক সেই ভয়ঙ্কর প্রতিবেদনকে হালকা করে দিতে চান কিংবা খুব স্বাভাবিকভাবে ঘটনাটা পাঠকের সামনে আলতো করে তুলে ধরতে চান তাহলে ভিন্ন কথা। নচেৎ একটি গুরুগম্ভীর প্রতিবেদনের সূচনা গুরুগম্ভীর রাখাটাই সঙ্গত।

মানবিক-আবেদনঋদ্ধ সংবাদ, ফিচার ও অন্যান্য ধরনের হালকা মেজাজের নিবন্ধগুলোর দাবিই আবার প্রাণরসপূর্ণ সংবাদ-সূচনা। প্রায়শই সে ধরনের সূচনায় লেগে থাকে হাস্য-কৌতুকের ছোঁয়া কিংবা বেদনার নীল ছোপ ছোপ দাগ। আর এই দুই ধারার মাঝামাঝি যেসব *স্টোরি*, যেগুলোর সংখ্যা সংবাদপত্রে সর্বাধিক। সেগুলোতে অসংখ্য রকমের স্বাদ আর ধরনের সংবাদ-সূচনা দেবার সুযোগ আছে প্রতিবেদকদের। সংবাদপত্রের চরিত্র, সংশ্লিষ্ট সমাজ ও প্রতিবেদকের নিজের উপরে নির্ভর করে কী ধরনের সংবাদ-সূচনা একটি *স্টোরির* জন্য তিনি নির্বাচন করবেন।

সংবাদ-সূচনার মাধ্যমে প্রতিবেদক একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের চেষ্টা করেন. সেটি হচ্ছে প্রতিবেদনের বাকি অংশটুকু পড়তে পাঠককে আকৃষ্ট করা।

www.pathagar.com

সংবাদের শিরোনাম প্রথমে পাঠককে কোনো একটি প্রতিবেদন পড়তে প্রলুব্ধ করে আর *লিড* সেই লুব্ধতাকে ধরে রাখে, আকৃষ্ট করে কিংবা আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দেয়। অধিকাংশ মানুষই অধিকাংশ দিন ভীষণ ব্যস্ত। সব খবর পড়ার অবকাশ তার নেই, কিংবা সব খবর পড়ার প্রয়োজন সে বোধ করে না। কিন্তু আপনি তো নিশ্চয়ই চান আপনার প্রতিবেদনটি পাঠক মনোযোগ দিয়ে পুরোটা পড়ুক, আপনার সম্পাদক কিংবা মালিকও চান তার পত্রিকার প্রতিবেদনগুলো পাঠক পুরোটা পড়ুক। এ কারণেই সংবাদ-সূচনা এমন আকর্ষণীয়ভাবে নির্মাণ করতে হয় যেন সূচনায় চোখ বুলিয়েই পাঠক ঝাঁপিয়ে না পড়ে পাশের প্রতিবেদনের সূচনার দিকে কিংবা চলে না যান বাজার করতে কিংবা টেলিভিশনের জগতে।

সংবাদ-সূচনাকে অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হতে হবে। ছোট কোনো কিছু পড়া সহজ ও সুখাবহ এবং তা ক্লান্তও করে না পাঠককে। ছোট সূচনা, ছোট বলেই পাঠকের কাছে সহজবোধ্য আর এ কারণেই তা কার্যকর যোগাযোগে বেশি উপযুক্ত।

কোনো সংবাদের মূল বা প্রধান পয়েন্টের উপর ভিত্তি করেই লেখা উচিত সংবাদ-সূচনা। এতে করে পাঠক শুরুতে সেই মোক্ষম তথ্যটুকুই পেয়ে যাবেন যে মূল তথ্যটুকু জানানোর জন্যই প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা। আর পাঠক যদি কোনো কারণে সংবাদটি পুরোটা নাও পড়েন তাহলেও তিনি এক বা দুই অনুচ্ছেদ পড়েই নিদেনপক্ষে সংবাদটি কী নিয়ে বা কী বিষয়ে সে সম্পর্কে একটি সঠিক ও সাধারণ ধারণা পেয়ে যাবেন। আবার সংবাদ-সূচনাটি যদি সারাংশ ধরনের হয় তাহলে পাঠক সেই সূচনা পড়েই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে, সংবাদটি তার জন্য আকর্ষণীয় কি না কিংবা তা পড়ার কোনো প্রয়োজন তার আছে কি না। এভাবে সংবাদ-সূচনা পাঠকের মূল্যবান সময় বাঁচিয়ে দিতে পারে, যে সময় তিনি তার জন্য সবচেয়ে মূল্যবান তথ্য পুরোপুরি সংগ্রহে ও আত্মস্থকরণে ব্যয় করতে পারেন।

পাঠকের পাশাপাশি সম্পাদকেরও কাজে লাগে সংবাদ-সূচনা। যেমন :

১. সূচনা পড়েই সহ-সম্পাদক নির্ভয়ে বা প্রধান পয়েন্টগুলো হারিয়ে ফেলার শঙ্কা না করেই সংবাদটি কাট-ছাঁট করতে পারেন এবং
২. খুব দ্রুত সঠিক সংবাদ-শিরোনাম লিখে ফেলার ব্যাপারটি সহ-সম্পাদকের জন্য অনেক সহজসাধ্য হয়ে যায়। কারণ, সংবাদ-সূচনা থাকায় তাকে মূল পয়েন্টগুলো খুঁজে বের করতে তন্নতন্ন করে পুরো সংবাদটি পড়তে হয় না।

www.pathagar.com

সংবাদ-সূচনা লেখা

প্রতিটি ভালো লেখা শুরু করতে হয় চিন্তা করে, আর শেষও করতে হয় চিন্তা করে। কোনো লেখা শুরু করার আগে লেখককে অবশ্যই ভাবতে হয়, তিনি আসলে কী বলতে চান। প্রথম শব্দগুলো লেখার জন্য প্রয়োজন পরে খুব সতর্ক, মাঝে মাঝে দীর্ঘ চিন্তার, কারণ যেকোনো রচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটিই হচ্ছে তার প্রথম বাক্যগুলো, যে বাক্যগুলোকে সাংবাদিকতায় বলা হয় সংবাদ-সূচনা বা 'লিড'। একজন সাংবাদিকের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে চমৎকার সংবাদ-সূচনা লিখতে পারার ক্ষমতার ওপর। পাঠককে আকৃষ্ট করার এবং ধরে রাখার বিষয়টি একান্তভাবে যুক্ত এই সংবাদ-সূচনা নির্মাণ-ক্ষমতার সাথে।

সাধারণভাবে মনে হয় সংবাদ-সূচনা তৈরি কী আর কঠিন কাজ, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সাংবাদিকতা শিক্ষার সবচেয়ে দুরূহ দিক সংবাদ-সূচনা লেখা। সাংবাদিকতার শিক্ষকরা বলেন সংবাদ-সূচনা লিখতে পারলে নাকি সাংবাদিকতা শিক্ষার অর্ধেক হয়ে যায়। চটজলদি একটি সংবাদ-সূচনা অনেকেই হয়তো লিখতে পারেন এবং হরহামেশা লিখেও থাকেন কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি সম্পূর্ণ, বোধগম্য, হৃদয়গ্রাহী সংবাদের যোগ্য সূচনার স্বীকৃতি সেগুলো পায় না।

সংবাদ-সূচনা লেখার কিছু মৌলিক কাঠামো ও নীতিমালা নিয়ে আমাদের পরবর্তী আলোচনা। এ আলোচনা থেকে পাওয়া জ্ঞান সংবাদ-সূচনা লেখার জন্য হয়তো সহায়ক হবে কিন্তু তা কোনো অবস্থাতেই একজনের অন্তর্গত ক্ষমতা ও মেধা ব্যবহারের বিকল্প হতে পারে না।

ক.

সরল (এক-ঘটনার) সংবাদ-সূচনা

আগের দিনের দাদা-দাদিরা গল্প বলতেন, ঐ গল্পগুলোর মাধ্যমে প্রবাহিত করতেন তাদের জীবন-ধারণা তথা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। সেভাবে গল্প বলা এখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আজও মানুষ গল্প শুনতে চায়, আজও মানুষকে গল্প দিয়ে ধরে রাখা যায়। সম্ভবত গল্পই আমাদের সবাইকে বেঁধে রেখেছে একই বন্ধনে এবং এ কারণেই আজও আছে গল্পের প্রয়োজনীয়তা। তবে দাদা-

www.pathagar.com

দাদির সেই গল্প বলার দায়িত্বটি পালন করছেন আজকের দিনের সাংবাদিকরা। সাংবাদিকরা আসলে গল্পই বলেন– সারাদিনের ঘটনার গল্প, আগের মুহূর্তে ঘটে যাওয়া কোনো দুর্ঘটনার গল্প, বাস্তব থেকেই কোনো প্রপঞ্চ নিয়ে তারা গাঁথেন সেসব গল্পের মালা।

সাধারণ গল্প আর সংবাদপত্রের গল্প– এ দু'টির মূল পার্থক্যটি শুধু কাঠামোগত। ব্যাকরণ, যতিচিহ্ন ও বাক্য-গঠন-প্রণালি দুয়ের ক্ষেত্রে একই রকম। সাধারণ গল্প লেখকরা যা করেন তা হচ্ছে, 'তিনি তার রচনার মূল কথাটি বলেন সাধারণত রচনার শেষে, তিনি এগিয়ে যান ক্রমাগত একটি ক্লাইমেক্স সৃষ্টির দিকে, এটি করতে গিয়ে তিনি তার গল্পের মূল কথাটি ফাঁস করেন সব শেষে। সংবাদ লেখক যে কাজটি করেন তা সাধারণ গল্প লেখকের ঠিক উল্টো। তিনি গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা মোক্ষম অংশটিই বলেন সবার প্রথমে। যেমন– সাধারণ একটি গল্প লেখা হয় এভাবে :

> সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী সোনিয়াকে দীর্ঘদিন থেকে প্রেম নিবেদন করে আসছিল চান মিয়া ওরফে চান্দু। কিন্তু গত চারদিন আগে যখন বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলো সে, তখন জেগে উঠল তার মাঝে পাশবিক নৃশংসতা, রাতের অন্ধকারে ছুড়ে মারল এসিড, নিক্ষিপ্ত এসিডে ঝলসে গেল সোনিয়ার দেহ আর মুখমণ্ডল।
>
> সোনিয়াকে ভর্তি করা হলো হাসপাতালে, সোনিয়ার বাবা মামলা দায়ের করলেন নিকটস্থ থানায়। এদিকে চান্দু পালিয়ে গেল এলাকা থেকে, আত্মগোপন করল সে। প্রথমে গেল নিজের গ্রামের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান থানার তাঙ্গারিয়ায়।
>
> স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেখতে গেলেন সোনিয়াকে হাসপাতালে, তার চিকিৎসার খোঁজখবর নিলেন, কিছু টাকা দিলেন তার অভিভাবককে, আর ঘোষণা করলেন চান্দুকে ধরিয়ে দিতে পারলে ত্রিশ হাজার টাকার পুরস্কার।
>
> চান্দু নিজের গ্রামকে নিরাপদ মনে করতে পারল না, চলে গেল আরেক গ্রামে। পুলিশ একের পর এক নানা কৌশল অবলম্বন করে চান্দুকে গ্রেফতার করার চেষ্টা চালালো কিন্তু সে কৌশলগুলো যেন সেভাবে কাজে আসছিল না। জাতীয় দৈনিক আর টেলিভিশনে ছবি গেল চান্দুর।
>
> কী মনে করে কে জানে, চান্দুর বাবা আবুল হাশেম আর তার আরেক পুত্র কামরুল পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে চান্দুকে ধরে ফেললেন এবং তাকে নিয়ে আসলেন জাতীয় প্রেসক্লাবে। তারপর চান্দুর বাবা এবং বড় ভাই তাকে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে গিয়ে তুলে দিলেন পুলিশের হাতে।

www.pathagar.com

কিন্তু যখন ঐ গল্প লেখা হবে সংবাদ হিসেবে তখন তার কাঠামো যাবে পাল্টে, সংবাদ লেখা হবে হয়তো এভাবে :

> সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী সোনিয়ার ওপর এসিড নিক্ষেপকারী চান মিয়াকে তার বাবা নিজেই ধরে এনে পুলিশে সোপর্দ করেছেন।
>
> গত শনিবার রাতে আবুল হাসনাত রোডের বাসায় সোনিয়া'র (১৩) উপর এসিড নিক্ষেপের পর পরই চান মিয়া তার চানখাঁরপুলের বাসা থেকে পালিয়ে যান বলে তার বড় ভাই কামরুল ইসলাম জানান।
>
> জনৈক মোহাম্মদ ফিরোজের মেয়ে সোনিয়া তার চোখ, দেহ ও মুখমণ্ডলের পোড়া ক্ষত নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।
>
> কোতোয়ালি থানার ওসি জানান, সোনিয়া বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে এসিড নিক্ষেপ করে বলে চান মিয়া স্বীকার করেছেন।
>
> 'পুরস্কারের জন্য না, নিজের ছেলের অপরাধের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য ওকে ধরিয়ে দিয়েছি' কিছু পুলিশ আর উপস্থিত মানুষজনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষিত ত্রিশ হাজার টাকার পুরস্কারসংক্রান্ত কৌতূহলের জবাবে এ কথা বললেন চান মিয়ার বাবা আবুল হাশেম।
>
> ঘটনার পরপরই আবুল হাসেম সম্ভাব্য জায়গাগুলোতে চান মিয়ার খোঁজ করা শুরু করেন এবং গতকাল তার নিজ গ্রাম মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানের তাঙ্গারিয়ার পাশের গ্রামে চান মিয়াকে ধরে ফেলেন। গতকালই বিকেল চারটায় আবুল হাসেম তার বড় ছেলে কামরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে চান মিয়াকে জাতীয় প্রেসক্লাবে নিয়ে আসেন এবং পরে কোতোয়ালি পুলিশের কাছে চান মিয়াকে হস্তান্তর করেন।

সাধারণ গল্প বলার ঢঙ আর সংবাদ-কাহিনি লেখার ধরনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নিশ্চয়ই তাৎক্ষণিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রথম গল্পটিতে অর্থাৎ সাধারণ গল্পে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে অনেকটাই কালানুক্রমিকভাবে। আর সংবাদ-কাহিনিটা সাজানো হয়েছে অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংবাদটির অনুচ্ছেদক্রম নির্ধারিত হয়েছে ঘটনাংশগুলোর সংবাদযোগ্যতা অনুসারে। ঘটনাটির সবচেয়ে সংবাদযোগ্য বিষয় নিঃসন্দেহে পুত্র চান মিয়াকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া। প্রথম গল্পে এই ঘটনাটিই এসেছে বলতে গেলে একেবারে শেষে আর দ্বিতীয় গল্পে অর্থাৎ সংবাদটিতে ঘটনাটি স্থান পেয়েছে সবার প্রথমে। সংবাদ-কাহিনির ঐ প্রথম অনুচ্ছেদটিই এ সংবাদটির সূচনা বা 'লিড'।

www.pathagar.com

সাধারণ গল্পে পুরো ঘটনা পরিষ্কার হয় ধীরে ধীরে, এগিয়ে যায় ক্লাইমেক্সের দিকে আর সংবাদ-কাহিনিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (মোস্ট নিউজওরদি) অংশটি পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয় একেবারে শুরুর বাক্যে বা সংবাদ-সূচনায়। সংবাদ-সূচনার লক্ষ্য হচ্ছে, সম্ভাব্য সবচেয়ে দ্রুততার সাথে খবরটি কী নিয়ে বা কোন বিষয়ে তা পাঠককে জানিয়ে দেওয়া– এটি মাথায় রেখে সাধারণত একবাক্য বা একটি ছোট অনুচ্ছেদেই কাজটি শেষ করা হয়।

আলোচ্য উদাহরণে আর একটি পার্থক্য বোধ করি স্পষ্ট করে নজরে পড়েছে, সাধারণ গল্পে ডিটেইল বা খুঁটিনাটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আঁকার চেষ্টা করা হয় কিন্তু সংবাদ-কাহিনিতে খুঁটিনাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না। যদি কোনো সংবাদে তা থাকে তবে সেসব স্থান পায় একেবারে সংবাদের শেষে।

ওপরের উদাহরণের অনুরূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌক্তিক ধারাক্রমে সাজানো হয় সংবাদ-কাহিনি। অর্থাৎ ঘটনা কালানুক্রমিকভাবে যেমনটি ঘটছে সে রকম ধারাবাহিকভাবে নয়, আবার এলোমেলো যাচ্ছেতাইভাবেও নয়, বরং ঘটনার যুক্তিসঙ্গত গুরুত্বানুসারে স্থান পায় ঘটনাংশগুলো। গুরুত্বের ক্রম নির্ধারিত হয় অনুমিত পাঠক-আগ্রহের উপর ভিত্তি করে। সংবাদের সূচনাটি হয় সমস্ত সংগ্রহের শোকেস বা সংবাদ-কাহিনির সবচেয়ে সংবাদযোগ্য অংশগুলোর প্রদর্শনী।

সরল ধরনের সংবাদ-সূচনাগুলো হয় পুরো সংবাদে কী আছে তা বলে দেয়, না হয় উপস্থাপন করে ঘটনাটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি। সংবাদের পরবর্তী অংশগুলো সংবাদ-সূচনাকে সমর্থন করে সাজানো হয় যৌক্তিক পরম্পরায়। তার মানে, দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি আসে সংবাদ-সূচনার পরেই, তারপরে তৃতীয়টি এবং এইভাবে পরবর্তীগুলো। যখন কোনো সংবাদে একটিমাত্র দিক বা ঘটনা থাকে তখন সবার আগে ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা মূল বক্তব্য চিহ্নিত করে সরল সংবাদ-সূচনা সাজিয়ে নিতে পারলে পুরো সংবাদ-কাহিনি লেখা খুব সহজ হয়ে যায়।

খ.

সংবাদ-সূচনা ও ষড় 'ক'

স্বাভাবিক অবস্থায় একটি সংবাদ-কাহিনি পড়ে পাঠক ছয়টি প্রশ্নের উত্তর পেতে চান। প্রশ্নগুলো হচ্ছে : কে?, কী?, কখন?, কোথায়?, কেন? ও কীভাবে বা কেমন করে?– এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে মানুষের এত বেশি আগ্রহ যে, তা যত দ্রুত সম্ভব পাঠককে জানিয়ে দিতে হয়। এমন এক সময় ছিল যখন

www.pathagar.com

সংবাদপত্রগুলো চেষ্টা করত সংবাদ-সূচনাতেই ঐ ষড় 'ক'-এর সবগুলোর উত্তর দিয়ে দিতে। এতে প্রয়োজন পড়ত ষাট থেকে সত্তর শব্দের, তৈরি হতো একটি অসংহত গদ্য। কিন্তু অহেতুক শব্দভারাক্রান্ত এই সূচনাগুলো হয়ে পড়েছিল নীরস ও অকার্যকর। যেমন– 'চান মিয়া' সংবাদটির সূচনা আগের দিনে লেখা হতো হয়তো এভাবে :

> পুরান ঢাকার জনৈক ফিরোজের সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়ে সোনিয়া'র (১৩) উপর এসিড নিক্ষেপকারী চান মিয়া (১৮) কে, তার বাবা আবুল হাসেম নিজেই, মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখানের নিজ গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে ধরে এনে, তার আরেক পুত্র কামরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে, গতকাল বিকেল সাড়ে চারটায় ঢাকার কোতোয়ালি থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে।

এই সূচনায় সব ষড় 'ক'-এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন:

কে?	চান মিয়া
কী?	বাবা পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছেন
কখন?	গতকাল
কোথায়?	কোতোয়ালি থানা পুলিশের কাছে
কেন?	সোনিয়ার উপর এসিড নিক্ষেপ করেছিল
কেমন করে?	মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান থেকে ধরে এনে বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গিয়েছেন।

'ষড়-ক'-এর সব 'ক'-এর উত্তর উপরের সংবাদ-সূচনায় দিতে গিয়ে ব্যয় করা হয়েছে পঞ্চাশটি শব্দ অথচ সংবাদ-সূচনার বক্তব্য হয়ে গেছে জটিল, ক্লান্তিকর এবং অহেতুক শব্দভারাক্রান্ত।

ড. রুডলফ ফ্লেশ এবং রবার্ট গানিং-এর করা *রিডারশিপ স্টাডি* থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ছোট বাক্য বেশি বোধগম্য হয় এবং পাঠকের আগ্রহ চরিতার্থ করার জন্য একটি বাক্যে বা একটি অনুচ্ছেদে 'ষড়-ক'-এর সবগুলোর উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। পাঠকের বোধগম্যতার কথা মাথায় রেখে আজকাল সবচেয়ে কম শব্দ ব্যবহার করে একটি মাত্র 'ক'-কে তুলে ধরে সংবাদ-সূচনা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। এই চেষ্টার ফলে আজকাল সংবাদপত্রে ত্রিশ/চল্লিশটির বেশি শব্দের সংবাদ-সূচনা সহসা চোখে পড়ে না। উল্লেখ্য, একটি 'ক'-কে তুলে ধরার অর্থ কিন্তু এই না যে, সূচনাতে অন্য সব 'ক'-এর উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই, বরং তখনও চেষ্টা করা উচিত সব 'ক'-এর উত্তর অতি-সংক্ষেপে দিয়ে দেওয়া।

www.pathagar.com

একটি 'ক' তুলে ধরা

সরল, ছোট সংবাদ-সূচনা নির্মাণের চর্চা করতে গিয়ে আজকাল 'ষড় ক'-এর একটি মাত্র 'ক'-এর উত্তরে গুরুত্বারোপ করে সংবাদ-সূচনা তৈরির রেওয়াজ চালু হয়েছে। যে 'ক'-এর উত্তর পাঠক সবার আগে জানতে চান সেইটিকে তুলে ধরে এ ধরনের সংবাদ-সূচনাটি লেখা হয়। অধিকাংশ সংবাদেই জড়িত থাকে বেশ ক'জন ব্যক্তি এবং তাদের কর্মকাণ্ড, ফলে সূচনাতে দুই-তিনটি 'ক'-এর প্রতিটির উত্তরই অধিকতর গুরুত্ব দাবি করে। এ কারণে বেশিরভাগ সময়ই একটিমাত্র 'ক'-কে তুলে ধরার কাজটি হয়ে ওঠে জটিল। এই জটিলতাকে অতিক্রম করেই সাংবাদিকরা যেকোনো একটি 'ক'-কে তুলে ধরার কাজটি করছেন। নিচের উদাহরণগুলোয় আমরা দেখব কীভাবে একটি মাত্র 'ক'-কে তুলে ধরে সংবাদ-সূচনা নির্মাণ করা যায়।

'কে' সংবাদ-সূচনা

যদি 'কে'-এর উত্তরে যার নাম আসে তিনি একজন খ্যাতিমান, পরিচিত ব্যক্তি হন (স্থান বা জিনিসও হতে পারে) তাহলে সহজেই তিনি সংবাদের সূচনা হতে পারেন। অনেক সময় 'নাম' একাই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদি না অন্য কোনো 'ক' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে সেই 'বিশেষ নাম' অবলীলায় চলে আসে সংবাদের সূচনায়। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, 'বিগ নেইম মেকস নিউজ', আর সেই নাম দিয়েই লিখতে হয় সংবাদ-সূচনা। যেমন :

> বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া বলেছেন উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন সার্কের চেতনার পরিপন্থী।

রহিম, করিম, জব্বর কিংবা নীলকান্ত যদি বলতেন যে, 'উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন সার্কের চেতনার পরিপন্থী' তাহলে কোনোদিনও সংবাদ-সূচনায় তাদের নাম আসত না। কিন্তু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এই কথা বলাতে তার নাম চলে এসেছে সংবাদ-সূচনায়। আরেকটি উদাহরণ :

> হুজুর সাঈদাবাদীর খুব তাড়াতাড়ি কলকাতা থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি।

কতজনই তো বিদেশের মাটিতে ঝুট-ঝামেলায় জড়িয়ে যান, তাদের দেশে ফিরে আসতে পারা-না-পারা সহজে সংবাদ হয় না। ঘটনাটি সংবাদ হলেও তাদের নাম সাধারণত উল্লেখ করা হয় না সংবাদ-সূচনায়। কিন্তু হুজুর সাঈদাবাদী যখন ঝামেলায় পড়েন তখন তার নাম দিয়েই তৈরি হয় সংবাদ-সূচনা।

www.pathagar.com

মাঝে মাঝে এই 'কে' সংবাদ-সূচনা অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। তবে সেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিটির পেশা, বয়স, লিঙ্গ বা অন্য কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যে আলোকপাত করা হয়, যেমন :

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্র আলতাফুর রহমান কাজল (২৩) আজ ভোরে তার কক্ষে খুন হয়েছেন।

'কী' সংবাদ-সূচনা

যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের চেয়ে ঘটনা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা আকর্ষণীয় মনে হয় তাহলে ঘটনাটিকেই গুরুত্ব দিয়ে তৈরি হয় সংবাদ-সূচনা :

> হাইকোর্টের আদেশ জালিয়াতি করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদির জেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ বিষয়টি তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অধিকাংশ সময়ই 'কী' সংবাদ-সূচনাতে 'কে'-এর উত্তরও যুক্ত থাকে :

> ভাত না পেয়ে শিমুল মিদ্দা (২৩) রাগ করে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

এ ধরনের সংবাদ-সূচনাতে কে বা কারা ঘটনায় জড়িত তার চেয়ে ঘটনাটিই পাঠককে আকৃষ্ট করে বেশি।

'কোথায়' সংবাদ-সূচনা

মাঝে মাঝে 'কোথায়'-এর 'ক'টি অন্য পাঁচটির তুলনায় অধিক তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। যেমন :

ক. সহকারী পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের বাসায় গতকাল এক লোমহর্ষক ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে।

খ. বাসরঘরে বগুড়ার শরিফ উল্লাহকে সাপে কামড় দিয়েছে।

'কখন' সংবাদ-সূচনা

কখনো কখনো 'ষড় ক'-এর 'কখন' প্রশ্নটির উত্তরই সংবাদ-সূচনায় উল্লেখ করা হয় এবং এই 'কখন' প্রশ্নটির উত্তর জানার জন্যই উদগ্রীব থাকেন পাঠক :

ক. আজ রাত আটটা ত্রিশ মিনিটে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হবে।

খ. আগামী দুই বছরের মধ্যেই এইডসের টিকা আবিষ্কার সম্ভব বলে যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করেছেন।

www.pathagar.com

'কেন' সংবাদ-সূচনা

মাঝে মাঝে 'কেন'-এই প্রশ্নটির উত্তর এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে, তখন এই 'কেন'-এর উত্তর দিয়েই সংবাদ-সূচনাটি লেখা হয়, যেমন :

ক. বিদ্যুৎ ও পানির নজিরবিহীন সংকটে ঢাকা মহানগরীর জনজীবন কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

খ. স্মরণকালের ভয়াবহ বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পানি সরবরাহব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে।

গ. টেন্ডার দাখিল করাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট গোলযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের এক ছাত্র বুকে গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

ঘ. ইতিহাসে নিজের নাম লেখানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠা এক তাইওয়ানি সাংবাদিক একটি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে সেটিকে চীনে অবতরণে বাধ্য করেছেন।

'কীভাবে' বা 'কেমন করে' সংবাদ-সূচনা

মাঝে মাঝে কোনো ঘটনা কীভাবে ঘটল বা কেমন করে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তা প্রধান হয়ে ওঠে এবং এসব ক্ষেত্রে 'কীভাবে?' বা 'কেমন করে' প্রশ্নের উত্তরের উপর গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ-সূচনা তৈরি করা হয়। যেমন :

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মো. আরিফের বঙ্গবন্ধু হলের ৩০৫ নাম্বার রুমের দরজায় আততায়ীরা গতকাল ভোররাতে নক করলে দরজা খোলা মাত্র তাকে গুলি করে খুন করা হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। হলের ডাইনিং রুমের পেছনের দরজা ভেঙে খুনিরা হলে প্রবেশ করেছিল।

ওপরের আলোচনায় কীভাবে 'ষড় ক'-এর একেকটি 'ক'-কে তুলে ধরে বা একটি 'ক'-এর উপর গুরুত্বারোপ করে সংবাদ-সূচনা নির্মাণ করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। কোন 'ক'টিতে আলোকপাত করা হচ্ছে তা নির্ভর করে প্রতিবেদকের নিজের মন-মানসিকতার উপরে। তবে অধিকাংশ সময় সংগৃহীত উপাদানই বলে দেয়, কোন 'ক'টি গুরুত্ব বেশি পাবে, অর্থাৎ যেকোনো একটি 'ক' নিজেই চিৎকার করে নিজের গুরুত্বের কথা জানান দেয়।

যদি সরল এক-ঘটনার সংবাদ-কাহিনি লিখতে গিয়ে দেখা যায় যে, দুই-তিনটি 'ক' একই রকম গুরুত্বপূর্ণ তখন প্রতিবেদককে নিজের বিবেচনা খাটিয়ে মধ্যস্থতা করতে হবে কোন 'ক'-কে তুলে ধরে তিনি সংবাদ-সূচনাটি লিখবেন। একসঙ্গে বেশ কয়েকটি 'ক'-এর উপর গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ-সূচনা লেখার

www.pathagar.com

পরিণাম কখনোই ভালো হয় না। খুব সহজেই তা অতিশব্দ ভারাক্রান্ত, বেঢপ আকৃতির একটি সূচনায় পরিণত হয়।

সাধারণত, সরল এক-ঘটনার সংবাদের জন্য একটি মাত্র 'ক'-কে তুলে ধরে সংবাদ-সূচনা তৈরি করা হয়। মাঝে মাঝে প্রথমটির সঙ্গে আরেকটি 'ক' চলে আসলেও আসতে পারে কিন্তু যদি আরও কোনো 'ক' শুরুর অনুচ্ছেদে আসার গুরুত্ব দাবি করে, সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি একসাথে পরবর্তী অনুচ্ছেদের শুরুতেই উপস্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তিনটি 'ক'-এর উপরই গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ-সূচনা লেখার চেষ্টা করা সঙ্গত হবে না। এ কথা বলার অর্থ কিন্তু এই না যে, সংবাদ-সূচনায় অন্যান্য 'ক'-এর উত্তর দেওয়া যাবে না, বরং সব অবস্থাতেই যতগুলো 'ক'-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব তা দিয়ে দিতে হবে শুরুতেই। কিন্তু সংবাদ-সূচনায় গুরুত্বারোপ করতে হবে যে কোনো একটি 'ক'-এর ওপরে।

সংবাদ-সূচনার ক্ষেত্রে বলা হয় : 'The shorter the lead, the better.'। যে গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটিগুলো সূচনায় উল্লেখ করা সম্ভব হলো না সেগুলো সংবাদের দেহে গুরুত্বের ক্রমানুসারে উল্লেখ করতে হয়। মাঝে মাঝে এমনও দেখা যায় যে, 'ষড় ক'-এর কোনো একটি 'ক'-এর উত্তরও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ না, সে রকম পরিস্থিতিতে রুটিন মাফিক 'কে' সংবাদ-সূচনা করা সবচেয়ে কাজের :

> রিক্‌শারোহী মনোয়ারা বেগম (২৩)-এর রিক্‌শাকে গতকাল বিকেলে গ্রীন রোডে কাঁঠাল বাগানের কাছে একটি টেম্পো ধাক্কা দিলে মনোয়ারা বেগম গুরুতর আহত হন।

যদি সংগৃহীত ঘটনাগুলো থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে না আসে অর্থাৎ কোনো একটি বা একাধিক 'ক'-কে গুরুত্বপূর্ণ মনে না হয় তখন উপরের সংবাদ-সূচনার অনুরূপ সূচনা প্রতিবেদকরা লিখতে বাধ্য হন। তবে এ ধরনের সংবাদ-সূচনা খুবই নীরস ধরনের হয় বলে পাঠক তা পড়তে আগ্রহ বোধ করে না। যদি এমন সংবাদ-কাহিনি হাতে আসে তখন প্রতিবেদকের উচিত আবারও ভালো করে পুরো ঘটনাটি যাচাই করে দেখা। খুব ভালো করে অনুসন্ধান চালালে অধিকাংশ ঘটনাতেই কোনো একটি 'ক'-কে গুরুত্ব দেওয়ার মতো তথ্য প্রতিবেদক পেয়ে যান। যেমন– উপরের মনোয়ারা বেগমের সংবাদটি তৈরির সময় আরও একটু খোঁজখবর করলে প্রতিবেদক হয়তো জানতে পারতেন মনোয়ারা বেগম ছিলেন নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা এবং দুর্ঘটনার পরপর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। এভাবে খোঁজখবর করলে একটি চমৎকার মানবিক-আবেদনঋদ্ধ প্রতিবেদনের 'সূচনা'

www.pathagar.com

তৈরি করে ফেলতে পারতেন তিনি। কিংবা খোঁজখবর করলে হয়তো জানা যেত টেম্পোচালক ছিল ১২/১৩ বৎসরের এক বালক। প্রকৃত চালক না থাকায় সে টেম্পা নিয়ে পথে বের হয়েছিল। একটি নীরস সংবাদ-সূচনা একজন সাংবাদিকের আলস্যেরই পরিচয়বাহী– এ কথা মনে রেখে অনুসন্ধান চালানই নীরস সংবাদ-সূচনা এড়ানোর একমাত্র উপায়।

গ.

জটিল (অনেক-ঘটনাসংবলিত) সংবাদ-সূচনা

এক-ঘটনার সংবাদ-সূচনা লেখা মোটামুটি সহজ কাজ। প্রতিদিনের সাদামাটা এসব প্রতিবেদনে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই, নেই দারুণ কিছু করার আনন্দ বা তৃপ্তি।

একটি চমৎকার, তৃপ্তিদায়ক সংবাদ-সূচনা লেখার সুযোগ অবশ্য প্রতিবেদকরা প্রায়ই পেয়ে থাকেন। যখন ঘটনার বেশ ক'টি তাৎপর্যপূর্ণ দিক থাকে বা একটি খবরের মধ্যেই থাকে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং তার প্রতিটিই প্রতিবেদকরা সংবাদে তুলে আনা জরুরি বোধ করেন তখনই আসলে তিনি সম্মুখীন হন একটি জুৎসই, বোধগম্য, সুসংগঠিত সংবাদ-সূচনা নির্মাণের চ্যালেঞ্জের। এই ধরনের জটিল প্রতিবেদনের সূচনা লিখতে হলে খুব সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করে এগিয়ে যেতে হয়। ঘটনাবলির কোনো দিক বা অংশ যাতে সংবাদ-সূচনায় বাদ পড়ে না যায় সে জন্য চোখ-কান রাখতে হয় খোলা।

নিচের পরিস্থিতিটি লক্ষ করা যাক :

পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌ-চ্যানেলে দুটি ফেরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে নিচের ঘটনাগুলো ঘটে:

১. একজন যাত্রী নিহত
২. দুটি ফেরিতে দুই হাজার যাত্রী আটক
৩. নৌ চলাচল বন্ধ

উপরের ঘটনাটির সংবাদ-সূচনা কোন তথ্যটি দিয়ে করতে হবে? কোনো সংবাদ-সূচনা লেখার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে ঘটনার বা কাহিনির সবচেয়ে সংবাদযোগ্য দিকটি দিয়ে সংবাদ-সূচনা লিখে ফেলা। যতক্ষণ কোনো ঘটনায় একটিই গুরুত্বপূর্ণ দিক থাকে তখন সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটিকে তুলে ধরে সংবাদ-সূচনা লেখা কোনো সমস্যা না। কিন্তু বিষয়টি কঠিন হয়ে ওঠে তখনই, যখন একটি ঘটনার একাধিক বিষয় বা দিক প্রায় সমান সংবাদযোগ্য বিবেচিত

www.pathagar.com

হয়। সে ক্ষেত্রে নিচের দুইটি পদ্ধতির মধ্যে যেকোনো একটিকে ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে :

১. প্রথম বাক্য বা অনুচ্ছেদে সমস্ত দিকগুলোর সারসংক্ষেপ গুরুত্বের ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা।
২. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি প্রথম বাক্য বা অনুচ্ছেদে দিয়ে দেওয়া এবং খুব দ্রুত আবার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো গুরুত্বের ক্রমানুসারে সাজিয়ে সারাংশ করে পরবর্তী অনুচ্ছেদে দেওয়া।

যেকোনো পদ্ধতিতে ঘটনাগুলো পাঠকের মনে গেঁথে দেওয়ার পরই কেবল কোনো একটি ঘটনা বা দিককে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার কাজটি শুরু করা যায়।

কীভাবে ফেরি দুর্ঘটনার সারাংশ সংবাদ-সূচনা লেখা যেতে পারে তার নমুনা :

> আজ সকালে ঘন কুয়াশার কারণে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌ পথের দু'দিক থেকে আসা দু'টি ফেরির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছে। ফেরি দুটিতে দুই হাজার যাত্রী আটকা পড়েছে এবং ঐ পথে নৌচলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

স্বাভাবিকের তুলনায় সংবাদ-সূচনাটি বেশ দীর্ঘ হয়ে গেছে। সারাংশ সংবাদ-সূচনার এইটি খুব সাধারণ একটি সমস্যা এবং সে কারণে অধিকাংশ সম্পাদক এ ধরনের সংবাদ-সূচনা এড়িয়ে চলেন।

আলোচ্য ক্ষেত্রে একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা দিককে তুলে ধরেও সূচনা করা যেত। যেসব দুর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনা ঘটে সেসব ক্ষেত্রে অনেকেই চান ঐ হতাহতের খবরটিই পাঠককে সবার আগে জানাতে, যেমন ফেরি-দুর্ঘটনার সংবাদ-সূচনাটি এভাবে লেখা যেত :

> হাকিম রহমান (৪৫) নামে ফরিদপুরগামী এক বাসযাত্রী, পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌ-পথে দু'টি ফেরির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে, মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন।
> ঘন কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনাকবলিত ফেরি দুটির প্রায় দুই হাজার যাত্রী নদীর বুকে আটকা পড়েছে এবং চ্যানেল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া জলপথে ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

এই উদাহরণে যাত্রীটির মৃত্যুকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্য কারও কাছে ঐ পথে নৌ চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে এবং তিনি সংবাদ-সূচনাটি লিখতে পারেন এভাবে :

www.pathagar.com

আজ সকালে ঘন কুয়াশার কারণে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌ পথে দুটি ফেরির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে ঐ পথে নৌ চলাচল অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।
দুর্ঘটনায় এক যাত্রী (৪৫) নিহত হয়েছেন এবং প্রায় দুই হাজার যাত্রী নদীর বুকে আটকা পড়েছেন।

অনেক ঘটনা সংবলিত সংবাদ-সূচনা লেখার কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। আগের আলোচনায় দুটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। দুটি পদ্ধতিরই মূল কথা অবশ্য এক : 'Placing first things frist.'। তারপরও দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কোনটি প্রতিবেদক ব্যবহার করবেন তা নির্ভর করে প্রাপ্ত তথ্য এবং ঘটনার প্রকৃতি বা ধরনের ওপর। কিছু বৈশিষ্ট্যকে সারমর্ম করে সারাংশ সংবাদ-সূচনা লেখা যেতেই পারে কিন্তু সব সংবাদের ক্ষেত্রে এমন সূচনা দেওয়ার চেষ্টা করা ভুল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা ঘটনাটিকে আলাদা করে সূচনায় তুলে আনা যেতে পারে, আবার পৃথক করা ঐ দিকটির সাথে সম্পর্কিত অন্য কোনো ঘটনা যুক্ত করা যেতে পারে।

প্রতিবেদক পুরো বিষয়টিকেই বিবেচনা করতে পারেন একেবারে ভিন্নভাবে। একটি বা দুটি ঘটনার মিশ্রণে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে অন্য ঘটনা দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক একটি প্রতিবেদন তিনি তৈরি করতে পারেন। বিভিন্ন দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া শিশুকে নিয়ে বক্স করা সংবাদের সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত। আলোচ্য ফেরি দুর্ঘটনায় নিহত হাকিম রহমানকে নিয়েও একটি পৃথক বক্স-প্রতিবেদন হতে পারে।

দুর্ঘটনা, নির্বাচন, এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ প্রভৃতি সংবাদের অনেক অনেক দিক বা বৈশিষ্ট্য থাকে, প্রায়ই সেসব বৈশিষ্ট্য বা দিকগুলোর পরিসংখ্যান দিয়ে দেওয়া হয় বক্স করে :

একনজরে ফেরি দুর্ঘটনা

নিহত : এক। আহত : ত্রিশ।
নদীর বুকে আটক : দুই হাজার যাত্রী ও ৩৩টি বাস-ট্রাক
আরিচা-দৌলতদিয়া নৌ-চলাচল বন্ধ

এভাবে বক্স বা ছক করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো দিয়ে দিলে একটি জটিল সংবাদ-সূচনা লেখার বাধ্যবাধকতা বা ঝামেলা কমে যায়। অন্যভাবেও বিষয়টির সমাধান করা যায় : ঘটনাটির একটি ব্যাখ্যামূলক সংবাদ-সূচনা দিয়ে দেওয়া এবং পরে সূচনার ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে তথ্যগুলো উল্লেখ করা। ব্যাখ্যামূলক সংবাদ-সূচনা লেখার সময় অবশ্যই প্রতিবেদককে সচেতন থাকতে হয়– সূচনা

www.pathagar.com

যেন সম্পাদকীয় মন্তব্য না হয়ে যায় বা সেখানে যেন চলে না আসে প্রতিবেদকের নিজস্ব মতামত। এ ধরনের সূচনায় শুধু বলা হয় ঘটনা সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলো কী বলে। প্রতিবেদক অবশ্যই এ ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ থাকেন। পরিপ্রেক্ষিত তথ্যগুলো থেকে যে জ্ঞান পেলেন সূচনায় তাই বলতে চেষ্টা করেন তিনি। তারপর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা শুরু করেন। ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন লেখার যেসব নিয়ম-কানুন বা শর্তাবলি আছে ব্যাখ্যামূলক সংবাদ-সূচনা লেখার সময়ও একই নিয়ম-কানুন বা শর্তাবলি তাকে অনুসরণ করতে হয়।

ঘ.

বিশেষ বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা

পেশাজীবনের শুরুর দিকে প্রতিবেদকরা হাজারো খুঁটিনাটি তথ্যের গাদা থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঘটনা বা কোনো ঘটনার বিশেষ দিক (ইংরেজিতে যাকে বলে ফিচার) খুঁজে বের করতে সমস্যার সম্মুখীন হন। কিন্তু সংবাদ-কাহিনির বিশেষ বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে না পারলে কারও পক্ষে সংবাদ-সূচনা (সে এক বৈশিষ্ট্য বা বহু বৈশিষ্ট্যের যেমনই হোক না কেন) তৈরি করা সম্ভব নয়। আর যথার্থ সংবাদ-সূচনা তৈরি না করতে পারলে যথাযথভাবে সংবাদের কাঠামো তৈরি করাও সম্ভব হয় না। এ কারণে একজন প্রতিবেদককে একটি কাহিনির সব ফিচারই পৃথক পৃথক করে চিহ্নিত করতে হয়। যদি তিনি তা করতে ব্যর্থ হন তবে অচিহ্নিত ফিচারগুলো সংবাদ-কাহিনিতে অর্থহীনভাবে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশি। সুতরাং কোনো ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট করতে গেলে আগে খুঁজে বের করতে হবে সেই ঘটনার বিশেষ দিক বা ফিচার কী বা কী কী?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতি বা কাহিনির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো চেনার উপায় কী, এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞাই বা কী? সহজ করে বললে বলা যায়, বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোনো ঘটনাপ্রবাহ বা সজ্জিত ঘটনাবলির মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বলতর, বিশিষ্ট এবং সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ঘটনাংশ বা উপাদান। হেঁয়ালির মতো শোনাল উত্তরটা, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এটি অনুধাবনের বিষয়, সংজ্ঞায়িত করার নয়। প্রতিবেদককেই নির্ধারণ করতে হবে কোন বা কোন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে কোনো একটি ঘটনাপ্রবাহে। যদি প্রতিবেদক তার ঈদের ছুটির দিনগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারেন, যদি পারেন কোনো বইয়ের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক অধ্যায় কোনটি তা নির্ধারণ করতে, যদি কোনো বিতর্কের বলিষ্ঠ দিকগুলো শনাক্ত করতে সক্ষম হন, সর্বোপরি তিনি যদি বের করতে পারেন কোনো এক সুন্দর মানুষের সৌন্দর্যে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে তার দেহের কোন অংশ তাহলে তিনি অবশ্যই কোনো ঘটনাপ্রবাহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করতে

www.pathagar.com

সক্ষম হবেন। কোনো রহস্য নেই এখানে, নেই কোনো সূক্ষ্ম চাতুর্যের বা কলাকৌশলের প্রয়োগ। এমনকি কোনো নিয়মকানুন বা রীতি-পদ্ধতিও নেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করার, পুরোটাই উপলব্ধির অন্তর্গত।

সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা একটি উদাহরণ বেশ কয়েকবার তাদের শিক্ষাজীবনে শুনে থাকেন। উদাহরণটি এরকম : ধরা যাক, শ্রেণি কক্ষে শিক্ষক তার নিয়মিত বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন, শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ নিচ্ছেন। এই প্রাত্যহিক ঘটনার বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু যদি এমন হয়, সেই শ্রেণি কক্ষের বৈদ্যুতিক পাখাটি খুলে পড়ে শিক্ষার্থীদের মাথার ওপরে, আহত হন দশ জন শিক্ষার্থী, কোনো শিক্ষার্থীর নাক যায় কাটা, তাহলে এই যে অদৃশ্যপূর্ব ঘটনাংশ সেগুলোই সেই দিনের সেই ক্লাসটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা ফিচার।

প্রধানমন্ত্রী তো প্রতিদিন বক্তৃতা দেন। গতানুগতিক বক্তৃতা। একই কথা হয়তো তিনি বলে যান দিনের পর দিন। কিন্তু মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই তিনি এমন কিছু বলেন যাতে চমক আছে, নতুনত্ব আছে, আছে সেই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া। প্রতিদিনের রুটিন বক্তৃতার মধ্যে তিনি কখনো কখনো ঘোষণা দেন নতুন কোনো সিদ্ধান্তের, জানান নতুন কোনো তথ্য– এই ব্যতিক্রমগুলোই তার সেই বক্তৃতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিবিদরা বের হন বিভিন্ন এলাকা সফরে, পুরো উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল সফরে বের হওয়া কোনো জাতীয় নেতা হয়তো প্রতিটি জেলা সদরেই বক্তৃতা করেন। এসব বক্তৃতা মোটামুটিভাবে একই রকম হয়ে থাকে কিন্তু তারপরও খেয়াল করলে দেখা যাবে সিরাজগঞ্জে হয়তো তিনি যমুনার ভাঙন সমস্যার উপরে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন দু-একটি কথা, নাটোরে একই বক্তৃতার সাথে জুড়ে দিচ্ছেন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শিল্প অনগ্রসরতার কথা, আবার চাঁপাইনবাবগঞ্জে বলছেন চোরাচালান সমস্যা প্রসঙ্গে। যে প্রতিবেদক ঐ নেতার সফর প্রতিদিন পরিবেশন করার দায়িত্বে আছেন তার কাজ হচ্ছে, নেতা নতুন যে কথাগুলো বলছেন তা খুঁজে বের করা। ঐ নতুন কথাগুলোই নেতার সেদিনের বক্তৃতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

প্রতিদিন চলে জাতীয় সংসদের অধিবেশন। তর্ক-বিতর্ক হয়, ওয়াকআউট হয় প্রায়ই। কিন্তু যদি অধিবেশন চলাকালে কেউ সঙ্গে পিস্তল নিয়ে অধিবেশনে ঢোকেন, যদি হাতাহাতি, মারামারি করেন, যদি কেউ অবাঞ্ছিতভাবে গালি দেন স্পিকারকে তাহলে সেসব অধিবেশনগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

নতুন নতুন যারা খবর লেখা শুরু করেন তারা একটি সাধারণ ভুল করেন এবং সেটি হচ্ছে– সংবাদ-সূচনায় উল্লেখ করেননি বা ইঙ্গিত দেননি সংবাদের

www.pathagar.com

দেহে তথা বিস্তারিত বর্ণনায় এমন প্রসঙ্গের অবতারণা করা। তারা এটি ভুলে যান যে, সংবাদের কায়া হচ্ছে সংবাদ-সূচনায় যা বা যেটুকু বলা হয়েছে তারই বা সেটুকুরই বিস্তারিত বর্ণনা। প্রতিবেদক একটি সংবাদ-কাহিনিতে সমস্ত কিছু দিতে পারেন না, পারেন না নতুন কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করতে। অনেকেই এমন ধরনের বায়বীয় সংবাদ-সূচনা দেন যাতে সংবাদের দেহে ইচ্ছেমতো নব নব প্রসঙ্গের অবতারণা করা যায় কিন্তু এটি সংবাদ-সূচনার যে কাজ, সূচনার যে প্রয়োজনীয়তা তার সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। প্রতিবেদক একটি জনসভার সংবাদ লিখতে গিয়ে সাধারণভাবে এমন সংবাদ-সূচনা দিতে পারেন না যে, 'গতকাল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মগবাজারের জনসভায় অনেক মজার মজার ঘটনা ঘটে!' এ ধরনের সূচনা দিলে প্রতিবেদক হয়তো তার বিস্তারিত বর্ণনায় লিখতে পারবেন যাচ্ছেতাই। কিন্তু সংবাদ-সূচনা হিসেবে তা পত্রিকাটির মালিক-সম্পাদক-পাঠক, কারও কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রতিবেদককে অবশ্যই জনসভাটির বিশেষ-বৈশিষ্ট্য বা 'মজার মজার ঘটনাগুলো' পৃথক করতে হবে এবং তারপর সার-সংক্ষেপ দিয়ে সংবাদ-সূচনাটি লিখতে হবে। সংবাদ-সূচনায় উল্লেখ করতে পেরেছেন বা ইঙ্গিত দিতে পেরেছেন শুধু এমন প্রসঙ্গেই তিনি সংবাদ-কাহিনির বিস্তারিত বর্ণনায় লিখবেন। মনে রাখতে হবে, সংবাদ-সূচনা দেওয়া হয়ে থাকে পুরো সংবাদটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। সংবাদে যা যা আছে তার সব কিছুরই ইঙ্গিত সংবাদ-সূচনায় প্রকাশের চেষ্টা করা হয়। সংবাদ-সূচনায় ইঙ্গিতই নেই এমন নতুন কিছু পরে উল্লেখ করবেন না। সংগৃহীত তথ্য যদি তা দাবি করে তাহলে সেই তথ্য দিয়ে আপনার পৃথক আরেকটি সংবাদ তৈরি করা উচিত।

এক-ঘটনার সংবাদে ঘটনাটি স্বয়ং বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সুতরাং সেসব ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেতে প্রতিবেদককে কোনো বেগ পেতে হয় না। সমস্যা হয় বহু ঘটনা বা বহু দিক সম্বলিত কোনো সংবাদের সূচনা লিখতে গেলে। আসলে বহু ঘটনা বা বহু দিক সংবলিত সংবাদের ক্ষেত্রে যা ঘটে তা হচ্ছে সংবাদটির 'ষড় ক'-এর চারটি 'ক' বা তিনটি 'ক' হয়তো একই কিন্তু একটি বা দুইটি 'ক'-এর উত্তর একাধিক বা বহু। যদি প্রতিবেদক এই ব্যতিক্রমী 'ক'গুলোকে চিহ্নিত করতে পারেন তবে তিনি সেগুলোর একটি সারাংশ করে সূচনায় দিয়ে দিতে পারেন, তাহলেই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনার সময় নতুন করে কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা তাকে করতে হয় না।

বহু ঘটনা বা বহু দিকের সংবাদ-কাহিনিগুলোয় 'কী'-এর উত্তরের পার্থক্য হয় অর্থাৎ নানা ঘটনাংশ থাকে। একই ব্যাপার ঘটতে পারে একাধিক ব্যক্তির প্রসঙ্গে, সে ক্ষেত্রে পাল্টে যায় 'কে'-এর উত্তর, আবার অনুরূপ ঘটনা ঘটতে পারে ভিন্ন ভিন্ন কারণে তখন পাল্টে যায় 'কেন'-এর উত্তর। জটিল-সূচনা লেখার

www.pathagar.com

সময়, প্রতিবেদককে যা করতে হয় তা হচ্ছে : সংবাদ-সূচনায় এই বৈচিত্র্যগুলোকেই সারাংশ করে দিয়ে দেওয়া। একটা কথা মনে হয় এ প্রসঙ্গে আবার স্মরণ করা প্রয়োজন যে, বৈচিত্র্য আছে বলেই বৈশিষ্ট্যগুলোকে সারাংশ করতে হবে তা নয়। যেমন ধরা যাক, একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মানুষ মারা গেল তিনজন, সম্পদের ক্ষতি হলো তিন কোটি টাকা, মারা গেল তিনটি বেড়ালের বাচ্চাও। এখন প্রতিবেদক যদি শুধু পৃথক বৈশিষ্ট্যের সারাংশ করতে গিয়ে বেড়ালের বাচ্চা মারা যাওয়ার দিকটিও সূচনায় দিয়ে দেন তাহলে ভুল হবে। (অবশ্য সেই বেড়ালের বাচ্চা যদি দুর্লভ জাতের হয় তবে তা সংবাদ-সূচনায় আসতেও পারে।) প্রতিবেদককে মনে রাখতে হবে তিনি সারাংশ করবেন সেই সব বৈচিত্র্যমণ্ডিত বিষয়াবলির বা দিকের– যাদের রয়েছে সংবাদযোগ্যতা, আর সংবাদযোগ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে পাঠকের আগ্রহ বা আকর্ষণ।

ঙ.

সংবাদ-মূল্য নির্ণায়কের ওপর জোর

প্রতিবেদক হয়তো ঠিকমতোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটিকে বা তথ্যগুলোর সারাংশ দিয়ে একটি সংবাদ-সূচনা করলেন এবং তাতে 'ষড় ক'-এর বিষয়টিও অনুসরণ করা হলো কিন্তু তারপরও সেটি একটি অকার্যকর, ভোঁতা সংবাদ-সূচনা হতে পারে। যদিও একটি সফল কার্যকর সংবাদ-সূচনা লেখা একজন প্রতিবেদকের অন্তর্গত গুণাবলির প্রকাশ তারপরও শুরুর দিকে নবীনরা আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখতে পারেন। তারা চেষ্টা করতে পারেন সব অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট সংবাদের সংবাদমূল্য নির্ধারণকারী নিয়ামক (*Factors*) ও সংবাদ উপাদানগুলো (*Elements*) চিহ্নিত করে সচেতনভাবে সেগুলোর কোনো একটি বা দুটির উপর গুরুত্বারোপ করে সূচনা তৈরি করার। সংবাদযোগ্য কোনো ঘটনা জানার পরপরই তিনি ভেবে দেখতে পারেন ঐ ঘটনাটির সংবাদমূল্য নির্ধারণকারী নিয়ামক কোনটি এবং এর সংবাদ উপাদানটি বা সংবাদ উপাদানগুলো কী কী। যদি প্রতিবেদক তা নির্ধারণ করতে পারেন তবে সেই ফ্যাক্টর এবং/বা উপাদানটি বা উপাদানগুলির যেকোনো এক বা একাধিকের ওপর জোর দিয়ে অর্থাৎ গুরুত্বারোপ করে তিনি তৈরি করতে পারেন সংবাদটির সূচনা। যেমন :

তাৎক্ষণিকতা

> সরকারের গত মে মাসে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে সোনালি জুট মিলের তিন হাজার শ্রমিক অব্যাহতি পাচ্ছে।

www.pathagar.com

সরকারের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে সোনালি জুট মিল থেকে আগামী দুই মাসে পর্যায়ক্রমে আরও পাঁচ হাজার শ্রমিক চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন।

উপরের সংবাদটিতে ঘটনাটির সংবাদযোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'সময়' একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর– এটি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার পর তাৎক্ষণিকতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবেদক সূচনাটি এভাবে লিখতে পারতেন এবং তা অধিক কার্যকর হতো :

আজ বুধবার সোনালি জুট মিলের তিন হাজার শ্রমিক অব্যাহতি পাচ্ছেন। সরকারের মে মাসে গৃহীত গোল্ডেন হ্যান্ডশেক কর্মসূচির ফলে আগামী দুই মাসে আরও পাঁচ হাজার শ্রমিক চাকরি থেকে অবসর গ্রহণে বাধ্য হবে।

নৈকট্য

একটি সংবাদ-সূচনায় বলা হচ্ছে :

বিদ্যুত ঘাটতির কারণে উত্তরাঞ্চলের তিনটি জেলায় গতকাল সকাল সাতটা থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ আছে।

উপরের সংবাদটি যদি উত্তরবঙ্গের কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় সে ক্ষেত্রে 'নৈকট্য'– ঐ সংবাদটির মূল্য নির্ধারক। এই ফ্যাক্টরটির প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ-সূচনাটি এইভাবে লিখলে অধিক কার্যকর হতো :

রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলায় গতকাল সকাল সাতটা থেকে বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ আছে।

খ্যাতি

দেশের একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী তহবিলে গতকাল বুধবার দশ লাখ টাকা দান করেছেন।

উপরের সংবাদ-সূচনাটি ঐভাবে না লিখে, 'খ্যাতি' এই সংবাদ উপাদানটির প্রতি অধিকতর গুরুত্বারোপ করে লেখা যেত :

বিশিষ্ট শিল্পপতি, টাইম গ্রুপের প্রেসিডেন্ট হাজি শরাফত উল্লাহ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী তহবিলে দশ লাখ টাকা দান করেছেন।

আজকাল সম্পাদকরা সারাংশ সংবাদ-সূচনা খুব একটা পছন্দ করেন না, তারা একটু নতুনত্ব আশা করেন। আর প্রতিভাবান প্রতিবেদকরাও আজকাল আর একঘেয়ে সারাংশ সংবাদ-সূচনা ব্যবহার করেন না। এই সময়ের পাঠকও

www.pathagar.com

সম্ভবত ভিন্নতার স্বাদ পেতে বেশি আগ্রহী কিংবা যেকোনো কারণেই হোক, পুরাতন সাদামাটা সারাংশ সংবাদ-সূচনার বদলে আজকাল আকর্ষণীয় নানা রকম সংবাদ-সূচনা সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে। বিলম্বিত ভাবারোহক সূচনা বা 'সাসপেনডেড ইন্টারেস্ট ইন্ট্রো' খুব বেশি ব্যবহৃত হয় ইদানীং। প্রতিবেদকরা সূচনায় সব 'ষড়-ক'-এর উত্তর না দিয়ে একটি বা দু'টির উত্তর দিয়ে পাঠকের আগ্রহ পুরো সংবাদের দিকে টেনে আনার জন্যই বেশি চেষ্টা করেন।

সংবাদ-সূচনা দিয়ে পাঠক আকৃষ্ট করার কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করা বেশ দুরূহ। হরেক রকম উপায়ে প্রতিবেদকরা আজকাল তাদের সূচনায় নতুনত্ব আনছেন। তবে বেশ চল আছে এমন কিছু সংবাদ-সূচনার নমুনা শনাক্ত করেছেন সাংবাদিকতার শিক্ষকরা, সেগুলোর বেশ চটকদার নামও তারা দিয়েছেন। (পরবর্তী পৃষ্ঠায় সেসব সংবাদ-সূচনাগুলোর উদাহরণ জুড়ে দেওয়া হলো।) একটি কথা অবশ্য উল্লেখ করা বেশ জরুরি, সংবাদ-সূচনার শৈলীতে যে বিভিন্নতা বা নতুনত্ব নিয়ে আসা হয়েছে তা আরোপিত বা জোর করে আনা হয়নি। সংবাদের প্রয়োজনেই বা সংবাদের সঙ্গে যখন তা অত্যন্ত সুসঙ্গতিপূর্ণ তখনই এমন সূচনা ব্যবহার করা হয়েছে। আর সংবাদ-সূচনা লেখার যে মৌল নীতিমালা ও উদ্দেশ্য আছে সেগুলো মেনেই এই সব নিরীক্ষা করা হয়েছে ও হচ্ছে।

চ.
নানা নামের সংবাদ-সূচনা

প্রশ্নবোধক সংবাদ-সূচনা

যখন মানুষের অনুভূতি কোনো একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে বিক্ষিপ্ত, তার মন যখন অনেক অনেক প্রশ্নে জর্জরিত তখন তাদের প্রশ্নেরই অনুরূপ হতে পারে কোনো সংবাদের সূচনা। এ ধরনের সংবাদ-সূচনা যুৎসই হলে পাঠক আকৃষ্ট হয়, নিজেকেও খুঁজে পায় সেই সংবাদ-কাহিনিতে।

> 'শিক্ষামন্ত্রী কি দায় এড়াতে পারেন?'– গতকাল তৃতীয় দিনের মতো পিএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেলে মন্ত্রিসভার এক জরুরি বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রীকে উদ্দেশ করে প্রধানমন্ত্রী উপরোক্ত প্রশ্ন করেন।

কিংবা :

> 'পাঁচটি বৎসর পরিশ্রমের এই কি ফলাফল?' ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সাথে পিএসসি অঙ্কের প্রশ্নপত্র হুবহু মিলে গেলে ঢাকা মতিঝিল

www.pathagar.com

বয়েজ স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাত্রটি এই প্রশ্ন তোলে।

পাঞ্চ, বুলেট বা কার্তুজ সংবাদ-সূচনা

এ ধরনের সংবাদ-সূচনা একেবারে সরাসরি বুলেটের মতো কিংবা কার্তুজের মতো ঢুকে যায় পাঠকের মস্তিষ্কে। সরাসরি এখানে বলা হয় সবচেয়ে মোক্ষম কথাটি, মেদহীন ও চাঁছাছোলাভাবে :

মলি, ক্লোন করা ভেড়ীটা আজ মারা গেছে।

আবু আলী আর নেই।

পিএসসি পরীক্ষার সব প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে।

কথোপকথন সংবাদ-সূচনা

খুব ছোট দৃষ্টি আকর্ষক উক্তি দিয়ে এই সূচনা শুরু করা যেতে পারে। ছোট সংলাপের মধ্য দিয়ে যদি সংবাদ-কাহিনির মূল কথাটি তুলে ধরা যায় তাহলে এ ধরনের সূচনা খুব কার্যকর হয়। আবার খুব গুরুত্বপূর্ণ খবর নয় অথচ চিত্তাকর্ষক, বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য ঐ ধরনের সংবাদের ক্ষেত্রেও কথোপকথন সূচনা ব্যবহার করা যায়। তবে খেয়াল রাখা দরকার, সংবাদ-সূচনায় দীর্ঘ উদ্ধৃতির ব্যবহার কাজের না হয়ে বরং বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারে। পাঠক এরকম দীর্ঘ সূচনা পড়তে গিয়ে অনেক সময় মনোযোগ ধরে রাখতে ব্যর্থ হন এবং পড়া ছেড়ে অন্যদিকে চলে যান।

কথোপকথন সংবাদ-সূচনার চমৎকার উদাহরণ ব্যবহার করেছিলেন জনাব আতাউস সামাদ :

> ঢাকা, ১ ডিসেম্বর : 'আপনার কাছে বিক্রি করার বৈদেশিক মুদ্রা আছে?' শুল্ক বিভাগের কর্মচারীটি বিমানবন্দরের ভেতরেই যাত্রীটিকে জিজ্ঞেস করল। যাত্রীটি মৃদু হেসে বললেন, 'আপনার চাহিদা মেটাতে পারতাম যদি আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রক না হতাম।'

স্ট্যাকাটো সংবাদ-সূচনা

ইংরেজি *স্ট্যাকাটো* শব্দের অর্থ 'পৃথক কিন্তু স্পষ্ট ধ্বনি'। পৃথক কিছু ধ্বনিকে শব্দে তুলে এনে যে সূচনা লেখার চেষ্টা করা হয় সেটিই *স্ট্যাকাটো* সংবাদ-সূচনা। ছোট, ছাঁটা শব্দ, প্রবচন, বাক্য এবং মাঝে মাঝে ড্যাশ বা ডট দিয়ে কোনো একটি সংবাদের জন্য আবহাওয়া তৈরি করা হয়। বেশ একটু বর্ণনাধর্মী

www.pathagar.com

এই সূচনা, যদি সংবাদ-কাহিনির একান্ত দাবি না হয়, তাহলে ব্যবহার না করাই ভালো। জনাব আতাউস সামাদ চমৎকার উদাহরণ ব্যবহার করেছেন স্ট্যাকাটো সংবাদ-সূচনার :

> ঢাকা, ২রা মে : বহু কণ্ঠের স্লোগান। অসংখ্য কণ্ঠের গুঞ্জরণ। একটু ধোঁয়া, বিদ্যুতের ঝলকানি। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। আহতদের আর্তনাদ। নিহতের রক্তাপ্লুত নিথর দেহ। গতকাল বিকালে বাইতুল মোকাররমে গণলীগের সভার পরিণতি।[১]

বিলম্বিত ভাবারোহক সংবাদ-সূচনা

মাঝে মাঝে, প্রতিবেদক মূল পয়েন্টগুলো না দিয়ে মূল বিষয়টি বলার জন্য মঞ্চ তৈরির কাজ করতে পারেন বা কথা পাড়ার জন্য দিতে পারেন ধুয়ো। এটি প্রতিবেদকরা করেন ক্রমানুসারে বা 'ক্রনলোজিক্যাল'ভাবে লেখা সংবাদের ক্ষেত্রে কিংবা তথাকথিত *টিজার ইন্ট্রো* ব্যবহারের উদ্দেশ্য থাকলে। যাই হোক, মোদ্দাকথা হলো, বিলম্বিত ভাবারোহক সংবাদ-সূচনায় প্রকৃত সংবাদের একটু আঁচ মাত্র দেওয়া হয়। যেমন :

> কাগজ ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর তার বড় মেয়েটির কপালে চুমু দিলেন, সাত বছরের ছোট ছেলে নাহিদকে কোলে তুলে আদর করে মোহাম্মদপুরের বাসা থেকে মারুতি গাড়িটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তার মতিঝিলের অফিসের উদ্দেশে। অফিসে পৌঁছে শুনলেন তার টেলিফোনে রিং হচ্ছে। রিসিভার তুলে শুনতে পেলেন তার স্ত্রী নাদিয়ার আকুল কান্না।

এই ধরনের সূচনায় সংবাদের মূল ঘটনাটি না বলে বরং পাঠকের আগ্রহ সংবাদের শেষ পর্যন্ত ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়।

ছ.

পরামর্শ : সংবাদ-সূচনা কীভাবে লিখবেন

ক. প্রথমে খুব মনোযোগ দিয়ে সংগৃহীত টোকাগুলো পড়ে 'ষড় ক'-এর উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। নবীনদের জন্য ভালো বুদ্ধি হচ্ছে, প্রতিটি 'ক'-এর পাশে যথাযথ উত্তরগুলো খাতায় লিখে ফেলা।

খ. সংবাদ-মূল্য ও পাঠকের কথা মাথায় রেখে ঘটনাটির ফিচার বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলো শনাক্ত করতে হবে। মনে মনে ভাবা যেতে

---

[১] সংবাদ-সূচনা, আতাউস সামাদ, নিরীক্ষা, পিআইবি, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮১।

www.pathagar.com

পারে যে, আপনি কাউকে ঘটনাটি গল্প করে শুনাচ্ছেন। ভাবুন, আপনি তাকে প্রথমে কী বলবেন? যা সবার প্রথমে বলবেন, সেটিই হচ্ছে আপনার খবরের ফিচার। যদি আপনি মুখে মুখে ঘটনাটি বলতে চান তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো খুঁজে পেতে আপনার সমস্যা হবে না। অধিকাংশ মানুষের মতো সাংবাদিকরাও আসলে খুব ভালো করে আলাপ করতে পারেন এবং সংবাদ-কাহিনি লেখার সময় যদি প্রতিবেদকরা ঐ কথোপকথনের কৌশলটিই প্রয়োগ করেন তাহলেই বের হয়ে আসে ভালো সংবাদ-সূচনা ও পুরো সংবাদ-কাহিনি।

গ. অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুরুত্বের ক্রমানুসারে আগে উল্লেখ করে 'ষড় ক'-এর অবশিষ্ট 'ক'গুলো উপস্থাপন করতে হবে।

ঘ. এবার, সংবাদ-সূচনার শুরুর বাক্যটি কীভাবে সবচেয়ে ভালো বা কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা যায় তা নির্ধারণ করতে হবে।

ঙ. একটি ভালো সংবাদ-সূচনার অন্য গুণগুলো স্মরণ করুন।

চ. এবার সংবাদ-সূচনাটি পরীক্ষা করতে পারেন।

ছ. যদি মনে করেন আরও উন্নয়ন সম্ভব, তাহলে আবার সূচনাটি লিখুন।

জ.

সংবাদ-সূচনা পরীক্ষা করা

সংবাদ-সূচনা লেখার কোনো একটি সুনির্দিষ্ট উপায় নেই। এমন কোনো সূত্র নেই যা প্রয়োগ করে লেখা যেতে পারে সংবাদ-সূচনা। প্রত্যেক প্রতিবেদকই সংবাদ-সূচনাটি লেখার পর নিজের মতো করে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন তার সূচনাটি কতখানি কার্যকর সূচনা হয়েছে। সংবাদ-সূচনা পরীক্ষা করার এই কৌশলটি নেওয়া হয়েছে হ্যারিস আর জনসনের *দ্য কমপ্লিট রিপোর্টার* বইটি থেকে। ইংরেজি নিউজ (*News*) শব্দটির চারটি বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে এই পরীক্ষার চাবি (*keys*) হিসেবে।

N for newsworthiness– সংবাদ-সূচনাটিতে পাঠকের মনে ধরে এমন মূল্যবান কিছু কি বলা হয়েছে?

E for emphasis– সংবাদ-সূচনায় কি ঘটনাটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় তথ্যটির উপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে?

W for the 5 W's– প্রয়োজনীয় সবগুলো 'ক'-এর উত্তর কি সংবাদ-সূচনায় দেওয়া হয়েছে?

www.pathagar.com

S for source of information–সংবাদ-সূচনায় কি সংবাদ-সূত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে (যদি সংবাদ-সূত্র উল্লেখ করা জরুরি মনে হয়, তবেই)?

সব প্রশ্নের উত্তর যদি হ্যাঁ-সূচক হয় তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে, সংবাদ-সূচনাটি অন্তত মোটামুটিভাবে উত্‌রে গেছে। –

www.pathagar.com

সংবাদ কাঠামো[¤]

উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা এমনকি আত্মজীবনী– যা কিছুই লেখা হয় বা লিখিত হয় সাহিত্যের নির্দিষ্ট কিছু কাঠামো অনুসরণ করে। যোগাযোগের দায় থাকলে, কাঠামো অনুসরণ করা প্রত্যেক লেখকের জন্যই হয়ে ওঠে অনিবার্য। তাই সংবাদ প্রতিবেদনও লেখা হয় নির্দিষ্ট কাঠামো মেনে। সমালোচকরা একসময় সংবাদ লেখার কাঠামোকে একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন, গতানুগতিক ইত্যকার বিশেষণে তাচ্ছিল্য করেছেন, সমালোচনা করেছেন সাংবাদিকদের সৃষ্টিছাড়া বলে। সব কিছুই একই কাঠামোয় লিখতে বাধ্য সাংবাদিকরা পরাধীন ও সৃজনশীলতাশূন্য– এমন অভিযোগ তারা করেছেন। ছোটগল্প, সনেট বা হাইকুও লেখা হয় অত্যন্ত আঁটসাঁট একটি আঙ্গিকে– এ ব্যাপারগুলো খুব মুন্সিয়ানার পরিচয় হলেও উল্টোপিরামিড কাঠামোয় সংবাদ লেখার প্রচলিত পদ্ধতিকে সমালোচনায়-সমালোচনায় দগ্ধ হতে হয়েছে। আজ দিন পাল্টেছে, সাংবাদিকরা উল্টোপিরামিড কাঠামোয় সংবাদ লেখায় যেমন সৃজনীশক্তি ও সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি উল্টোপিরামিড কাঠামোকে অতিক্রম করে আরও বেশ কয়েকটি কাঠামোয় সংবাদ উপস্থাপন করে সফলভাবে তথ্য সঞ্চালনে দিয়েছেন পারঙ্গমতার পরিচয়।

হ্যাঁ, একঘেয়ে উল্টোপিরামিড কাঠামোকে অতিক্রম করার চেষ্টা সাংবাদিকদের মধ্যে এখন খুব বেশি। তবে এ কথাও মনে রাখা দরকার, সাংবাদিকরা একেবারে হুবহু উল্টোপিরামিডের আকারে নিজেদের সংবাদ কখনোই উপস্থাপন করেননি, সেখানে মিশে ছিল আরও নানা কাঠামোর আদল। কিন্তু যেহেতু প্রধান হয়ে দেখা গেছে উল্টোপিরামিড কাঠামোর চেহারাটি তাই সেসব সংবাদকে সরলভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে উল্টোপিরামিড কাঠামোয় লেখা সংবাদ হিসেবে। সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা খুব ভাল করেই জানেন, খুব সাদামাটা সংবাদগুলো হয়তো উল্টোপিরামিড কাঠামোতে লেখা হয় কিন্তু দুই বা

[¤] সংবাদ কাঠামো শীর্ষক আলোচনাটুকু লেখকের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বই থেকে পরিমার্জন করে এখানে সংযোজন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ততোধিক ঘটনার সংবাদগুলো কিছুতেই সম্ভব হয় না উল্টোপিরামিড কাঠামোতে উপস্থাপন করা। সে ক্ষেত্রে একাধিক কাঠামোর মিশ্রণ হয়ে ওঠে অনিবার্য।

উপরের আলোচনা থেকে একটি দিক পরিষ্কার হয়ে উঠে এসেছে যে, সংবাদের মৌলিক কাঠামো বলে যদি কিছু থাকে তবে তা উল্টোপিরামিড কাঠামো। মানুষের সঙ্গে মানুষের কার্যকর যোগাযোগের অন্তর্গত কৌশলটি অনুসরণ করে এই উল্টোপিরামিড কাঠামো গড়ে উঠেছে বলেই সম্ভবত কাঠামোটি মৌলিকত্বের দাবিদার। সঙ্গত কারণেই নবীন প্রতিবেদকদের সবার আগে আয়ত্তে আনতে হয় এই কৌশলটি। তারপর এ কাঠামোর সাথে তাদের কল্পনা-শক্তি, উপলব্ধি, হাস্যরস, সহানুভূতি আর রুচিশীলতা মিশিয়ে তারা প্রাণময় গতিশীল মিশ্র-কাঠামোয় সংবাদ উপস্থাপন করতে ক্রমশ দক্ষ হয়ে উঠেন। এই প্রেক্ষাপটটি মাথায় রেখেই এ আলোচনার শুরুতে এসেছে সংবাদ লেখার মৌলিক ছাঁচ 'উল্টোপিরামিড কাঠামো'-সংক্রান্ত আলোচনা এবং তারপর অন্যান্য মিশ্র-কাঠামোর প্রসঙ্গ।

মৌলিক কাঠামো

মানুষের দেহ-কাঠামোর সাথে অনেক মিল আছে সংবাদের মৌলিক কাঠামোর। মানুষের যেমন আছে মাথা, তেমনি সংবাদের আছে সূচনা। মানুষের গ্রীবার মতো কোনো কোনো সংবাদ-কাঠামোতে গ্রীবার অস্তিত্বও কল্পনা করা হয়। সে ক্ষেত্রে তাকে বলা হয় *নেক* (*Neck*)। আর নেকের পরের বাকি অংশটুকুকে অভিহিত করা হয় সংবাদের কায়া বা দেহ নামে। সব সংবাদ-কাহিনিতে *নেক* থাকে না, মূলত তিনটি অংশ নিয়েই একটি সংবাদ নির্মিত হয় : সূচনা বা ইন্ট্রো, দেহ বা কায়া– যাকে বলে ঘটনার অগ্রগতি (*ডেভেলপমেন্ট*) ও শেষ (*চিত্র : ১ দেখুন*)। এটিই সংবাদ কাঠামোর মৌলিক সজ্জা। মূলত এই সজ্জাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের সংবাদ কাঠামো।

এই মৌলিক আদলকে কেন উল্টোপিরামিড কাঠামো বলা হয় সেটি এখন আমরা একটু মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করি। পিরামিডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে তার নিচের দিকটি। পিরামিডের নিচে তার নির্মাতারা দিয়ে দেন নিহত সম্ভ্রান্তের মমি এবং অন্যান্য ধন-রত্নের সম্ভার। তারপর পিরামিডের যত উপরে যাওয়া যাবে, দেখা যাবে ততই অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যের নির্মাণ-সামগ্রী দিয়ে কোনোরকম পিরামিডটির গাঁথুনি 'শেষ' করে ফেলেছেন তার নির্মাতা। অন্যান্য স্থাপত্য নিদর্শনের শীর্ষ চূড়ায় যেমন চোখকাড়া কিছু না কিছু স্থান পায় তেমন কিছুই থাকে না পিরামিডের শীর্ষদেশে।

www.pathagar.com

সংবাদ-কাহিনির স্থাপত্য পিরামিডের একেবারে উল্টো। সংবাদের মাথাতেই বা চূড়াতেই সাংবাদিকরা তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সংগ্রহগুলো উপস্থাপন করেন এবং তারপর যত নিচে নামা যাবে দেখা যায় উপস্থাপিত ধন-রত্নের ঔজ্জ্বল্য যেন ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। সংবাদের একেবারে শেষ বা নিচের অংশে তেমন মূল্যবান কোনো তথ্যই থাকে না। সম্পাদনার সময় যদি কাটা পড়ে যায় সে অংশ, সংবাদ-কাহিনির কোনো ক্ষতি হয় না তাতে। কারণ, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অংশটিই বাদ যায় সবার আগে। অনেকটাই যেন পিরামিডের চূড়ার মতো শুধুই গাঁথুনি 'শেষ' করার প্রয়োজনে গাঁথা হয় সংবাদের এই অংশটি।

আরেকভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় এই নামকরণের যৌক্তিকতা। পিরামিডের নিচের দিকটা বেশ প্রশস্ত, এটি ক্রমাগত সরু হতে হতে চূড়ায় গিয়ে একটি বিন্দুতে মিলে যায়। অর্থাৎ গোড়ায় তার যা প্রশস্ততা ও গুরুত্ব আগায় তা ক্রমশ ক্ষীণ ও হীন। সংবাদ-কাহিনির কাঠামো পিরামিডের গঠনশৈলীর ঠিক বিপরীত। নিচের অংশে স্থান পাওয়া ঘটনাগুলোর ব্যাপ্তির তুলনায় খবরের চূড়াটিই ঘটনার গুরুত্বে অধিকতর ব্যাপ্ত– পিরামিড একেবারে উল্টে দিলে যেমন ঘটত তেমনই তার কাঠামো। এর নামকরণ তার কাঠামোর আদলকে স্মরণে রেখেই।

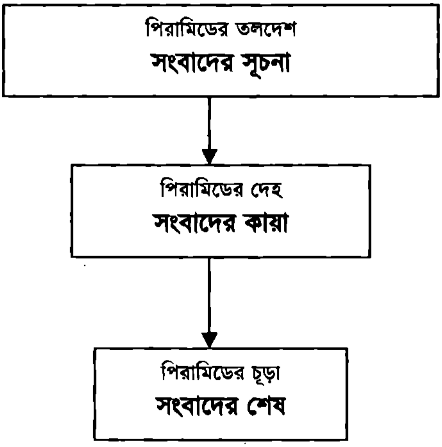

চিত্র ১ : সংবাদ-কাহিনির মৌলিক কাঠামো। প্রত্যেক সংবাদেরই থাকে একটি ইন্ট্রো– সূচনা স্থান, প্রত্যেকেরই আছে কায়া বা দেহ। সূচনায় বলা হয়েছে যে সব কথা তার বিস্তারিত থাকে কায়ায়। আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি সংবাদ-কাহিনিতে অধিকাংশ সময়ই থাকে না। ফিচার স্টোরিতে অবশ্য উপসংহার খুব বেশি দেখা যায়।

www.pathagar.com

প্রতিটি প্রতিবেদনেই একটি সূচনা থাকে এবং থাকে সূচনায় উপস্থাপিত বক্তব্যের ব্যাখ্যা নিয়ে তৈরি সংবাদের কায়া। কিন্তু প্রতিবেদনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি বা উপসংহার থাকতেও পারে, আবার নাও পারে। উপসংহার থাকা না থাকা নির্ভর করে প্রতিবেদনের বিষয় এবং প্রতিবেদনের দাবির ওপর। সাধারণত 'ফিচার স্টোরি'তে উপসংহার থাকে এবং অন্যান্য অধিকাংশ সংবাদে উপসংহার থাকে না।

সংবাদ লেখার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শৈলীটি কিন্তু নির্মিত হয় খুব সাদামাটা আয়োজনে। সংবাদের মৌলিক সজ্জার কাঠামোটিতে কাদা-মাটি লাগালে যে রূপটি নিতে পারে (*চিত্র : ২ দেখুন*) সে আদলেই অধিকাংশ সংবাদ পরিবেশিত হয়। বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা যাক। প্রতিটি ঘটনাতেই এমন একটা কিছু থাকে যেটি বা যে অংশ অন্যগুলোর তুলনায় বেশি গুরুত্বের দাবি রাখে, যাকে সংবাদ-সূচনাসংক্রান্ত আলোচনায় আমরা সবচেয়ে

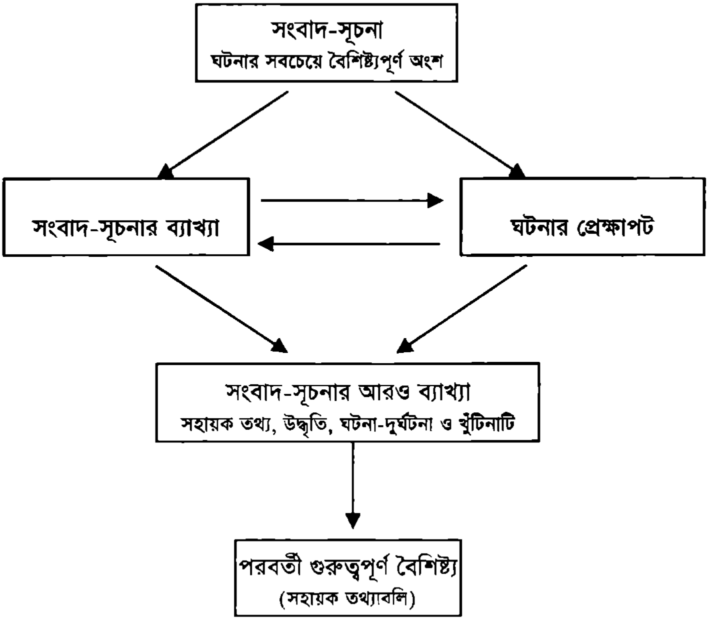

চিত্র ২ : একটি মাত্র উপাদান বিশিষ্ট বা এক ঘটনার সাদামাটা প্রতিবেদনের কাঠামো

বড় ফিচার বা ঘটনার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক বলে চিহ্নিত করেছি। সাধারণত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়েই সাদামাটা প্রতিবেদনের সূচনাটি তৈরি হয়। এই একটি বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে পুরো ঘটনা উপস্থাপনে এগিয়ে যেতে

www.pathagar.com

থাকেন প্রতিবেদক। সূচনার ব্যাখ্যা কিংবা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত তথ্য প্রতিবেদক যুক্ত করেন সূচনার পরপরই। এরপর সূচনাকে সমর্থন জোগাবে এমন সব তথ্য, উদ্ধৃতি, ঘটনা উল্লেখ করে বৈশিষ্ট্যটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সচেষ্ট হন তিনি। এটিই হচ্ছে সংবাদ-কাহিনির মৌলিক সজ্জা। আগেই বলা হয়েছে, আমরা যে হরেক রকম সংবাদ কাঠামোর কথা শুনি সেগুলি আসলে এই মৌলিক সজ্জারই রকমফের মাত্র।

www.pathagar.com

সংবাদ-কাঠামোর রকমফের

উল্টো পিরামিড কাঠামো

উল্টোপিরামিড কাঠামোতে লেখা সংবাদ সাধারণত শুরু করা হয় সারাংশ-সূচনা দিয়ে। তারপর সূচনাকে অনুসরণ করে গুরুত্ব বা আকর্ষণের মাত্রানুযায়ী ক্রমশ বিস্তারিত ঘটনা বলে যাওয়া হয়। সূচনার পরেই থাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা আকর্ষণীয় ঘটনার বিবরণ এবং এভাবে গুরুত্বের ক্রমানুসারে সাজিয়ে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বা অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় ঘটনা প্রতিবেদনের একেবারে শেষে উপস্থাপন করা হয়। উল্টোপিরামিড কাঠামোয় লেখা প্রতিবেদনে সাধারণত উপসংহার থাকে না। সংবাদ-সূচনার পরে যেকোনো পর্যায়ে গিয়েই সংবাদ-কাহিনি শেষ হয়ে যেতে পারে।

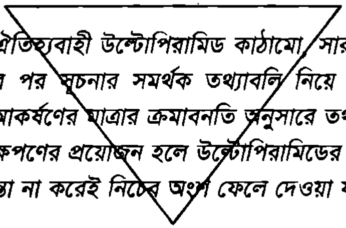

চিত্র ৩ : ঐতিহ্যবাহী উল্টোপিরামিড কাঠামো/সারাংশ সূচনা দিয়ে শুরু করার পর সূচনার সমর্থক তথ্যাবলি নিয়ে দেহ বা কায়া–গুরুত্বের/আকর্ষণের মাত্রার ক্রমাবনতি অনুসারে তথ্যগুলো সাজানো হয়। সংক্ষেপণের প্রয়োজন হলে উল্টোপিরামিডের চূড়ার তথ্যগুলো ভাবনা-চিন্তা না করেই নিচের অংশ ফেলে দেওয়া যায়।

এ ধরনের কাঠামো অনুসরণ করে লেখা প্রতিবেদনে, কোনো ঘটনার *ক্লাইমেক্স*, কোনো বক্তব্যের সার, বেশ কয়েকটি ঘটনার সমন্বিত সারাংশ কিংবা কোনো অনুসন্ধানের ফলাফল খুব সাধারণ ও স্পষ্টভাবে প্রথম অনুচ্ছেদেই বলে দেওয়া হয়। প্রতিবেদনের প্রথম অনুচ্ছেদ বা সূচনা প্রতিবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি জানিয়ে দেয় ব্যস্ত পাঠককে, জানিয়ে দেয় প্রতিবেদনের পরবর্তী অংশে কী আসছে তা-ও।

সূচনার পরে গুরুত্বের ক্রমানুসারে তথ্যগুলো সাজিয়ে যাওয়া হয়। এই সব তথ্য সূচনায় যা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা হাজির করে কিংবা বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ সহযোগে সূচনার বক্তব্যকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে।

www.pathagar.com

উল্টোপিরামিড কাঠামোয় প্রতিবেদন নির্মাণ করতে গেলে সূচনা তৈরির পর একটি 'যাচাই তালিকা' অনুসরণ করার সুযোগ থাকে। যাচাই তালিকায় সাধারণত যে পরামর্শগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেগুলো হচ্ছে :

১. সূচনায় যে সমস্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি সেই সব অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোর পরিচয় একনজরে এবার সংযুক্ত করতে হবে।
২. সংযুক্ত করতে হবে সূচনায় উল্লিখিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ।
৩. গুরুত্বের ক্রমানুসারে যেভাবে তথ্যগুলোকে সাজানো হয়েছে সেই ক্রমানুযায়ী নতুন তথ্যগুলোর পরিচয় দিতে হবে।
৪. যে ক্রমে তথ্যগুলোকে পরিচিত করা হয়েছে সেই একই ক্রমানুযায়ী ধারণাগুলোর বিস্তার ঘটাতে হবে।
৫. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিটি অনুচ্ছেদে একটি নতুন ধারণা ব্যবহার করা উচিত।

উল্টোপিরামিড কাঠামো : কেন টিকে আছে আজও?

এটি কিন্তু খুব অবাক করা একটি ঘটনা, গত একশ বছরে পৃথিবীর প্রায় সব কিছুই পাল্টে গেছে অথচ পাল্টায়নি সংবাদ লেখার উল্টোপিরামিড কাঠামো। উল্টোপিরামিড কাঠামোতে সংবাদ লেখার যে বাধ্যবাধকতা গড়ে উঠেছিল সেই বাধ্যবাধকতাও আজ আর নেই কিন্তু আজও শতকরা নব্বইটি সংবাদ পরিবেশিত হয় উল্টোপিরামিড কাঠামোর ঢঙে। সম্ভবত মানুষের অন্তর্গত প্রবৃত্তির সাথে এ কাঠামোয় সংবাদ পরিবেশনা খুব বেশি খাপ খেয়ে যায় বলেই মানুষের সৃষ্টিশীলতা একে ভেঙে নতুন কিছু নির্মাণে প্রয়াসী হয়নি।

উল্টোপিরামিড কাঠামোর দু'টি সুবিধার কথা খুব বেশি প্রচারিত, এক : সম্পাদনার সুবিধা। সম্পাদক প্রথম অনুচ্ছেদটি পড়েই প্রতিবেদনের শিরোনাম লিখে ফেলতে পারেন। আবার সম্পাদনার সময় নিচ থেকে ছেঁটে ফেলে অনেক সংবাদ আইটেমের জন্য স্থান মেলানো উল্টোপিরামিড কাঠামোয় লেখা প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে সহজতর। প্রতিবেদনের কোনো ক্ষতি না করেই সম্পাদকরা সহজেই প্রতিবেদনের শেষাংশ ছেঁটে ফেলতে পারেন। অন্য সুবিধাটি পাঠকের। খুব ব্যস্ত পাঠক পুরো সংবাদটি পড়ার সুযোগ হয়তো পেলেন না, সে ক্ষেত্রে যেটুকু পড়েছেন তাতেই তার জানা হয়ে থাকবে প্রতিবেদনটির মূল বক্তব্য। যে পাঠক এক অনুচ্ছেদের বেশি পড়তে অনিচ্ছুক, তিনিও জানবেন প্রতিবেদনটি কী বলতে চাচ্ছে।

www.pathagar.com

উল্টোপিরামিড কাঠামোয় প্রতিবেদন লেখার জন্মের ইতিহাস অবশ্য উল্লিখিত প্রয়োজন দুটির সাক্ষ্য দেয় না। টেলিগ্রাফ আবিষ্কার হলে প্রতিবেদকরা টেলিগ্রাফে খবর পাঠানো শুরু করেন। কিন্তু বড় প্রতিবেদন টেলিগ্রাফে পাঠাতে গিয়ে প্রতিবেদকরা প্রায়ই দেখতেন মাত্র কয়েক অনুচ্ছেদ খবর পাঠানো হয়েছে এমন সময় লাইন হয়ে গেল বিকল, এতে করে হয়তো পুরো খবরই নষ্ট হয়ে যেত। তাই তারা খবরকে এমনভাবে সাজানো শুরু করলেন যেন খবরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সামনে যায়, তারপর যায় অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বের অংশসমূহ, পর্যায়ক্রমে ও ধারাবাহিকভাবে। পিরামিডকে উল্টো আঁকলে যেমন দেখা যায় গুরুত্বের ক্রমাবনতির ছবি আঁকলে প্রতিবেদনের চেহারাও দাঁড়ায় সেই রকম। এই কল্পিত চেহারার কারণেই এ কাঠামোর নাম হয়ে যায় উল্টোপিরামিড কাঠামো। উল্টোপিরামিড কাঠামোর নামকরণ নিয়ে আরও অনেক যুক্তির সাথে এই যুক্তিটিও চালু আছে।

কালপরিক্রমায় একসময় এলো রেডিও-টিভি। মানুষের ব্যস্ততাও গেল বেড়ে। অধিকাংশ মানুষ গড়ে পনের-বিশ মিনিটের বেশি সময় দিতে চাইলেন না সংবাদপত্র পাঠে। বেশিরভাগ পাঠকই অধিকাংশ প্রতিবেদনের প্রথম অনুচ্ছেদটি পড়েই চলে যেতে থাকলেন অন্য কাজে। ফলে উল্টোপিরামিড কাঠামোয় সংবাদ লেখার পুরাতন প্রয়োজনীয়তায় যোগ হলো নতুন মাত্রা। পাঠক আর সম্পাদক দু'জনারই সুবিধা হাত ধরাধরি করে চলার, উল্টোপিরামিড কাঠামোর ক্রমবর্ধমান ব্যবহার দখল করে নিল সংবাদপত্রের পুরো স্থান। কিন্তু প্রাযুক্তিক উন্নয়ন সম্পাদনার কাজটিকে এখন আগাপাস্তলা পাল্টে দিয়েছে। ভিডিও ডিসপ্লে টার্মিনালে খুব দ্রুত প্রতিবেদনের চাহিদা মাফিক সম্পাদনা করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে, প্রতিবেদনের নিচ থেকে শব্দ-বাক্য-অনুচ্ছেদ ছেঁটে ফেলে স্থান মেলানোর প্রয়োজনীয়তা এসে ঠেকেছে শূন্যের কোঠায়। কিন্তু তারপরও আজ পর্যন্ত সংবাদের বড় অংশ উল্টোপিরামিড কাঠামোতে লেখা হচ্ছে, আগামীতেও এর পরিবর্তন ঘটবে বলে এখনও অনুমান করা যাচ্ছে না। যদি পরিবর্তন ঘটেও তবে কখনোই তা বৈপ্লবিক হবে না। হবে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় পরিশীলিত কিছু। এর কারণ, লক্ষ-কোটি মানুষের সংবাদ জানতে চাওয়ার ধরনটিকেই প্রতিবিম্বিত করেন উল্টোপিরামিড কাঠামো অনুসরণকারী একজন প্রতিবেদক। কোনোদিনও মানুষ কোনো সড়ক দুর্ঘটনার খবর এমনভাবে জানতে চাইবে না, যেখানে একেবারে শুরু থেকে আরম্ভ করে শেষের ঘটনা বলা হবে সবার শেষে। যেমন : 'আজ সকালে করিম মোল্লা রমরমা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে নাশতা করে তার ট্যাক্সি নিয়ে বের হন। মিরপুর দশ নাম্বারে থেকে দু'জন যাত্রী নিয়ে তিনি পল্লবীর উদ্দেশে যাত্রা

www.pathagar.com

করেন। রূপনগর এলাকায় রাস্তা অতিক্রমকারী একটি সাত বৎসরের শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে চালক ট্যাক্সির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে গাড়িটি সড়ক বিভাজকে আঘাত করে উল্টে যায়। ট্যাক্সির দু'জন আরোহী, সহোদর কারার রফিক (২৩) ও কারার শফিক (২৫)-কে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বসুন্ধরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'– এভাবে না লিখে আজ থেকে শত বছর পরেও হয়তো বলা হবে :

> আজ সকালে রূপনগর এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় কারার রফিক (২৩) ও কারার শফিক (২৫) আহত হয়েছেন। গুরুতর আঘাত পাওয়া দু'ভাই স্থানীয় বসুন্ধরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
> রূপনগর এলাকায় রাস্তা অতিক্রমকারী একটি সাত বৎসরের শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে চালক করিম মোল্লা ট্যাক্সির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে গাড়িটি সড়ক বিভাজকে আঘাত করে উল্টে গেলে তারা আহত হন।

যতদিন মানুষের দ্রুত, সরাসরি আর সহজতর ভাষায় সংবাদ জানার আগ্রহ টিকে থাকবে ততদিন টিকে থাকবে উল্টোপিরামিড কাঠামোয় সংবাদ লেখার শৈলী। সুতরাং, প্রতিবেদককে এ কৌশলে সংবাদ নির্মাণে দক্ষ হয়ে উঠতেই হবে। তাকে নির্ধারণ করতেই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কোনটি, তাকে বিবেচনা করতেই হবে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর গুরুত্বক্রম। আর এটি যথাযথভাবে করতে পারলেই তিনি সত্যিকারের সাংবাদিক হয়ে উঠতে পারবেন।

উল্টোপিরামিড কাঠামোর বিকল্পসমূহ

অনেক প্রতিবেদনই আছে যেগুলো সাদামাটা সংবাদের শৈলীতে না লিখে অন্য কোনো কাঠামোতে উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, উল্টোপিরামিড কাঠামো ভিন্ন অন্য কোনো কাঠামোয় সংবাদ পরিবেশিত হলে, সাংবাদিকতার দুনিয়ায় সেসব প্রতিবেদনকে 'ফিচার স্টোরি' বলার একটি রেওয়াজ চালু আছে। সাধারণত যেসব প্রতিবেদনকে 'ফিচার স্টোরি' বলা হয় তাদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, এই প্রতিবেদনগুলো ঘটনাকেন্দ্রিক বা ইভেন্ট-ওরিয়েন্টেড নয়। কিন্তু ঘটনাকেন্দ্রিক না হলেও সেগুলি সংবাদ হতে পারে, কোনো স্টোরিকে 'ফিচার' বলার অর্থ এই নয় যে, সেটি সংবাদ নয়। মনে রাখতে হবে 'ফিচার' আদতে সংবাদের কোনো রকমফের নয়, 'ফিচার' প্রতিবেদন লেখার বা উপস্থাপনার একটি ভিন্ন কৌশল। সংবাদ উপস্থাপনার একটি ভিন্ন আঙ্গিক মাত্র (ফিচারসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখুন)।

www.pathagar.com

News Reporting and Writing বইটির লেখকদ্বয় বলছেন, তারা বিশ্বাস করেন :

> the literary techniques of good writing belong in any story, and that any story, event-oriented or not, can be told in a form other than the inverted pyramid.[□]

প্রতিবেদকরা আজকাল সব ক্ষেত্রে উল্টোপিরামিড আকারে তথ্য না সাজিয়ে স্বল্প কিছু ক্ষেত্রে হলেও নানাভাবে তথ্য উপস্থাপন করেছেন। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও অব্যাহত আছে সংবাদ উপস্থাপনার কলা-কৌশল নিয়ে- এই সব কাঠামোর সব প্রতিবেদনকে 'ফিচার স্টোরি' বলে চালিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। উল্টোপিরামিড কাঠামোর বিকল্প তৈরির চেষ্টাজাত এমনই কয়েকটি আঙ্গিকে এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক :

সমতথ্য সংবাদ কাঠামো (Equal-Fact Story Structure)

অনেক সংবাদ-কাহিনিই আছে যেগুলো উল্টোপিরামিড কাঠামোতে লেখার কোনো সুযোগ থাকে না। সারাংশ-সূচনা দিয়ে শুরুর পর যা বলা হয় তার সব তথ্যই সমান গুরুত্ববাহী। স্থানাভাবে কোনো অংশ ছেঁটে ফেলার সুযোগ যেমন এতে নেই তেমনি পাঠকের জন্য নেই কোনো একটি পর্যায় পর্যন্ত পড়েই তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলার সুযোগ। প্রতিবেদনের বিস্তারিত বর্ণনা সঙ্গত কারণেই গুরুত্বের ক্রমাবনতি অনুযায়ী সাজানো যায় না, তবে কিছু যৌক্তিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই হয় *(চিত্র : ৪ দেখুন)*। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, 'মতাদর্শগত ভিন্নতার কারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিভাগের দু'জন এম,এ পরীক্ষার্থীর খাতা থেকে প্রধান পরীক্ষকরা অতিরিক্ত পৃষ্ঠা খুলে নিয়ে তাদের অকৃতকার্য ঘোষণা করেছেন।' –এই সংবাদ-সূচনার পরপরই ওই দুই ঘটনার ব্যাখ্যা সংযুক্ত করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত দু'জনার পরিচয় ইত্যাদি দেওয়া হবে এবং একটি ঘটনার পর আরেকটি ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলা হবে। ঘটনার দুটি অংশই সমান গুরুত্ববহ বলেই এ ধরনের প্রতিবেদনের গঠন হয় উল্টোপিরামিড কাঠামো থেকে ভিন্ন ধরনের।

[□] The Missouri Gruop (1968), News Reporting & Writing. Brian S. Broks, George Kennedy, Darly R. Moen and Don Ranly, N.Y. পৃষ্ঠা ৩৬৯।

www.pathagar.com

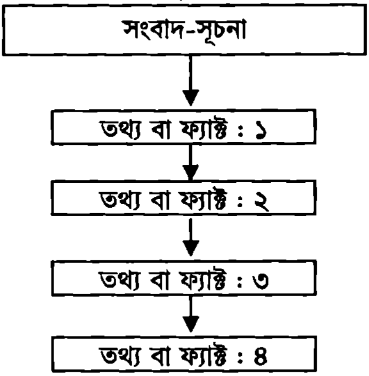

চিত্র ৪ : সমতথ্য সংবাদ কাঠামো, সারাংশ সূচনার পর যে তথ্যগুলো থাকে তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় একই রকম। প্রতিবেদনের সর্বশেষ তথ্য প্রথম তথ্যটির মতোই সমান গুরুত্ববহ হয়।

প্রলম্বিত আকর্ষণী সংবাদ-কাঠামো

(Suspended Interest Story Structure)

প্রলম্বিত আকর্ষণী সংবাদ কাঠামোকে পিরামিড-কাঠামোও বলা হয়। বহু বিশেষায়িত কাঠামো এটি। খুব সাবধানে এ কাঠামো ব্যবহার করে প্রতিবেদন নির্মাণ করতে হয়। মুন্সিয়ানার সাথে পাঠককে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে হয় এবং একেবারে শেষাংশে বলা হয় গল্পের মোক্ষম কথাটি *(চিত্র ৫ দেখুন)*।

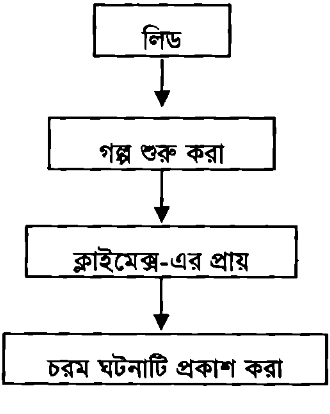

চিত্র ৫ : প্রলম্বিত আকর্ষণী সংবাদ, সতর্কতার সাথে এমনভাবে তৈরি করা হয় যে, ফলাফল সম্পর্কে পাঠক আগাম কিছুই জানতে পারে না। ঘটনার বিস্তারিত এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন পাঠক বেশ আগ্রহ নিয়ে

www.pathagar.com

প্রতিবেদনের শেষ পর্যন্ত পড়েন। প্রতিবেদনের একেবারে শেষে ঘটনার ফলাফল বা মোক্ষম তথ্যটি জানানো হয়।

প্রলম্বিত আকর্ষণী প্রতিবেদনে এমন সতর্কতার সাথে সংবাদ-সূচনাটি লেখা হয় যেন পাঠক শুরুতেই ক্লাইমেক্সের ইঙ্গিত পেয়ে না যায়। প্রতিবেদনের বিস্তার হয় এমনভাবে যেন পাঠক প্রলুব্ধ হয় শেষ অনুচ্ছেদটি পর্যন্ত পড়তে। শেষ অনুচ্ছেদ কিংবা শেষ পঙ্‌ক্তিটিতে এসে অনুসন্ধানের ফলাফলটি পাঠক জানতে পারে। নিচের প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে অনেকটা প্রলম্বিত আকর্ষণী কাঠামোর ঢঙে :

মধ্যরাতে হঠাৎ আকাশ
আগুনে লাল

১৪ জুন মধ্যরাত। ঘড়ির কাঁটায় ১টা বেজে ২০ মিনিট। ঘন অন্ধকারে মোড়া আকাশ হঠাৎ ঝলসে উঠল আগুন লাল আলোয়। এই আকস্মিক আলোর উৎস খুঁজতে ব্যস্ত সবাই। মৌলভীবাজার জেলা সদরের আকাশ লাল আলোয় ঝলকাতে থাকলেও, আলোর উৎস কোথায় কারও জানা নেই।

রাত তখন ১টা ৪০। আমরা আকাশ লক্ষ্য করে আলোর উৎসের দিকে এগুচ্ছি গাড়িতে করে। যেতে যেতে অনেক জায়গায় গাড়ি থামালাম। কিন্তু কেউ কিছু জানে না। কেউ বলতে পারল না কোনো কিছু। আমরা যখন শ্রীমঙ্গল লেভেল ক্রসিং পার হই, তখন রাত আড়াইটা। শত শত লোক তখন আমাদেরকে থামাতে ব্যস্ত, যেন না যাই ওদিকে। পুলিশও একইভাবে আমাদেরকে থামিয়ে দিল ইস্পাহানী চা বাগানে।

জেরিন চা বাগানে গিয়ে দেখলাম জনা বিশেক নারী-পুরুষ দৌড়াচ্ছে শ্রীমঙ্গলের দিকে। আমরা ওদেরকে থামালাম। জিজ্ঞেস করলাম– কী হয়েছে? খাসিয়া এক বালক বলল 'মাগুরছড়ায় আগুন লেগেছে'। এর বেশি কিছু সে জানে না, মা-বাবার সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য পালাচ্ছে। তবে তার কাছে জানা গেলো আগুনের উৎসটি কোথায়।

তখনই ফায়ার সার্ভিসের একটি গাড়ি আমাদের পাশ দিয়ে দ্রুত চলে গেল। আমরা অনুসরণ করলাম ঐ গাড়িটিকে। রাস্তার দুই পাশে ঘন জঙ্গল। তার মধ্যে অন্ধকার রাতেও মনে হচ্ছিল পরিষ্কার দিবালোক।

শত শত লোক এবার আমাদের পথরোধ করে দাঁড়াল। আমরা গাড়ি থেকে নেমে এলাম। অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে ছিন্ন-ভিন্ন কাপড় আর রক্তাক্ত শরীর নিয়ে। এঁদের কাছে জানা গেল গ্যাস ফিল্ডে কাজ করার সময় ওরা গ্যাসকূপের ভেতর থেকে বিকট একটা শব্দ শোনে, তারপর সবার সঙ্গে কিছুটা দূরে পালিয়ে যাওয়ার পর, দাউ দাউ আগুন জ্বলতে দেখে ঐ গ্যাসফিল্ডে।

www.pathagar.com

ফোকাস স্ট্রাকচার স্টোরি

সাংবাদিকতা আর সাহিত্যের বসবাস খুব পাশাপাশি, চেয়ে-চিন্তে ঘরকন্না করার মতো দুয়ের সম্পর্ক। যুগ যুগ ধরেই প্রতিবেদকরা সংবাদ-কাহিনি বলার জন্য সাহিত্যের কলাকৌশলগুলো ব্যবহার করে আসছেন। এমনি একটি কৌশল হচ্ছে কোনো এক ব্যক্তির কণ্ঠ ব্যবহার করে কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বলে যাওয়া বা কোনো একটি ঘটনার অংশ বিশেষ নিরীক্ষার মাধ্যমে পুরো চিত্রটি পাঠকের সামনে তুলে ধরা। এই কৌশল বড় প্রতিষ্ঠান, জটিল ইস্যু এবং বড় বড় সংখ্যার বিষয়গুলো খুব বোধগম্যভাবে উপস্থাপনে বেশ সহায়ক। আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন সংসদে যখন অর্থমন্ত্রী বাজেট উপস্থাপন করেন তখন কিছুই বুঝতে পারেন না, কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি মানুষের উপর এই বাজেটের প্রভাব কী হবে, সোবহান মিঞার সাবানের খরচ এ বছর বাড়বে না কমবে– এটি বলা হয়, তখন বাজেটের প্রভাব সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা পেয়ে যায় পাঠক।

জোসেফ স্ট্যালিন একবার ভিন্ন এক প্রসঙ্গে, সমগ্রে না তাকিয়ে অংশে দৃষ্টিবদ্ধ করার বিষয়টি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন এইটি বলে যে : 'Ten million deaths are a statistics; one death is a tragedy.'। অভিজ্ঞতাটিকে কাজে লাগিয়ে সাংবাদিকরাও তাদের বিবর্ধক কাচের নিচে কোনো ইস্যুর বা প্রতিষ্ঠানের পুরো চিত্রটি না এনে, সংশ্লিষ্ট কোনো একজন ব্যক্তিতে আলো ফেলে বিষয়টিকে নিরীক্ষণ শুরু করেন। যেমন ধরা যাক, বাংলাদেশের বিকাশমান গার্মেন্টস শিল্প এখন রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে ঘোরতর সঙ্কটের সম্মুখীন, অনেকেই সময়মতো শিপমেন্ট না করতে পেরে হতাশ, গার্মেন্টসের সাথে সংশ্লিষ্ট বেশকিছু মানুষ এরই মধ্যে বেকারের খাতায় নাম লিখিয়েছে, আরও অনেকেই বেকার হতে যাচ্ছে, গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে নারী সমাজের বিরাট একটি অংশ আবার অসহায় হয়ে পড়েছে, বাজারে ভোগ্যপণ্যের এই নতুন ক্রেতারা সরে যাওয়ায় ইতোমধ্যেই স্নো-পাউডার-লিপস্টিকের দেশি কারখানার কয়েকটি নাকি বন্ধ হয়ে গেছে– এ চিত্রটি তুলে ধরার জন্য প্রতিবেদক শুরুতেই আলোকপাত করতে পারে কোনো একজন গার্মেন্টস মালিকের ওপরে। তারপর তিনি ধীরে ধীরে ক্যামেরা প্যান করতে পারেন গার্মেন্টস মালিকদের সার্বিক অবস্থার দিকে। কিংবা কোনো একজন বস্ত্রবালিকার জীবনে গার্মেন্টসের চাকরিটি কী অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছে প্রতিবেদক তা তুলে ধরতে পারেন শুরুতে সেই বস্ত্রবালিকার দৈনন্দিন জীবনের কোনো একটি দিকে আলোকপাত করে। তারপর আস্তে আস্তে তিনি চলে যেতেন বৃহত্তর গার্মেন্টস শিল্পের খুঁটিনাটি বিস্তারিত তুলে ধরায়।

www.pathagar.com

ফিচার স্টোরি বলে পাঠক মহলে খুব বেশি পরিচিত এই বিকল্প আঙ্গিকটি আসলে উল্টোপিরামিড কাঠামো আর বর্ণনাধর্মী কাঠামোর মিশ্রণ *(চিত্র : ৬ দেখুন)*। শুরুতেই কোনো একজনমাত্র মানুষের ওপর আলোকসম্পাত করে প্রতিবেদক, তারপর তিনটি প্রচলিত পরম্পরায় সাজানো হয় এ ধরনের প্রতিবেদনের বাকি অংশ। ব্যবহৃত তিনটি পরম্পরা নিম্নরূপ :

ক. ব্যক্তি থেকে বৃহত্তর ইস্যুতে সঞ্চারণ

খ. বৃহত্তর ইস্যু বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বক্তব্য

গ. একটি শক্তিশালী উপসংহার যার মাধ্যমে পূর্বালোকিত ব্যক্তিটিতে বা খণ্ডাংশে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় কিংবা একটি সারাংশধর্মী উপসংহার।

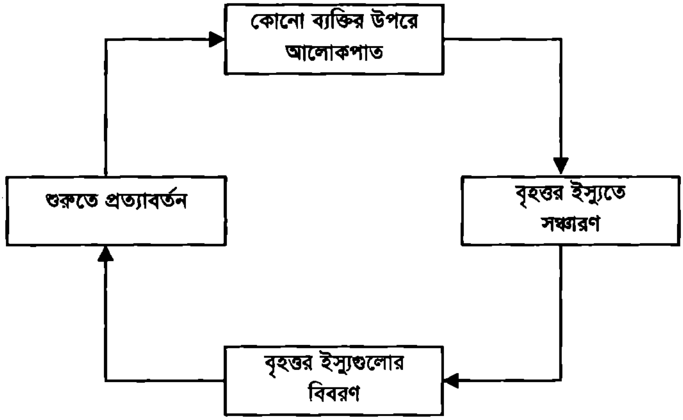

চিত্র ৬ *: ফোকাস স্ট্রাকচার স্টোরির পর্যায়ক্রম বা পরম্পরা*

ব্যক্তি থেকে বৃহত্তর ইস্যুতে সঞ্চারণ

এই সঞ্চারণের মাধ্যমে প্রতিবেদক সূচনায় উল্লিখিত ব্যক্তি থেকে যাত্রা করেন যে বিষয় বা ইস্যুতে প্রতিবেদনটি নির্মিত হচ্ছে সে বিষয় বা ইস্যুতে। পূর্বোল্লিখিত গার্মেন্টসসংক্রান্ত উদাহরণটির দিকে আবার দৃষ্টি ফেরানো যাক; শুরুতে হয়তো বলা হলো :

> রূপনগরের সানসাইন গার্মেন্টসের কর্মী শিলা গত বছর তার ছেলেকে ভর্তি করে দিয়েছিল রূপনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, কিন্তু এ বছরের শুরুতে সে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে তারাশের গ্রামের বাড়িতে তার নানির কাছে। গত নভেম্বরে গার্মেন্টসটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন শিলার নিজেরই আর ঢাকায় থাকার সংস্থান নেই। শিলার সঙ্গে একই গার্মেন্টসে কাজ করতো ফারজানা, রিতা, মুন্নি,

www.pathagar.com

খালেদা, সুলতানা, সখিনা, হাসিনাসহ আরও দু'শ নারী, তাদের প্রায় সবাই যার যার গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেছে।

এভাবেই প্রতিবেদক আস্তে আস্তে চলে যেতে পারে বৃহত্তর পরিসরে। সুনির্দিষ্ট থেকে সাধারণে। প্রতিবেদকের সঞ্চারণ ঘটতে পারে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কিংবা পঞ্চম অনুচ্ছেদে। তবে সূচনার পরপরই পরিবর্তনের সুরটি প্রতিবেদক যদি পাঠককে জানিয়ে দিতে পারে তবে সেটিই হবে সবচেয়ে ভালো।

বৃহত্তর ইস্যু বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বক্তব্য

প্রতিবেদক এবার তার প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যের খুব কাছাকাছি চলে এসেছেন, তিনি এখন বলবেন ইস্যু বা প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে। শিলাকে প্রতিবেদক রেখে দেবেন তার ঝুপড়িতে। তার গন্তব্য হবে এবার দেশের গার্মেন্টস শিল্পের সার্বিক অবস্থা। উল্টোপিরামিড কাঠামোর মতোই একেবারে শেষ পর্যন্ত গুরুত্বের ক্রমানুসারে প্রতিবেদক গেঁথে চলবেন তার প্রতিবেদনের শরীর।

এক্ষেত্রেও পাঠকের আকর্ষণ ধরে রাখার বিষয়টি নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে প্রতিবেদকের লেখার দক্ষতার ওপর। তবে আকর্ষণ ধরে রাখার একটি সুলভ উপায় হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তি বা বিষয়ের দিকে বারবার ফিরে যাওয়া। ঘটনার বা দৃশ্যের বর্ণিল বর্ণনা হাজির করা পাঠকের সামনে। উদাহরণের প্রতিবেদনটিতে, প্রতিবেদক পাঠককে নিয়ে যেতে পারেন শিলা কিংবা জরিনার গ্রামের বাড়িতে, তার ব্যক্তি জীবনের ক্লেশের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মধ্য দিয়েই প্রতিবেদক ধরে রাখতে পারেন পাঠককে। প্রতিবেদক এ ধরনের কাঠামোর ব্যবহার করলে ঘটনা নিজে আর বলবেন না, তার ভূমিকা তখন কথকের নয়, তিনি শিল্পী– ছবি আঁকবেন; পাঠককে ঘটনাটি যেন হাত ধরে ঘুরে ঘুরে দেখাবেন তিনি।

শেষ

ফোকাস স্ট্রাকচার প্রতিবেদনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি শক্তিশালী উপসংহার। উল্টোপিরামিড কাঠামোতে যেমন অনুচ্ছেদগুলো গুরুত্বের ক্রমানুসারে নেমে আসে শেষের অনুচ্ছেদে, তেমনভাবে ফোকাস স্ট্রাকচারে লেখা প্রতিবেদন শেষ হয় না। শেষের অনুচ্ছেদে প্রতিবেদক আবার ফিরে যান শুরুতে। যেমন– গার্মেন্টসের ওই প্রতিবেদনের শেষ অনুচ্ছেদটিতে হয়তো বলা হবে : শিলা আবার তার গ্রামের দারিদ্র পীড়িত জীবনে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক। শিগ্‌গিরি একটি কাজ খুঁজে না পেলে ইংলিশ রোডের কোনো একটি ঘরে আশ্রয়

www.pathagar.com

নেয়া ছাড়া যে তার আর কোনো বিকল্প থাকবে না এ কথা ধরা গলায় সে জানিয়ে দিল এই প্রতিবেদককে।

প্রলম্বিত সংলাপধর্মী সংবাদ-কাঠামো

মাঝে মাঝে প্রতিবেদক এমন ব্যক্তির সন্ধান পান যার পুরো বক্তব্যই উদ্ধৃত করার মতো। আবার কখনো-সখনো এমন নাটকীয় কাহিনি মিলে যায় যে, সে ক্ষেত্রে নিজে আর কিছু না বলে কাহিনির চরিত্রকেই সবটুকু বলার সুযোগ করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হয়ে ওঠে। আর এভাবে সংলাপের পর সংলাপ সাজিয়ে যে কাঠামো তৈরি হয়, সেটিকেই বলা হয় প্রলম্বিত সংলাপধর্মী প্রতিবেদন।

তবে, এ কাঠামো ব্যবহারের সময়ও প্রতিবেদককে কিছু কাজ করতেই হয়। প্রতিবেদনটির একটি চমৎকার সূচনা তৈরি করতে হয়, প্রতিবেদনের শেষটি ঘোষণা করতে হয় আর প্রতিবেদনের ভেতরে এক প্লট থেকে আরেক প্লট কিংবা অন্য ধরনের সঞ্চারণের কাজগুলো তাকে করে দিতে হয়। এর সূচনা বা লিডটি প্রতিবেদক অনেকভাবেই লিখতে পারেন, শুধু মনে রাখতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্যে যেন প্রয়োজনীয় গুরুত্বারোপ করতে ভুল না হয়। সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় প্রতিবেদক যদি যান্ত্রিক রেকর্ডার ব্যবহার না করেন তাহলে এ কাঠামোয় প্রতিবেদন নির্মাণের ইচ্ছে ত্যাগ করাই ভালো।

প্রলম্বিত সংলাপধর্মী সংবাদ লিখতে গেলে প্রতিবেদককে অবশ্যই যে কথাগুলো মনে রাখতে হবে সেগুলো হচ্ছে :

১. যদি সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় প্রতিবেদক যান্ত্রিক রেকর্ডার ব্যবহার না করে থাকেন তবে এ কাঠামোয় প্রতিবেদন লেখার চেষ্টা করা অনুচিত। যদি কেউ বলেন যেকোনো প্রকার সাহায্য ছাড়াই তিনি দীর্ঘ সংলাপগুলো স্মরণ করে লিখতে পারবেন তাহলে তার সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা মনে হয় অসঙ্গত হবে না।

২. কোনো অজুহাতেই প্রতিবেদনের মাঝের কোনো অংশ ফাঁকা রাখা যাবে না, কারণ ফাঁকা থাকার অর্থ হতে পারে হয় প্রতিবেদক ছিলেন একজন অলস নয়তো অসৎ মানুষ।

৩. মিতব্যয়িতার সাথে সংলাপ ব্যবহার করা কর্তব্য।

কালানুক্রমিক সংবাদ-কাঠামো (Chronological Story Stucture)

ফোকাস স্ট্রাকচার ও প্রলম্বিত সংলাপ কাঠামো ছাড়াও উল্টোপিরামিড কাঠামোর আরও একটি বিকল্প ব্যবহার করেন সাংবাদিকরা, এটিকে বলা হয় কালানুক্রমিক কাঠামো *(চিত্র : ৭ দেখুন)*। যখন কোনো সংবাদ-কাহিনিতে কোনো ঘটনার

www.pathagar.com

ঘড়ি ধরে বর্ণনা দেওয়া হয় বা পরস্পর সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়, তখন এই কালানুক্রমিক সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর। চিত্র : ৭-এ দেখা যাচ্ছে, প্রতিবেদনের সূচনার পরই ঘটনাগুলো কালানুক্রমিকভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। অবশ্য কাহিনির শেষাংশে অনেক সময় এমন কিছু দেওয়া হয় যা কালানুক্রমিক বা ঘটনানুক্রমিক নয়।

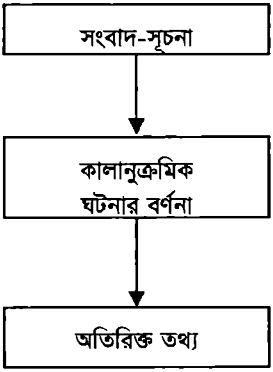

চিত্র ৭ : *অ্যাকশনধর্মী প্রতিবেদন সারাংশ-সূচনা দিয়ে শুরু হয় এবং তারপরেই ঘটনার কালানুক্রমিক বর্ণনা দেওয়া হয়। প্রায়ই এ ধরনের প্রতিবেদনে অতিরিক্ত তথ্য সংবলিত উপসংহার থাকে এবং সে উপসংহার ধারাবাহিক ঘটনাক্রমের অংশ হয় না।*

অনেক সময় এই কালানুক্রমিক প্রতিবেদনে উপসংহার থাকে। এই উপসংহারগুলো প্রায়ই সারাংশ সংবাদ-সূচনার মতো করেই তৈরি করা হয়। প্রতিবেদনের বিচ্ছিন্ন বা একটু-আধটু ঝুলে যাওয়া অংশগুলোকে একত্রিত করে তৈরি করা এই উপসংহার সব সময়ই সংবাদ-সূচনাকে সমর্থন করে *(চিত্র : ৮ দেখুন)*।

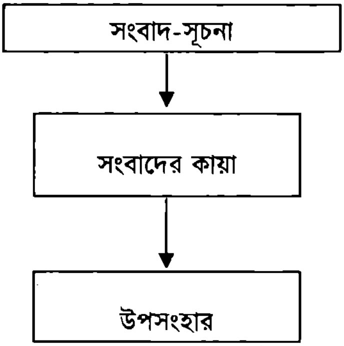

www.pathagar.com

চিত্র ৮ : আনুষ্ঠানিক উপসংহার দিয়ে তৈরি প্রতিবেদনের কাঠামো। সূচনার মাধ্যমে প্রতিবেদনকে পাঠকের কাছে পরিচিত করা হয় তারপর সংবাদের কায়ায় ধারাবাহিকভাবে ঘটনাগুলো উপস্থাপন করা হয়। প্রায়ই তা করা হয় কালানুক্রমিকভাবে। আনুষ্ঠানিক উপসংহার টানা হয় সূচনার সাথে সম্পর্ক রেখে।

শুনতে একটু অন্য রকম মনে হলেও এটি সত্য যে, এই কাঠামো ব্যবহার করতে হলে শুরু থেকেই আরম্ভ করতে হবে সবসময় সেটি ঠিক নয়। প্রতিবেদক যে দৃশ্যের উপর দাঁড়িয়ে প্রতিবেদন শুরু করছেন সেই দৃশ্য আঁকার মাধ্যমেই শুরু হতে পারে কাহিনিটি। ঘটনাটির একটি সঠিক পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টির জন্যই প্রতিবেদক একটি বা দুটি অনুচ্ছেদ ব্যবহার করতে পারেন এবং এরপরই কালানুক্রমিকভাবে শুরু থেকে প্রতিবেদনটি শুরু করতে পারেন। কোনো এক জলোচ্ছ্বাসের সাত দিন পর যখন প্রতিবেদক হাজির হলেন বঙ্গোপসাগরের কোনো একটি দ্বীপে তখনকার দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েই প্রতিবেদক শুরু করতে পারেন তার প্রতিবেদন। 'মানুষের আহাজারি আর লাশের গন্ধে এখনও ভারী হয়ে আছে উড়িরচরের বাতাস।'– এরকম একটি পঙ্ক্তি দিয়ে শুরু করার পর প্রতিবেদক ধীরে ধীরে চলে যেতে পারেন জলোচ্ছ্বাসের দিনটির শুরুতে, যেদিন 'সকালে ঘুম থেকে উঠে উড়িরচরের বাসিন্দারা আর সব দিনের মতোই শুরু করেছিল ২৯ এপ্রিলের রৌদ্রোজ্জ্বল দিনটি।' এরপর প্রতিবেদক একের পর এক দিনের খুঁটি-নাটি বিস্তারিত বর্ণনা হাজির করবেন পাঠকের মানসপটে, যেন পূর্ব আকাশ থেকে পশ্চিমের আকাশে সূর্য এগিয়ে চলার সাথে সাথে পাঠকও এগিয়ে যাচ্ছেন ভয়ঙ্কর সেই রাতের দিকে। এর মাঝেই হয়তো তিনি ফুটিয়ে তুলবেন দুর্যোগ প্রতিরোধে সরকারি ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার সকরুণ চিত্র।

ঘটনাস্থলের দৃশ্য না এঁকে যখন প্রতিবেদক শুরু থেকেই শুরু করতে চান তখনও তাকে সূচনার পরপরই একটি প্রত্যাবর্তনী অনুচ্ছেদ যুক্ত করতে হয় এবং তারপর তিনি ফিরে যান ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনায়। এ ধরনের কাঠামো শুধু সূচনাতেই আগেরটির সাথে ভিন্ন। এছাড়া ঘড়ি ধরেই ঘটনার বর্ণনা শুরু হয়, তারপর ঘটনার একটি পরিপ্রেক্ষিত দিয়ে প্রতিবেদক আবার ফিরে যান অনুপুঙ্খ বর্ণনায়। একটি অপহরণের ঘটনার প্রথম দিকের কয়েকটি অনুচ্ছেদ এমনভাবে উপস্থাপিত হতে পারে :

> কাগজ ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর তার বড় মেয়েটির কপালে চুমু দিলেন। সাত বছরের ছোট ছেলে নাহিদকে কোলে তুলে আদর করে মোহাম্মদপুরের বাসা থেকে মারুতি গাড়িটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তার মতিঝিলের অফিসের উদ্দেশে। আজ শনিবার অনেকগুলি ডেলিভারি আছে, ব্যাংকে যেতে হবে, দু'জন নতুন ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে. কারখানায় যেতে হবে– এরকম বেশ কিছু কাজে আজ সারাদিন তার নিশ্বাস ফেলার

www.pathagar.com

সময় নেই। আধ ঘন্টার পথ শেষে জাহাঙ্গীর সাহেব যখন তার অফিস কামরায় ঢুকছেন তখনও তার মনে একটি বারও এ ভাবনার উদয় হয়নি যে, আজ তার ব্যবসার কোনো কাজই করা হয়ে উঠবে না। চেয়ারে বসার সাথে সাথেই তিনি একটি টেলিফোন কল পেলেন; যা তাকে জানিয়ে দিল তার ছেলে নাহিদকে দশ মিনিট আগে অপহরণ করা হয়েছে। তারপর থেকে পাঁচ ঘন্টা আগ পর্যন্ত জাহাঙ্গীর সাহেবের আর একবারও মনে পড়েনি তার অফিসের কাজের কথা। নাহিদের অপহরণ থেকে উদ্ধার পর্বের চল্লিশটি ঘন্টার প্রতিটি মিনিটের বর্ণনা দিয়েছেন তার মা নাবিলা আর বাবা জাহাঙ্গীর। নাহিদ অপহরণের গল্পটি এরকম :
ঠিক নয়টা দশ মিনিটে যখন জাহাঙ্গীর সাহেব তার অফিস কামরায় ঢোকেন তৎক্ষণাৎ তার টেলিফোনটি বেজে ওঠে। এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর তাকে জানায়...

কখনো কখনো প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত জানানো এত জরুরি হয়ে যায় যে, তা না বলে উপায় থাকে না। সমস্যাটির সমাধান হচ্ছে সূচনাটি উল্টোপিরামিড কাঠামোয় লিখে ফেলা এবং তারপরেই শুরু করা কালানুক্রমিক বর্ণনা। সে ক্ষেত্রে নাহিদ অপহরণের কাহিনিটির সূচনায় হয়তো বলা যেত :

পুলিশ আজ রাত্রি এগারোটায়, গত দু'দিন আগে মেপেললিফ স্কুলের সামনে থেকে অপহৃত সাত বৎসরের নাহিদকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল থেকে উদ্ধার করেছে।

এভাবে লেখার অন্তত দুটি সুবিধা আছে। প্রথমত প্রতিবেদক গুরুত্বপূর্ণ জরুরি তথ্য আগেই দিয়ে দিতে পারেন এবং তারপর কালানুক্রমিকভাবে ঘটনা সাজানোর মাধ্যমে ধরে রাখতে পারেন পাঠককে। কালানুক্রমিক কাঠামোর একেবারে অনুরূপ প্রলম্বিত আকর্ষণী সংবাদ-কাঠামোর কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কালানুক্রমিক প্রতিবেদনের সাথে এর পার্থক্য শুধু এই যে, সূচনার একেবারে কাছাকাছিই কালানুক্রমিক প্রতিবেদনে ঘটনার ফলাফল জানিয়ে দেওয়া হয়, আর প্রলম্বিত আকর্ষণী সংবাদ-কাঠামোতে তা বলা হয় একেবারে প্রতিবেদনের শেষ অনুচ্ছেদে। যেমন– নাহিদ অপহরণের কাহিনি কালানুক্রমিক উপস্থাপন করতে গিয়ে ঘটনাটির বর্ণনা শুরু হতো জাহাঙ্গীর সাহেবের অফিস যাওয়া থেকেই কিন্তু নাহিদকে যে পুলিশ উদ্ধার করতে পেরেছে এ কথাটি জানানো হতো কাহিনির একেবারে শেষ অনুচ্ছেদে। সে ক্ষেত্রে শেষ অনুচ্ছেদটি হতো হয়তো এরকম :

নাহিদকে উদ্ধার করে পুলিশ সোজা নিয়ে যায় তাদের মোহাম্মদপুরের বাড়িতে। বাড়ি পৌঁছে নাহিদ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মা'র কোলে। নাহিদের মা তখন অঝোরে কাঁদছিলেন।

www.pathagar.com

একেক ধরনের সংবাদ-কাহিনির দাবি থাকে একেকটি নির্দিষ্ট ধরনের কাঠামোর। যেমন 'অ্যাকশান স্টোরি'র দাবি কালানুক্রমিক কাঠামো, আবার দুর্ঘটনার সংবাদের দাবি হচ্ছে উল্টোপিরামিড কাঠামো। মনে রাখতে হবে, প্রতিবেদন লেখার নিয়ম-কানুন কাছে, আছে বিভিন্ন নির্দেশাবলি। কিছু কিছু প্রতিবেদনের জন্য খুব সুন্দর কাঠামো মিলে যাবে সহজেই। কিন্তু এও মনে রাখতে হবে, এই নির্দেশনা, এইসব কাঠামো ও আঙ্গিকের বাইরেও সৃষ্টিশীলতা, সৃজনীক্ষমতা প্রকাশের আরও অসংখ্য উপায় আছে। একটু যত্নশীল সচেতনতার সাথে খোঁজখবর করলেই মিলে যাবে সে সব যুৎসই কাঠামো।

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয়

সংবাদ উপস্থাপনশৈলী, ফিচার : ফিচার কী, মানবিক-আবেদনঋদ্ধ স্টোরি, অন্যান্য ফিচার স্টোরি, ফিচারের বিষয়, ফিচার কীভাবে লিখবেন, মানবিক-আবেদনঋদ্ধ স্টোরি লেখা।

সংবাদ উপস্থাপনশৈলী

সেই আদিম যুগ থেকেই মানুষ অনুভব করেছে তার চারপাশের প্রকৃতি ও ভবিষ্যতকে জানার তাগিদ। আর নিজের সব রকমের লব্ধ অভিজ্ঞতার কথা অন্যকে জানানোর একটা তাগাদাও মানুষ সম্ভবত বোধ করেছে সভ্যতার শুরু থেকেই। এই অন্তঃপ্রবাহী গল্প বলার আর শোনার বাসনাই সম্ভবত মানুষকে এখনো একই সুতোয় বেঁধে রেখেছে– এগিয়ে নিচ্ছে মানবসভ্যতা। একসময় গল্প শোনানোর বাহন হয়েছে সংবাদপত্র। মানুষ তার অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য তার গল্প বলার ঢঙকে পাল্টে সংবাদপত্রের উপযোগী করে সাজিয়েছে। সংবাদপত্র মাধ্যমটির বিশেষত্বের কারণেই তার ভাষা ও শৈলী ঠিক গল্পের মতো হয়নি। নিজের টিকে থাকা আর বিকাশের স্বার্থে সে নিজের মতো করে তৈরি করেছে নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি।

সাহিত্যের ভাষা চলে সাহিত্যিকের মর্জি মাফিক। তিনি যেভাবে বলতে চান– কঠিন, সরল, জটিল সেভাবেই তিনি বলতে পারেন তার বক্তব্য। একজন সাহিত্যিক সাধু ভাষায় তার সাহিত্য রচনা করতে পারেন, লিখতে পারেন কথ্য বা চলতি ভাষায়, কিংবা ব্যবহার করতে পারেন মিশ্র-ভাষা। কিন্তু একজন প্রতিবেদকের সে সুযোগ নেই। প্রতিবেদকের কেন্দ্রীয় বিবেচনা থাকে পাঠকের কাছে বোধগম্য হওয়া। আর এ কারণেই পাঠক সহজে বুঝতে পারবেন এমন ভাষা ও শৈলীই ব্যবহার করতে হয় তাকে এবং এটি করতে গিয়েই সাহিত্যের ভাষা থেকে ভিন্ন, সংবাদের একটি নিজস্ব ভাষা রীতি গড়ে ওঠে।

www.pathagar.com

সংবাদপত্র তৈরি হয় শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকল মানুষের জন্য। সাত বৎসরের শিশু থেকে শতবর্ষী বৃদ্ধ যে কেউ সংবাদপত্রের পাঠক হতে পারেন, হতে পারেন সংবাদের শ্রোতা। পাঠক যিনিই হোন না কেন, সংবাদপত্র পাঠের জন্য খুব বেশি সময় তিনি ব্যয় করতে পারেন না বা ব্যয় করতে চান না। একবার পড়ে বা চোখ বুলানোর ভিত্তিতেই তিনি খবরের মর্ম উপলব্ধি করতে চান। একাধিক বার পড়ে কিংবা ধীরে ধীরে একটি বাক্য বুঝে বুঝে খবর পড়ার মতো সময় অধিকাংশ পাঠকের থাকে না। দ্রুত বোধগম্য করার স্বার্থে সংবাদের ভাষা রাখতে হয় সহজ, সরল, সাবলীল, প্রাঞ্জল ও প্রত্যক্ষ। উপসর্গ, উৎপ্রেক্ষা, তত্ত্বকথা, দীর্ঘ জটিল ব্যাখ্যা সংবাদ-প্রতিবেদনে ঠাঁই পায় না।

বাংলা সংবাদ প্রতিবেদন রচনায় সাধু ভাষা রীতি আর কেউ ব্যবহার করে না। চলতি রীতিতেই সবাই সংবাদ লেখে এবং সম্ভবত তা হওয়াই এক অর্থে বাঞ্ছনীয়। কারণ, চলতি রীতিতে শব্দ কম ব্যবহার করতে হয়, অন্তত সর্বনাম ও ক্রিয়া পদ ব্যবহারে স্থানের ব্যয় সাধু রীতির চেয়ে স্বল্প।

শব্দ ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে নিজস্ব ভাষাশৈলী গড়ে তোলার কোনো রাজপথ নেই। নিরলস অনুশীলনই একজন সাংবাদিককে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করতে পারে।

এশিয়ান রিপোর্টার গ্রন্থে হুয়ান এল মারকাদো 'ফান্ডামেন্টালস অব নিউজ রাইটিং' শিরোনামের রচনায় চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন সংবাদ লেখার কলা কৌশল। তিনি বলেছেন, সহজ লেখাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো লেখা। আর সহজ লেখার জন্য দরকার দুটি হাতিয়ার। এক : কৌশল জ্ঞান ও দুই : এসব কৌশলের নিরলস প্রয়োগ। সহজ লেখার কিছু কৌশল নিয়ে আমাদের এ পর্যায়ের আলোচনা :

ভাব প্রকাশের জন্য লিখুন, নিজেকে জাহির করার জন্য নয়

পাঠক যদি আপনার লেখা পড়ে বুঝতেই না পারেন, তাহলে আপনি কেন লিখবেন? সংবাদপত্রে যা কিছু লেখা হয় তার সব কিছু সব পাঠকের জন্যই লেখা হয়। প্রতিবেদন লেখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, যে বিষয়ে পাঠক আগে থেকে জানেন না বা যা পাঠক আগে বোঝেননি সে বিষয়ে পাঠককে জানানো এবং তা পাঠককে বুঝতে সহায়তা করা। যদি আপনার লেখা পড়তে গিয়ে পাঠক বিরক্ত হন, তার একঘেয়ে লাগে, অস্বস্তি ও বিভ্রান্তিতে পড়ে যান তাহলে তিনি নিশ্চয়ই অন্য সংবাদ পড়ায় চলে যাবেন। আপনার লেখা ব্যর্থ হবে, পরিণামে আপনিই ব্যর্থ বলে গণ্য হবেন।

www.pathagar.com

প্রতিবেদককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, পাঠক আপনার লেখা পড়তে বাধ্য নন, পাঠক আপনার অধঃস্তন কর্মচারী নন। অনেক প্রতিবেদক এমন মনোভাব পোষণ করেন যে, পাঠকরা তার সংবাদ পড়তে বাধ্য। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই দেখবেন, খুব কম পাঠকই কোনো একটি সংবাদ পুরোটা পড়েন এবং আরও কমসংখ্যক পাঠক পুরো সংবাদপত্র পড়ে দেখেন। চোখ বুলানোর ভিত্তিতে যে সামান্য কয়েকটি সংবাদ পছন্দ হয়, হাতে গোনা মাত্র সে কয়েকটি সংবাদই পাঠক পড়তে চেষ্টা করেন। অধিকাংশ 'না পড়া' সংবাদের তালিকায় আপনার সংবাদটি খুব সহজেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সুতরাং পাঠকের মনস্তত্ত্ব, তার রুচি-চাহিদা-ক্ষমতা এসব দিক মাথায় রেখে তবেই লিখতে বসুন।

একজন প্রতিবেদক তখনই কোনো সংবাদ লিখতে বসেন যখন বিদিত করার মতো ঘটনা এবং প্রতিবেদন লেখার মতো পর্যাপ্ত তথ্য তার হাতে থাকে। প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইস্যুটি বা বিষয়টি সম্পর্কে পত্রিকাটির পাঠককে যথাসম্ভব পরিষ্কার ধারণা দেওয়া অর্থাৎ একটি সার্থক যোগাযোগ ঘটানো। এই সার্থক যোগাযোগ যদি লেখার মাধ্যমে ঘটাতে হয়, তাহলে একটি কথা মনে রাখলেই চলে– 'যেমনভাবে কথা বলেন, তেমনভাবেই লিখুন'। শুরুতেই চিন্তা করে দেখুন, কাউকে ঘটনাটি মুখে বলতে গেলে আপনি কীভাবে, কী ঢঙে বলতেন– এবার সেটিই অনুসরণ করে লিখে ফেলুন। সহজ করে কোনো ঘটনা তুলে ধরার মধ্যেই নিহিত থাকে যোগাযোগ দক্ষতার পরিচয়। সহজ করে যদি আপনি বলতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে আপনার প্রতিবেদন পাঠক বুঝতে পেরেছেন। এই সহজ করে বলার কথা বললেই অনেকেই কবিগুরুকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'সহজ করে কও যে আমায় কহিতে, সহজ কথা যায় না বলা সহজে।' আসলেই তাই; সহজ কথা, কঠিন কথা, কোনো কথাই সহজে বলা খুব সহজ নয়। এর জন্য চাই নিরলস সাধনা এবং বারবার আরও সহজতর করে বলার অনুশীলন।

প্রতিবেদকরা প্রতিবেদন লেখা শুরু করলে অনেক সময় ভুলে যান যে তার লেখার উদ্দেশ্য পাঠকের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ ঘটানো, পাঠককে জানানো; খুব ভারী কিছু লিখে নিজের বিদ্যা জাহির করা নয়। অনেকের আগ্রহ থাকে নতুন, কঠিন শব্দের প্রতি। তারা সহজ বিষয়টিকে জটিল বাক্যে উপস্থাপন করে দুর্বোধ্য করে ফেলেন। নিজেকে জাহির করার প্রবণতা থেকেই তারা এমন করেন বলে সন্দেহ করা হয়। কিন্তু প্রবণতাটি সাংবাদিকতায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধক। সুতরাং ওই প্রবণতা পরিহার করার কোনো বিকল্প নেই।

www.pathagar.com

আগে ভাবুন, পরে লিখুন

প্রতিবেদন লেখার জন্য যখন আপনি তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত তখনই মনে মনে গুছিয়ে নিতে হবে কী লিখবেন, আর কীভাবে লিখবেন। পাঠকের সামনে কোন বিষয়টি আপনি তুলে ধরতে চাচ্ছেন তা যদি নির্ধারণ করে ফেলতে পারেন, তখন মনে মনে একটি খসড়া দাঁড় করানোর কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। মনে রাখা দরকার, নোটবুকে টুকে রাখা তথ্যের গাদা নিয়ে বসলেই আপনি ভালো সংবাদ লিখে ফেলতে পারবেন না। আপনাকে অবশ্যই আগে ভাবতে হবে, খসড়া- সে যে ধরনেরই হোক না কেন আপনার মনে বা খাতায় থাকা চাই। সংবাদ-সূচনা কীভাবে লিখতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে একটু ভেবে নিয়ে পরবর্তী ঘটনাগুলোকে গুরুত্বের ক্রমানুসারে এবং ঘটনার ধারাবাহিকতার সংমিশ্রণে মনে মনে সাজিয়ে আপনি খসড়া তৈরির কাজটি সারতে পারেন।

পরিচিত শব্দ ব্যবহার করুন

আগেই বলা হয়েছে, সংবাদপত্র পড়েন সাত বৎসরের শিশু থেকে শতবর্ষী বৃদ্ধ। আবার সংবাদপত্র পাঠকদের তালিকায় এমন মানুষও আছেন যাদের শিক্ষার মান হয়তো প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্তও গড়ায়নি। এসব দিক সব সময় মাথায় রাখতে হবে প্রতিবেদককে। পাঠকের কথা যদি আপনার মনে থাকে, তাহলে অহেতুক অপরিচিত, কঠিন, দুর্বোধ্য, ভারী শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। এমন শব্দ ব্যবহার করুন যা সকলের পরিচিত হবে বলে আপনি আশা করতে পারেন। নিজে ভালোভাবে বোঝেন না সে রকম শব্দ কখনোই ব্যবহার করবেন না। কারিগরি শব্দ ব্যবহারে সাবধান হোন, যত দূর সম্ভব প্রযুক্তিগত বা টেকনিক্যাল শব্দ বোধগম্যভাবে ব্যাখ্যা করে লিখুন। মনে রাখবেন, একটি অবোধ্য শব্দের কারণে পাঠক আপনার সংবাদ পড়া শেষ না করেই অন্য সংবাদে ঝাঁপ দিতে পারেন।

বাক্য ছোট রাখুন

মানুষ যত আধুনিক হচ্ছে ততই কমছে তাদের বাক্যের দৈর্ঘ্য। কারণ, আধুনিক মানুষের লক্ষ হচ্ছে, স্বল্প সময়ে সফল যোগাযোগ সাধন করা এবং ভুল বোঝাবুঝি কমানো। বাক্য যত বড় হবে, তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক তত জটিল হবে। আর তাদের সম্পর্কে যত জটিল হবে ততোই তা পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকবে।

একটি বাক্যে সম্ভাব্য সবচেয়ে কমসংখ্যক শব্দ ব্যবহারে নিষ্ঠাবান হতে হয় প্রতিবেদককে। খেয়াল রাখতে হয় ভাষা যেন হয়ে ওঠে বাহুল্যবর্জিত, ধারালো আর বুদ্ধিদীপ্ত। বাক্য ছোট হতে হবে কিন্তু ছাড়া-ছাড়া, খণ্ডিত বা বিক্ষিপ্ত হলে

www.pathagar.com

চলবে না। সংবাদ প্রতিবেদনে কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি যতিচিহ্নের ব্যবহার যথাসম্ভব কম করে বাক্য ছোট রাখার চেষ্টা করতে হবে।

ছোট বাক্য পড়তে সহজ, বুঝতে সহজ। ছোট বাক্য ভাষাকে গতিশীল ও ছন্দময় করে। বড় বাক্য বুঝতে কঠিন, ভাষাকে মন্থর করে ফেলে এবং ভাষা তার সাবলীলতা হারায়, একঘেয়ে হয়ে পড়ে।

বাক্য ছোট রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে একেকটি ভাব একেকটি বাক্যে বলা। অর্থাৎ প্রতিটি ভাব প্রকাশের জন্য পৃথক বাক্য ব্যবহার করা। গবেষণা থেকে জানা গেছে, একেকটি বাক্যে পনেরোটির বেশি শব্দ ব্যবহার না করাই ভালো। তার মানে এই না যে, বড় বাক্য কখনোই ব্যবহার করা যাবে না। প্রয়োজনে, ভাবপ্রকাশের সুবিধার্থে অবশ্যই বড় বাক্যের সাহায্য নেয়া যাবে।

বৈচিত্র্য ও ছন্দ আনুন

প্রতিবেদন লেখায় বৈচিত্র্য থাকা প্রয়োজন, নইলে সংবাদপত্র পাঠ পাঠকের কাছে একঘেঁয়ে হয়ে যেতে বাধ্য। শব্দ ব্যবহারে নতুনত্ব, বাক্যের গঠনে পরিবর্তন এবং বাক্যে গতির সঞ্চার করতে পারলে ভাষায় বৈচিত্র্য আসে। ছোট ছোট বাক্যের মধ্যে দু'একটি সরল বড় বাক্য ব্যবহার করুন, ভাষার বৈচিত্র্য বাড়বে।

ছোট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ ব্যবহার করুন

ছোট বাক্যের মতো ছোট অনুচ্ছেদও পাঠকের পক্ষে পড়তে সহজ, বুঝতে সহজ। দীর্ঘ অনুচ্ছেদ পাঠকের জন্য ক্লান্তিকর ঠেকতে পারে, পাঠক বিরক্ত হতে পারে। ছোট অনুচ্ছেদ তৈরি করলে এক বা দেড় ইঞ্চি পর পর একটি অনুচ্ছেদের সাথে আরেকটি অনুচ্ছেদের মাঝের ফাঁকা স্থান খুব বেশি পাওয়া যায়। এই ফাঁক পাঠকের চোখকে স্বস্তি দেয়।

অনুচ্ছেদ ছোট হলে একটি মাত্র ভাব, একটি মাত্র প্রসঙ্গ বা ধারণার অতিরিক্ত তাতে গুঁজে দেওয়া অসম্ভব হয়ে যায়। ফলে পাঠকের কাছে অনুচ্ছেদের পাঠযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি অনুচ্ছেদে পাঠক নতুন প্রসঙ্গ বা তথ্যের সাথে পরিচিত হন, যা পাঠের আগ্রহ ও আনন্দ বৃদ্ধি করে খবরের শেষ পর্যন্ত পাঠককে ধরে রাখে।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা-সজ্জার স্বার্থে অনুচ্ছেদের যেকোনো পর্যায় থেকে শেষটুকু কেটে বাদ দেওয়ার পরও যেন সংবাদটি অর্থপূর্ণ থাকে– এটি বিবেচনায় রেখেও প্রতিবেদনের প্রতিটি অনুচ্ছেদকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তৈরিতে যথেষ্ট যত্নশীল হতে হয় প্রতিবেদককে।

www.pathagar.com

সব কথা সরাসরি বলুন

কর্তৃবাচ্য ব্যবহার করে বাক্য তৈরি করুন। সরাসরি কথার মধ্যে সক্রিয়তা থাকে, পাঠক ঘটনার সাথে একাত্ম বোধ করেন, এছাড়া সরাসরি কথা বোঝা ও পড়ার জন্যও সুবিধাজনক। 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি করা হয়েছে।' না লিখে লিখনু : 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্র সংগঠন শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে।'

ভাষা সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট করুন

ভাবের উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করুন। প্রতিবেদনকে দুর্বল করে কিংবা পাঠকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে এমন শব্দ পরিহার করুন। প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করুন। এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করবেন না যা আপনি জানেন না বা যে শব্দের অর্থ জানতে পাঠককে অভিধানের পৃষ্ঠা ওল্টাতে হবে। প্রযুক্তিগত পরিভাষা ব্যবহার যত দূর সম্ভব পরিহার করে তা প্রচলিত শব্দে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর চেষ্টা করুন।

দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহার অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। দুর্ঘটনায় একজন মারা গেছে না বলে পরিষ্কার করে বলুন অগ্নিকাণ্ড/লঞ্চডুবি/বিস্ফোরণ/বাস খাদে পড়ে/ট্রাকের ধাক্কায়/ছাদ থেকে পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

বিভিন্ন সংগঠন নতুন বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে না লিখে লিখুন রাজনৈতিক, ছাত্র, ব্যবসায়ীদের সমিতি বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে।

এক উৎসব চলাকালে ভবনটি ধসে পড়ে না লিখে লিখুন : বিয়ে/জন্মদিন/মিলাদ/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/কনসার্ট চলাকালে ভবনটি ধসে পড়ে।

একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ বাবুল ধরা পড়েছে না লিখে লিখুন, একটি 'কাটা রাইফেলসহ বাবুল ধরা পড়েছে।'

'শেখ হাসিনা এক বিশাল জনসভায় গতকাল বলেন' না লিখে আনুমানিক কতজন জনসভায় উপস্থিত ছিলেন– পঞ্চাশ হাজার, দশ লাখ, সংখ্যাটি সুনির্দিষ্ট করে লিখুন।

সংবাদপত্রের ঐতিহ্য অনুসরণ করুন

বিরাম চিহ্ন, শব্দ সংক্ষেপ, অনুচ্ছেদের দৈর্ঘ্য, বাক্যে শব্দের সংখ্যা, শব্দের বানান, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘদিনের চর্চার মধ্য দিয়ে প্রতিটি সংবাদপত্রের একটি ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের সবার রচনায় অভিন্নতা ও সামঞ্জস্য আনা এবং নিজস্ব পাঠক গড়ে তোলার জন্যই ঐতিহ্য অনুসরণ করা হয়। প্রতিটি লেখায় আপনার পত্রিকার ঐতিহ্য অনুসরণ করুন।

www.pathagar.com

বিশেষণ ব্যবহারে সাবধান হোন

যথেচ্ছ বিশেষণ ব্যবহার প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা কমায়, পাঠকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে, প্রতিবেদকের মানহানি মামলার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কাও বৃদ্ধি পায়। সাবেক স্বৈরশাসক, দুর্নীতিবাজ, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন, ভারতবিদ্বেষী... ইত্যাদি আরও অনেক বিশেষণ আছে যেগুলো সব শ্রেণির পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। যখন প্রতিবেদকের মাথা যথাযথ শব্দ যোগান দিতে ব্যর্থ হয় তখনই তিনি বিশেষণ ভারাক্রান্ত শব্দ ব্যবহার করেন বলে গুণী পাঠকরা ধরে নেন। নিজের সম্মান রক্ষার্থে বিশেষণ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করুন।

ব্যাকরণ মেনে চলুন

সংবাদ প্রতিবেদনে অলঙ্কারপূর্ণ শব্দ, বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি ব্যবহার না করাই ভালো। চূড়ান্ত বিশেষণ, গোঁড়ামিপূর্ণ শব্দ, ভাবাবেগতাড়িত মন্তব্য পরিহার করে সংবাদ-কাহিনি লেখার সময় বস্তুনিষ্ঠতা অনুসরণ করতে হয়। ভারী ক্রিয়া ও বিশেষ্য পদ, অপ্রচলিত শব্দ, গতানুগতিক অতিব্যবহৃত শব্দ পরিহার করে চলতে হয় সফল প্রতিবেদককে, চেষ্টা করতে হয় আরও সহজ করে তথ্য উপস্থাপনের। তাই বলে ভাষার ব্যাকরণের কথা ভুলে গেলে চলে না। সংবাদের পাঠক নবীন শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে সুশিক্ষিত প্রবীণ– সবাই। শিশুদের শিক্ষার অনেকটা পূরণ করে সংবাদপত্র। সংবাদপত্র ভুল করলে সে ভুল সঞ্চালিত হতে পারে শিশুদের মধ্যেও। আর প্রবীণরা সংবাদপত্রের সাধারণ ভুলে বিরক্ত হতে পারেন, আস্থা হারাতে পারেন সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রটির ওপর। এসব কারণে ব্যাকরণ মেনে চলতে হয় প্রতিটি প্রতিবেদককে এবং নিশ্চিত করতে হয় শব্দের সঠিক ও সুন্দর ব্যবহার।

ভাষাকে ব্যাকরণসম্মত হতে হবে ভাষার সুস্পষ্টতার স্বার্থেই। ব্যাকরণকে অতিক্রম করে যদি সে সুস্পষ্টতা আরও বেশি নিশ্চিত করা যায় সে ক্ষেত্রে অবশ্যই তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং আজকাল সে রকম প্রায়ই ঘটছে। মনে রাখতে হবে, ভাষা ব্যাকরণের জন্ম দেয়, ব্যাকরণ ভাষার জন্ম দেয় না। ভাষার ক্ষেত্রে দাস মনোভাব পরিত্যাগ করে নতুন করে চিন্তা করুন। সংবাদপত্রের ভাষাকে স্বাধীনভাবে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট হোন।

সংবাদ জমা দেওয়ার আগে আরেকবার পড়ুন

সংবাদ লেখা শেষ হলে বিশ্রাম নিন কিংবা একটু ঘুরে আসুন। তারপর, আবার পড়ুন, ভেবে দেখুন– পাঠকের কাছে সব কিছুর অর্থ পরিষ্কার হবে কি না, একবার পড়লেই বক্তব্য পরিষ্কার করে বোঝা যায় কি না। এবার ভেবে দেখুন–

www.pathagar.com

যা বলতে চাচ্ছেন তা সরাসরি বলা হয়েছে কি না।
যা লিখেছেন সঠিক, সরল, সরাসরি ও পরিচ্ছন্ন কি না।
গড়গড় করে পড়া যায় কি না।
এবার নিশ্চিন্ত হয়ে লেখা জমা দিন।

সংবাদপত্রের একটি বড় চরিত্র হচ্ছে ছাপা হয়ে গেলে আর তা সংশোধনযোগ্য থাকে না। মুখের কথা ও নিক্ষিপ্ত তীর যেমন ফিরিয়ে আনা যায় না, তেমনি সংবাদপত্র একবার ছাপা হয়ে গেলে আর কিছুই করার থাকে না। আপনি যদি দুর্বোধ্য করেই ফেলেন, যদি কঠিন শব্দ, সন্দেহ আছে এমন শব্দ ব্যবহার করে প্রতিবেদনটি ছাপার জন্য জমা দিয়ে দেন এবং সেটি যদি পরদিনের পত্রিকায় ছাপাও হয়ে যায় তখন আর আপনার কিছুই করার থাকবে না। আপনার বার্তা সম্পাদক হয়তো কৌতুক করে বলবেন, 'রবিন, তোমার প্রোষিতভর্তৃকা শব্দের অর্থ তো কেউ বুঝল না, তুমি এক কাজ করো, তোমার পাঠকদের একটি করে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দাও যে, প্রোষিতভর্তৃকার অর্থ হচ্ছে...।'

www.pathagar.com

ফিচার

ফিচার কী?

এক.

সাংবাদিকতার অনেক পরিভাষার পরিচয়ের মতো 'ফিচার কী?'– এই প্রশ্নের উত্তরও সহজভাবে মেলে না। অসংখ্যভাবে অনেক উত্তর দেওয়া হয় এ প্রশ্নের। যেমন, 'ফিচার : যা খবরের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে' শীর্ষক নিবন্ধে মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বলেছেন, "ফিচারও একধরনের খবর। তবে তার মধ্যে মানবিক আবেদন থাকে এবং তা প্রধানত বর্ণনামূলক হয়ে থাকে। খবরের সঙ্গে ফিচারের একটি মৌলিক তফাৎ হলো, খবরকে টাটকা হতে হয়। বাসি খবরের কোনো আবেদন থাকে না। যথাসময়ে যথা খবরটি প্রকাশিত না হলে সেই খবরের আবেদন কমে যায়। কিন্তু ফিচার কখনো বাসি হয় না। বহু প্রাচীন একটা ঘটনা থেকেও ফিচার জন্ম নিতে পারে।

একই বিষয় নিয়ে খবর ও ফিচার দুই-ই হতে পারে। তবে লেখার ভঙ্গি হবে পৃথক। খবর একটু গদ্যময়, ফিচার কাব্যিক। ফিচার লেখার ভঙ্গি খবরের মতো নিছক তথ্য ভারাক্রান্ত হবে না, সেই সঙ্গে নানা রকম 'আচার' থাকবে, যাতে নিছক তথ্যগুলোও সুখপাঠ্য হয়।

... ফিচার একটি রিপোর্টের সম্প্রসারিত রূপ। একটা খবরে শুধু তথ্যের সমাবেশ থাকে মাত্র। কিন্তু ফিচারে থাকে তথ্যের অতিরিক্ত আরও কিছু। যা পাঠককে পড়তে আগ্রহী করে তোলে। তথ্যের অতিরিক্ত কিছু যুক্ত করার জন্য ফিচার লেখককে ঐ বিষয়ে আরও পড়াশোনা করতে হয় যাতে তিনি বিস্তারিত জানতে পারেন। তথ্যবিহীন ফিচার কোনো ফিচার নয়।"[১]

---

[১] মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, সাংবাদিকতা, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১। পৃষ্ঠা ১১৫।

www.pathagar.com

'সংবাদ ও সাংবাদিকতা' গ্রন্থে বলা হচ্ছে, "... কিন্তু ফিচার জিনিসটা কী তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। আসলে ইংরেজি শব্দ ফিচার একটি বহুমুখী শব্দ।

বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদ দু'ভাবেই ব্যবহার করা যায় ফিচারকে। বিশেষ্য বলা হয় কাগজে যে নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে তাকে কিন্তু ক্রিয়াপদ হলে তার অর্থ হয় প্লে আপ (Play up) বা খেলানো। শুধু তাই নয়, একীভূত কলাম (Syndicate Column), কমিশন, সম্পাদকীয় ব্যঙ্গচিত্রও ফিচারের মধ্যে পড়ে। সত্যি বলতে কি, সরাসরি সংবাদ ও সম্পাদকীয় নিবন্ধ, চিঠিপত্র ছাড়া সংবাদপত্রে যেসব নিবন্ধ প্রকাশিত হয় তার প্রায় সব ফিচারের মধ্যে পড়ে।

আসলে ফিচার এমন একটি শব্দ যা দীর্ঘদিন ধরে সম্পাদক ও সাংবাদিকতার শিক্ষকদের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে আছে। অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের মতে ফিচারের মর্মার্থ হলো কোনো একটি মজাদার বা চিত্তাকর্ষক বিষয় সম্পর্কে সহজবোধ্য ভাষায় খুঁটিনাটি প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদন হতে পারে কোনো এক দিনের ঘটনা নিয়ে বা বহু দূরের কোনো বিশেষ সময়ের ঘটনা নিয়ে। যা কিনা বহু পাঠকের মনে আগ্রহের সৃষ্টি করে। ফিচারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পাঠককে স্রেফ আনন্দ দেওয়া। কোনো একটি কাজ বা শিল্প সম্পর্কে হাতে কলমে তা কীভাবে করা যায় তার নির্দেশ দেওয়া।"[০]

William L. Rivers তাঁর *The Mass Media* বইটিতে একটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে বলা হচ্ছে :

> A newspaper feature story is an article which finds its impact outside or beyond the realm of the straight news story's basic and unvarnished who-what-where-when-why and how.
> The justification, strength and very identity of the feature lie in its presentation of the imagination- not, however, in departing from or stretching the truth, but in piercing the peculiar and particular truths that strike people's curiosity, sympathy, skepticism, humor, consternation or amazement.

ফিচারসংক্রান্ত এই সব বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে পাঠককে এইটুকু বোঝানোর জন্য যে, ফিচার কী তা বোঝার কোনো সহজ উপায় নেই। একই সাথে গৌরচন্দ্রিকায় ফিচার বিষয়টির দুর্বোধ্যতার কথা বলে পাঠককে এও জানানো হচ্ছে যে, অধ্যায়টি অপেক্ষাকৃত বেশি মনোসংযোগ দাবি করে।

---

[০] অনুপম অধিকারী, সংবাদ ও সাংবাদিকতা, পাত্র বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৯৩। পৃষ্ঠা ৭২।

www.pathagar.com

দুই.

'ফিচার'– সাংবাদিকতায় বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। নানা অর্থে এই শব্দটি সাংবাদিকরা ব্যবহার করে থাকেন। যেমন : কোনো ঘটনার বিশেষ কোনো দিক বোঝাতে বলা হলো, ঐ সংবাদটির ফিচার কী?; বা স্টোরিতে 'কী'-কে ফিচার করা হয়েছে (ষড় 'ক'-এর 'কী'), কিংবা সম্পাদক বলতে পারেন 'এসিডদগ্ধ মেয়েদের ঘটনাটি ফিচার করে ফেলো'।

বলা হয়ে থাকে সাদামাটা সংবাদ বাদে কমিক থেকে কলাম– সবকিছুই ফিচারের অন্তর্গত। অনেক সংবাদপত্রে আবার আছে ফিচার বিভাগ ও ফিচার-সম্পাদক। কী অর্থে 'ফিচার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা নির্ভর করে কে ব্যবহার করছেন এবং তার কাছে শব্দটির সম্ভাব্য কী অর্থ আছে একান্তভাবে তার ওপর।

চলতি অধ্যায়ের আলোচনায় 'ফিচার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট প্রকৃতির সংবাদ প্রতিবেদন বা নিবন্ধসমূহকে বোঝাতে। একান্তই মানুষী আগ্রহের যে সংবাদগুলো, যেগুলো কোনোভাবেই কড়া বা হার্ড নিউজের আঁটসাঁট সংজ্ঞার আওতায় আসে না, সে ধরনের সংবাদগুলোকেই বলা হয়েছে ফিচার। একটি কথা এখানে বলা দরকার যে, কড়া সংবাদগুলোকেও কিন্তু ফিচার হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। যদি ঘটনা সত্যিই খুব নাটকীয় হয় কিংবা প্রতিবেদক যদি যথেষ্ট দক্ষ হন লেখালেখিতে তবে তিনি 'কড়া সংবাদ'কে রূপান্তরিত করতে পারেন ফিচারে।

তিন.

ইংরেজিতে লিখিত খবরকে আমরা বলি 'স্টোরি'। আর এই 'স্টোরি' আছে দুই রকম : 'নিউজ স্টোরি' ও 'ফিচার স্টোরি'। 'ফিচার স্টোরি' ও 'নিউজ স্টোরি'র মাঝে যে পার্থক্য, তা তাদের উদ্ভব বা বিকাশে না, পার্থক্য নিহিত পরিণতিতে। সুতরাং 'ফিচার' আর 'নিউজ'-এর সম্পর্কের দিকটিই বড়, পার্থক্যের অংশটি স্বল্প। তারপরও যেহেতু 'ফিচার' একটি জায়গায় এসে স্বতন্ত্র হয়ে যায় 'নিউজ স্টোরি' থেকে সেহেতু তার স্বাতন্ত্র্যটি কোথায় তা জানতে পারলেই সম্ভব হয় পৃথক করে 'ফিচার'-কে চেনা।

'ফিচার স্টোরি' আর 'নিউজ স্টোরি'র পার্থক্য তাদের দুয়ের পরিবেশনার ঢঙে এবং উপস্থাপনার ভাষায়। কাহিনিটি লেখার আগ পর্যন্ত যা কিছু করতে হয়, তা 'নিউজ স্টোরি'র ক্ষেত্রে যেমন 'ফিচার স্টোরি'র ক্ষেত্রেও তেমন। একেবারে ঠিক লিখতে বসার পূর্বে প্রতিবেদককে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তিনি কী তৈরি করবেন– ফিচার, না সাদামাটা সংবাদ-কাহিনি।

www.pathagar.com

সাদামাটা খবরকে যখন উপস্থাপন করা হয় তখন তা করা হয় খুব যান্ত্রিকভাবে, মাথায় থাকে সময়ের চাপ, যত দ্রুত খবরটি পাঠককে জানিয়ে দেওয়া যায় ততোই যেন উদ্দেশ্য হাসিল হয় সাংবাদিকের। কে, কী, কেন, কোথায়, কখন ও কেমন করে– এই প্রশ্নগুলোর কোনটি আগে যাবে, আর কোনটি পরে যাবে – তা নির্ধারণ করে, অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে, সোজাসুজি, সংক্ষিপ্ত, নীরস ভাষায়, যন্ত্রের মতো ঘটনার আবেগশূন্য বর্ণনা অর্থাৎ একের পর এক প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে যাওয়াই হচ্ছে সংবাদ-কাহিনি উপস্থাপনার সাধারণ কথা। সাংবাদিক চান না পাঠক আরেকবার পড়তে বসুক তার স্টোরিটি, পাঠকও মনে করেন না, আবারও পড়ে অন্য কোনো স্বাদ পাওয়া যেতে পারে 'স্ট্রেইট জ্যাকেট স্টোরি' থেকে। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন করে শুকনো রুটি গিলে নেন সেভাবেই যেন সাদামাটা সংবাদ গ্রহণ করেন পাঠক। আর কোনো সংবাদ যদি উপস্থাপন করা হয় আবেগময়, হৃদয়গ্রাহী, ভেজা ভেজা ভাষায়, কল্পনা আর সৃজনশীলতা মিশিয়ে যদি তৈরি করা যায় সে কাহিনি বর্ণনার ঢঙ, যদি 'স্টোরি'র ভাষায় সুর থাকে প্রাণের, হৃদয়ের; কিংবা মস্তিষ্কের স্নায়ু কোষগুলো নাড়া দেবার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হয় 'স্টোরি'র উপস্থাপনা, ভিজে যায় পাঠকের চোখ কিংবা নেচে ওঠে মন, সুখের কোমল পরশে আচ্ছন্ন হন ক্ষণিকের জন্য, ভয়ে শিউরে উঠেন কিংবা দারুণ সতেজ হয়ে যান যদি, তবে নিঃসন্দেহে সেটি 'ফিচার স্টোরি'।

'ফিচার স্টোরি'র সাথে মিল আছে গল্পের, মানে 'স্টোরি'র। তবে 'স্টোরি'র সাথে 'ফিচার স্টোরি'র পার্থক্য লুকিয়ে আছে দুইটির জন্ম-রহস্যে এবং বেড়ে ওঠায়। 'স্টোরি' বা গল্প বেড়ে উঠে গল্পকারের মনের আঙ্গিনায়, বাস্তবে সেই ঘটনার অস্তিত্ব থাকতেও পারে, আবার না-ও পারে। বাস্তবের ঘটনার সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিল থাকে না গল্পের ঘটনার; ঘটনায় রং চড়ানোর বা উজ্জ্বলতাকে বিবর্ণ করার প্রয়োজন পড়ে গল্পকারের। রং না বদলালে তা ফিচার হিসেবে অবশ্যই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় স্থান পেতে পারে, পেতে পারে খুব ভালো একটি ফিচারের মর্যাদা।

লেখক গল্পের তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন বাস্তব জীবন থেকে, আবার না-ও পারেন, গল্পকার সংগৃহীত তথ্যকে উপস্থাপন করতে পারেন বস্তুনিষ্ঠতার ধার না ধেরেই। অন্যদিকে 'ফিচার স্টোরি' লিখতে গেলে প্রতিবেদককে অবশ্যই সত্য বা অস্তিত্ব আছে এমন কিছু নিয়ে লিখতে হয়, নিজের মনের আঙ্গিনায় বেড়ে ওঠা কোনো প্রসঙ্গ 'ফিচার স্টোরি'র বিষয় হতে পারে না। ফিচারের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিবেদককে ঘটনাস্থলে যেতে হয়, সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তাকে লিখতে হয় প্রতিবেদন। গল্প লেখকের মতো তিনি ঘটনা মোচড়ানোর

www.pathagar.com

সুযোগ পান না, সাংবাদিকতার মৌলিক নীতিমালা তাকে মেনে চলতেই হয়, তথ্যকে রাখতে হয় সম্পূর্ণভাবে অবিকৃত।

এরপরের কাজটি, অর্থাৎ লেখার কাঠামো নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফিচার লেখক অবশ্যই গল্প বা ছোটগল্প লেখার ধরনটি বেছে নিতে পারেন। তার ফিচার পড়ে কেউ যদি বলেন যে, 'একেবারে ছোটগল্পের মতো' লেগেছে, তাহলে প্রতিবেদক নিজেকে মনে করতে পারেন সফল, বোধ করতে পারেন গর্ব। অনেক স্বনামধন্য গল্পকার আছেন যারা গল্পের চরিত্র আর ঘটনা খুঁজে নেন বাস্তব জীবন থেকেই, তবে ঘটনা আর চরিত্র সম্পূর্ণ অবিকৃত তারা রাখেন না, কেননা তারা রিপোর্ট করার জন্য কলম তুলে নেননি। যদি তারা ঘটনা ও চরিত্রগুলো অবিকৃত রেখে লিখতেন তবে সেগুলো নিশ্চয়ই খুব ভালো ফিচারের উদাহরণ হতো। আর ফিচার উপস্থাপনার এই গল্প বলার ঢঙ-ই সাদামাটা সংবাদ থেকে ফিচারকে পৃথক করে চিনতে সাহায্য করে।

সংবাদকে তার লেখা বা উপস্থাপনার ঢঙের ওপর ভিত্তি করে প্রথমত দুই ভাগ করা হয়েছে : সাদামাটা বা 'স্ট্রেইট জ্যাকেট স্টোরি' ও 'ফিচার স্টোরি'। 'ফিচার স্টোরি'র অন্তর্গত 'স্টোরি'গুলোকে সংবাদ-জগতে আবার নানান নামে অভিহিত করা হয়। যেমন– মানবিক-আবেদনঋদ্ধ ফিচার (Human Interest Feature), স্বীকারোক্তিমূলক ফিচার (Confession Feature), ইতিহাসভিত্তিক ফিচার (Historical Feature), ব্যক্তিস্বরূপবিষয়ক ফিচার (Personality Feature), সংবাদ ফিচার (News Feature), ভ্রমণ ফিচার (Travel Feature), ইউটিলিটি ফিচার (Utility Feature বা How-to-do-it Feature), কালার ফিচার (Colour Feature) ইত্যাদি। তবে ফিচারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও পরিচিত বিভাগটি হচ্ছে মানবিক-আবেদনঋদ্ধ ফিচার। অন্যান্য ধরনের ফিচারের তুলনায় এই মানবিক-আবেদনঋদ্ধ ফিচারের অবস্থান সাদামাটা সংবাদের সবচেয়ে কাছাকাছি। আজকাল সাদামাটা স্টোরিকে মানবিক-আবেদনঋদ্ধ ফিচার স্টোরিতে রূপান্তরের ঘটনাটিও বেশি ঘটে। আমাদের পরবর্তী আলোচনা এই মানবিক-আবেদনঋদ্ধ ফিচার স্টোরি নিয়েই।

চার.

মানবিক-আবেদনঋদ্ধ স্টোরি

সাদামাটা স্টোরির সাথে মানবিক-আবেদনঋদ্ধ স্টোরির উৎসক্ষেত্রের পার্থক্য সম্পর্কে এভাবে বলা হয়– রংধনুর সাতটি রঙের একটির সাথে অন্যটির পার্থক্য নির্দেশনাকারী রেখার মতো একটি রেখা আছে সাদামাটা আর মানবিক-আবেদনঋদ্ধ স্টোরির উৎসক্ষেত্রের মধ্যে। মাপজোক করে সেই রেখাটিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন কাজ।

www.pathagar.com

সংবাদমূল্য আছে, হার্ড নিউজ হিসেবে সংবাদপত্রে অবশ্যই প্রকাশিত হতে পারত এ রকম একটি 'স্টোরি'তে যখন মানবিক আবেদনের এক বা একাধিক উপাদান থাকে তখন ওই সংবাদকে আমরা অভিহিত করি মানবিক-আবেদনঋদ্ধ স্টোরি হিসেবে। অনেক সময় সাদামাটা স্টোরিতেও ঘটনার নাটকীয়তা, আবেগ ও অন্যান্য মানবিক দিকগুলো বেশি মাত্রায় তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট সংবাদের মানবিক আবেদন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কখনো কখনো তা এতটাই তুলে ধরা সম্ভব হয়, যা কি না মূল ঘটনাকেই ছাপিয়ে ওঠে এবং তখন স্টোরিটি মূলতই মানবিক-আবেদনঋদ্ধ স্টোরিতে পরিণত হয়। এ রকম স্টোরিকে তখন আর কোনোভাবেই সাদামাটা সংবাদের পঙ্‌ক্তিভুক্ত করা যায় না।

যে ঘটনাগুলো সাদামাটা সংবাদ হতে পারে হরহামেশা সেগুলোতে লুকিয়ে থাকে জোরালো ফিচার উপাদান। চোখ-কান খোলা রাখলে সে উপাদানকে কেন্দ্র করে নির্মিত হতে পারে আকর্ষণীয়, হৃদয়গ্রাহী মানবিক-আবেদনঋদ্ধ স্টোরি। কিন্তু রংধনুর একটি রং যেমন মাঝে মাঝে ছড়িয়ে পড়ে সারা রংধনুটির অবয়বে এবং হারিয়ে ফেলে নিজের রঙের স্বতন্ত্র ঔজ্জ্বল্য, তেমনিভাবে প্রায়ই মানবিক উপাদানটিও মিশে থাকে সাদামাটা সংবাদের শরীরে। স্বল্পাভিজ্ঞ চোখ হয়তো সেই ফিচারটিকে চিনতে ভুল করে কিন্তু অভিজ্ঞ প্রতিবেদক তাকে চিহ্নিত করেন এবং কাজে লাগিয়ে ঠিকই তাকে রূপান্তরিত করে ফেলেন মানবিক-আবেদনঋদ্ধ স্টোরিতে। আবার অনেক সময় সাদামাটা স্টোরি থেকে কেবল মানবিক আবেদনের উপাদানটুকু পৃথক করে নির্মাণ করেন মানবিক-আবেদনঋদ্ধ ছোট্ট স্টোরি, সাংবাদিকতার জগতে এগুলো পরিচিতি পায় 'সাইড বার' নামে।

এবার মানবিক-আবেদনঋদ্ধ স্টোরির একটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

রক্ষা

নিউ ইয়র্কের ভুবনবিখ্যাত 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি'র ভিতরের সিঁড়ি বেয়ে চূড়ায় উঠতে চেয়েছিলেন কৌতূহলী দর্শক পল সায়হাম। কিন্তু দর্শনীয় ঐ ভাস্কর্যটি পরিদর্শনের সময় সেদিনকার মতো ফুরিয়ে আসায় কর্তৃপক্ষ তাকে ফিরিয়ে দেন। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে সায়হাম পার্শ্ববর্তী ফুট তিনেক উঁচু এক দেয়ালের উপরে উঠেছিলেন। সেখান থেকে হয় লাফিয়ে নামতে গিয়ে নয়তো পা ফস্কে তিনি পড়ে যান স্ট্যাচুর পাদদেশে রাখা প্রচুর কংক্রিট আর গ্রানাইটের স্তূপের ওপর। তারপর সেখান থেকে গড়িয়ে ৩০ মিটার নিচে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার তিন ঘণ্টা পর তার জ্ঞান ফেরে।

www.pathagar.com

উপরের সংবাদটির সংবাদ-মূল্য এত কম যে, এটি যদি একটি সাদামাটা সংবাদের আকারে প্রতিবেদক লিখে পাঠায় তাহলে তার বার্তা-সম্পাদক স্টোরিটিকে নির্মোহ চিত্তে ছুড়ে ফেলে দেবেন, কিন্তু এই সংবাদ-মূল্যহীন ঘটনাটিই ছাপা হতে পারে সুদূর বাংলাদেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রে তার মানবিক-আবেদনঋদ্ধ লেখার ঢঙের কারণে। পল সায়হামের দুর্ঘটনা নিয়ে লেখার আগেই প্রতিবেদক অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, যদি এই ঘটনাটি সাদামাটা আকারে লেখা হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের বিশ্বে এই খবরের সংবাদযোগ্যতা একেবারেই থাকবে না, এমনকি খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই সংবাদটি ছাপা হবে না অধিকাংশ পত্রিকায়। সুতরাং মানবিক আবেদনের উপাদনটি খুঁজে নিয়ে এবং তা ব্যবহার করে প্রতিবেদক ঘটনাটিকে পরিণত করেছেন মানবিক-আবেদনঋদ্ধ স্টোরিতে।

একটি ঘটনা বা পরিস্থিতির সঙ্গে তিনটি মাত্রায় মানবিক আবেদন মিশিয়ে পরিবেশন করা যেতে পারে :

ক. সাদামাটা সংবাদে খুব স্বল্প পরিমাণে মানবিক আবেদন মিশিয়ে (একেবারেই মানবিক আবেদন না মিশিয়েও স্টোরি হতে পারে)।

খ. সাদামাটা সংবাদের সাথে অনেকখানি মানবিক আবেদন মিশিয়ে।

গ. একান্ত মানবিক-আবেদনঋদ্ধ সংবাদ হিসেবে খুব কম সাদামাটা সংবাদের বৈশিষ্ট্য রেখে বা একেবারেই সাদামাটা স্টোরির ধারেপাশে না গিয়ে।

আজকাল প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার স্বার্থে সংবাদপত্রগুলো কড়া সংবাদগুলোরও ফিচার ট্রিটমেন্ট দিয়ে দেয়। তবে, ফিচার ট্রিটমেন্ট কতটুকু বা কী পরিমাণ দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করা হয় সংবাদটির সংবাদ-মূল্য বিবেচনা করে। যদি এমন একটি দুর্ঘটনা হয় যার সংবাদ-মূল্য খুব বেশি না কিন্তু তার সাথে মানবিক আবেদন মিশে থাকার মাত্রাটি বেশ উঁচু সে ক্ষেত্রে পুরো সংবাদটিই ট্রিটমেন্ট পেতে পারে এবং পরিণত হতে পারে মানবিক-আবেদনঋদ্ধ সংবাদে (উদাহরণের 'রক্ষা' স্টোরিটিতে যেমন হয়েছে)।

পাঁচ.

অন্যান্য ফিচার স্টোরি

সংবাদপত্রে অনেক কিছু ছাপা হয় যেগুলোর সংবাদ-মূল্য খুব বেশি থাকে না বা একেবারেই থাকে না, সেগুলোকেও ফিচার বলে চিহ্নিত করা হয়। যেমন ধরা

www.pathagar.com

যাক, পহেলা ফাল্গুন বা পহেলা বৈশাখের আগমন, মাহে রমজান কিংবা একুশে ফেব্রুয়ারিসংক্রান্ত লেখাগুলো, বলধা গার্ডেনের ফুল কিংবা নাগলিঙ্গম বৃক্ষ নিয়ে লেখা প্রতিবেদনগুলো, মনু মিয়ার ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা, মুক্তিযোদ্ধা হাফিজউদ্দীনের দিনকাল, কানের পোকা তোলা রমিতার ব্যবসাপাতি, রূপসার বেদেবহর, মিরপুরের শাড়িশিল্প, এসএম সুলতানের স্বপ্নপুরী নিয়ে লেখাগুলোকে আমরা খুব সহজেই চিহ্নিত করে ফেলি ফিচার নামে। আগে প্রকাশিত কোনো খবরের সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্য বা সেই সংবাদের বিশ্লেষণ, জীবনী বা ঐতিহাসিক কোনো নিদর্শন, কারও পছন্দ কিংবা শখের বর্ণনা, ড্রয়িংরুম-ব্যবসায় কিংবা লটারি বিক্রির ভ্যান ইত্যাদি অনেক কিছু নিয়েই হতে পারে ফিচার। আগেই যেমনটি বলা হয়েছে, এদের কোনোটি স্বীকারোক্তিমূলক ফিচার, ইতিহাসভিত্তিক ফিচার, ব্যক্তিস্বরূপবিষয়ক ফিচার, সংবাদ ফিচার, ভ্রমণ ফিচার, ইউটিলিটি ফিচার বা কালার ফিচার ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়।

সংবাদ বা খবরের সংজ্ঞা থেকে বেশ দূরে অবস্থানকারী বর্ণনাধর্মী এই লেখাগুলোতে থাকে– হয় নির্দেশনা, নয় তো বিনোদন। পাঠের কিংবা শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সুবিধার্থে অনেকে এই লেখাগুলোর প্রতিটিকেই বলেন ফিচার স্টোরি কিংবা ফিচার আর্টিকেল। আর অন্যদিকে মানবিক আবেদনের মাত্রাযুক্ত ফিচারগুলোকে চিহ্নিত করেন 'মানবিক-আবেদনঋদ্ধ স্টোরি' নামে।

ছয়.

ফিচারের বিষয়

সূর্যের ওপরে আর নিচে যা কিছু আছে সব কিছু নিয়েই ফিচার হতে পারে। ফিচারের সংজ্ঞা সে রকমটিই বলে। কিন্তু এ কথাও বলা হয়েছে যে, ফিচারের সাথে সাদামাটা সংবাদগুলোর সম্পর্ক একটু বেশি গভীর। কারণ, অনেক ফিচারের জন্ম সাদামাটা সংবাদের পাশাপাশি। রেল বা সড়ক দুর্ঘটনা, লঞ্চ বা নৌকাডুবি, নতুন মন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ, অগ্নিকাণ্ড, বিদেশি তেল-গ্যাস কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি, নতুন কোনো সেতু নির্মাণ চুক্তি কিংবা নতুন কোনো স্কুলের কর্মকাণ্ড শুরু– এরকম সব কিছুই ফিচারের বিষয়। আজ যেটি সংবাদের বিষয় আগামীকাল তা নিয়েই হতে পারে ফিচার। নতুন মন্ত্রী বা নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত পুলিশের মহাপরিদর্শকের জীবনী, সরকারের কোনো ঘোষণা, গতকাল উদ্বোধন হওয়া আন্ডারপাস শপিং সেন্টার কিংবা নতুন চালু হওয়া কোনো এয়ারলাইন্স হতে পারে ফিচারের প্রসঙ্গ। এরকম প্রকাশিত সাদামাটা সংবাদের পরে যখন একই বিষয় নিয়ে ফিচার লেখা হয় তখন প্রয়োজন হয় বেশ কিছুটা অতিরিক্ত সময় এবং প্রাসঙ্গিক গবেষণার। সংবাদ থেকে যদি ফিচার করতে হয় তাহলে সূত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মাত্রাটা বাড়াতে হবে

www.pathagar.com

প্রতিবেদককে। আগে থেকেই মাথায় রাখতে হবে যে বিষয়টি নিয়ে তিনি ফিচার করবেন এবং এ কারণেই অনেক অনেক তথ্য, খুঁটিনাটি তিনি জেনে নেবেন সংবাদ-সূত্রের কাছ থেকে। খবরের পেছনের তথ্যগুলো খুঁজে বের করার জন্য তিনি আরও বেশি খোঁড়াখুঁড়ি চালাবেন। পুলিশ বিটের সাদামাটা সংবাদগুলো নিয়ে সতর্ক হয়ে কাজ করলে সেখান থেকে যেমন হাসি-তামাশা বা আনন্দ-কৌতুকের নানা ধরনের ফিচার হতে পারে তেমনি ছিঁচকে চোর কিংবা পকেটমারের জীবন কাহিনি কাঁদাতে পারে পাঠককে। বড় কোনো দুর্ঘটনা, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস বা অগ্নিকাণ্ডের কিছু কিছু ঘটনার ওপর যেমন তীব্র আলোকসম্পাত করা যেতে পারে তেমনি কিছু কিছু ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করে তুলে ধরা যেতে পারে ফিচার হিসেবে। প্রতিবেদক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিটির পরিবারের কান্নার কথা তুলে ধরতে পারেন, ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডবলীলার বর্ণনা দিতে পারেন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানিতে, অগ্নিকাণ্ডের সর্বগ্রাসী লেলিহান শিখাকে উপেক্ষা করে পরিচালিত উদ্ধার কর্মকাণ্ডের চিত্র প্রতিবেদক আঁকতে পারেন ফিচারের ক্যানভাসে। এভাবে, অনেক সংবাদ আছে যেগুলোতে একজন অভিজ্ঞ ফিচার-লেখকের দৃষ্টি নিয়ে তাকালেই ফিচারের নানান উপাদান আসবে নজরে। তবে সাদামাটা খবরের জগতের বাইরেও ছড়িয়ে আছে ফিচার লেখার নানান বিষয়, সে রকম কিছু ঘটনা আর পরিস্থিতিকে শ্রেণিবদ্ধ করা যায় এভাবে :

১. **অস্বাভাবিকতা**
   অভিনবত্ব, উদ্ভট কাজ বা ঘটনা, দৈবক্রম, অস্বাভাবিক ব্যক্তিস্বরূপ।

২. **স্বাভাবিকতা**
   খুব পরিচিত মানুষ, স্থান, জিনিস– যা নিয়ে লেখা ফিচার পড়ে পাঠকের মনে হবে 'আমি কত দিন ঘটনাটা জানতে চেয়েছি'।

৩. **নাটকীয় পরিস্থিতি**
   হঠাৎ ধনী হয়ে যাওয়া কেউ, লটারি জেতা কেউ, পরিত্যক্ত কোনো শিশু, চিড়িয়াখানার কোনো প্রাণী, অসহায় কোনো মানুষ, বিপর্যয় থেকে বেঁচে যাওয়া কোনো ব্যক্তি।

৪. **নির্দেশনা**
   ভোগান্তির শিকার যারা তাদের জন্য পরামর্শ, রান্না-বান্না, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, ফুল সাজানো, কোথায় পড়বেন,

www.pathagar.com

কীভাবে সিভি লিখবেন, বাড়তি আয়ের সহজ পথ– এরকম হাজারও বিষয়।

৫. **তথ্য**
পরিসংখ্যান, গবেষণা, নথি-পত্র, ঐতিহাসিক কোনো রূপরেখা, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য-তুলনা, জীবনী।

সাত.

ফিচার কীভাবে লিখবেন

ফিচার লেখার কোনো প্রমিত মান বা ধরন নেই। খবরের মতো লিড, বডি বা শেষাংশ লেখার কোনো নিয়ম-রীতি নেই ফিচার নির্মাণের। কেউ কেউ 'ষড় ক'-কে সারমর্ম করে শুরুতে দিয়ে দেন, আবার কেউ অভিনবত্ব আনার চেষ্টা করেন সূচনায়। সূচনাগুলো কখনো হয় বর্ণনাধর্মী, কখনো ব্যাখ্যামূলক বা উন্মোচনী। ফিচারগুলো কখনো বলে গল্প, কখনো আঁকে ছবি, কখনো ব্যাখ্যা করে পরিস্থিতি। ফিচার তৈরিতে নির্ভর করতে হয় নিরেট তথ্যের ওপর। সে তথ্যে খাদ মেশানো চলে না। কল্পনা জুড়ে দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই ফিচার রচনায়। ফিচার তার উপস্থাপনার ধরন, লেখার ঢং আর ঘটনাগুলোর সজ্জায় সংবাদ থেকে একেবারে ভিন্নধর্মী হতে পারে। যদিও ফিচারের ঘটনা, তথ্য আর চরিত্রগুলোও সংবাদের মতোই বাস্তব জগৎ থেকে নেওয়া, কিছুই প্রতিবেদকের মস্তিষ্কপ্রসূত না।

মানবিক-আবেদনঋদ্ধ প্রতিবেদন যেখানে নাটকীয়ভাবে সাজানো হয় পাঠকের হৃদয়ে ঝড় বা হিল্লোল তোলার উদ্দেশ্যে সেখানে অন্যান্য ধরনের ফিচার লেখা হয় বা তাদের ভাষা সাজানো হয় মূলত পাঠককে তথ্য জানানোর জন্য। মানবিক-আবেদনঋদ্ধ প্রতিবেদনের আবেদন হৃদয়ের কাছে, আর অবশিষ্ট ফিচারগুলোর যোগাযোগ মানুষের মাথার সাথে। মানবিক আবেদন বাদে অন্যান্য ফিচারের বিষয়গুলোর সাধারণত খুব বেশি সংবাদমূল্য থাকে না কিন্তু তাই বলে এমন বিষয়ে সে সব লেখার চেষ্টা করা অনুচিত যাতে সাধারণভাবে মানুষের আগ্রহ থাকার কথা না। এ ধরনের ফিচার লেখার বিষয় হিসেবে অবশ্যই বেছে নিতে হবে চিত্তাকর্ষক ও প্রাণময় কিছু। এমনভাবে শব্দ বাছাই করে সেসব লিখতে হবে যেন সহজেই তা আকৃষ্ট করে পাঠককে। আর খুব সাধারণ– পথের ধারের অবহেলিত বিষয়টিও শব্দ বিন্যাসের গুণেই হয়ে উঠবে পাঠযোগ্য এবং পাঠক যদি তা পড়েন তবে অবশ্যই সমৃদ্ধ হবে তার জ্ঞানভাণ্ডার। সংক্ষেপে বলা যায়, সব ধরনের ফিচার লেখার সময়ই একটি

www.pathagar.com

বিষয়ে সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখতে হবে লেখককে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেন চিত্তাকর্ষক থাকে লেখাটি এবং কোথাও যেন তা ঝুলে না যায় একটুও।

কী ধরনের শৈলীতে (মানবিক আবেদন বাদে অন্যান্য) ফিচারগুলো লেখা হবে সে ক্ষেত্রে প্রতিবেদক সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি কীভাবে তথ্যগুলো সাজাবেন সেটিও তার স্বাধীন সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু বিষয়ে তাকে সাধারণ নীতিগুলো অবশ্যই অনুসরণ করতে হয়, যেমন : প্রাসঙ্গিক ছোট ছোট ছবির ব্যবহার, সংবাদপত্রটির নির্ধারিত স্টাইল অনুসরণ, স্টোরিতে একঘেয়েমি এড়ানো, সরাসরি উদ্ধৃতি বা উদ্ধৃতির সারাংশ করার সময় সতর্কতার সাথে মোক্ষম অংশটির ব্যবহার, একটি অনুচ্ছেদ থেকে অন্য অনুচ্ছেদে গতিময় সঞ্চালন এবং অবশ্যই সাবলীলতা বজায় রাখা। অনুচ্ছেদ সজ্জার ক্ষেত্রে যেকোনো অবস্থাতেই যৌক্তিক পরম্পরায় তা সাজানোর বিষয়টিও খেয়াল রাখতে হবে। যদিও উল্টোপিরামিড কাঠামোর সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশটি সব শেষে দিয়ে দেওয়ার রীতি এখানে মানার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং ফিচারটি 'সারপ্রাইজ ক্লাইমেক্স' স্টাইলেও লেখা হতে পারে। তবে অনেক ফিচারই শেষ হয় একধরনের উপসংহার বা সারাংশ দিয়ে।

আট.

মানবিক আবেদনঋদ্ধ স্টোরি লেখা

মানবিক আবেদনঋদ্ধ স্টোরি লেখার প্রধান লক্ষ্যই যেহেতু থাকে মানুষের হৃদয়কে নাড়া দেওয়া সে কারণে শুধু নিরেট বর্ণহীন তথ্য ব্যবহার করে তা করা যায় না। ঘটনার মানবীয় যে প্রেক্ষাপট আছে, তাতে রঙের যে মানবিক অনুভব আছে সেগুলোই তুলে আনতে হয়। এমন হতে পারে যে, যে বিষয় নিয়ে লিখতে চাচ্ছেন তার তেমন সংবাদ-মূল্য নেই, কিন্তু আছে মানুষের দুর্দশা, দুর্বিপাক, যন্ত্রণা আর জটিলতার কাহিনি, আছে মানুষের জীবনের নাটকীয় উত্থান-পতন কিংবা পরিবর্তনের কথা। মানুষে-মানুষে, এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে আছে জীবন ভাবনা, চিন্তা, সংস্কৃতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নের ভিন্নতা। এই বিভিন্নতার তথ্য বা পরিসংখ্যান মানবিক-আবেদনঋদ্ধ স্টোরি লেখার জন্য খুবই কার্যকর উপাদান। এ তথ্যগুলো মানুষ, ঘটনা, স্থান বা কোনো নিদর্শনকে বিশিষ্ট করে তোলে, তাকে নাটকীয় রূপ দেয় এবং পাঠকের হৃদয়ে আনে অভূতপূর্ব আবেগ।

মানবিক-আবেদনঋদ্ধ প্রতিবেদন তৈরির আগে প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত অসংখ্য তথ্য সংগ্রহের। একজন মানুষ সম্পর্কে আপনি কী করে লিখবেন যদি না তার সম্পর্কে অন্যান্যরা কী বলেছেন বা লিখেছেন বা চিন্তা করেন তা আপনি না জানেন। কী করে আপনি একজন সম্পর্কে লিখবেন, যদি না আপনি তার

www.pathagar.com

সঙ্গে কথা বলেন। বিস্তারিত খুঁটিনাটি নিয়ে কথা না বললে, নিজেকে উন্মোচন করার সুযোগ সেই ব্যক্তিকে না দিলে যথাযথভাবে তার সম্পর্কে কি লেখা সম্ভব? আর কীভাবেই বা এমন একটি কার্যকর সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভব যদি না আপনি আগে থেকেই সাক্ষাৎকারের পরিকল্পনা সাজিয়ে নিতে পারেন?

কীভাবে আপনি আপনার পাঠককে একটা মানুষ সম্পর্কে, তার কথার মেজাজ সম্পর্কে বোঝাবেন, যদি তিনি কী বলেছেন এবং কীভাবে, কোন প্রসঙ্গে বলেছেন সব কিছুই যোগ না করেন? একজন মানুষ কেমন তা বুঝাতে হলে নিশ্চয় বলতে হবে অনেক কিছু, যেমন : তিনি কী কী পছন্দ করেন, কী কী অপছন্দ করেন, কিসে তার আগ্রহ, কী বিষয়ে তার অনাগ্রহ, কী নিয়ে তিনি চিন্তা করেন, কী তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বা তার কোন আশা ভেঙে গেছে ইত্যাদি।

যদি একজন অসাধারণ লোককে আপনি তুলে ধরতে চান তাহলে অবশ্যই সাধারণের সঙ্গেও তাকে তুলনা করতে হবে, যদি বৃহৎ কিছু সম্পর্কে বলতে চান তাহলে ক্ষুদ্রটির কথাও বলতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, পাঠকের প্রেক্ষাপটে, পাঠকের পরিচিত পরিবেশে তাকে স্থাপন করতে হবে, তাকে দাঁড় করাতে হবে পাঠকেরই পাশে। বিমূর্ত শব্দের বর্ণনার জালে পাঠককে আটকানোর চেষ্টা করলে ভালো মানবিক-আবেদনঋদ্ধ প্রতিবেদনের লেখক হিসেবে আপনার সুনাম জুটবে না। পাঠককে এটি বলার প্রয়োজন নেই যে পরিবেশটি ছিল শ্বাসরুদ্ধকর; বরং বর্ণনা করতে হবে পরিবেশটি কেমন ছিল। পাঠকই নির্বাচন করবেন পরিবেশটি বর্ণনা করার জন্য কোন বিশেষণটি যথাযথ। প্রতিবেদক লিখবেন না, 'সন্দেহজনক চলাফেরা দেখে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে' বরং প্রতিবেদক বলবেন গ্রেফতারের আগে কেমন আচরণ করছিলেন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিটি, পাঠক নির্ধারণ করবেন ব্যক্তিটির সে মুহূর্তের আচরণকে 'সন্দেহজনক' অভিহিত করা যায় কি না।

লেখার ধরন আর তার উদ্দেশ্য যদি এরকমই হয়ে থাকে তাহলে নাটক, উপন্যাস কিংবা সাহিত্যের অন্য সব ফর্মের সাথে মানবিক-আবেদনঋদ্ধ প্রতিবেদনের পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য এখানে যে, প্রতিবেদক যা লেখেন সবই লেখেন জীবন যেমন ঠিক তেমনি, আর লেখক লেখেন জীবন যেমন হতে পারে তেমন কিংবা অন্য রকম কিছু। আসলে সাহিত্য আর মানবিক-আবেদনঋদ্ধ প্রতিবেদনের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে সাংবাদিকতা আর সাহিত্যের পার্থক্যের মধ্যেই। মানবিক-আবেদনঋদ্ধ প্রতিবেদনের সাথে নাটক বা উপন্যাসের পার্থক্য এখানেই যে, মানবিক-আবেদনঋদ্ধ প্রতিবেদন লিখতে হয় সাংবাদিকতার আদর্শগুলো মেনে, নাটক বা উপন্যাসের লেখক সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

www.pathagar.com

অনেক সময় কিন্তু প্রতিবেদকরা একটি বাস্তব ঘটনাকে আকর্ষণীয় কিংবা অপেক্ষাকৃত বেশি নাটকীয় করতে রং চড়ান। কিন্তু প্রতিবেদককে স্মরণ রাখতে হবে যে, সততা মানবিক-আবেদনঋদ্ধ প্রতিবেদনের প্রাণভ্রমরা। তিনি ঘটনাক্রমকে পুনঃসজ্জিত করে লিখতে পারেন কিন্তু সে পর্যন্ত স্বাধীনতাই তিনি পেতে পারেন, যে পর্যন্ত স্টোরির মূল সত্য একেবারে অবিকৃত রাখা সম্ভব হয়। তিনি নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য কখনোই ঘটনাকে সামান্যতমও পরিবর্তন করতে পারেন না, তিনি ধমকের সুরে উত্তরদাতাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন না 'আপনি যে ভোট দিতে এসেছেন তা টাকা পেয়ে, তাই না?' কিংবা খুব সহানুভূতির স্বরে, 'আপনি খুব বিপদে পড়েছিলেন, খুব কষ্ট হয়েছে, ভয় পেয়েছিলেন, কী বলেন?' এভাবে যে উত্তরগুলো প্রতিবেদক আদায় করেন তা অসততাদুষ্ট এবং এসব ব্যবহার করে যে চিত্র তিনি তৈরি করেন তা মিথ্যা।

অনেক সময় প্রতিবেদক এমন শব্দ ব্যবহার করেন যা খুব আবেগ ভারাক্রান্ত। উদ্দেশ্য থাকে পাঠকের মনে আবেগ সৃষ্টি করা কিন্তু এরকম শব্দ ব্যবহার করলে মানবিক-আবেদনঋদ্ধ প্রতিবেদন তার দৃঢ়তা হারায়। প্রতিবেদককে মনে রাখতে হবে, এ ধরনের প্রতিবেদনের নাটকীয়তা এবং তার ফলাফল নিহিত থাকে সেই প্রতিবেদনের অন্তরেই, বাহির থেকে শব্দ প্রয়োগ করে তা আনার চেষ্টা করা সাংবাদিকতার মৌলিক নীতিমালারই পরিপন্থী। এ কারণেই সাদামাটা-সহজ-সরল ভাষায় ঘটনাগুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরার সবচেয়ে ভালো বাহন।

মানবিক-আবেদনঋদ্ধ প্রতিবেদন লেখারও কোনো প্রমিত বা নির্ধারিত কাঠামো নেই। কথোপকথনের যেকোনো কৌশল কিংবা সাসপেনডেড-ইন্টারেস্ট কাঠামো ব্যবহার করতে পারেন প্রতিবেদক। সারাংশ-সূচনা দিয়ে ঘটনাক্রমিকভাবে বর্ণনা দিয়ে শেষ করার উদাহরণও আছে প্রচুর। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বা অবাক করা ঘটনাটি সবার শেষে বলতে পারেন অর্থাৎ 'সারপ্রাইজ ক্লাইমেক্স' ধরনের ফর্মটিও ব্যবহার করতে পারেন তিনি। কোন ফর্মটি প্রতিবেদক ব্যবহার করবেন তা নির্বাচনের দায়িত্ব তার এবং অবশ্যই তিনি যে ফর্মে ও ভাষায় ঘটনাটিকে আবেগময়ভাবে তুলে ধরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন বলে জানেন, সে ফর্ম গ্রহণ করাই তার জন্য সমীচীন।

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয়

কুৎসা কী? কুৎসা এড়ানোর উপায়, মানহানি : রক্ষা পাওয়ার চার পন্থা, সাংবাদিকতায় নৈতিকতা।

কুৎসা কী?

Good name in man or woman, dear my Lord,
Is the immediate jewel of their souls,
Who steals my purse steals trash; 'tis
    Something, nothing;
'Twas mine, 'tis his, and has been slave
    to thousands:
But he that filches from me my good name
Robs me of that which not enriches him,
and makes me poor indeed.

শেক্সপিয়র তাঁর *ওথেলো* নাটকে এভাবেই তুলে ধরেছেন মানুষের নিজের সুনামের প্রতি মমত্ব এবং তা বজায় রাখার জন্য আকুলতার দিকটি। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের কাজই হচ্ছে গোপন তথ্য উন্মোচন করে চলা। একজন মানুষ যা সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখতে চায় সংবাদমাধ্যম তা ফাঁস করে দেয়, জানিয়ে দেয় একসাথে অসংখ্য মানুষকে। সত্যকে খুঁজে বের করার এবং প্রচার করার এই কর্মকাণ্ড বিব্রত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে, অনেক সময় ক্ষুণ্ন করে তার সুনাম, বিঘ্নিত করে তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা।

আমরা জানি, মানুষ তার মানসম্মানের ব্যাপারে খুব বেশি স্পর্শকাতর। মানুষ তার অকলঙ্কিত সুনামকে সম্পদ বলে মনে করে। সেই সুনাম যদি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কেউ নষ্ট করে বা করতে চেষ্টা করে তখন সে তার প্রতিবাদ করে, প্রতিকারের আশায় আইনের আশ্রয় নেয়, কঠোর হয়।

www.pathagar.com

নিজের সুনামের প্রতি মানুষের এই স্পর্শকাতরতার কারণে একটি সংবাদ-প্রতিষ্ঠানে সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই প্রতিদিন আসে অসংখ্য অভিযোগ। ভুল, উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ পরিবেশন, অবহেলা, বিদ্বেষ ও মানহানির অভিযোগই এসবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। অভিযোগ আর ক্ষতিপূরণ এড়াতে তাই সংবাদ-প্রতিষ্ঠানকে, প্রতিবেদককে সতর্ক থাকতে হয় খুব, তাকে জানতে হয় অপবাদ বা কুৎসা কী; কখন, কীভাবে মানহানি হতে পারে এবং কী তার রক্ষাকবচ।

থমসন ফাউন্ডেশন তার 'The News Machine' শিরোনামে সাংবাদিকদের জন্য তৈরি করা ম্যানুয়ালে বলছে :

> Libel is defined as the publication of words or pictures that bring someone into "hatred, ridicule or contempt; which lower his reputation in the estimation of right-thinking members of society generally; and which injure him or tend to injure him in his office, profession or trade." Also the publication of a false statement about a man to his discredit.[¤]

সাংবাদিকদের জন্য কুৎসা হচ্ছে, লিখিত বা মুদ্রিত বা সম্প্রচারিত রূপে যেকোনো মানহানি যাতে মিথ্যাচারমূলকভাবে বলতে চেষ্টা করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পক্ষ অপরাধ করেছে। অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার পেশা বা ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে কিংবা তা তাকে তিরস্কার, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষের পাত্র করে তোলে বা তোলার আশঙ্কা থাকে এমন কিছু প্রকাশ করাই হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মানহানি করা।

কুৎসার সংজ্ঞা থেকে আমরা এই ধারণায় উপনীত হতে পারি যে, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত কোনো কিছু কোনো ব্যক্তির জন্য কুৎসাকর বলে গণ্য হবে, যদি ঐ প্রকাশনা ঐ সংবাদমাধ্যমের পাঠক-দর্শক-শ্রোতার মনে, স্বাভাবিক ও অনিবার্যভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি সম্পর্কে ধারণার অবনতি ঘটায়। ঐ প্রকাশনায় 'প্রকৃতপক্ষে যা বলা হয়েছে' তা পাঠক-দর্শক-শ্রোতার মনে 'আসলেই কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে' সেটিই এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়।

সাধারণ অপরাধ নির্দেশ করে এমন শব্দগুলো, যেমন : ছিনতাইকারী, অপহরণকারী, ধর্ষণকারী, প্রতারক, ভণ্ড, সন্ত্রাসী, মদ্যপ ইত্যাদি; একজন মানুষের নৈতিক অধঃপতন বোঝায় এমন শব্দ, একজন নারীর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হয় এমন শব্দগুলো বেশিরভাগ মানহানি মামলার পেছনের কারণ।

[¤] The Thomson Foundation, The News Machine, Second Edition-Revised 1972. Reproduced by The Press Institute of Bangladesh, পৃষ্ঠা ১২৪।

www.pathagar.com

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন সব তুচ্ছ আর তাৎপর্যহীন সংবাদের ব্যাপারে এই মামলা হয় যে ওই সংবাদগুলো প্রকাশ না করলে সংবাদমাধ্যম এবং তার পাঠক-দর্শক-শ্রোতার কোনো ক্ষতি ছিল না।

বেশিরভাগ মানহানি মামলার উৎস হচ্ছে অপরাধ আর নৈতিক ত্রুটিসংক্রান্ত খবর। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এইটি দেখাতে চেষ্টা করেন যে, তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। খবরে যদি এমন কিছু থাকে, যা পাঠে এমন মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার পেশা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতারণা, অসাধুতা, অসদাচরণ, অসামর্থ্য বা অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এই সংবাদ প্রকাশের ফলে যদি তার ন্যায়সঙ্গত পেশা বা ব্যবসা থেকে স্বাভাবিক উপার্জন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে তা কুৎসাকর বলে গণ্য হবে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবির মাধ্যমেও ব্যক্তির মানহানি ঘটতে পারে, এফ, ফ্রেজার বন্ড-এর 'অ্যান ইন্ট্রোডাকশান টু জার্নালিজম' বইতে ছবির মাধ্যমে মানহানি ঘটনার কয়েকটি উদাহরণ আছে। তার একটি উদাহরণ এরকম : একবার এক সংবাদপত্রে একটি মহল্লার অপরাধীদের বাড়ি চিহ্নিত করে একটি ম্যাপ ছাপা হয়েছিল কিন্তু ভুলক্রমে এক ব্যাঙ্কারের বাড়িটিও সেই ম্যাপে চলে আসে এবং পত্রিকায় ছাপা হয়ে যায়। ঐ ব্যাঙ্কার পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দিলে পত্রিকাটি নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আপোস করে ফেলে।

অন্য আরেকটি উদাহরণ আছে এরকম : নিউ ইয়র্কের একটি সংবাদপত্রে মানুষের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত একটি নিবন্ধ ছাপা হয়। তাতে একজন কুস্তিগিরের ছবির পাশাপাশি ছাপা হয় একটি গরিলার ছবি। ব্যস, মানহানির মামলা ঠুকে দেন ঐ কুস্তিগির। আদালতে বাদীর উকিল এই বলে যুক্তি দেখায় যে, একটি গরিলার সঙ্গে ছবি ছেপে তার মক্কেলকে হেয়, উদ্ভট ও ঘৃণ্য করে তোলা হয়েছে, যার ফলে কুস্তিগিরের বন্ধু-বান্ধব আর পাড়া-প্রতিবেশীরা তাকে এড়িয়ে চলছেন। আদালত মামলার রায় দিয়েছিল কুস্তিগির বাদীর পক্ষে।

রাশিয়ার এক মন্ত্রীর বেশ কিছু নারীর সাথে নগ্ন অবস্থায় স্নান করার ছবি ছেপে মামলায় জড়িয়ে পড়ে স্থানীয় একটি সংবাদপত্র। অন্যদিকে এই ছবির সত্যতা যাচাই না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন রুশ রাষ্ট্রপতি।

এসব উদাহরণ দেওয়ানি কুৎসার, যেগুলোর বিচার হয় দেওয়ানি আদালতে কিন্তু কিছু কিছু কুৎসা আছে যেগুলো পড়ে ফৌজদারি দণ্ডবিধির আওতায়, ইংরেজিতে এ ধরনের কুৎসাকে বলে 'ক্রিমিনাল লাইবেল'। যেমন, সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকারক সংবাদ প্রকাশিত হলে সেটি চলে যায় ফৌজদারি

www.pathagar.com

কুৎসার শ্রেণিতে। সাধারণত মৃত কোনো ব্যক্তিকে বা ধর্মীয় কোনো পুস্তকের অবমাননা করা হয়েছে, ঈশ্বরনিন্দা করা হয়েছে, রাষ্ট্রদ্রোহিতা উস্কে দেওয়া হয়েছে– যার ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা-অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে, এমন ধরনের অভিযোগ এনে ফৌজদারি কুৎসা মামলা দায়ের করা হয়। যদি জনসম্মুখে, এমনকি আদালতে মামলা চলাকালে কোনো অশ্লীলতা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা ঈশ্বরনিন্দা করা হয়, গ্রহণযোগ্য যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকলে সংবাদমাধ্যম তা প্রকাশ করতে পারে না। তবে আধুনিক আদালত, এ ধরনের প্রতিবেদন সংবাদমাধ্যম যদি বারবার প্রকাশ করতেই থাকে তাহলেই কেবল সেই সংবাদমাধ্যমকে দণ্ড দেয়।

কুৎসা এড়ানোর উপায়

প্রতিবেদকদের যেহেতু অন্যদের কাছ থেকে তথ্য নিয়েই প্রতিবেদন নির্মাণ করতে হয় সুতরাং তথ্যদাতাদের সহযোগিতার ধরনের উপরে অনেক কিছুই নির্ভর করে। সংবাদ-সূত্রদের কেউ কেউ সত্যি সত্যিই ভুল করতে পারেন, আবার ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চিন্তা মাথায় রেখেও তথ্যদাতা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত তথ্যের আশ্রয় নিতে পারেন। একজন সাংবাদিক কোনো সময়ই যা কিছু বলা হয়েছে সব বিশ্বাস করবেন না। সাংবাদিকদের পেশাগত সতর্কতার অন্তর্ভুক্ত একটি শিক্ষা হচ্ছে : যখনই পারা যায় প্রশ্ন করা এবং সম্ভব হলেই তথ্যদাতা যা বলেছেন তা যাচাই করে নেওয়া। বিশেষ করে, যখন প্রতিবেদক কোনো তথ্যদাতার উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ করবেন।

বিপদ এড়ানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, 'When in doubt, cut in out.'। কিন্তু সাংবাদিকদের মাঝে মাঝে এমন কিছু বিষয় নিয়ে কাজ করতে হয় যেসব ক্ষেত্রে বিপদ ওত পেতে থাকে সর্বত্র। সংবাদমাধ্যমে যদি খুব নির্দোষ ভুলও চলে যায় তা-ও কিন্তু পাঠক ক্ষমার চোখে দেখতে চায় না। পাঠক ধরেই নেয়, প্রতিবেদক তথ্যগুলো যাচাই করে দেখার ঝামেলা করতে চায়নি কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়েছে। এর কারণ তারা আবিষ্কার করে প্রতিবেদক বা সংবাদমাধ্যমের পক্ষপাতিত্ব, বিদ্বেষ, রোমাঞ্চপ্রিয়তা এবং এর মাধ্যমে প্রচার বৃদ্ধি করার ঈপ্সার মধ্যে।

অনেক সময় প্রতিবেদক যা লেখা হচ্ছে তাতে মানহানিকর কিছু আছে এটি সন্দেহই করেন না। ফলে সংবাদটি থেকে 'সেই তথ্য বা অংশ' বাদ দেওয়ার বিষয়টি তার মাথাতেই আসে না। আবার হালকা সন্দেহ হলেও আলোচনা করার মতো কাউকে ধারেপাশে পাওয়া যায় না। এরকম ক্ষেত্রে মানহানি মামলায় জড়িয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। সুতরাং শুধু সন্দেহ করার ক্ষমতা থাকলেই চলে না, মানহানি মামলা থেকে রেহাই পেতে হলে আরও যা দরকার

www.pathagar.com

হয় তা হচ্ছে– সংবাদমাধ্যমের একজন বন্ধুভাবাপন্ন আইনজীবী থাকা। এই ভূমিকায় এমন আইনজ্ঞকে চাই যার সাথে প্রয়োজনমতো খোলামেলা আলোচনা করতে পারবেন সম্পাদক বা প্রতিবেদক নিজেই কিংবা সন্দেহ না হলেও নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের সংবাদ দেখিয়ে নিতে পারবেন প্রতিনিয়ত।

সাধারণ অবস্থায় প্রতিবেদক যদি মনে করেন যে, তার সংবাদে এমন কিছু যাচ্ছে যা সমস্যা তৈরি করতে পারে তাহলে উচিত বার্তা-সম্পাদক বা সম্পাদককে জানানো। তারাই সিদ্ধান্ত নেবেন যে, সংবাদটি সেভাবেই যাবে– না তাকে নিরাপদ করতে অন্য বা আরও কিছু করতে হবে। 'আইনবহির্ভূত কিছু হলে সম্পাদনার সময় ধরা পড়বে'– এমন মনে করে প্রতিবেদক যদি অপেক্ষা করেন তাহলে তা সহ-সম্পাদকদের নজর এড়িয়ে বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং সন্দেহ হলেই বার্তা-সম্পাদক বা সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

প্রেস আইন সম্পর্কে প্রতিবেদকের স্পষ্ট বুনিয়াদি ধারণা এ সংক্রান্ত ঝামেলা এড়াতে সহায়তা করে দারুণভাবে। তারপরও প্রতিটি সংবাদমাধ্যমের উচিত প্রেস আইনগুলোর সর্ব-সাম্প্রতিক নথিপত্র রাখা। প্রতিবেদকদেরও উচিত নিয়মিত প্রেস আইনগুলোতে চোখ বুলিয়ে নেওয়া।

প্রতিদিন যেসব অভিযোগ বা প্রতিবাদ সংবাদ প্রতিষ্ঠানে আসে সেগুলো সম্পাদক বা বার্তা-সম্পাদকদেরই দেখা উচিত। প্রতিবেদকদের হাতে সেগুলো চলে গেলে তারা ভিন্নভাবে বিষয়টি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। কারণ, প্রতিবেদকরা সাধারণত চান না তার প্রতিবেদন সম্পর্কে আসা খাঁটি প্রতিবাদটি সম্পাদকদের কাছে যাক। সাবধান না হলে, প্রতিবেদকদের এই অনাকাঙ্ক্ষিত চর্চা থেকে সংবাদ প্রতিষ্ঠানের জন্য বড় রকমের বিপদ হাজির হতে পারে।

অভিযোগ পেলেই ব্যস্ত হওয়া অনুচিত। ধীরে-সুস্থে অভিযোগ যাচাই করে সংশোধনের প্রয়োজন হলে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে। সবচেয়ে ভালো, প্রতিবাদ লিপিগুলো পাওয়ার পর প্রতিবাদকারীদের প্রত্যেককে এই মর্মে চিঠি দেওয়া যে, আমরা আপনার প্রতিবাদ পেয়েছি এবং এ মর্মে যথাশীঘ্র যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে সাবধান, প্রাথমিক চিঠিতে নিজের ভুল স্বীকার করে ফেলা উচিত হবে না, বাদী সেটি আদালতে ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানকে বিপদে ফেলে দিতে পারে। যদি সংশোধনী দিতে চান কিংবা ক্ষমা চাইতে চান তাহলে সাবধান হবেন যেন একই কুৎসা সৃষ্টিকারী সমস্যা আবার না ছাপা হয় কিংবা নতুন কোনো সমস্যার যেন সৃষ্টি না হয়। সংশোধনী বা ক্ষমা চাইবার আগে বাদীর সঙ্গে আলাপ করে এইটি নিশ্চিত করতে হবে যে, সংশোধনী ছাপা হলে বা ক্ষমা চাইলে আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বাদী বিরত থাকবেন।

www.pathagar.com

মনে রাখা দরকার যে, সংশোধনী ছাপা বা ক্ষমা চাওয়া পরবর্তীকালে মামলা থেকে সংবাদ প্রতিষ্ঠানকে রেহাই দেয় না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি চান তবে তিনি সংশোধনী ছাপা হওয়া বা ক্ষমা চাওয়ার পরও আদালতে যেতে পারেন। এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায়, সবচেয়ে ভালো হচ্ছে প্রতিবেদন তৈরির আগেই সাবধান হয়ে যাওয়া। তবে প্রতিবাদ, সংশোধনী প্রকাশ করলে কিংবা ক্ষমা চাইলে সংবাদ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে ক্ষতিপূরণ দাবি করে বাদী আদালতে যান, আদালত তার রায়ে 'বাদীর প্রতিবাদ বা সংশোধনী ছাপা হওয়ায় ক্ষতি কিছুটা লাঘব হয়েছে'– এই বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণের দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ সাধারণত হ্রাস করে দেন।

www.pathagar.com

মানহানি : রক্ষা পাওয়ার চার পন্থা

এক.

যৌক্তিকতা

প্রতিবেদক যা কিছু লিখছেন তাতে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ বিবেচনা করে লেখা অর্থাৎ পুরো সংবাদটিই নিরেট সত্য– এমন যুক্তিসঙ্গত খবর হলে মানহানি মামলা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মামলা হলেও প্রতিবেদক নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারেন। তারপরও এ ধরনের সংবাদ প্রকাশে ঝুঁকি থেকেই যায়। আর এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটিও বেশ সময় ও সামর্থ্যসাপেক্ষ। সংবাদের প্রতিটি বক্তব্য সত্য কি না যাচাই করতে হলে প্রচুর সময় ও শ্রম ব্যয় হয়। যদি তারপরও কোনো ভ্রান্তি থেকে যায় তবে ক্ষতির পরিমাণ বেশ বেড়ে যায়। কিন্তু এই প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাটিই একজন সাংবাদিকের জন্য সবচেয়ে সন্তোষজনক ব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেদককে মনে রাখতে হবে যে, যে ঘটনা বা তথ্যসমূহ তিনি উপস্থাপন করছেন সেগুলো শুধু সত্য হলেই হবে না, সেসব সত্যকে হতে হবে প্রমাণযোগ্য সত্য। সংবাদে স্থান পাওয়া সব তথ্য প্রমাণ করতে সক্ষম হতে হবে প্রতিবেদককে।

দুই.

ফেয়ার কমেন্ট বা সমীচীন মন্তব্য

জনস্বার্থ জড়িত আছে এমন প্রসঙ্গে যদি প্রতিবেদক সমীচীন বক্তব্য দিয়ে থাকেন এবং তাতে যদি কারও প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশিত না হয় তবে প্রতিবেদক কোনো ঝামেলায় পড়বেন না বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও যে বিষয়ে প্রতিবেদক বলছেন তা সম্পূর্ণ সত্য হতে হবে। প্রতিবেদককে বুঝতে হবে যে, তার যেকোনো প্রতিবেদন কাউকে আঘাত করতেই পারে, সুতরাং কোনো প্রকার বিদ্বেষ, খারাপ-ইচ্ছা, যেকোনো অসৎ বা অযথার্থ মোটিফ বা অসতর্কতা বা তথ্য যাচাই না করে লিখে ফেলা তাকে বিপদে ফেলে দেবে। তবে দু'একটি তথ্যগত ত্রুটি থাকার পরও প্রতিবেদক রক্ষা পেতে পারেন যদি পুরো প্রতিবেদনের বক্তব্য নির্ভেজাল প্রমাণযোগ্য সত্য হয়।

www.pathagar.com

তিন.

অনিচ্ছাকৃত মানহানি

মাঝে মাঝে দেখা যায় কেউ একজন অভিযোগ করছেন যে, অমুক মানহানিকর প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাকে হেয় করা হয়েছে, তার সম্মান ক্ষুণ্ন করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রতিবেদক প্রাথমিকভাবে হয়তো বিস্মিত হন, কেননা তিনি যথেষ্ট খোঁজখবর করেই সংবাদটি লিখেছেন। কিন্তু অচিরেই দেখা যায়, যে ব্যক্তি অভিযোগ করছেন তিনি প্রতিবেদনে কথিত ব্যক্তি নন, তার নামের সাথে প্রতিবেদনে উল্লেখিত ব্যক্তির নামের মিলই হচ্ছে এই অভিযোগের উৎস। এমন অভিযোগের সুরাহার জন্য সম্পাদককে একটি কৈফিয়ত দিতে হয়। সে কৈফিয়তে তিনি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন যে, যে ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন তার প্রসঙ্গে প্রতিবেদনটি করা হয়নি এবং তারা জানতেন না যে, বাদীর ক্ষেত্রেও এ প্রতিবেদন প্রযোজ্য হতে পারে। আর একটি উপায় হচ্ছে, সংশোধনী ছাপার প্রস্তাব দেওয়া। এর অর্থ সম্পাদক একটি গ্রহণযোগ্য সংশোধনী ছাপার সাথে সাথে ক্ষমাও প্রার্থনা করবেন। আইনি ঝামেলা থেকে বাঁচতে সম্পাদককে এটি করতে হবে প্রতিশ্রুতিমতো এবং যত দ্রুত সম্ভব।

চার.

অধিকার

বার্তালোকের জন্য কিছু অধিকার সংরক্ষণের কারণে কুৎসা আইনের আওতা কিছু ক্ষেত্রে সংকুচিত হয়েছে। বার্তালোক তার উন্মোচন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে এই অধিকারগুলোরই সুযোগ নিয়ে থাকে সবচেয়ে বেশি। বার্তালোক এই অধিকারের আওতায় অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, অযোগ্যতা, অসামর্থ্য, অসততা, নৈতিক স্খলন ইত্যাদি প্রসঙ্গে রিপোর্ট করে থাকে। মানহানি আইন ও তার ব্যতিক্রমগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানলে সাংবাদিকরা এই আইনের আওতায় থেকেও নিরাপদে ও দৃঢ়চিত্তে কাজ করতে পারেন। গাজী শামছুর রহমান তাঁর 'সংবাদবিষয়ক আইন' গ্রন্থে এই অধিকারগুলোকে, মানহানি আইনের ব্যতিক্রমসমূহ আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। গাজী শামছুর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, পাঠকের সুবিধার্থে তাঁর গ্রন্থ থেকে মানহানিসংক্রান্ত অধ্যায়টির অংশ বিশেষ নিচে সংযুক্ত করা হলো :

> **মানহানি**
>
> দণ্ডবিধির একবিংশ পরিচ্ছেদে মানহানি সম্পর্কিত আইন বিধৃত। ৪৯৯ ধারায় মানহানির বিবরণ পাওয়া যায়। ৫০০ ধারায় আছে মানহানির শাস্তি। ৫০১ ধারায় মানহানিকর বস্তুর মুদ্রণের শাস্তির বিধান আছে। ৫০২ ধারায়

www.pathagar.com

বিধৃত হয়েছে মানহানিকরের মুদ্রিত বস্তু বিক্রয়ের অপরাধের শাস্তির কথা। ধারাগুলি নিম্নরূপ:

মানহানি

৪৯৯। যে ব্যক্তি এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ জানিয়া বা এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও কথিত বা পাঠের জন্য অভিপ্রেত শব্দাবলী বা চিহ্নাদি সাদৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কিত কোন নিন্দাবাদ প্রণয়ন বা প্রকাশ করে যে অনুরূপ নিন্দাবাদ অনুরূপ ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করিবে, সেই ব্যক্তি অতঃপর ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত উক্ত ব্যক্তির মানহানি করে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ১

কোন কিছুর জন্য কোন মৃত ব্যক্তির নিন্দা করা তাহার মানহানির শামিল হইতে পারে, যদি উক্ত নিন্দাবাদ এইরূপ হয় যে উহা তাহার জীবদ্দশায় তাহার মানহানিকর হইত এবং উহা তাহার পরিবার ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য অভিপ্রেত হয়।

ব্যাখ্যা ২

কোন কোম্পানী বা সভা বা অনুরূপ ব্যক্তিসমাবেশ সম্বন্ধে কোন নিন্দাবাদ করা মানহানির শামিল হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ৩

বিকল্পরূপে বা বিদ্রূপাত্মকরূপে প্রকাশিত নিন্দাবাদ মানহানির শামিল হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ৪

কোন নিন্দাবাদই কোন ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করে বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি না উক্ত নিন্দাবাদ অন্যান্য লোকের ধারণায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত ব্যক্তির নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত গুণাবলী অবনমিত করে, অথবা উক্ত ব্যক্তির বর্ণ বা পেশা সম্পর্কিত গুণাবলী অবনমিত বা উক্ত ব্যক্তির খ্যাতি নষ্ট করে অথবা এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ জন্মায় যে উক্ত ব্যক্তির দেহ ঘৃণাজনক বা এইরূপ কোন অবস্থায় রহিয়াছে যাহা সাধারণত: অসম্মানজনক বলিয়া বিবেচনা করা যায়।

(ক) যদু খবিরের ঘড়ি চুরি করিয়াছে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যে করিম বলে "যদু একজন সৎলোক; সে কখনো খবিরের ঘড়ি চুরি করে নাই" ব্যতিক্রমসমূহের যে কোনটির আওতায় না পড়িলে ইহা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে।

www.pathagar.com

(খ) খবিরের ঘড়ি কে চুরি করিয়াছে তাহা করিমকে জিজ্ঞাসা করা হয়। যদু খবিরের ঘড়ি চুরি করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যে করিম যদুর প্রতি ইঙ্গিত করে। ব্যতিক্রমসমূহের কোন একটির আওতায় না পড়িলে ইহা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) যদু খবিরের ঘড়ি চুরি করিয়াছে এই বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যে করিম খবিরের ঘড়ি লইয়া পলায়নপর যদুর একটি ছবি অংকন করে। ব্যতিক্রমসমূহের যে কোন একটির আওতায় না পড়িলে ইহা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে।

জনমঙ্গলের প্রয়োজনে সত্য দোষারোপকরণ

প্রথম ব্যতিক্রম

কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সত্য দোষারোপ করা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি উক্ত দোষারোপ জনমঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বা প্রকাশ করা হয়। ইহা জনগণের মঙ্গলের জন্য কি না তাহা একটি বিবেচ্য বিষয়।

জনগণের প্রতি সরকারী কর্মচারীর আচরণ

দ্বিতীয় ব্যতিক্রম

সরকারী কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে কোন সরকারী কর্মচারীর আচরণ সম্পর্কে বা উক্ত আচরণে তাহার চরিত্রের যতদূর প্রকাশ পায়, ততদূর সম্পর্কে তাহার অধিক নহে সদবিশ্বাসে যে কোন অভিমত প্রকাশ করা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

যে কোন গণসমস্যা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির আচরণ

তৃতীয় ব্যতিক্রম

যে কোন গণসমস্যা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির আচরণ সম্বন্ধে এবং অনুরূপ আচরণে তাহার চরিত্রের যতটুকু প্রকাশ পায়, ততটুকু সম্বন্ধে তাহার অধিক নহে সদবিশ্বাসে যে কোন অভিমত প্রকাশ করা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না। কোন গণসমস্যা সম্পর্কে সরকারের নিকট আবেদন করা, কোন গণসমস্যা সম্পর্কে কোন সভার আহ্বানপত্রে স্বাক্ষর করা, অনুরূপ কোন সভায় সভাপতিত্ব বা যোগদান করা অথবা গণসমর্থনকারী কোন সমিতি গঠন করা বা উহাতে যোগদান করা অথবা কোন পদের কর্তব্যাদি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করাতে জনগণের স্বার্থ রহিয়াছে বা কোন বিশেষ প্রার্থীকে ভোটদান করা বা তাহার পক্ষে ভোট প্রার্থনা করার ব্যাপারে টরিফের আচরণ সম্পর্কে করিম সদবিশ্বাসে যে কোন অভিমত প্রকাশ করিলে তাহা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

www.pathagar.com

আদালতসমূহের কার্যবিবরণীর রিপোর্ট প্রকাশ করা

চতুর্থ ব্যতিক্রম

কোন বিচারালয়ের প্রায় সম্পূর্ণ সত্য কার্যবিবরণীর রিপোর্ট প্রকাশ করা বা অনুরূপ কোন কার্যবিবরণীর ফলাফল প্রকাশ করা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা: কোন বিচারালয়ে বিচারের পূর্বে প্রকাশ্যে আদালতে তদন্ত অনুষ্ঠানকারী ন্যায়পাল বা অপর কোন পদস্থ কর্মচারী উপরিউক্ত ধারার তাৎপর্যাধীনে আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

আদালতে সিদ্ধান্তকৃত মোকদ্দমার দোষ, গুণ বা সাক্ষীসমূহ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আচরণ

পঞ্চম ব্যতিক্রম

কোন বিচারালয়ে সিদ্ধান্তকৃত ফৌজদারী বা দেওয়ানী মোকদ্দমার দোষ গুণ সম্পর্কে বা অনুরূপ মোকদ্দমায় পক্ষ গ্রহণকারী হিসাবে যে কোন ব্যক্তির, সাক্ষীর বা প্রতিভূর আচরণ সম্পর্কে অথবা উক্ত আচরণে অনুরূপ ব্যক্তি চরিত্রের যতটুকু প্রকাশ পায় ততটুকু তাহার অধিক নহে সম্পর্কে সদবিশ্বাসে যে কোন অভিমত প্রকাশ করা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

(ক) করিম বলে "আমি মনে করি উক্ত মোকদ্দমায় যদুর সাক্ষ্য এইরূপ স্ববিরোধী যে নিশ্চয়ই সে বোকা, নয়তো অসৎ।" সদবিশ্বাসে ইহা বলিয়া থাকিলে সে এই ব্যতিক্রমের আওতাধীন হইবে, যেহেতু উক্ত আচরণে সাক্ষী হিসাবে যদুর চরিত্রের যেরূপ প্রকাশ পায় তাহার অধিক নহে করিমের অভিমত সেই চরিত্র সম্পর্কিত।

(খ) কিন্তু যদি করিম বলে, "খবির উক্ত মোকদ্দমায় যাহা বলিয়াছিল তাহা আমি বিশ্বাস করি না, কারণ আমি জানি যে, সে সত্যবাদী নহে।" তাহা হইলে করিম অত্র ব্যতিক্রমের আওতাধীন হইবে না। যেহেতু খবিরের চরিত্র সম্বন্ধে সে যে অভিমত প্রকাশ করে তাহা সাক্ষী হিসাবে খবিরের আচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

গণ-অনুষ্ঠানের গুণাবলী

ষষ্ঠ ব্যতিক্রম

যে কার্য উহার সম্পাদক কর্তৃক জনগণের বিচারের জন্য পেশ করা হইয়াছে, সেই কার্য সম্পর্কে বা অনুরূপ কার্যে সম্পাদকের চরিত্রের যতটুকু প্রকাশ পায় ততটুকু তাহার অধিক নহে সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা: কোন কার্য প্রকাশ্যভাবে অথবা সম্পাদকের কোন কার্যের মাধ্যমে যাহা জনগণের বিচারের জন্য পেশকরণ বুঝায়, জনগণের বিচারের জন্য পেশ করা যাইতে পারে।

www.pathagar.com

(ক) যে ব্যক্তি কোন পুস্তক প্রকাশ করেন, সেই ব্যক্তি উক্ত পুস্তক গণ-অভিমতের জন্য পেশ করেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) যে ব্যক্তি জনসমক্ষে কোন বক্তৃতা করেন, সেই ব্যক্তি উক্ত বক্তৃতা গণঅভিমতের জন্য পেশ করেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) যে অভিনেতা বা গায়ক কোন সাধারণ মঞ্চে অভিনয় করে, সে তাহার অভিনয় বা গান গণঅভিমতের জন্য পেশ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) যদু কর্তৃক প্রকাশিত কোন পুস্তক সম্বন্ধে করিম বলে, "যদুর পুস্তক নির্বুদ্ধিতামূলক, যদু অবশ্যই এ জন্য দুর্বল প্রকৃতির লোক। যদুর পুস্তক অশ্লীল, যদু নিশ্চয়ই একজন অপবিত্র প্রকৃতির লোক।" যদি সে ইহা সদবিশ্বাসে বলিয়া থাকে, তাহা হইলে করিম অত্র ব্যতিক্রমের আওতাধীন হইবে। যেহেতু সে যে অভিমত প্রকাশ করে তাহা যদুর চরিত্রের ততটুকু সম্পর্কিত, যতটুকু যদুর পুস্তকে প্রকাশ পায়, তাহার অধিক নহে।

(ঙ) কিন্তু যদি করিম বলে "আমি ইহাতে মোটেই অবাক হই নাই যে যদুর পুস্তক নির্বুদ্ধিতামূলক এবং অশ্লীল, কারণ যে একজন দুর্বল ও লম্পট প্রকৃতির লোক।" করিম অত্র ব্যতিক্রমের আওতাধীন হইবে না। যেহেতু সে যদুর চরিত্র সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করে, তাহা যদুর পুস্তকের উপর প্রতিষ্ঠিত অভিমত নহে।

অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতি কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সদবিশ্বাসে ভর্ৎসনাকরণ
সপ্তম ব্যতিক্রম

যে ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তির উপর আইন বলে অর্পিত বা উক্ত অপর ব্যক্তির সহিত সম্পাদিত কোন চুক্তি হইতে উদ্ভূত কোন কর্তৃত্ব রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি অনুরূপ আইনানুগ কর্তৃত্ব যে সকল বিষয় সম্পর্কিত, সেই সকল বিষয়ে উক্ত অপর ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে সদবিশ্বাসে কোন ভর্ৎসনা করিলে তাহা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

কোন বিচারকের সদবিশ্বাসে কোন সাক্ষী বা আদালতের পদস্থ কর্মচারীকে তাহার আচরণ সম্বন্ধে-তিরস্কার করা, কোন বিভাগীয় প্রধানের তাহার অধঃস্তন কোন কর্মচারীকে সদবিশ্বাসে কোন প্রকার তিরস্কার করা, পিতা বা মাতার সদবিশ্বাসে কোন শিশুকে অন্যান্য শিশুর সম্মুখে তিরস্কার করা, কোন স্কুলের শিক্ষক যদি পিতা বা মাতা হইতে কর্তৃত্ব লাভ করেন তাহার সদবিশ্বাসে কোন ছাত্রকে অন্যান্য ছাত্রের সম্মুখে ভর্ৎসনা করা, কোন মনিব কোন ভৃত্যকে কর্তব্যে অবহেলার জন্য সদবিশ্বাসে ভর্ৎসনা করা, কোন ব্যক্তি মালিকের সদবিশ্বাসে তাহার ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারকে অনুরূপ ক্যাশিয়ার হিসাবে তাহার আচরণের জন্য তিরস্কার করা অত্র ব্যতিক্রমের আওতাধীন হইবে।

www.pathagar.com

কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সদবিশ্বাসে অভিযুক্তকরণ

অষ্টম ব্যতিক্রম

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়বস্তু সম্পর্কে উক্ত ব্যক্তির উপর যে সকল ব্যক্তির আইনানুগ কর্তৃত্ব রহিয়াছে, তাহাদের কাহারও নিকট সদবিশ্বাসে কোন অভিযোগ করা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

যদি করিম সদবিশ্বাসে যদুকে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত করে, যদি করিম সদবিশ্বাসে ভৃত্য যদু আচরণ সম্বন্ধে যদুনবের নিকট অভিযোগ করে, করিম যদি সদবিশ্বাসে ছেলে যদু সম্পর্কে যদুর পিতার নিকট অভিযোগ করে তাহা হইলে করিম অত্র ব্যতিক্রমের আওতাধীন হইবে।

কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহার বা অন্য কাহারও স্বার্থ রক্ষার্থে সদবিশ্বাসে কোন দোষারোপকরণ

নবম ব্যতিক্রম

অপর কোন ব্যক্তির চরিত্রের উপর দোষারোপ করা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি দোষারোপকারীর নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার্থে বা জনকল্যাণের খাতিরে সদবিশ্বাসে উক্ত দোষারোপ করা হয়।

(ক) দোকানদার করিম তাহার ব্যবসায় পরিচালক খবিরকে বলিল "নগদ টাকা না দিলে তাহার নিকট কিছুই বিক্রয় করিও না, কারণ তাহার সততা সম্বন্ধে আমার কোন অভিমত নাই।" করিম যদি তাহার নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে যদুর ব্যাপারে সদবিশ্বাসে এই অভিযোগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অত্র ব্যতিক্রমের আওতাধীন হইবে।

(খ) ম্যাজিস্ট্রেট করিম তাহার নিজ উর্ধ্বতন কোন কর্মচারীর নিকট রিপোর্ট প্রদান করিয়া যদুর চরিত্রের উপর দোষারোপ করে। এই ক্ষেত্রে যদি সদবিশ্বাসে এবং গণকল্যাণার্থে এই দোষারোপ করা হয়, তাহা হইলে করিম অত্র ব্যতিক্রমের আওতাধীন হইবে।

সতর্ককৃত ব্যক্তির কল্যাণার্থে বা গণকল্যাণার্থে সতর্কতা

দশম ব্যতিক্রম

কোন ব্যক্তিকে সদবিশ্বাসে অন্য কোন ব্যক্তির সম্মুখে সতর্ক করিয়া দেওয়া মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি অনুরূপ সতর্কতা সতর্ককৃত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তিতে উক্ত ব্যক্তির স্বার্থ নিহত রহিয়াছে তাহার বা গণ কল্যাণার্থ অভিপ্রেত হয়।" ▫

গাজী শামছুর রহমান, সংবাদবিষয়ক আইন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৮১১।

www.pathagar.com

সাংবাদিকতায় নৈতিকতা[১]

সাংবাদিকরা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি নীতিসচেতন মানুষ এবং এটি তাদের হতেই হয়। সব পেশার সব ধরনের মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেন যে সাংবাদিক তাকে নীতিসচেতন না হলে কি চলে? সাংবাদিকের পর্যবেক্ষণের সবচেয়ে প্রসারিত ক্ষেত্রটিই হচ্ছে নীতিসংশ্লিষ্ট। নীতিভ্রষ্টতা কিংবা কারও নীতিনিষ্ঠা- এই তো বলতে গেলে সংবাদের প্রধান বিষয়। সুতরাং প্রখর নীতিজ্ঞানই একজন সাংবাদিকের পরশ পাথর, অধিকাংশ সময় যার ছোঁয়ায় তিনি চিনে নেন কোনটি খবর আর কোনটি খবর নয়। বিবেকের আলোয় খবর শনাক্ত করতে পারাতেই তার সবচেয়ে বড় আনন্দ, বড় গৌরব। কিন্তু সাংবাদিকের নীতি নিয়ে, তার বিবেকের বিশুদ্ধতা নিয়েই যখন প্রশ্ন ওঠে, তখন সে চারদিকে তাকিয়ে দেখে সাংবাদিকের পেশাগত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোনো গ্রন্থিত নীতিমালার সুস্পষ্ট সংস্করণ তার মনের পাতায় লিপিবদ্ধ নেই! এই-ই স্বাভাবিক। মানব সমাজের বহুবিচিত্র রূপ, তার সীমাহীন বিস্তার আর বর্ণনাতীত জটিলতা মানুষের জন্য একটি সুসংবদ্ধ নীতি কাঠামো তৈরি করার সম্ভাবনাকে সূচনাতেই নাকচ করে দেয়। তাই মানুষকে তার নিজের বিবেকের আলোতেই চিনে নিতে হয় নৈতিকতার অপরিচিত পিচ্ছিল পথ। কিন্তু তারপরও চেষ্টা হয়, মানুষ একটি সম্ভাব্য মানচিত্র তৈরি করে নীতির পথে চলার।

সম্ভবত উপর্যুক্ত বিবেচনা থেকেই *বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল*ও সাংবাদিকদের জন্য একটি নীতিমালার প্রস্তাব করেছে। *প্রেস কাউন্সিল* প্রস্তাবিত সেই 'সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থাসমূহ এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি' অন্য সব নীতিমালার মতোই পূর্ণাঙ্গ কিছু নয়। তবে সেটিকে ভিত্তি করে নিশ্চয়ই একটি মানচিত্র তৈরি করে নেওয়া যায়, যে মানচিত্রে আঁকা রাজপথ ধরে সাংবাদিক নিজের অভিরুচি অনুযায়ী চিনে নিতে পারেন নৈতিকতার অলি-গলি-খানা-খন্দ। ভুলে গেলে চলবে না, মানুষের ব্যক্তিগত

---

[১] 'সাংবাদিকতায় নৈতিকতা' শীর্ষক আলোচনাটুকু লেখকের 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা' বই থকে পরিমার্জন করে সংযোজন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং তার পরিবেশ-প্রতিবেশের প্রভাব যেমন নির্ধারণ করে মানুষের নৈতিক আচার-আচরণ তেমনি একই সঙ্গে প্রতিবেদকের নিজস্ব জীবন ভাবনা এবং অবশ্যই তিনি যে পরিবেশে-পরিমণ্ডলে কাজ করছেন তার সাথে মিথস্ক্রিয়ায় তার নৈতিক জ্ঞান লাভ করে কার্যকর রূপ। আলোচনার গভীরে যাওয়ার শুরুতে দৃষ্টি ফেরানো যাক সব ধরনের সাংবাদিকদের জন্য 'অত্যন্ত সরলভাবে' *বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল* প্রণীত আচরণ বিধিতে :

প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট-এর ১১[□]: (বি): ধারা অনুযায়ী প্রণীত সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থাসমূহ এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় :

আচরণ বিধি, ১৯৯৩ (২০০২ সালে সংশোধিত)

১. জাতিসত্তা বিনাশী এবং দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সংবিধানবিরোধী বা পরিপন্থী কোনো সংবাদ অথবা সংবাদ ভাষ্য প্রকাশ না করা;

২. মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও অর্জনকে সমুন্নত রাখা এবং এর বিরুদ্ধে প্রচারণা থেকে বিরত থাকা;

৩. জনগণকে আকর্ষণ করে অথবা তাদের ওপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয়ে জনগণকে অবহিত রাখা একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব। জনগণের তথা সংবাদপত্র পাঠকগণের ব্যক্তিগত অধিকার ও সংবেদনশীলতার প্রতি পূর্ণ সম্মানবোধসহ সংবাদ ও সংবাদভাষ্য রচনা ও প্রকাশ করা;

৪. সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের প্রাপ্ত তথ্যাবলির সত্যতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা;

৫. বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য কোনোরূপ শাস্তির ঝুঁকি ছাড়াই জনস্বার্থে প্রকাশ করা। এ ধরনের জনস্বার্থে প্রকাশিত সংবাদ যদি সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে থাকে এবং প্রাপ্ত তথ্য যৌক্তিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হয়, তবে এ ধরনের প্রকাশিত সংবাদ থেকে উদ্ভূত প্রতিকূল পরিণতি থেকে সাংবাদিককে রেহাই দেওয়া;

৬. গুজব ও অসমর্থিত প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে সেগুলিকে চিহ্নিত করা এবং যদি এসব প্রকাশ করা অনুচিত বিবেচিত হয় সেগুলি প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা;

৭. যে সকল সংবাদের বিষয়বস্তু অসাধু এবং ভিত্তিহীন অথবা যেগুলোর প্রকাশনায় বিশ্বস্ততা ভঙ্গের আশঙ্কা আছে সে সকল সংবাদ প্রকাশ না করা;

[□] প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট-এর ১১ : (বি): ধারা অনুযায়ী প্রণীত সংবাদপত্র, সংবাদসংস্থাসমূহ এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ-বিধি, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল সচিবালয়, ১০/ এ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। পৃষ্ঠা ৭-১০।

www.pathagar.com

৮. সংবাদপত্র ও সাংবাদিকগণ বিতর্কিত বিষয়ে নিজস্ব মতামত জোরালোভাবে ব্যক্ত করার অধিকার রাখেন, কিন্তু এরূপ করতে গিয়েঃ
   ক) সত্য ঘটনা এবং মতামতকে পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ কর;
   খ) পাঠককে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোনো ঘটনাকে বিকৃত না করা;
   গ) মূলভাষ্যে অথবা শিরোনামে কোনো সংবাদকে বিকৃত না করা বা অসাধুভাবে চিহ্নিত না করা;
   ঘ) মূল সংবাদের ওপর মতামত পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরা।

৯. কুৎসামূলক বা জনস্বার্থের পরিপন্থী না হলে, বাহ্যত ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থবিরোধী হলেও যথাযথ কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষরিত যেকোনো বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশের অধিকার সম্পাদকের আছে। কিন্তু এরূপ বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ করা হলে সম্পাদককে তা বিনা খরচে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা;

১০. ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়বিশেষ সম্পর্কে তাদের বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা, ধর্ম অথবা দেশগত বিষয় নিয়ে অবজ্ঞা বা মর্যাদাহানিকর বিষয় প্রকাশ না করা। জাতীয় ঐক্য সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা;

১১. ব্যক্তি বিশেষ, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো জনগোষ্ঠী বা বিশেষ শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে তাদের স্বার্থ ও সুনামের ক্ষতিকর কোনো কিছু যদি সংবাদপত্র প্রকাশ করে তবে পক্ষপাতহীনতা ও সততার সাথে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকের উচিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে দ্রুত এবং সঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রতিবাদ বা উত্তর দেওয়ার সুযোগ প্রদান;

১২. প্রকাশিত সংবাদ যদি ক্ষতিকর হয় বা বস্তুনিষ্ঠ না হয় তবে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার, সংশোধন বা ব্যাখ্যা করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষমা প্রর্থনা করা;

১৩. জনগণকে আকর্ষণ করে অথচ জনস্বার্থ পরিপন্থী চাঞ্চল্যকর মুখরোচক কাহিনির মাধ্যমে পত্রিকা কাটতির স্বার্থে রুচিহীন ও অশালীন সংবাদ ও অনুরূপ ছবি পরিবেশন না করা;

১৪. অপরাধ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সংবাদপত্রের যুক্তিসঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা;

১৫. অন্যান্য গণমাধ্যমের তুলনায় সংবাদপত্রের প্রভাবের ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি। এ কারণে যে সাংবাদিক সংবাদপত্রের জন্য লিখবেন তার সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সাবধান থাকা এবং ঝুঁকি এড়ানোর জন্য সূত্রসমূহ সংরক্ষণ করা;

১৬. কোনো অপরাধের ঘটনা বিচরাধীন থাকাকালীন সব পর্যায়ে তার খবর ছাপানো এবং মামলাবিষয়ক প্রকৃত চিত্র উদঘাটনের জন্য আদালতের চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করা সংবাদপত্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তবে বিচারাধীন মামলার রায়কে প্রভাবিত করতে পারে, এমন কোনো মন্তব্য

www.pathagar.com

বা মতামত প্রকাশ থেকে চূড়ান্ত রায় ঘোষণার আগ পর্যন্ত সাংবাদিককে বিরত থাকা;

১৭. সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত পক্ষ বা পক্ষসমূহের প্রতিবাদ সংবাদপত্রটিতে সমগুরুত্ব দিয়ে দ্রুত ছাপানো এবং সম্পাদক প্রতিবাদলিপির সম্পাদনাকালে এর চরিত্র পরিবর্তন না করা;

১৮. সম্পাদকীয় কোনো ভুল তথ্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যদি প্রতিবাদ করে, তবে সম্পাদকের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে একই পাতায় ভুল সংশোধন করে দুঃখ প্রকাশ করা।

১৯. বিদ্বেষপূর্ণ খবর প্রকাশ না করা;

২০. সম্পাদক কর্তৃক সংবাদপত্রের সকল প্রকাশনার পরিপূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করা;

২১. কোনো দুর্নীতি বা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর্থিক বা অন্য কোনো অভিযোগসংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের উচিৎ হবে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সাধ্যমতো নিশ্চিত হওয়া এবং প্রতিবেদককে অবশ্যই খবরের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার মতো যথেষ্ট তথ্য জোগাড় করা;

২২. প্রতিবাদ হয়নি এমন দায়িত্বহীন প্রকাশনা খবরের উৎস হতে পারে, তবে পুনঃমুদ্রণ করা হয়েছে নিছক এই অজুহাতে কোনো সাংবাদিকের কোনো খবর সম্পর্কে দায়িত্ব না এড়ানো;

২৩. সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অধঃপতন তুলে ধরা সাংবাদিকের দায়িত্ব, তবে নারী-পুরুষঘটিত অথবা কোনো নারীসংক্রান্ত প্রতিবেদন/ছবি প্রকাশের ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিকের অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা;

২৪. কোনো ব্যক্তি সংবাদপত্র, গণমাধ্যম, প্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকরূপে চাকরি গ্রহণকালে আচরণবিধির পরিশিষ্টে উল্লেখিত শপথনামা 'ক' সম্পাদকের সামনে পাঠ ও স্বাক্ষরদান করতে বাধ্য থাকা;

২৫. প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৭৪–এর ১১ (বি) ধারা অনুযায়ী সংবাদপত্র প্রকাশক আচরণবিধির পরিশিষ্টে উল্লেখিত শপথনামা 'খ' পাঠ ও স্বাক্ষর করতে বাধ্য থাকা;

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট–'ক'

সাংবাদিকের শপথনামা

আমি .... পিতা ....
পূর্ণ ঠিকানা : ....
দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক .... পত্রিকার ....
পদে নিযুক্ত হয়ে শপথ করছি যে,

১. আমি দ্বিধাহীন সততার সঙ্গে সংবাদ-এর প্রতিবেদন, ভাষ্য ও বিশ্লেষণ প্রণয়ন করব;
২. আমি স্বেচ্ছায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করব না এবং সত্যকে বিকৃত করব না;
৩. আমি সর্বাবস্থায় সংবাদ উৎসের গোপনীয়তা সংরক্ষণ রকবো;
৪. আমি সর্বাবস্থায় নিজের পেশাগত সহমর্মিতা ও সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষা করবো;
৫. আমি কখনও কারও কাছ থেকে অবৈধ সুবিধা গ্রহণ করব না অথবা বিচার-বিবেচনাকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়কে প্রশ্রয় দেব না;
৬. আমি সংবাদ, সংবাদচিত্র এবং দলিলাদি সংগ্রহে সর্বক্ষেত্রে সততা অবলম্বন করব;
৭. আমি জনসমক্ষে প্রকাশের জন্য কোনো সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে সাংবাদিক হিসাবে আত্মপরিচয় প্রদান করব;
৮. আমি দায়িত্ব পালনকালে পেশাগত নৈতিকতা, সততা এবং সম্মানবোধের প্রতি ব্রতী থাকব;
৯. আমি সাংবাদিকদের আচরণবিধি মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

....
সাংবাদিকের স্বাক্ষর

তারিখ :

....
সম্পাদকের স্বাক্ষর

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট–'খ'

পত্রিকার প্রকাশকদের শপথনামা

আমি .... পিতা ....
পূর্ণ ঠিকানা : ....
দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক ....
পত্রিকার প্রকাশক।

আমি প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত সংবাদত্র ও সংবাদ সংস্থাসমূহের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি মেনে চলব এবং আমার প্রতিষ্ঠানে যেন তা সকলেই মেনে চলে তার নিশ্চয়তা বিধান করব।

....
প্রকাশকের স্বাক্ষর

তারিখ :

....
সম্পাদকের স্বাক্ষর

www.pathagar.com

পরিশিষ্টসহ *প্রেস কাউন্সিল* প্রণীত নীতিমালাসমূহের উদ্ধৃতি শেষ। এবার ফেরা যাক সাংবাদিকদের কাজের জগতে। সাংবাদিক তার কাজের জগতে প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হন নানা ধরনের নৈতিক সমস্যার। যা কিছু নীতিকথা তিনি এ পর্যন্ত জেনেছেন তারই আলোকে নিজের মতো করে তিনি নির্ধারণ করেন সেসব সমস্যায় তার অবস্থান। অধিকাংশ সময়ই অনেক বিবেচনায় পরিশুদ্ধ হয় সাংবাদিকের প্রতিটি পদক্ষেপ কিন্তু একেবারে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হলে ঠাণ্ডা মাথায় যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পন্থা মনে করেন তিনি। কিন্তু এই যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাটি তাকে অর্জন করতে হয় নৈতিকতার জটিল বিষয়গুলো প্রতিনিয়ত চর্চার মধ্য দিয়ে। সাংবাদিকদের সেই নৈতিকতা চর্চা নিয়েই আমাদের পরবর্তী আলোচনা।

প্রত্যেক সাংবাদিকের কিছু না কিছু 'ক্ষমতা' থাকেই। সাংবাদিক সে 'ক্ষমতা' স্বেচ্ছায় ব্যবহার করুক আর নাই করুক, যখনই কাউকে কোনো তথ্যের জন্য তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন আসলেই মানুষটি সমস্যায় পড়ে যান। প্রতিবেদক যে ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেন তিনি তার সাথের আর দশজন থেকে বিশিষ্ট হয়ে যান, যে ঘটনা নিয়ে সাংবাদিক লেখেন তার চারপাশের আর সব ঘটনাগুলো থেকে সেটি উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিহাসের বিষয়টি হচ্ছে, এই স্বাভাবিক বিষয়টিই খেয়াল রাখেন না অধিকাংশ সাংবাদিক। বেশিরভাগ সাংবাদিকই নিজেকে একেবারে ট্রান্সমিটারের চেয়ে বেশিকিছু ভাবেন না। নিজেদেরকে এমন একধরনের ফানেল বা টিউব তারা মনে করেন যার মধ্য দিয়ে তথ্যসমূহ শুধু সঞ্চালিত হবে! কী তারা পাঠাচ্ছেন সে সম্পর্কে তাদের তেমন কোনো দায়িত্ববোধ থাকে না, তাদের একমাত্র উদ্বেগ বা বিবেচনা– যা তারা পাঠাচ্ছেন তা যথাসম্ভব সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে করা হলো কি না। কিন্তু কাউকে বিব্রত করা, উপহাস করা, কোনো একটি ঘটনাকে ভিন্নরকম রূপ দেওয়া, এমনকি ধ্বংস করার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে এইটি নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে, সাংবাদিক একেবারে একটা টিউব বা নলের চেয়ে অনেক বেশি কিছু।

কোনটি সংবাদ আর কোনটি সংবাদ নয় এ বিবেচনা যেমন সাংবাদিককে সর্বক্ষণ করতে হয়, তেমনি বিবেচনা করতে হয় কোন অংশটুকু তিনি প্রচার করবেন আর কোন অংশটুকু প্রচার করবেন না এবং প্রচার করলেই বা কীভাবে তিনি তা উপস্থাপন করবেন। এটি করতে গিয়ে প্রতিক্ষণ সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হয়, বিবেককে ব্যবহার করতে হয়।

'Let the chips fall where they may'– এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কোনো কোনো প্রতিবেদনের জন্য কখনো কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অবশ্যই পরিশোধিত হতে হবে দায়িত্বের জ্ঞানে। শুধু যে স্টোরি

www.pathagar.com

পাওয়ার জন্যই সত্যকে সমূলে তুলে আনার কথা বলা হয় তা কিন্তু নয় এবং এটি নিশ্চিত করতেও যে, অযৌক্তিকভাবে প্রতিবেদনটি কোনো ব্যক্তির মান-সম্মান-প্রতিপত্তির ক্ষতি করছে না। ভুলে গেলে চলবে না, পক্ষপাতদুষ্ট এবং ভুয়া প্রতিবেদন কোনো ব্যক্তির চাকরি চ্যুতির কারণ হতে পারে, ধ্বংস করে দিতে পারে তার পুরো ক্যারিয়ার, এমনকি তার পারিবারিক জীবন।

অর্ধেক কাজ করার মধ্য দিয়েও কারও কারও গোঁয়ার্তুমি প্রকাশ পায়। ভেতরের কারণটি কাউকে জিজ্ঞেস না করে কিংবা কোনো ঘটনার গভীরতর কারণ অনুসন্ধান না করে, সংবাদের উপরি রিপোর্ট ঘোরতর অনৈতিক, যে অনৈতিকতার জন্ম অনেক সময়ই গোঁয়ার্তুমি থেকে।

স্বার্থের সংঘাত

রাজনীতিবিদরা যেমন স্বার্থের সংঘাতে জড়িয়ে যেতে পারেন বা জড়িয়ে যান, আত্মস্বার্থ বিবেচনায় রেখে কোনো বিশেষ প্রস্তাবে সমর্থন দেন, তেমনি সাংবাদিকরাও কখনো কখনো জড়িয়ে যান স্বার্থবাজিতে। অবশ্য কখনো কখনো অসতর্কতার কারণেও এমন পরিস্থিতির 'শিকার' হিসেবে নিজেকে দেখতে পান সাংবাদিক, যেখানে তিনি না চাইলেও তার স্বার্থ– যেমন, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কিংবা খ্যাতি স্ফীত বা সঙ্কুচিত হয়।

উল্লিখিত দুর্ঘটনার খুব সাধারণ উদাহরণ হচ্ছে 'ফ্রিবাই' (Freebie)। 'ফ্রিবাই' শব্দটা আমাদের বাংলাদেশের সাংবাদিক মহলে খুব বেশি চালু না হলেও পরিস্থিতিটার উপস্থিতি সার্বক্ষণিকভাবে বিদ্যমান। সাংবাদিকরা হরহামেশাই পাচ্ছেন উপহার হিসেবে বিনামূল্যে বিভিন্ন পণ্য, সেবা, পরিসেবা। টেক্সটাইল মিলগুলোর ওপর প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে টেক্সটাইল মিল থেকে বিছানার চাদর, কেনিয়া থেকে নতুন আমদানি করা চা-পাতার পরিচিতিকরণ অনুষ্ঠানের রিপোর্ট করার জন্য দু'কার্টুন চা-পাতা, নতুন বাজারজাত সিগারেটের ওপর রিপোর্ট করার জন্য সিগারেট কিংবা নতুন একটি এয়ারলাইন-এর উদ্বোধন উপলক্ষে ঢাকা-কাঠমান্ডু-ঢাকা আকাশভ্রমণের টিকিট– এসব তো হরহামেশাই সাংবাদিকদের দেওয়া হচ্ছে এবং তারা তা নিচ্ছেনও। বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো প্রায়ই মিডিয়ার মানুষদের চায়নিজ খাওয়াচ্ছে, পাঁচতারা হোটেলে ভোজের আয়োজন করছে, কিংবা সস্ত্রীক বা সবান্ধব 'ফ্যাশন শো' উপভোগ করার জন্য সাংবাদিকদের বিনামূল্যে প্রবেশ টিকিট দিচ্ছে।

আপাতদৃষ্টিতে সাংবাদিকদের এইসব টুকিটাকি জিনিসপত্র বা একটু-আধটু সুবিধা নেওয়াকে কেউ মারাত্মক কোনো বিচ্যুতি মনে করছেন না কিন্তু এইভাবে বিছানার চাদর নেবার পর ঐ সাংবাদিক কি সেই টেক্সটাইল মিলটির খুব স্বল্প

www.pathagar.com

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিশুশ্রমিক ব্যবহারের কথা লিখতে পারবেন, কেনিয়ার চা পানের পর সেই সাংবাদিক কি লিখতে পারবেন যে চা আনা হয়েছিল আন্ডার ইনভয়েস করে কিংবা সেই সিগারেট উপহার দেওয়া সাংবাদিক কি লিখতে পারবেন যে ঐ সিগারেট কোম্পানিটি গত দু'বছর ধরে সরকারি কর ফাঁকি দেওয়াসংক্রান্ত একটি মামলায় ঝুলছে? কাঠমান্ডু ঘুরে আসা সাংবাদিকটির পক্ষে কি উল্লেখ করা সম্ভব হবে বিশ্বে ঐ এয়ারলাইনটির বিমান-ই সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনায় কবলিত হয়েছে? কোনো সাংবাদিক বহুজাতিক কোম্পানির ভোজপর্বে অংশ নেওয়ার পরে কি লিখতে পারবেন পরিচালকদের খেলাপি ঋণ আর অন্য সব অসততার কথা? সাংবাদিকরা তো নিশ্চয়ই জানেন, ঐসব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো সাংবাদিকদের ততদিনই উপহার পাঠাবে যতদিন তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো অতি লাভজনকভাবে পরিচালিত হবে। অতি লাভের পেছনে কি আইনবহির্ভূত কিছু থাকারই আশঙ্কা বেশি না! এ ছাড়া, সাংবাদিকরা যখন প্রতিষ্ঠানগুলো লাটে উঠলে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না তখন তাদের মুনাফার ভাগও তাদের পাওয়ার কথা না। প্রাপ্তিটা কি বেশ একটু অস্বাভাবিক না!

একইভাবে কিন্তু আরও কম ক্ষতিকারক ঘটনা ঘটে। যেমন– কিছু কিছু উপহার দেওয়া হয় খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আরও নির্দোষভাবে; এগুলো সাংবাদিকরা গ্রহণ করেন খুব স্বাভাবিক আর সহজ মনে। কোনো একটি প্রতিবেদন নির্মাণকালে একেবারেই কম গুরুত্বপূর্ণ সূত্র– একজন নারীর সঙ্গে কথা বলার সময় নারীটি হয়তো সাংবাদিককে তার বাগান থেকে তুলে দিলেন কয়েকটা টমেটো কিংবা ধরা যাক কোনো টুপি প্রস্তুতকারী গার্মেন্টিসে ছোট্ট একটু তথ্যের জন্য সাংবাদিক গেলে তাকে ঐ গার্মেন্টসের একটি টুপি মাথায় দিয়ে দেওয়া হলো। ঐ নারী কিংবা গার্মেন্টস কর্মকর্তা কেউই হয়তো সাংবাদিককে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেননি, সাংবাদিকও এমনটি অনুভব করেননি যে এতে তার সততা বা সত্যশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হলো। কিন্তু যদি দু'টা টমেটো আর একটা টুপি নেয়া জায়েজ হয় তাহলে কি কারও কাছ থেকে একশ' টাকার লাঞ্চ গ্রহণ করা নাজায়েজ হবে? সাংবাদিক কি তা হলে পাঁচশ' টাকা মূল্যের ফ্যাশান শো'র টিকিটের ক্ষেত্রে বলতে পারেন– 'ঠিক আছে রেখে যান।' আসলে, টমেটো থেকে সিগারেটের কার্টুন, সিগারেটের কার্টুন থেকে ডিনার, ডিনার থেকে কক্সবাজারের বিমান টিকিট, বন্ধুর বদলি, ঢাকায় জমির প্লট– এ সবই সীমা বা মাত্রার সাথে সম্পর্কিত। কোথায় একজন সাংবাদিক সীমারেখাটি টেনে নেবেন এটিই হচ্ছে বিবেচনাবোধের কথা। পুরো বিষয়টি নির্ভর করে একান্তই ব্যক্তি প্রতিবেদকের নিজের ওপরে, তিনিই সবচেয়ে ভালো বুঝবেন উপহারের উৎস কী, উদ্দেশ্য কী, পরিণাম কী এবং পরিস্থিতি কতটুকু তার বিপক্ষে চলে যেতে

www.pathagar.com

পারে– এই সব কিছুই। হয়তো দেখা যাবে অধিকাংশ সময়ই এই গ্রহণগুলো বেআইনি কিছু নয় কিংবা নীতিগর্হিতও নয়, কিন্তু ঔচিত্যবোধবহির্গত নিঃসন্দেহে। অন্য সকলের নীতি-নিরীক্ষক সাংবাদিকই সবচেয়ে ভালো বুঝবেন তার সীমাটি কী হলে তা তার নিজের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে অন্য কাউকে সুযোগ দেবে না।

এই ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে অনেক দেশেই সংবাদকর্মীদের উপহারসামগ্রী গ্রহণ, ভোজে যোগদান ইত্যাদি প্রসঙ্গে কড়া নিষেধাজ্ঞা আছে। যারা নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি তারা বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভারটি ছেড়ে দিয়েছেন তাদের কঠোর ন্যায়শীল সাংবাদিকদের ওপরেই। আমাদের দেশে নেওয়া-থুয়ার প্রচলনটিই প্রকট, নিষেধাজ্ঞার বালাই আছে কমই। উপরন্তু প্রতিবেদকের চেয়ে বেতন না দেওয়া মালিক ও/বা সম্পাদক অমন ঘটনায় খুশি হন বেশি, মনে মনে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন– 'যাক আমার ছেলেটা তাহলে ভালোই আছে!' আবার সাংবাদিকরাও হয়তো দৃঢ়ভাবে মনে করেন ঐ সামান্য গিফট-টিফট দিয়ে দাতারা তাদের আনুকূল্য আদায় করতে পারবে না। হতে পারে তা, কিন্তু প্রতিবেদনটির পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কি এতে এড়ানো যায়? যদি পাঠক জানতে পারেন সাংবাদিকটি বা সাংবাদিকরা প্রায়ই উপহার পান, নৈশভোজে আমন্ত্রিত হয়ে উদরপূর্তি করেন, তাহলে তাদের ব্যক্তিগত এবং পুরো সম্প্রদায়ের বিশ্বাসযোগ্যতাই কি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না? ফরিদ রহমানের ডিনারের দাওয়াত কবুল করার পর মেক্সিমকো নিয়ে সাংবাদিক যে রিপোর্টটি করবেন তাতে সাংবাদিকের বিশ্বাসযোগ্যতা কি শতকরা একশত ভাগ নিশ্চিত করা সম্ভব? যে সরকারের আমলে জমির একটি প্লট পেলেন তার বিরুদ্ধেই কলম ধরা কি শোভন? অবশ্যই সাধারণ জ্ঞান এবং সৌজন্য প্রাধান্য পাবে কিন্তু তারপরও সাংবাদিককে সদা সতর্ক থাকতে হবে স্বার্থের সংঘাত সম্পর্কে।

প্রতিবেদকদের পাশাপাশি কোনো কোনো সংবাদপত্রের বিনোদন পাতার সম্পাদক, খেলার পাতার সম্পাদক, সাজ-সজ্জা বা রূপচর্চা পাতার সম্পাদক এমনকি বার্তা-সম্পাদকও প্রায়ই বিভিন্ন টুকটাক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন। এটি করার পর তারা আর তাদের সাংবাদিকদের উপহার সামগ্রী নিতে নিষেধ করতে পারেন না, নিষেধ করার নৈতিক যোগ্যতাটি তাদের থাকে না। কিন্তু বিদেশি দাতাদের সাহায্যপুষ্ট এনজিও কার্যক্রম দেখানোর সাথে সাথে সাংবাদিকদের যখন ব্যয়বহুল আপ্যায়ন করা হয়, খামে ভরে দেওয়া হয় 'নগদ কিছু' তখন কি এটি আশা করা যায় যে সাংবাদিকরা ফিরে গিয়ে তাদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক কিছুই লিখবেন না? যদি তারা না লিখেন তখন নিশ্চয়ই তাদের দ্বিতীয়বার আর অমন ট্রিপে আমন্ত্রণ জানানো হবে না। যখন কোনো সাংবাদিক

www.pathagar.com

দেখবেন তার সহকর্মীর আমন্ত্রণ প্রাপ্তির সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে অথচ তাকে আর কেউ-ই ডাকছে না তখন তিনি বঞ্চনার, উপেক্ষার কিংবা ব্যর্থতার জ্বালায় জ্বলতেও পারেন। কারণ, তার মনে হতে পারে, সুবিধাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ধারণা করছে তিনি হয় সুবিধা নিয়ে কাজ করেননি কিংবা করতে ব্যর্থ হয়েছেন! এসব নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা যে বার্তা-সম্পাদক বা পাতা-সম্পাদকদের তারা তো আগেই আত্মবঞ্চনা করে বসে আছেন। সুতরাং বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

সেরিল কসমেটিক্স সামগ্রীর তরফ থেকে যখন কোনো পত্রিকার পাঠকদের জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে পুরস্কার দেওয়া হয় তখন সেটিকে আমরা খুব সহজভাবেই নেই। যখন পুরস্কারজয়ী বছরের সেরা অভিনেত্রী বা সঙ্গীত শিল্পী বা পাঠকের কেচ্ছা-কাহিনি পত্রিকায় ছাপা হয় এবং ঐ মুরগির ছা'র মতো একগাদা প্রতিবেদন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সম্পাদক-প্রতিবেদককে কিছু কসমেটিক্স উপহার দেওয়ার কিংবা সংশ্লিষ্ট পত্রিকাকে অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন দেওয়ার ঘটনা ঘটে সেসবও আমরা স্বাভাবিক ও সহজভাবেই দেখি। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন, যদি ঐ কসমেটিক্স কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের বঞ্চিত করে, শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় ভাংচুর করে তখন কি আর সেই সাংবাদিক-সম্পাদক-পত্রিকা আমূল খবরটি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হবে, না হয়, না হওয়া উচিত?

হ্যারিসন সালিসবারি'র জেরক্স কর্পোরেশনের সাথে জড়িয়ে যাওয়ার ঘটনাটি এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। জেরক্স-এর ওপর একটি নিবন্ধ লেখার জন্য সালিসবারি চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, নিবন্ধটি আবার স্পনসর করা ছিল এস্কয়ার ম্যাগাজিনের জন্য। অনুমান করা হয়, নিবন্ধটি প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার এস্কয়ারের ছিল কিন্তু এর প্রকাশনাটি আবার অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল এস্কয়ারের জন্য জেরক্সের দেওয়া বিজ্ঞাপনের সাথে বা বলা যায় এস্কয়ারের কাছ থেকে কেনা বিজ্ঞাপনের সাথে। এ অবস্থায় লেখক ও সম্পাদকের বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে সমালোচকরা প্রশ্ন তুললেন, জোর সমালোচনা শুরু হলো। জেরক্স কর্পোরেশন এই ধরনের কাজের খুঁটিনাটি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিল ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো প্রকল্প আর হাতে না নেওয়ার।

একাধিক চাকরি বা পেশায় জড়িত আছেন এমন সংবাদপত্র কর্মীরাও তাদের সত্যশীলতার বিষয়টি নিয়ে সমস্যায় আছেন। রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সময় বক্তৃতা দেওয়ার, মিডিয়ায় সংবাদবিজ্ঞপ্তি পাঠানোর প্রয়োজন হয়; হাসপাতাল, ইনস্যুরেন্স ইত্যাদির প্রয়োজন হয় নিউজলেটার ছাপার; সরকার, এনজিও– এদের প্রয়োজন হয় তাদের কর্মকাণ্ডের সারসংক্ষেপ

www.pathagar.com

তৈরি করার। অনেকেরই এসব কাজ করার জন্য যোগ্য বা পর্যাপ্ত লোকবল নেই। বন্ধুভাবাপন্ন বা জানাশোনা সাংবাদিককে অনুরোধ করা হয় সাহায্য করার, অনেক সময় চাকরি হিসেবেও প্রস্তাব করা হয় এমন কাজ। এমন একজন সাংবাদিকের কথা কল্পনা করুন, যিনি ফেডারেশন অব চেম্বার অ্যান্ড কমার্সে'র সভাপতির বক্তৃতার খসড়া করে দিচ্ছেন আবার একই সাথে একটি পত্রিকায় তার বক্তৃতার খারাপ দিকগুলো, ভয়ঙ্কর দিকগুলো লিখেছেন– এটা কি সম্ভব?

এনজিও কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত একজন সাংবাদিকের কাছ থেকে কি এমন প্রতিবেদন আশা করা যায়, যা সেই এনজিও'র স্বার্থের বিপক্ষে যাবে? ধরা যাক, বাংলাদেশের একটি বড় এনজিও প্রকাশিত নিউজলেটারের জন্য একজন সাংবাদিক কাজ করছেন, কিংবা কমিয়ে ধরা যাক, একটি বড় এনজিওর জনসংযোগ শাখা থেকে বুঝে নিয়ে টাকার বিনিময়ে তাদের কিছু প্রজেক্টের ওপর কোনো সাংবাদিক রিপোর্ট করছেন– প্রতিবেদকের পক্ষে কি সম্ভব সেই এনজিও কর্তার ব্যাংক-ব্যালান্স সম্পর্কে কিছু লেখা? এনজিও কর্মকর্তার নিজের, তার স্ত্রীর, সন্তানদের জন্য পৃথক পৃথক গাড়ি ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তোলা? নিশ্চয়ই অসম্ভব। সুতরাং কর্তব্য কী হবে তা নির্ধারণ করে ফেলা উচিত আগেভাগে। একটি ঘটনা প্রায়ই নজরে আসে, সাংবাদিকরা সরকারি কর্মকর্তাদের বেকায়দায় ফেলে কাজ করায়, সুবিধা নেন। গ্যাস বিভাগের বিরুদ্ধে লিখে হয়তো নিজের গ্যাস-সংযোগ বাগালেন কিংবা টেলিফোন সংযোগ পাচ্ছিলেন না বলে তাদের দুর্নীতি নিয়ে লিখলেন, স্ত্রীকে বদলি করছেন না বলে স্ত্রীর বসের অপকর্মের রিপোর্ট করা শুরু করলেন, সন্তানের ভর্তি নির্বিঘ্ন করতে, বন্ধুর বদলি চূড়ান্ত করতে লেগে গেলেন সংশ্লিষ্টদের পেছনে। সবার পেছনেই কাদা আছে, সুতরাং সাংবাদিকরা চাইলেই কাদা ঘাঁটাঘাঁটি করতেই পারেন কিন্তু ঐটি যখন সাংবাদিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয়ে যায় তখন তা নিঃসন্দেহে অনৈতিক এবং একজন সম্ভাবনাময় সাংবাদিকের জন্য তা নির্বোধের মতো আত্মহত্যার শামিল।

ওপরের আলোচনা একেবারেই ঢাকা শহর কিংবা বাংলাদেশের প্রধান প্রধান দু'তিনটি শহরকেন্দ্রিক। এই বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি মফস্বল শহরেই আছেন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি– যাদের নৈতিক স্খলনের মাত্রা অনেক বেশি বলে সাধারণভাবে মানুষ জানে এবং বিশ্বাস করে। তারা নৈতিকতার ধারই ধারেন না কিংবা সাংবাদিকদের যে 'নৈতিকতা' বলে কিছু থাকার কথা তা হয়তো জানেনই না। মফস্বলের সাংবাদিকদের মাঝে সম্মানজনক ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছেন কিন্তু অধিকাংশই এক-দুশ' টাকার 'সালামি' থেকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও বস্তুগত সুবিধা নিতে এত গভীরভাবে অভ্যস্ত যে, তাদের 'চক্ষুলজ্জা' বলে কিছু আছে বলেই মনে হয় না। জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে

www.pathagar.com

জমি ইজারা নিচ্ছেন, হাটের ইজারাদারের দুর্নীতির খবর প্রকাশ করবেন না– এই বলে টাকা খাচ্ছেন, আবার হয়তো কোনো ঠিকাদারকে বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করে অযথাই বিব্রত করছেন। সাংবাদিক নামধারী ঐসব ব্যক্তিরা আদতে একেকজন প্রবঞ্চক, প্রতারক; জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধ তাদের একমাত্র চিকিৎসা।

জাতীয় সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণ, এমনকি ঘুষ গ্রহণ পর্যন্ত; নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, মানসিকতা, নৈতিক চরিত্র তথা এর জাতীয় সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত। যে কারোরই যে কোনো স্খলনের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে বাংলাদেশের সংস্কৃতির মাঝেই। একটি দেশের সবাই অসৎ হতে পারেন, হতে পারেন দুর্নীতিপরায়ণ কিন্তু এই অনিঃশেষিত অন্ধকারের মধ্য দিয়ে রোমাঞ্চকর অভিযাত্রায় একমাত্র সাংবাদিকরাই তাদের মস্তিষ্কে প্রজ্বলিত আলোকশিখায় জাতিকে পথ দেখাতে পারেন, অন্যথায় জাতি পথ হারাতে বাধ্য।

ব্যক্তির একান্ততা ও সাংবাদিক

নৈতিকতার বিষয়টি আরও একটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, সেটি ব্যক্তির গোপনীয়তা বা প্রাইভেসিসংক্রান্ত। আইন ব্যক্তির গোপনীয়তা রক্ষা করে বটে কিন্তু সাংবাদিক একবার গোপনীয়তার রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করে ফেললে ব্যক্তির যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে যায়। আইন সাংবাদিককে শাস্তি দিতে পারে বৈকি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তের ক্ষতিপূরণ করতে পারে না, যদিও আইন সেই সীমাহীন ক্ষতিকে টাকার অঙ্কে বাঁধতে চেষ্টা করে হামেশাই।

দু'ভাবে ব্যক্তির গোপনীয়তার আবরণ ছিন্ন হতে পারে। এক. প্রতিবেদকের কৌশলী প্রশ্ন দ্বারা এবং দুই. অবৈধ উপায়ে ব্যক্তির গোপনীয় কর্মকাণ্ড বা কর্মকাণ্ডের নথিপত্র সংগ্রহ কার্যক্রম দ্বারা।

কৌশলী প্রশ্নের সাথে নৈতিকতার এই প্রশ্নটি জড়িত যে, সাংবাদিক কি কোনো অনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কাউকে প্রশ্ন করতে পারেন? সাংবাদিক কি এমন প্রশ্ন করতে পারেন যার উত্তর সাজিয়ে চমৎকার একটি প্রতিবেদন তৈরি হবে এবং পাঠক পড়বে অথচ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন প্রতিবেদনের বিষয় যারা বা যে ব্যক্তি? যে ব্যক্তি বা যারা অপরাধ করেছে সে বা তারা শাস্তি পাবে এ ব্যাপারে দ্বিমত থাকার কথা নয় কিন্তু সেই ব্যক্তির সন্তান কিংবা স্ত্রীকেও যদি একইভাবে বেকায়দায় ফেলা হয় তা কি নৈতিক বলে বিবেচিত হবে?

গুরুত্বপূর্ণ একজন নির্বাহীকে ষড়যন্ত্র করে অপসারণ করা হয়েছে এমন জানার পর যদি সেই নির্বাহীকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'বুঝলাম আপনি নির্দোষ কিন্তু

www.pathagar.com

আপনার বাবা একজন রাজাকার, এ প্রসঙ্গে আপনি কী বলবেন?'– এ ধরনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য প্রতিবেদকের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে কি সাহায্য করবে না?

চরের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়িত এক পক্ষের নেতাকে সাংবাদিক যদি জিজ্ঞেস করেন, 'শুনলাম আপনার ঘরে এখন তৃতীয় স্ত্রী, সত্যি নাকি?' এভাবে কারও মর্যাদার শেষ পর্দাটুকুও উন্মোচন করে ফেলা কি নৈতিক? হয়তো এমন প্রশ্ন করে সাংবাদিক তার শিকারকে হতবিহ্বল করে, ঘায়েল করে তার উদ্দেশ্য সাধনে এগিয়ে যেতে পারেন কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘনের মধ্যেই পড়ে।

'যে তীরটাকে আসতে দেখা যায়, তার ভয়াবহতা থাকে কম' কিন্তু যে তীর ছোড়া হয় আড়াল থেকে, তা ভয়ঙ্কর। কৌশলী প্রশ্নের বাণে বিদ্ধ ব্যক্তি এটুকু জানেন যে তিনি আক্রান্ত কিন্তু সাংবাদিকরা তথ্য পেতে এমন কিছু কৌশল গ্রহণ করেন যেসব সম্পর্কে আক্রান্ত ব্যক্তিটি কিছুই জানেন না। সাংবাদিক ব্যক্তির গোপনীয় নথি, চিঠি কিংবা অন্য কোনো দলিল দেখার জন্য তার অনুমতি না নিয়েই বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে পারেন বা করে থাকেন, যা সেই ব্যক্তির গোপনীয়তা ভঙ্গের শামিল। একজন সাংবাদিক নিশ্চয়ই কারও চিঠি খুলে পড়ে দেখার অধিকার রাখেন না কিংবা কোনো সাক্ষাৎকারদাতার হাতের কাগজ তার অনুমতি ছাড়া তার পিছনে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের ওপর দিয়ে কিংবা সামনে বসে পেছন দিক থেকে উল্টোভাবে পড়তে পারেন না। এসব নীতিকথা জানার পরও সাংবাদিকরা এমন অনেক কিছু করেন যা ব্যক্তির গোপনীয়তার সীমা লঙ্ঘন করে, সাধারণ শালীনতা বোধের ব্যত্যয় ঘটায়। কিন্তু এই সীমা লঙ্ঘন কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে? একজন সাংবাদিক বলেছেন "It should not be done casually. It should be done only soberly, advisedly and in the fear of God."[◻] কোনো সাংবাদিক যদি 'Ends Justify the means'– এই যুক্তি দেখিয়ে আইন ভঙ্গ করেন, মানুষের স্বাধীনতার সীমানা অতিক্রম করেন তাহলে এই যুক্তি তো তিনি যাকে বা যার বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন তিনিও দেখাতে পারেন। সুতরাং সাংবাদিককে মনে রাখতে হবে অন্যায়, আইন ভঙ্গ করা, চুরি– সব অবস্থাতেই এর সংজ্ঞা এক এবং চুরি সব সময়ই চুরি। সাংবাদিক যদি এমন করেই ফেলেন তবে তাকে শাস্তি গ্রহণের জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।

বর্তমান এই ইলেকট্রনিক বিশ্বে নানাভাবে নানা কৌশলে সাংবাদিকরা তথ্য বের করে আনছেন। লেডিডায়না সংক্রান্ত সংবাদগুলোর দিকে তাকালেই দেখা যাবে কোনো ঘটনার কাঙ্ক্ষিত প্রমাণটি হস্তগত করার জন্য কী ভয়ানক আর

◻ Miller, Kay Bolch, Judith (1978), Investigative and In-Depth Reporting, Hastings House, Publishers, New York 10016, পৃষ্ঠা ১৩৮।

www.pathagar.com

দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেন সাংবাদিকরা। কিন্তু সাংবাদিকদের এই ভয়ঙ্করভাবে প্রমাণ সংগ্রহের বিষয়টি অনেকেই সুনজরে দেখতে পারেন না। অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা লুকানো ক্যামেরা, লুকানো মাইক্রোফোন, আত্মগোপন করে তথ্য সংগ্রহ, নামহীন সূত্র ব্যবহার, অর্থের বিনিময়ে তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি করতে পারেন কি না– এ প্রশ্নগুলো নিয়ে আজও বিতর্ক চলছে বিশ্বজুড়েই।

তার্কিকরা যাই বলেন না কেন, একজন সাংবাদিক যে প্রকল্প হাতে নিচ্ছেন তার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির প্রতি জনমতের সমর্থন কেমন থাকবে বা থাকতে পারে তা সাংবাদিককে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। সাংবাদিককে এই বিশ্বাস অবশ্যই রাখতে হবে যে, শেষ বিচারের ভার আসলেই জনগণের হাতে। তবে এও ঠিক লোকসাধারণ যা চাইবে তাই তাদের হাতে তুলে দিতে হবে এ-ও কোনো বিবেকবান মানুষের সিদ্ধান্ত হতে পারে না। গণ-উন্মাদনার মতো কোনো একটি ক্রেজ ছড়িয়ে যেতে পারে বিশ্বময়, সবাই পাগল হয়ে উঠতে পারে লেডি ডায়নার 'গোপন বিহারের ছবি' দেখার জন্য কিন্তু তাতে সাংবাদিকদের সায় দেওয়া চলে না। কারণ একদিন যখন প্রকৃতস্থ হবে সাধারণ মানুষ তখন দোষারোপ করবে সাংবাদিকদেরই। কেননা সাধারণ মানুষ মনে করে, বার্তালোকেরই দায়িত্ব ছিল তাদের পথ দেখানোর। যে সীতার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অযোধ্যার লোকসাধারণ, যে জনতার দাবি মেটাতেই নত হয়েছিলেন রাম, সেই লোকসাধারণ রামকে যুগে যুগে করুণাই করেছে আর সীতাকে মেনেছে দেবী। যে জন-চাহিদার দুষ্টচক্রে পড়ে পাপারাৎজিরা সেলিব্রেটিদের ছবি তুলছে জানবাজি রেখে, সেলিব্রেটিদের জীবনের যেকোনো দুর্ঘটনায় তারাই সমালোচিত হয় সবচেয়ে বেশি। সুতরাং সাবধান, অস্থির লোকসাধারণ শান্ত হলে রায় যায় শালীনতা আর সুরুচির পক্ষেই, সীমা লঙ্ঘনকারীকে পাঠক ক্ষমা করে না।

সাধারণভাবে, সাংবাদিকরা কতটুকু সীমা অতিক্রম করতে পারে সে বিষয়ে দু'টি মাপকাঠির কথা বলা হয় :

এক. ইস্যুর গুরুত্ব এবং

দুই. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় : তিনি লোক-চরিত্র নাকি সাধারণ একজন।

ইস্যুর গুরুত্ব ও তাৎপর্য যত বেশি হবে এবং ব্যক্তি যত বড় মাপের 'পাবলিক ফিগার' হবেন তত বেশি মাত্রায় তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সীমা অতিক্রম করায় সাংবাদিকরা পাঠকের নৈতিক সমর্থন পেতে পারেন। কিন্তু খুব বড় মাপের পাবলিক ফিগারেরও আছে একান্ত ব্যক্তিগত জীবন, তাদেরও আছে সংসার, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, সন্তান। তাদের সবার সামনে তাদেরই ঘনিষ্ঠ মানুষটিকে উন্মোচন করার আগে সাংবাদিককে জানতে হবে কী ভয়ঙ্কর কাজ

www.pathagar.com

তিনি করছেন! সাংবাদিককে মনে রাখতে হবে তার এই ভয়ঙ্কর চর্চা, তার এই খোঁড়াখুঁড়ি, লেগে থাকা সংশ্লিষ্ট মানুষটিকে ঠেলে দিতে পারে মৃত্যুর দিকেও। সুতরাং সাংবাদিককে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে তিনি যা করতে যাচ্ছেন তা করা কি একান্তই দরকার? মানুষ কি উপকৃত হবে তার প্রতিবেদনে? না কি কিছু পয়সার বিনিময়ে তিনি নিজের মনুষ্যত্বকে সমর্পণ করছেন মিডিয়া মালিকের লিপ্সা আর উন্মত্ত মানুষের লালসার কাছে?

উপসংহারে এসে শুধু এ কথাই স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রত্যেক সাংবাদিককে সব সময় মনে রাখতে হবে, সাংবাদিক নিজেই যদি আইন ভঙ্গ করেন বা অনৈতিক আচরণ করেন তাহলে আরেকজন ব্যক্তির আইন লঙ্ঘন বা অনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তার কিছু বলার নৈতিক যোগ্যতা থাকে না। সাংবাদিক যত বেশি পরিচ্ছন্ন হবেন, কলুশ মুক্ত হবেন তত বেশি তিনি অপরিচ্ছন্ন, অসৎ, নোংরা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করতে পারবেন।

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয়

সরল প্রতিবেদন তৈরির কলাকৌশল : অসুস্থতা, মৃত্যু ও শোক সংবাদ; অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনার সংবাদ; সাধারণ অপরাধ সংবাদ, আত্মহত্যার সংবাদ, ফলোআপ।

সরল প্রতিবেদন তৈরির কলাকৌশল

অসুস্থতা, মৃত্যু ও শোক সংবাদ

সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের, তাদের শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর একেবারে প্রথম দিকেই সাধারণত শোক-সংবাদ লেখা শেখানো হয়। নতুন যারা প্রতিবেদক হিসেবে সংবাদপত্রের যোগ দেন তাদেরকেও শোক ঘটনা পরিবেশনের কিংবা শোকসংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে শোক সংবাদ তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আনন্দ নয়, শোকের সংবাদ দিয়ে শিক্ষা শুরু করার কারণ, এই শোক সংবাদ লেখার কাঠামো তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে সহজ-সরল। অবশ্য আজকাল পত্রিকাগুলো বেশ সতর্ক হয়ে গেছে, খুব কাঁচা প্রতিবেদককে শোক সংবাদ লেখার দায়িত্ব সহসাই আর দেওয়া হয় না। কারণ, সম্পাদকরা জেনে গেছেন যে, শোক সংবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলোর একটি– এই শোক সংবাদই পত্রিকাটিকে শোকগ্রস্ত ব্যক্তিদের বন্ধু কিংবা শত্রুতে পরিণত করতে পারে। যদি শোকের সংবাদটি নির্ভুল, যথাযথ ও সুরুচির সাথে লেখা হয় তাহলে যে সংবাদমাধ্যমে তা প্রকাশিত হয় সে প্রতিষ্ঠানকে শোকসন্তপ্ত পরিবার বা মৃত ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধবরা চিরকাল মনে রাখেন, সেই সংবাদটি অসংখ্যবার তারা পড়েন, অনেকে সংবাদটি কেটে সযত্নে রেখে দেন, বাঁধিয়েও রাখেন অনেক পরিবার। পরিবারের দুঃখের দিনে, যখন প্রতিবেদকের সঙ্গে কেউ কথা বলতেই চাচ্ছিলেন না, সে সময় খুব ছোট্ট করে হলেও নির্ভুল ও যথাযথভাবে পত্রিকাটি যে সংবাদটি কাভার করতে পেরেছিল, এটি স্মরণ করে কৃতজ্ঞ থাকে সংশ্লিষ্ট পরিবার। আর যদি শোক সংবাদটি হয় ভুলে ভরা, মৃত ব্যক্তির নাম বা

www.pathagar.com

তার আত্মীয়-স্বজনের নামের বানান ভুল হয়, যদি ঘটনা তুলে ধরা হয় অযথার্থভাবে তাহলে সে পত্রিকা কোনোদিনও সেই পরিবারের বা মৃত ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব-শুভাকাঙ্ক্ষীর ক্ষমা পায় না, কোনোদিনও তারা ওই সংবাদপত্রের বিবেকহীন সাংবাদিকতার কথা ভুলে যান না। হয়তো তারপরও তারা সংরক্ষণ করেন সেই সংবাদটি এবং যতদিন তা চোখের সামনে থাকে, যতদিন আরও অসংখ্য ব্যক্তি সেই সংবাদটি দেখেন ততদিনই পত্রিকাটি সমালোচিত হয়। পরবর্তীকালে পত্রিকার সমস্ত প্রতিবেদনকেই ওই পরিবার সন্দেহের চোখে দেখে। পত্রিকাটি হারায় বিশ্বাসযোগ্যতা ও আস্থা। শোক সংবাদের এই গুরুত্বের দিকটি বিবেচনা করেই আজকাল নবীনদের শোকসংক্রান্ত সংবাদ করতে দিতে দ্বিধা করেন বার্তা-সম্পাদক বা প্রধান প্রতিবেদকরা। কিন্তু তারপরও অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমে নতুন আগন্তুকরাই শোক সংবাদ লিখে থাকেন, এমনকি খুব খ্যাতিমান ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদটি পরিবেশনের দায়িত্বও তারা মাঝে মাঝে পেয়ে যান। কত নির্ভুল আর যথার্থতার সাথে একজন নবীন প্রতিবেদক একটি শোক সংবাদ লিখলেন তার ওপরে অনেকখানি নির্ভর করে কত দ্রুত তিনি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনের দায়িত্ব পাবেন সেই দিকটিও। যদি তিনি নির্ভুল রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হন, যদি তাতে যথার্থতার ঘাটতি থাকে তাহলে এটি নিশ্চিত যে, তাকে দিয়ে সহসাই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো করানো হবে না, কর্তৃপক্ষ তার উপরে আস্থা আনতে পারবেন না।

প্রশ্ন উঠতে পারে কেন একটি মৃত্যু, অসুস্থতা কিংবা দাফনের খবর এত গুরুত্বপূর্ণ বলে সংবাদপত্রের কাছে বিবেচিত হয়, তার সংবাদমূল্য কোথায় নিহিত? যদি সংবাদমূল্য খুঁজে দেখা যায়, দেখা যাবে সেগুলো মানুষের বিপর্যয়ের সংবাদ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। সব ঘটনাই স্থিতাবস্থার বিঘ্ন ঘটায়, এবং মানুষটির চারপাশের লোকজনের জীবনে তার কিছু প্রভাব আছে। একজনের অসুস্থতা বা মৃত্যুর গভীর তাৎপর্যও আছে মৃত মানুষটির সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের জীবনে। যেকোনো একজন মানুষের চলে যাওয়া, সেই গতায়ু মানুষটির আশেপাশের মানুষের জীবনে, তার শহরে বা অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে নতুন করে সামঞ্জস্য তৈরির প্রয়োজন সৃষ্টি করে। তার স্থান শূন্য পড়ে থাকে না, কেউ না কেউ তার জায়গা নিয়ে নেন, কেউ না কেউ তার চাকরির পদে স্থলাভিষিক্ত হন। তার বাড়ি বা জায়গা বিক্রি হয়ে যেতে পারে, তার বিধবা স্ত্রী চলে যেতে পারেন তার দেশের বাড়ি, ছেলেমেয়েদের স্কুল যেতে পারে পাল্টে কিংবা বন্ধ হয়ে যেতে পারে তাদের পড়ালেখা, আবার বিধবা মহিলাটি মৃত ব্যক্তির ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্ব বুঝে নিতে পারেন।

বেশ কয়েকটি ফ্যাক্টর অসুস্থতা, মৃত্যুসংক্রান্ত সংবাদের গুরুত্ব নির্ণয়ে অবদান রাখে। অসুস্থতা সংবাদ হয়, যখন অসুখ হয় কঠিন, দুরারোগ্য। অর্থাৎ

www.pathagar.com

অসুখের তীব্রতা অসুস্থতার সংবাদ হওয়ার একটি ফ্যাক্টর। আর অত্যাসন্ন মৃত্যু হচ্ছে সেই অসুস্থতার চূড়ান্ত পরিণতি বা ক্লাইমেক্স। এই অসুস্থতা ও মৃত্যুর ফলে সেই ব্যক্তির সম্প্রদায়ের কতজন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তা দিয়ে নির্ধারিত হবে ওই মৃত্যুর সংবাদের ব্যাপ্তি বা এক্সটেনসিটি। এভাবেই কোনো ব্যক্তির খ্যাতি এবং অসুখের ধরন সংবাদটির গুরুত্ব নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। আবার খুব অস্বাভাবিক একটি অসুখ কিংবা দুর্ঘটনার শিকার মানুষ অখ্যাত হলেও সংবাদ হতে পারেন অসুখটির নতুনত্ব বা বিশেষত্বের কারণে। এইডস রোগে আক্রান্ত বাংলাদেশের রোগীরা এ কারণে এখনও সংবাদপত্রের পাতায় উঠে আসেন। আবার খুব সাধারণ যে ডায়রিয়া, মহামারির আকার নিলে সেটিও সংবাদ হয়ে যায়। খ্যাতির কারণে একজন মানুষ সংবাদ হন কারণ তিনি হয়তো আসীন থাকেন কোনো উচ্চ পদে কিংবা তার অসুস্থতা বা মৃত্যু অনেকের জীবনকে করে প্রভাবিত। অনেক মানুষের মৃত্যু বা অসংখ্য মানুষের অসুস্থতা সংবাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। এই অসুস্থতা বা মৃত্যু-সংবাদ মূলত মানবিক বিপর্যয়ের কথা বলে বলেই সংবাদ হয়। মাঝে মাঝে এ ধরনের সংবাদের গুরুত্ব খুব বেড়ে যায়–খ্যাতি, নতুনত্ব, পরিণতি, মানবিক আবেদন কিংবা কখনো কখনো দ্বান্দ্বিক উপাদানের কারণে বৃদ্ধি ঘটে সংবাদমূল্যের।

অসুস্থতার সংবাদ

সংবাদযোগ্যতার দিক থেকে অসুস্থতার সংবাদ বেশ গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ ধরনের সংবাদ সংবাদমাধ্যমে খুব বেশি দেখা যায় না। রোগী, চিকিৎসক, পরিবারের লোকজন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কেউই অসুখ-বিসুখের খবরাখবর খুব একটা জানাতে চায় না। চিকিৎসক, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খুব নামকরা ব্যক্তির অসুস্থতার খবরও খুব একটা প্রচার করতে চায় না। রোগী ও রোগীর পরিবারের লোকজন অনেক সময়ই চায় না, রোগীর বন্ধু-বান্ধব, ঊর্ধ্বতন কিংবা অধীনস্ত কর্মীদের খুব আগে থেকেই সতর্ক করতে। অনেক সময় পরিবারের লোকজন চায় না যে, রোগী নিজেই তার রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে বা খুঁটিনাটি সম্পর্কে জেনে যাক। যদি অসুস্থ ব্যক্তি খুব উঁচু পদের কিংবা বিনোদন জগতের কেউ হন, তখন তার অসুস্থতার সংবাদটি চেপে রাখা হয় তার একান্ততা বা প্রাইভেসি রক্ষার স্বার্থেই। কারণ, তার অসুস্থতার সংবাদ তার ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা অন্যান্য কর্মকাণ্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, তাকে ফেলে দিতে পারে আরও নানা রকম অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যায়। শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রত্যাশা থাকে আজ অথবা আগামীকালই হয়তো ভালো হয়ে যাবেন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, সে ক্ষেত্রে যত কম হৈচৈ হয় ততই ভালো। রোগীর পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদককে যদি রোগীর অসুস্থতা সম্পর্কে তথ্য দিতে অস্বীকার করে

www.pathagar.com

তাহলে খুব উচ্চ সতর্কতার সাথে যাচাই করে যে বা যতটুকু তথ্য প্রতিবেদক পাবেন তা বা ততটুকুই ব্যবহার করতে পারেন।

ঠিকঠাকমতো অসুস্থতার প্রতিবেদন তৈরি করা কিন্তু খুব কঠিন। খুব বেশি টেকনিক্যাল টার্ম ব্যবহৃত হয় চিকিৎসাশাস্ত্রে, আবার হয়তো অসুখটা এতই জটিল ও সূক্ষ্ম ধরনের যে সাধারণ মানুষকে সহজ করে বোঝানোর উপায় সহসা মেলে না। এমনও হতে পারে, চিকিৎসক নিজেই জানেন না, আসলেই কোন রোগে ভুগছেন তার রোগী। প্রতিবেদককে কিন্তু সব সময় রোগী এবং তার পরিবার-পরিজনদের আবেগ-উদ্বেগ এবং সংবেদনশীলতার প্রতি যথাযথ খেয়াল রাখতে হবে। যদি রোগী খুব গুরুত্বপূর্ণ হন তাহলে কেউ না কেউ থাকেন তার অসুস্থতা সম্পর্কে উপস্থিত সাংবাদিকদের অবহিত করার দায়িত্বে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও পরিস্থিতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে, অনেক দেশে চিকিৎসকরা সংবাদ-সম্মেলনেরও আয়োজন করে, লোকসাধারণকে অবহিত করেন রোগের প্রকৃতি এবং রোগীর সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে। খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ যদি দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ থাকেন তখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিয়মিত মেডিক্যাল-বুলেটিন প্রচার করে, অনেক সময় ঘণ্টায় ঘণ্টায় বুলেটিন প্রচার করা হয়। কারা কারা সেই রোগীকে দেখতে এলেন, কারা তার দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করে বাণী দিলেন সে সবের খবরও অনেক সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করে।

আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু অসুস্থতা নিয়ে বা মৃত্যু নিয়ে প্রতিবেদন তেমন একটা হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা একটু কম সংবেদনশীল বলে হয়তো এমনটি ঘটে। কিন্তু ছোট শহরের পত্রিকাগুলো অবশ্যই নিয়মিত ছাপতে পারে কোন হাসপাতালে কারা চিকিৎসাধীন আছেন বা কারা সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়ে যাচ্ছেন তার তালিকা। তাদের মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা অস্বাভাবিক রোগ নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদনও তৈরি করতে পারেন। খুব সতর্কতার সাথে সফল প্রতিবেদন তৈরি করতে পারলে এটি একধরনের জনসেবাও বটে। এই ধরনের জনসেবার ফলে পাঠকের কাছে সংবাদপত্রের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যাওয়ার অনেক সম্ভাবনা থাকে। এখন দেখা যাক একটি অসুস্থতার প্রতিবেদনে সাধারণত কী কী তথ্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারে :

১. রোগীর নাম-পরিচয়।
২. অসুস্থতার কারণ।
৩. অবস্থা (ভালো, আশঙ্কাজনক, সংকটাপন্ন– চিকিৎসক কিংবা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যেভাবে বলবেন সেটিই উদ্ধৃত করতে হবে)।

www.pathagar.com

৪. হাসপাতালের নাম (অনেক সময় লেখা হয় 'স্থানীয়/শহরের একটি হাসপাতালে'– এভাবে লেখা যেতে পারে, তবে বিশেষ বিবেচনা না থাকলে হাসপাতালের নাম দিয়ে দেওয়াই সঙ্গত, তবে মানসিক রোগের ক্লিনিক– এ জাতীয় পরিচয় এড়িয়ে যাওয়াই ভালো)।
৫. কতোদিন ধরে অসুস্থ।
৬. রোগশয্যার পাশে পরিবারের কারা আছেন।
৭. ব্যক্তিটির অসুস্থতার কী ধরনের প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া ভোগ করতে হচ্ছে সংশ্লিষ্টদের (বিশেষ করে তিনি যদি জনপ্রতিনিধি, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কিংবা উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়ী হন)।

অসুস্থতার সংবাদে ষড় 'ক'-এর 'কে' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই 'কে' দিয়েই সংবাদ-সূচনা তৈরি করতে হবে। বৈচিত্র্য আনার জন্য, যদি রোগ কিংবা অপারেশন অস্বাভাবিক ধরনের হয়, তাহলে রোগের কারণ বা রোগীর অবস্থাও তুলে ধরা যেতে পারে। আর যদি সংবাদটি ফলোআপ হয় তবে অবশ্যই রোগীর সর্বশেষ অবস্থা কী তা-ই জানাতে হবে পাঠককে সবার আগে।

নিচের উদাহরণ লক্ষ করা যাক :

কে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মিজানুর রউফ চৌধুরী সোহরাওয়ার্দী হৃদরোগ হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন আছেন।

কারণ

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়ার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হলে সাথে সাথে তাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অবস্থা+ফলোআপ

হৃদরোগাক্রান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক মিজানুর রউফ চৌধুরীর অবস্থার বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে আজ সন্ধ্যায় সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়ার সময় গতকাল তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

মৃত্যু-সংবাদ

মৃত্যু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-বিষয়। মৃত্যুর সংবাদে পূর্বালোচিত সব সংবাদ-মূল্য থাকতে পারে। সংবাদমূল্য ছাড়াও মৃত্যুর সংবাদ পাবলিক রেকর্ড হিসেবেও ছাপা হতে পারে। অন্যকোনো মূল্য না থাকলেও দেশের প্রতিটি মানুষের পরিসংখ্যানগত মূল্য অবশ্যই আছে, আর এ কারণেই যে কারও মৃত্যু পত্রিকার পৃষ্ঠায় স্থান পেতে পারে।

শোক-সংবাদ

শোক সংবাদ কাভার করার ধরন একেক পত্রিকায় একেক রকম। কোনো কোনো পত্রিকায় শোক সংবাদ ছাপা হয় একটি পৃথক সংবাদ বিষয় হিসেবে, পৃথক শিরোনাম দিয়ে। আবার অনেক পত্রিকা দিনের সব মৃত্যুর সংবাদ, মৃতের নাম আর সৎকারের সময় উল্লেখ করে 'শোক-সংবাদ' শিরোনামের নিচে ছেপে দেয়। যারা ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম দিয়ে মৃত্যুর সংবাদ ছাপে তারা সেগুলো সংবাদ হিসেবেই ছাপে। আবার যারা 'শোক সংবাদ' শিরোনাম দিয়ে মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করে তাদের অনেকেই বিজ্ঞপ্তিদাতার কাছ থেকে প্রতি শব্দের জন্য পয়সা নেয়। কোনো কোনো পত্রিকায় দু'ভাবেই ছাপা হয় মৃত্যুর সংবাদ। পয়সায় হোক আর বিনে পয়সায় হোক, সব মৃত্যু সংবাদেরই একটি প্রমিত রূপ আছে অর্থাৎ সবগুলোতেই একই রকম প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ করতে হয়। নিচে এরকম একটি তথ্য-তালিকার নমুনা দেওয়া হলো :

শোক সংবাদ

মৃতের নাম।। ঠিকানা।। মৃত্যুর স্থান।। তারিখ।। সময়।। মৃত্যুর কারণ।। জন্ম তারিখ।। জন্মস্থান।। মাতা-পিতা।। শিক্ষা।। পেশা।। স্ত্রী বা স্বামী।। বিয়ের দিন।। বিয়ের স্থান।। কোথায় কখন বসবাস করেছেন।। কর্মস্থলের নাম/কর্মকর্তার নাম।। শখ।। অন্যান্য কর্মকাণ্ড।। আত্মীয়-স্বজনদের নাম-ঠিকানা।। লাশ কোথায় আছে।। কোথায় সৎকার হবে।।

কারা কারা শোকবাণী দিয়েছেন।। কুলখানি বা শ্রাদ্ধ কবে, কোথায়, কখন।।

কবে, কোথায়, কখন কুলখানি বা শ্রাদ্ধ হবে সে তথ্য সংগ্রহ করে মৃত্যুর সংবাদে অবশ্যই দিয়ে দিতে হবে। এটি শোক সংবাদের আবশ্যকীয় অঙ্গ বলেই বিবেচনা করা হয়। সংবাদপত্রের কাছ থেকে পাঠক এ সেবাটুকু প্রত্যাশা করেন। নিচে একটি শোক সংবাদের নমুনা দেওয়া হলো :

www.pathagar.com

শোক-সংবাদ
স্টাফ রিপোর্টার

সিরাজউদ্দৌলা কলেজের ইংরেজির প্রভাষক মিসেস জেরিনা ইসলাম গত রবিবার সকাল দশটায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। দশদিন আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে তিনি জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র সাতাশ বছর।

মিসেস জেরিনা মৃত্যুকালে স্বামী রুহুল কুদ্দুস খান, মা, বাবা, এক বোন ও অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। তিনি দেশের প্রখ্যাত তবলাবাদক আতিকুর রহমানের কনিষ্ঠা কন্যা এবং সাবেক সংসদ সদস্য নূরুল ইসলামের পুত্রবধূ ছিলেন। মরহুমার নামাজে জানাজা রবিবার বাদ আছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় বিপুলসংখ্যক সুধী উপস্থিত ছিলেন। পরে বনানী গোরস্থানে মরহুমার লাশ দাফন করা হয়।

মরহুমার কুলখানি আগামী বুধবার বাদ আছর আতিকুর রহমানের ১৬/১, লালমাটিয়ার বাসভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

সাধক শিল্পগোষ্ঠী জেরিনা ইসলামের অকালমৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেছে। একইসঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে সংগঠনের সভাপতি আলমগীর সাত্তার গতকাল একটি বিবৃতি দিয়েছেন।

মৃত্যু সংবাদ লেখার সময় যে তথ্যগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো হয়তো খুবই গতানুগতিক কিন্তু প্রতিবেদন তৈরির সময় গতানুগতিকতা এড়াতে পারেন প্রতিবেদক। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে প্রতিবেদক আরও কিছু অতিরিক্ত তথ্য জেনে নিতে পারেন মৃত ব্যক্তিটির পরিবারের সদস্য কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে। তারপর নিজের সাংবাদিকতার কলাকৌশল ব্যবহার করে মৃত ব্যক্তিটির জীবনী এঁকে ফেলতে পারেন তিনি, পাঠককে জানাতে পারেন আসলেই ব্যক্তিটি কেমন ছিলেন, কী তার পছন্দ ছিল, কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতেন, কেমন ছিল তার ভাবনার ধরন ইত্যাদি। শুধু তথ্যের গাদা নয়, জীবনের উজ্জ্বল দিকগুলো তুলে ধরে আনুষঙ্গিক সব তথ্যের মধ্য

www.pathagar.com

দিয়ে তিনি পাঠককে জানিয়ে দেবেন কেন এই মৃত্যুটির সংবাদ স্থান পেয়েছে তার সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়।

তবে প্রতিবেদক অবশ্যই মৃত্যুর সংবাদ লিখতে গিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও যথার্থ হবেন, নিজের মর্যাদা বজায় রাখবেন। অবশ্যই পাঠককে কাঁদানোর চেষ্টা করবেন না, স্তুতি বাক্যও ব্যবহার করবেন না, 'হারিয়ে গেলেন', 'লোকান্তরিত হলেন', 'মানুষ তাকে চিরকাল স্মরণ রাখবে'– এ ধরনের শব্দ বা বাক্য ব্যবহার না করাই ভালো। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে, ধর্মীয় রীতি-নীতি আর টার্মগুলো জেনে নিয়ে সেগুলোই সংবাদে ব্যবহার করা।

মাঝে মাঝে একটি সমস্যায় পড়তে হয় প্রতিবেদককে, তা হচ্ছে, যিনি মারা গেছেন তার জীবনে যদি কোনো কালো দাগ থাকে তবে তা সংবাদে আসবে কি না, এটি স্থির করা। তিনি চাকরিচ্যুত হতে পারেন, জেল খাটতে পারেন, হত্যা মামলার আসামি হতে পারেন– এসব কী আসবে তার মৃত্যুর সংবাদের মাঝে? যদি তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন, কিংবা নির্বাচিত হন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তবে অবশ্যই তার শাস্তির কথা মেয়াদ উল্লেখসহ যোগ করতে হবে। যদি তিনি লোকচরিত্র (পাবলিক ফিগার) হন তবে তার ভালো-মন্দ সব দিকই সংবাদে আসতে পারে, কিন্তু যদি তিনি একেবারেই প্রাইভেট একজন মানুষ হন, তবে তার জীবনের সেই কালো অধ্যায়ের কথা না উল্লেখ করাই শোভন হবে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও কুলখানির সংবাদ

খুব খ্যাতিমান কেউ, যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সমবেত হবেন অসংখ্য মানুষ সে রকম ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা কুলখানির যে সংবাদ ছাপা হয় তা আসলে মৃত্যু সংবাদের ফলোআপ। ফলোআপ হলে যা করতে হয়, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সংবাদ দিয়ে সূচনা তৈরি করে পরেই মৃত্যু সংবাদের ছোট্ট সারসংক্ষেপ টাই-ব্যাক হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা কুলখানির সংবাদে যা যা থাকে :

১. অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা কুলখানির সময়
২. কোথায় হবে
৩. কারা কারা সেখানে থাকবেন বা আমন্ত্রিত হয়েছেন
৪. কে দোয়া পরিচালনা করবেন বা পৌরহিত্য করবেন
৫. কারা কারা বহন করবেন কফিন ইত্যাদি।

নিচে একটি গতানুগতিক কুলখানির সংবাদের উদাহরণ দেওয়া হলো :

www.pathagar.com

আজ জেরিনের কুলখানি

সিরাজউদ্দৌলা কলেজের ইংরেজির প্রভাষক এবং প্রখ্যাত তবলাবাদক আতিকুর রহমানের কনিষ্ঠা কন্যা মিসেস জেরিনা ইসলামের কুলখানি আজ বুধবার বাদ আছর আতিকুর রহমানের ১৬/১, লালমাটিয়ার বাসভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

মরহুমার কুলখানিতে তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও শুভার্থীদের উপস্থিত থাকতে তার পরিবারের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিশেষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান

খ্যাতিমান ব্যক্তিরাও তো মৃত্যুর কাছে অসহায়। মাঝে মাঝে এমন হয় যখন খ্যাতির শীর্ষে তার অবস্থান ঠিক সেই সময় মৃত্যু কেড়ে নেয় জীবন। কিংবা যাঁরা এক মুহূর্ত বেশি সময় বেঁচে থাকলে কৃতজ্ঞ হয় পৃথিবী, এক সময় তারাও চলে যান মৃত্যুর আঁধার গুহায়। এরকম খুব খ্যাতিমান কারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান পরিবেশন করার জন্য বেশ দক্ষ প্রতিবেদকের প্রয়োজন হয়। একই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো যেভাবে লেখা হয় সেভাবেই পরিবেশিত হয় খ্যাতিমান ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খবর। শবযাত্রা, সম্মানিত অতিথিদের শোক-বক্তৃতা, আত্মীয়-স্বজনদের কর্মকাণ্ড ও কথা-বার্তা, কর্মজীবনের সঙ্গীদের আলাপ-আলোচনা-আচরণসহ যতটুকু সম্ভব বিস্তারিতভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চিত্র। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার বা দক্ষিণ আফ্রিকার জাতির পিতা নেলসন মেন্ডেলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রতিবেদনগুলোর কথা।

অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনার সংবাদ

অগ্নিকাণ্ড আর দুর্ঘটনা প্রায় সব সংবাদমাধ্যমের জন্যই একধরনের স্পট নিউজ আইটেম। নবীন প্রতিবেদককে শুরুর দিকে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করতে হয় এই দুর্ঘটনা আর অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পরিবেশন করে। অধিকাংশ দুর্ঘটনার সংবাদই পরিবেশিত হয় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে এবং তথ্য ও খুঁটিনাটি যা সংগ্রহ করতে হয় তা-ও মোটামুটি প্রায় সবক্ষেত্রে একই রকম। আর এ সব তথ্য পাওয়া যায় পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স এবং হাসপাতালে যোগাযোগ করলেই। তারপরও একটি চ্যালেঞ্জ কিন্তু প্রতিবেদককে মোকাবেলা করতেই হয়, সেটি হচ্ছে কত আকর্ষণীয় ও কার্যকরভাবে তিনি উপস্থাপন করতে পারছেন ঘটনাগুলো। একজন বিরক্ত বা অসতর্ক প্রতিবেদক পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড আর হাসপাতাল থেকে তথ্য নিয়ে প্রাণহীন একটি প্রতিবেদন তৈরি করে

www.pathagar.com

ফেলেন সহসাই, অন্যদিকে একজন সতর্ক, মেধাবী প্রতিবেদক স্পটে যান, প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলেন তারপর তৈরি করেন অসংখ্য ডিটেইলস সংবলিত একটি মর্মস্পর্শী সংবাদ।

যেভাবেই তথ্য সংগৃহীত হোক না কেন পাঠক কোনো দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় সম্পর্কে কোথায়, কখন, কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল জানার সাথে সাথেই দুটি জরুরি প্রশ্নের উত্তর পেতে চান : কতজন আহত-নিহত হলেন এবং কত টাকার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হলো। যদি প্রতিবেদক ঘটনাকে নাটকীয়ভাবে তুলে ধরতে পারেন তাহলে তো খুব ভালো, তবে নাটকীয় বর্ণনাকেও অবশ্যই তথ্যসমৃদ্ধ হতে হবে, ভাষাসমৃদ্ধ নয়।

দুর্ঘটনা বা বিপর্যয়ের পর সংগ্রহ করা প্রয়োজন এমন তথ্য ও তথ্যসূত্রের তালিকা :

ঘটনা	সূত্র
ক. আহত-নিহত	**ক.**
১. নিহত ও আহত হয়েছেন এমন প্রত্যেকের নাম ও পরিচয়	পুলিশ, দমকলকর্মী হাসপাতাল, গোরস্থান, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, প্রত্যক্ষদর্শী, প্রতিবেশী
২. কীভাবে নিহত বা আহত হলেন তারা	
৩. আঘাতের ধরন	
৪. মৃত ও আহতদের বর্ণনা	
খ. ক্ষয়ক্ষতি	**খ.**
১. সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি	পুলিশ, অগ্নিনির্বাপক দপ্তর ও সম্পত্তির মালিক
২. সম্পদের বর্ণনা	
৩. সম্পদের মালিকানা	
৪. বিমা আছে কি না,	
৫. ঋণের সম্পদ কি না	
৬. অন্যান্য যা কিছু হুমকির সম্মুখীন হয়েছে	
গ. বর্ণনা	**গ.**
১. কারণ	পুলিশ, অগ্নি নির্বাপককর্মী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রত্যক্ষদর্শী
২. দুর্ঘটনার সময় ও কতক্ষণ ধরে চলেছে	
৩. ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা	

www.pathagar.com

৪. দমকল বাহিনী, পুলিশ ও অন্যান্যদের উদ্ধারকর্ম	
৫. প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা	
ঘ. উদ্ধার তৎপরতা	**ঘ.**
১. উদ্ধার কর্মকাণ্ড	পুলিশ, অগ্নি নির্বাপককর্মী,
২. উদ্ধারপ্রাপ্তদের অভিজ্ঞতা	সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রত্যক্ষদর্শী
ঙ. আইনগত ব্যবস্থা	**ঙ.**
১. তদন্ত	পুলিশ, অগ্নি নির্বাপককর্মী,
২. গ্রেফতার	সম্পত্তির মালিক,
৩. মামলা	নিয়োগকৃত ও বিশেষজ্ঞ আইনজীবী, মানবাধিকার সংস্থা, সাহায্য সংস্থা

চ. অন্যদিকে দৃষ্টিপাত (মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ অংশগুলো প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা কিংবা পৃথক একটি প্রতিবেদন রচনা করা)।

বড় অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা, দুর্যোগে কতজন আহত বা নিহত হয়েছেন সেই সংখ্যায় সাধারণত আলোকপাত করা হয়। যদি আহত বা নিহত না হন কেউ, তাহলে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিই প্রধান হয়ে ওঠে। আবার দুর্ঘটনার সাথে খ্যাতিমান ব্যক্তি, দুর্ঘটনার অদ্ভুত ধরনের কারণ, নাটকীয় উদ্ধারকর্ম বা 'ষড় ক'-এর অন্য যেকোনো 'ক' সংবাদ-সূচনার প্রধান বিষয় হতে পারে।

দুর্ঘটনার বেশ কয়েকটি ফিচার থাকলে সংবাদ বেশ লম্বা হতে পারে। আর যদি একটি মাত্র ফিচার থাকে তাহলে তথ্য উপস্থাপন করা যেতে পারে সাদামাটা সংবাদের আকারে। সংবাদ লেখার সময় প্রতিবেদককে শব্দ ব্যবহারে সতর্ক হতে হয় খুব বেশি, যেমন : দুর্ঘটনায় গাড়িটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে না লিখে, বিধ্বস্ত হয়েছে বললেই যথেষ্ট হবে, বিধ্বস্ত হওয়া মানেই সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হওয়া, সুতরাং অহেতুক বেশি শব্দ ব্যবহার না করাই উত্তম। 'দুর্ঘটনায় আহত হয়ে তমিজউদ্দীন হাসপাতালে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন' না লিখে 'আহত তমিজউদ্দীনের অবস্থা সঙ্কটজনক' লেখাই সঙ্গত। 'একটি পার্ক করা কারের সাথে সংঘর্ষে মাইক্রোবাসের চালক নিহত হয়েছে' না লিখে, লেখা যায় : 'একটি পার্ক করা কারকে ধাক্কা দিয়ে মাইক্রোবাসচালক নিহত হয়েছেন।' যদি সতর্কতার সাথে না লেখা হয়, তাহলে মানহানির মামলায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন ধরা যাক, কোনো প্রতিবেদক লিখলেন, 'জনাব চৌধুরীর নীল

www.pathagar.com

টয়োটা (ঢাকা মেট্রো: ক-২৩৪) রহীমউদ্দীনের মাইক্রোকে (ঢাকা : চ-২৩৫) পেছন থেকে ধাক্কা দিলে মাইক্রো আরোহী রহীমউদ্দীন (৪৬) নিহত হন।' এভাবে লিখলে বেশ কিছু কারণেই চৌধুরী সাহেব আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন। প্রথমত তিনি বলতে পারেন যে, তার টয়োটাটি মাইক্রোকে ধাক্কা দেয়নি, বরং মাইক্রোটি আকস্মিকভাবে ব্রেক করাতেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিংবা অভিযোগ আনতে পারেন যে, সংবাদ যেভাবে লেখা হয়েছে তাতে মনে হয়েছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রহীমউদ্দীনকে হত্যা করা হয়েছে। এটিকে তিনি বলতে পারেন, একটি ষড়যন্ত্র এবং তাকে ফাঁসানোর জন্য করা। কিংবা অভিযোগ করতে পারেন, তিনি টয়োটাটির যাত্রী ছিলেন মাত্র, দুর্ঘটনার জন্য দায়ী হলে তার চালক হতে পারেন কিন্তু প্রতিবেদনে 'চৌধুরীর নীল টয়োটা' লিখে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে, মনে হয়েছে তিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং রহীমউদ্দীনকে হত্যার জন্য তিনি দায়ী এবং এর মাধ্যমে তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে সংশ্লিষ্ট পত্রিকা। অতএব তিনি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য ইত্যাদি।

দুর্ঘটনার প্রতিবেদন লেখার সময় খুব সাবধান হতে হয় প্রতিবেদককে। সতর্ক হতে হয় এই বিষয়ে যে, প্রতিবেদক নিজেই যেন কাউকে দায়ী না করে বসেন। কে অপরাধী, তা নির্ণয় করার দায়িত্ব আদালতের, প্রতিবেদকের নয়। যদি কখনো প্রতিবেদক কাউকে দোষী করার মতো যথেষ্ট ও স্পষ্ট প্রমাণাদি পেয়ে যান, প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যও পান তারপরও তিনি তাকে অপরাধী শনাক্ত করতে পারেন না। যদি তা করতেই হয় তবে অবশ্যই সেই কথিত অপরাধীর বক্তব্যও প্রতিবেদনে সংযোজন করতে হবে। কথিত অপরাধীর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না হলে কোনো অবস্থাতেই প্রতিবেদক তাকে অপরাধের সাথে জড়াতে পারেন না।

অধিকাংশ দুর্ঘটনা বা বিপর্যয়ের সংবাদই সাদামাটা প্রতিবেদনের আকারে ছাপা হয় কিন্তু সবসময়ই একটু ব্যাখ্যা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যদি দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় নিয়মিত ঘটে তবে তা অবশ্যই ব্যাখ্যার দাবি রাখে। সে ক্ষেত্রে প্রতিবেদককে দুর্ঘটনার কারণ কী, কেন এমন ঘটনা ঘটছে, কীভাবে তা রোধ করা সম্ভব সে সব খুঁজে বের করতে হবে।

প্রতিবেদককে মনে রাখতে হবে, তিনি এই সমাজের কোনো ঘটনা বা ইস্যুর প্রথম গবেষক। তিনি প্রথম কোনো বিষয়ে প্রাথমিক গবেষণার জন্য আত্মগতভাবেই দায়িত্বপ্রাপ্ত। সে কারণেই তিনি উপরিতল সংবাদের গভীরে গিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন লেখার চেষ্টা করবেন। তার প্রতিবেদনের ফলেই হয়তো জনমত গড়ে উঠবে, কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসবেন, এগিয়ে আসবেন গবেষকরা। সুতরাং দুর্ঘটনার সংবাদের শুধু সাদামাটা রিপোর্ট

www.pathagar.com

করলেই চলবে না, প্রতিবেদককে এগিয়ে আসতে হবে নিগূঢ় প্রতিবেদন নির্মাণে এবং তাহলেই পূর্ণাঙ্গ হবে একজন রিপোর্টারের দায়িত্ব পালন।

সাধারণ অপরাধ সংবাদ

আজকাল প্রায়ই বলা হয় সংবাদপত্রগুলো অপরাধের সংবাদ ছাপার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সংবাদপত্র গবেষণায় যারা জড়িত তারাও দেখিয়েছেন যে, আসলেই সংবাদপত্রে অপরাধের সংবাদ দিন দিন বেড়েই চলেছে। সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ হয়তো তা স্বীকারও করবেন, কিন্তু তারা আরও যা এর সাথে যোগ করতে চাইবেন তা হচ্ছে, সমাজে অপরাধের পরিমাণ বেড়েছে, সে কারণে তারাও সমাজের স্বার্থেই অপরাধের উৎস অনুসন্ধানসহ সুনির্দিষ্ট অপরাধকর্ম পরিবেশনের পরিমাণ বাড়িয়েছেন।

ছিনতাই, ডাকাতি, হত্যা ও অন্যান্য সন্ত্রাসী অপরাধগুলোর সাথে সাথে শিশুদের অপব্যবহার, নারী নির্যাতন– যেমন : ধর্ষণ, এসিড ছোড়া, ফতোয়া, বাসার কাজের মেয়ের ওপর অত্যাচার, যৌতুক বা অন্যান্য কারণে স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের সন্ত্রাস– এসবের পরিবেশনা সংবাদপত্র আসলেই অনেক বাড়িয়েছে। এছাড়াও যেসব সাদা অপরাধ আছে, যেমন ব্যাংকের ঋণখেলাপি, স্টক মার্কেট কেলেঙ্কারি, বিদেশে লোক পাঠানো, অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদির সংবাদ পরিবেশনেও সংবাদপত্র বেশ তৎপর হয়েছে। অপরাধ সংবাদ মানেই আজকাল আর পুলিশ বিটের সংবাদ বোঝায় না, প্রতিটি ক্ষেত্রে বা প্রতিটি বিট থেকেই অপরাধের সংবাদ সংবাদপত্রে স্থান পাচ্ছে। তবে এও ঠিক যে, খুন-ডাকাতিসহ অন্যান্য অপরাধ, দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, চুরি থেকে শুরু করে মানুষ হারিয়ে যাওয়া– সব খবরই পুলিশের কাছে চলে আসে; সুতরাং একপর্যায়ে যেকোনো অপরাধ-দুর্ঘটনার সাথে পুলিশের জড়িয়ে যাওয়া প্রায় অবধারিত।

অনেক সময়ই নতুন যারা প্রতিবেদক হিসেবে কাজে যোগ দেন তাদেরকে পুলিশ বিটে কাজ করতে দেওয়া হয়। নতুনদের জন্য পুলিশ বিট আসলেই চমৎকার জায়গা। এখানে রিপোর্টিংয়ের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা যায়। এখানে এসে শেখা যায় কীভাবে সংবাদ-সূত্রগুলোর পরিচর্যা করতে হয়। অপরাধের সংবাদ এমন ধরনের যে, ডেড লাইনের চাপের মধ্যেই সম্ভাব্য সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং ক্রস চেকিং করে যাচাই করে নিতে হয়। যদি প্রতিবেদক অলস হন তাহলে তিনি নানা ঝামেলায় জড়িয়ে যেতে পারেন। আবার যে প্রতিবেদক কাজ সহজে শেষ করার অভীপ্সায় পুলিশের খুব কাছাকাছি চলে যান, পুলিশের মুখপাত্র হিসেবে তার ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

www.pathagar.com

একদিকে অপরাধ সংবাদের চাহিদা খুব বেশি সুতরাং বিক্রির স্বার্থেই সে সংবাদ পরিবেশন করতে হয়। আবার, যদি যথাযথভাবে অপরাধ-সংবাদ তুলে ধরা যায় তাহলে তা খুব ভালো জনসেবাও হয়। যথাযথ ভূমিকা নিলে সংবাদপত্র বেশ কিছু ধরনের অপরাধ দ্রুত কমিয়ে আনতে পারে। আবার যদি অপরাধ- প্রতিবেদনগুলো যথেষ্ট সাবধানতার সাথে লেখা না হয় তাহলে উল্টো তা অপরাধীদের জন্য সফলভাবে অপরাধ সংঘটনের নির্দেশিকা হিসেবেও কাজ করতে পারে। আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলোর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তো হামেশাই শোনা যাচ্ছে যে, অপরাধ সংঘটনের হার আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গেছে– পাঠকের এমন একটি ভাবনায় উৎসাহ যোগাচ্ছে সংবাদপত্রগুলো, পাশাপাশি অপরাধ জগতের খলনায়কগুলোকে মহানায়ক করে তুলছে তারা। অপরাধ-প্রতিবেদন মাঝে মাঝে পুলিশি কৌশলগুলো জানিয়ে দিচ্ছে অপরাধীদের, আবার অনেক সময় এমনভাবে রিপোর্ট করা হচ্ছে যে, আদালতের বাইরে চলে আসছে মামলা, যা ফেয়ার ট্রায়ালকে করে তুলছে অসম্ভব। অনেক সময় অপরাধীদের শান্তিপ্রিয়, আইনভক্ত পরিবারের সদস্যদের ওপরে আলোকপাত করছে অযথাই, তাদের স্বাভাবিক জীবনকে করে তুলছে দুর্বিষহ।

অপরাধ

অপরাধ বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে আমাদের প্রায় সবারই মোটামুটি ধারণা আছে। তারপরও আরেকবার স্মরণ করা যেতে পারে যে, আইনের লঙ্ঘন বা আইন ভঙ্গ করাই হচ্ছে অপরাধ। এই অপরাধকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে– একটি হচ্ছে গুরুতর অপরাধ বা Felony, অপরটি হচ্ছে দুষ্টাচরণ বা Misdemeanor। গুরু অপরাধের মধ্যে চলে আসে নরহত্যা, সন্ত্রাস, সশস্ত্র ডাকাতি, অগ্নিসংযোগের মতো বড় ধরনের অপরাধ, যে অপরাধ সংঘটনের শাস্তি নির্ধারিত আছে বিভিন্ন মেয়াদের কারাবাস থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত। আর দুষ্টাচরণ অপেক্ষাকৃত লঘু ধরনের অপরাধ, এসব অপরাধের শাস্তি বিভিন্ন অঙ্কের অর্থ জরিমানা। কারাবাসের যন্ত্রণা এ ধরনের ছোট অপরাধে ভোগ করতে হয় না। প্রকাশ্য স্থানে মদপান বা মদ্যপ অবস্থায় চলাফেরা করা, জোরে গাড়ি চালানো বা বেআইনি জায়গায় গাড়ি পার্কিং, হালকা অপদস্ত করা, যেখানে-সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা থেকে শুরু করে উলঙ্গ হয়ে জন-প্রকাশ্যে আসা দুষ্টাচরণের অন্তর্ভুক্ত।

অপরাধ সংবাদের প্রতিবেদক অবশ্যই যথার্থ হবেন। যথার্থতা নিশ্চিত করার স্বার্থে, শুধু সে তথ্যটুকুই তিনি উল্লেখ করতে পারেন যা নথিতে লিপিবদ্ধ করা আছে। অন্যান্য সব ধরনের প্রতিবেদনেই প্রতিবেদককে যথার্থ হতে হয়

www.pathagar.com

কিন্তু অপরাধ-সংবাদ নির্ভুল না হলে মাসুল দিতে হয় বড় ধরনের। ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণে কথিত অপরাধী বা ক্ষতিগ্রস্ত যে কেউ মানহানির অভিযোগ নিয়ে হাজির হতে পারেন আদালতে। যদি কোনো ব্যক্তি গ্রেফতার হন এবং গ্রেফতারি পরোয়ানায় অপরাধ কী তা উল্লেখ থাকে তাহলে প্রতিবেদক কেবল সেটুকুই তার প্রতিবেদনে লিখতে পারেন। গোয়েন্দার কাছ থেকে প্রতিবেদক হয়তো জেনে গেলেন অতিরিক্ত কোনো তথ্য, কে অপরাধী তা-ও হয়তো তিনি জানলেন কিন্তু প্রতিবেদক সেসব কিছুই তার প্রতিবেদনে সাধারণভাবে উল্লেখ করতে পারেন না। কারণ, ঐ তথ্যগুলো নথিভুক্ত তথ্য নয়। তবে তথ্যগুলো খুব ভালোভাবে যাচাই করার পর তিনি যদি যথেষ্ট আস্থাশীল হন যে, যা কিছু তিনি জেনেছেন তা যথার্থ, তবে সেসব তথ্য অবশ্যই ব্যবহার করবেন।

অপরাধসংক্রান্ত রিপোর্টিংয়ের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন- এমন বিশ্বাস করেন, এ রকম যে কেউ আদালতে মানহানির অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, পুলিশ স্বীকারোক্তি আদায় করে এবং তা সংবাদপত্রে প্রকাশ পাবে আশায় প্রতিবেদকদের জানিয়ে দেয়। কিন্তু এ ধরনের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রিপোর্ট করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এ ধরনের তথ্য পরিবেশিত হওয়ার কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিটির সুনামসহ অন্যান্য ক্ষতি হতে পারে অথচ ঐ তথ্য নথিভুক্ত তথ্য বলে গণ্য হয় না এবং ঐ স্বীকারোক্তি কখনোই চূড়ান্ত কিছু না। অতীতে এমন ঘটেছে যে, প্রতিবেদক পুলিশ সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়ে দিলেন, 'আসামি অভিযোগ স্বীকার করেছে।' কিন্তু বিচার চলাকালীন দেখা গেল আসামি তার স্বীকারোক্তি অস্বীকার করছেন এবং বলছেন যে, পুলিশ বল প্রয়োগ করে স্বীকারোক্তি আদায় করেছে। পুলিশ রিমান্ডে থাকাকালীন দেওয়া স্বীকারোক্তি অনেকেই মামলা চলাকালীন প্রত্যাহার করে নেন। অনেক ক্ষেত্রে আদালত পরবর্তীকালে সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ বলে রায় দেয়। সুতরাং সংবাদপত্র আগেভাগেই কোনো ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে না। পুলিশ সূত্র উল্লেখই অপরাধ-প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। প্রতিবেদকের দায়িত্বশীলতার প্রশ্নটিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে মানুষের সচেতনতা এবং আইনের আশ্রয় নেওয়ার ক্ষমতা সীমিত বলে সংবাদপত্রগুলো দায়-দায়িত্বহীন আচরণ করে পার পেয়ে যাচ্ছে। যে কারণে এখনও সংবাদমাধ্যমে এ ধরনের বক্তব্য আসে- 'কুখ্যাত সন্ত্রাসী নাটা আসলাম তার বিরুদ্ধে হত্যা-সন্ত্রাসের কোনো অভিযোগই স্বীকার করেনি।'- এরকম রিপোর্ট হলে ভুক্তভোগী অবশ্যই প্রতিকারের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন।

প্রতিবেদককে সব সময় মনে রাখতে হবে যে, একজন মানুষ গ্রেফতার হলেই তিনি দোষী নন। প্রতিবেদকের হাতে যত জোরাল প্রমাণই থাকুক না

www.pathagar.com

কেন আদালতের রায়ের আগে তিনি কোনো অভিযুক্ত কিংবা গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিকেই দোষী হিসেবে তুলে ধরতে পারেন না। তিনি লিখতে পারেন, পুলিশ ব্যক্তিটিকে দোষী মনে করছে, পুলিশ এই এই প্রমাণ তার বিরুদ্ধে উপস্থাপন করছে। কিন্তু কখনোই এমন উপসংহার তিনি টানতে পারেন না যে, ঐ প্রমাণগুলো থেকে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। প্রতিবেদক জানবেন, একজন ব্যক্তি সব সময় কোনো অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার হন, তাকে কোনো অপরাধে বা অপরাধের দায়ে গ্রেফতার করা হয় না। মামলার শুনানি চলাকালে অনেক সময় উকিল ও/বা পুলিশ বিভিন্ন প্রমাণ হাজির করেন, এই প্রমাণগুলোর প্রসঙ্গ প্রতিবেদনে উল্লেখ করার সময়ও প্রতিবেদককে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ, প্রমাণ হিসেবে যে বা যেসব নিদর্শন উপস্থাপন করা হয় সেগুলো সব সময় যথাযথ নাও হতে পারে। একবার এক খুনের মামলা প্রমাণ হিসেবে পুলিশ রক্ত মাখানো তোয়ালে দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, ঐ তোয়ালেটি হত্যাকাণ্ডের সময় আসামির গায়ে ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়, তোয়ালেটি অভিযুক্ত ব্যক্তিটির তো নয়ই, বরং রক্তের যে দাগ দেখানো হয়েছে, তা মানুষের নয়, গরুর।

অনেক সময় প্রতিবেদকরা অভিযুক্ত বা গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিটির সঠিক নাম দিতে ব্যর্থ হন। একটি নামকে অসংখ্যভাবে বিকৃত করে ফেলেন, একবার এক ব্যক্তির 'মুকুর' নামটিকে সংবাদপত্রগুলো ছেপেছিল সুকুর, সাকুর, মাকুর, মুকুল বলে, এ রকম হলে প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। তবে এও ঠিক যে, গ্রেফতার হওয়ার পর অনেক আসামিই তাদের প্রকৃত নাম গোপনের চেষ্টা করেন। তারা অন্তত প্রেসের কাছে সঠিক নামটি দিতে চান না। ঝামেলা এড়াতে প্রতিবেদকরা এভাবে লিখতে পারেন যে- রমনা থানায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিটির নাম 'জালাল' লিপিবদ্ধ আছে কিংবা গ্রেফতারকৃত মহিলাটি তার নাম 'জলি' বলে জানিয়েছেন। গ্রেফতারকৃতরা নিজেদের ঠিকানাও অনেক সময় সংবাদপত্রকে জানাতে চান না, জানালেও তারা মিথ্যা ঠিকানা উল্লেখ করতে পারেন। সংবাদপত্র যদি যাচাই না করে ঐ ঠিকানা লিখে দেন তাহলে সেই ঠিকানার আসল বাসিন্দাদের দুর্ভোগে পড়তে হতে পারে। পুলিশ রেকর্ডে যা-ই লেখা থাক না কেন প্রতিবেদকের উচিত এসব ক্ষেত্রে নিজের উদ্যোগে নিজের কৌশলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির ঠিকানা বের করা। আর যদি আসামি ঠিকানা জানাতে অস্বীকার করেন তাহলে ভালো হচ্ছে লিখে দেওয়া যে, 'গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিটি তার ঠিকানা দিতে অস্বীকার করেছেন।'

পুলিশ রেকর্ড

প্রতিবেদক যখন কোনো অপরাধসংক্রান্ত প্রতিবেদনের কাজ শুরু করেন তিনি সবার আগে খোঁজ নেন, পুলিশের খাতায় অপরাধ সম্পর্কে কী লেখা হয়েছে

www.pathagar.com

এবং কীভাবে লেখা হয়েছে। যারা অভিযোগ করেন তাদেরকে থানায় এসে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে হয়। এই অভিযোগকারী যেমন যেকোনো সাধারণ নাগরিক হতে পারেন তেমনই পুলিশ নিজেও কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। এফ.আই.আর. (ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট) কী বা জিডি (জেনারেল ডায়েরি)-তে অভিযোগ কী লিপিবদ্ধ আছে, তা প্রতিবেদককে প্রথমেই জেনে নিতে হবে। বাংলাদেশে সাংবাদিকদের ঐসব তথ্য সরবরাহ করতে পুলিশ কর্তৃপক্ষ আইনত বাধ্য নয়। কিন্তু যেহেতু পুলিশ প্রশাসনকে সাংবাদিকতা নানাভাবে সহায়তা করে থাকে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় যেহেতু সাংবাদিকদেরও বড় অবদান থাকে সুতরাং সম্পর্ক আছে এমন প্রতিবেদকদের তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ সাধারণত কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না।

প্রতিবেদক যখন পুলিশের নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে যান তখন তাকে অতিমাত্রায় সাবধান হতে হয়। প্রতিবেদককে মনে রাখতে হয়, পুলিশের নথিতে নাম-ঠিকানা প্রায়ই ভুল থাকে; অভিযোগে থাকে অতিরঞ্জন, থাকে ভ্রান্ত তথ্য এবং মাঝে মাঝে ডাহা মিথ্যা। পুলিশের খাতায় পাওয়া তথ্যগুলো এসব কারণে প্রতিবেদককে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে কথা বলতে হয় সব সময়। তথ্য কীভাবে যাচাই করা যায়– এ বিষয়ে জানা না থাকলে প্রতিবেদক ঠিকমতো তার কাজটি করতে পারেন না, যে কারণে তথ্য যাচাই সম্পর্কে জানতে হয় তাকে। আর পুলিশি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে– পুলিশ বিভাগের প্রকাশিত বই-পুস্তকগুলো নিয়মিত পড়া।

খুন, ধর্ষণের ক্ষেত্রে আরও কিছু রিপোর্ট পেতে প্রতিবেদককে চেষ্টা করতে হয়। এগুলো হচ্ছে– সুরতহাল রিপোর্ট, ময়না তদন্তের রিপোর্ট, মেডিক্যাল রিপোর্ট, ডিএনএ রিপোর্ট ইত্যাদি। এই রিপোর্টগুলোতে মৃত্যুর কারণ, কীভাবে মৃত্যু হয়েছে বা আসলেই ধর্ষিত হয়েছেন কি না তা শনাক্ত করা হয়। যারা শনাক্ত করেন তাদের সঙ্গে পুলিশ বিভাগের কোনো সম্পর্ক নেই, তারা অপরাধীদের চিহ্নিতও করেন না বা করার এখতিয়ার রাখেন না, কিন্তু তাদের রিপোর্টের মূল্য আছে, আদালত সেই সব রিপোর্টকে বিবেচনায় রেখেই রায় ঘোষণা করেন। ঐ ধরনের রিপোর্টগুলোয় কী বলা হলো সেটি প্রতিবেদকের পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি পাঠকের তুষ্টির জন্যও প্রয়োজনীয়।

অপরাধ প্রতিবেদন তৈরির সময় সংগ্রহ করা প্রয়োজন এমন তথ্য ও তথ্যসূত্রের তালিকা :

ঘটনা	**সূত্র**
ক. আঘাতপ্রাপ্ত-নিহত	ক.

www.pathagar.com

১. আঘাতপ্রাপ্ত ও/বা নিহতের নাম-পরিচয়	পুলিশ, হাসপাতাল, আঘাতপ্রাপ্ত বা নিহতের প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী।
২. কীভাবে আঘাতপ্রাপ্ত বা খুন হলেন	
৩. আঘাতের ধরন	
৪. মৃত্যুর বা আঘাতের বর্ণনা	
খ. ক্ষয়ক্ষতি	খ.
১. ধ্বংস করা বা চুরি যাওয়া সম্পদের মূল্য	পুলিশ, সম্পত্তির মালিক
২. সম্পদের বর্ণনা	
৩. সম্পদের মালিকানা	
৪. বিমাকৃত কি-না	
৫. অন্যান্য যা ক্ষতির সম্মুখীন	
গ. বর্ণনা	গ.
১. ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা	পুলিশ, জড়িত ব্যক্তি, প্রত্যক্ষদর্শী
২. জড়িতদের বর্ণনা	
ঘ. উদ্ধার তৎপরতা	ঘ.
১. উদ্ধার কর্মকাণ্ড	পুলিশ, জড়িত ব্যক্তি, প্রত্যক্ষদর্শী
২. উদ্ধারপ্রাপ্তদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা	
ঙ. আইনি প্রক্রিয়া	ঙ.
১. তদন্ত, ক্লু, প্রমাণাদি	পুলিশ
২. গ্রেফতার	
চ. টাই ব্যাক	চ. পুরনো ফাইল, মার্গ ও গ্রন্থাগার

একটি অপরাধ সংবাদের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে, অপরাধ সংবাদটি কত গুরুতর তার ওপরে। আর কিছু কারণে সংবাদটিতে অতিরিক্ত দু'তিনটি অনুচ্ছেদ যুক্ত হতে পারে। যেমন– জড়িত ব্যক্তির খ্যাতি, অপরাধ সংঘটনের স্থান, অন্যান্য অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, মানুষি আগ্রহের খুঁটিনাটি বিভিন্ন দিকের বৈচিত্র্য ইত্যাদি।

ওপরের যেকোনো একটি উপাদানের ওপর নির্ভর করে, প্রতিবেদক সংবাদটিকে সাদামাটা সংবাদের মতো না লিখে ফিচার আকারে লিখতে পারেন। তবে অপরাধ সংবাদ পরিবেশনের ধরন কী হবে তা অধিকাংশ সময়ই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের নীতির ওপরে। কোনো কোনো সংবাদপত্রের

www.pathagar.com

নীতিই থাকে অপরাধের সংবাদগুলো চাঞ্চল্যকর ভাষায় উপস্থাপন করা। আবার, কোনো কোনো সংবাদপত্রের নীতি থাকে অপরাধের সংবাদগুলো যত দূর সম্ভব সংযত ভাষায় পরিবেশন করা। সংবাদপত্রের নীতি যাই হোক না কেন, অপরাধ সংবাদ লেখার সময় প্রতিবেদককে নৈতিকতার দিকটি গভীরভাবে মাথায় রাখতে হয়। তাকে খুব সাবধান হতে হয় এ কারণে যে, রুচি, সৌজন্য ও স্বাভাবিক শালীনতা বোধের ঘাটতি পাঠকের বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে।

আত্মহত্যার সংবাদ

আত্মহত্যার সংবাদ কাভার করার ক্ষেত্রে প্রতিবেদককে যারপরনাই সতর্ক হতে হয়। ঘটনাটি, হত্যা না আত্মহত্যা– এ সিদ্ধান্ত হয়তো পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরির পরই কেবল দেওয়া যেতে পারে। পুলিশের প্রতিবেদনটি আবার নিহতের ময়না তদন্তের প্রতিবেদন এবং তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তার প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। এ ধরনের সংবাদ উপস্থাপনার সময় প্রতিবেদকের নিজের কোনো বিবেচনা প্রকাশ করার সুযোগ একেবারেই থাকে না।

অনেক মানুষের উপস্থিতিতে চলন্ত ফেরির ছাদ থেকে অকস্মাৎ যে সাংবাদিক পানিতে ডুবে মারা গেলেন, তিনি যে আত্মহত্যা করেছেন সেটি যেমন নিশ্চিত করে কোনো প্রতিবেদক বলতে পারেন না, তেমনি তিনি এও নিশ্চিত করে বলতে পারেন না যে, সেটি নেহায়েতই ছিল একটি দুর্ঘটনা কিংবা তাকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। প্রতিবেদক শুধু এটুকুই লিখতে পারেন যে, 'নদী থেকে তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে' অথবা 'নদীবক্ষে তার লাশ পাওয়া যায়' কিংবা 'ফেরির ছাদ থেকে তিনি নদীতে পড়ে যান।' প্রতিবেদক ঘটনাটির সমস্ত আগে-পরের, আশেপাশের তথ্য দেবেন এবং এ থেকেই পাঠক তার উপসংহারটি টেনে নেবেন যে, ঘটনাটি আত্মহত্যার, খুনের না দুর্ঘটনার।

আত্মহত্যার আগে আত্মহত্যাকারীর রেখে যাওয়া খুব নির্ভরযোগ্য চিঠি, চিরকুট বা নোট পাওয়া গেলে, এই নোটের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদক অনেক সময় বেশ নিরাপদেই বলে দিতে পারেন যে, ঘটনাটি আত্মহত্যার। কিন্তু ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

যখন কোনো মৃত্যু সন্দেহাতীতভাবে আত্মহত্যা বলে প্রমাণিত হয় তখন প্রতিবেদকরা আত্মহত্যার মোটিভ সম্পর্কে লিখে থাকেন। পাঠকও মোটিভ সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহী থাকেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও প্রতিবেদককে যথেষ্ট সাবধান হতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় প্রতিবেদক আত্মহত্যার বেশকিছু কারণ একসাথে উল্লেখ করছেন। তিনি বলছেন, যে যে কারণে মহিলাটি আত্মহত্যা

www.pathagar.com

করতে পারে এর মধ্যে রয়েছে পিতার সঙ্গে ঝগড়া, গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ এবং প্রেমে ব্যর্থতা। এরকম একাধিক মোটিভের কথা উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন তো নেই-ই, বরং মৃত ব্যক্তি, যিনি কোনো বক্তব্যের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা রাখেন না তার সম্পর্কে যাচ্ছেতাই লেখা অনৈতিকও বটে। যদি তিনি আত্মহত্যাকারীর কোনো নোট থেকে কিংবা আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো মোটিভ পেয়ে থাকেন তাহলে তিনি নিরাপদেই তা উল্লেখ করতে পারেন। আর যদি পরিষ্কারভাবে কোনো মোটিভ তিনি না পান সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি সেটিই পাঠককে জানিয়ে দেবেন। এর বেশি অনুমান বা আন্দাজ করে কোনো কিছু বলার অধিকার এবং দায়িত্ব কোনোটিই প্রতিবেদকের নেই।

আরেকজন অনুপ্রাণিত হতে পারে বা শিক্ষা নিতে পারে এই আশঙ্কা করে আত্মহত্যার প্রতিবেদনে কীভাবে আত্মহত্যা করা হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জানানো হয় না যে, কোন বিষ বা কোন ওষুধ আত্মহননকারী নিয়েছে, বরং খুব সাধারণভাবে বলা হয় 'বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন' বা 'মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন'। আত্মহত্যার রক্তাক্ত বর্ণনাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

আত্মহত্যার প্রতিবেদন তৈরির সময় সংগ্রহ করা প্রয়োজন এমন তথ্য ও তথ্যসূত্রের তালিকা :

ঘটনা	সূত্র
ক. নাম ও পরিচয় ১. লাশের বর্ণনা	ক. পুলিশ, ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক, হাসপাতাল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব
খ. পদ্ধতি ১. মৃত্যুর কারণ ২. মৃত্যুর আগে-পরের এবং আশে-পাশের বর্ণনা [কখন, কোথায় ও কীভাবে লাশ (অসুস্থ অবস্থায়) উদ্ধার করা হয়েছে]।	খ. পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী
গ. মোটিভ বা কারণ ১. আত্মহত্যাকারীর চিঠি ২. আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, চিকিৎসক, সহকর্মী বা অংশীদারদের বক্তব্য।	গ. পুলিশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, চিকিৎসক।

ওপরে উল্লেখ করা ঘটনার প্রধান তিনটি দিকের যেকোনো একটিকে ফিচার করে প্রতিবেদক আত্মহত্যার সংবাদ সাজাতে পারেন। যদি আত্মহত্যাকারী

www.pathagar.com

ব্যক্তিটির পরিচিতি খুব বেশি না হয় তাহলে আত্মহত্যার মোটিভ বা কৌশল উল্লেখ করে সাধারণত লিড তৈরি করা হয়। কোনো পরিস্থিতিতেই প্রতিবেদক একটি আত্মহত্যার সংবাদকে হালকাভাবে বা হাস্যকরভাবে পরিবেশন করতে পারেন না।

ফলোআপ

ফলোআপ হচ্ছে আগে প্রকাশিত কোনো সংবাদের সর্বশেষ অবস্থা বা পরিস্থিতির বর্ণনা। এ ধরনের সংবাদে প্রতিবেদক ঘটনার সর্বশেষ অবস্থা/পরিস্থিতির বর্ণনা সবার আগে তুলে ধরেন। পাশাপাশি আগের সংবাদের একটি কার্যকর সারসংক্ষেপও তাকে এমনভাবে দিতে হয় যাতে নতুন পাঠকের কাছেও পুরো খবরটি বোধগম্য হয়ে ওঠে। আর এতে আগে যারা সংবাদটি পড়েছিলেন তাদের স্মৃতিও ঝালাই হয়ে যায়। এই সারসংক্ষেপ আগের সংবাদের সঙ্গে পাঠকের যোগসূত্র স্থাপনে সহায়তা করে বলে ইংরেজিতে একে বলা হয় টাই-ব্যাক।

সংবাদ-সূচনার পরে কিংবা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পরই সাধারণত এক অনুচ্ছেদের টাই-ব্যাক দিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য টাই-ব্যাকের দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে বা অবস্থান কোথায় হবে সেসব সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটিমাত্র বাক্য বা বাক্যাংশ কিংবা সংবাদ-সূচনাতেই দিয়ে দেওয়া কয়েকটি শব্দ আগের স্টোরির ডেভেলপমেন্ট কী হলো তা বোঝানোর জন্য যথেষ্ট হতে পারে। যদি ঘটনা বেশ কিছুদিন ধরে চলতে থাকে তাহলে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দিন থেকে টাই-ব্যাকের দৈর্ঘ্য প্রতিদিন আরও সংক্ষিপ্ত হতে থাকে। এর কারণ হচ্ছে, ধরেই নেওয়া হয় যে, একজন পাঠক তিন-চার দিন ধরে একই সংবাদ মিস করতে পারেন না। যদি প্রথম দিন মূল সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার পর বেশ কিছুদিন বিরতি দিয়ে ফলোআপ করা হয় সে ক্ষেত্রে বেশ কয়েক অনুচ্ছেদের টাই-ব্যাক জুড়ে দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে।

ফলোআপ স্টোরি লেখার সময় প্রতিবেদক, যে তথ্যগুলো এরই মধ্যে তার হাতে আছে সেগুলো তো ব্যবহার করেনই, সাথে আবার নতুন কী হলো সেটিও খুঁজে নেন। টাই-ব্যাক যোগ করার প্রসঙ্গটি বাদ দিলে, বলা যায়, সংবাদ লেখার প্রচলিত পদ্ধতিগুলোই ফলোআপ স্টোরি লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

অধিকাংশ ফলোআপ স্টোরি হয়ে থাকে বেশ সংক্ষিপ্ত। যে সংবাদ একবার অধিকাংশ পাঠক পড়েছেন সে সংবাদ যথাসম্ভব ছোট আকারে সংবাদপত্রের মূল্যবান পৃষ্ঠায় স্থান পাবে– এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু বড় সংবাদ, যেমন ঘূর্ণিঝড়

www.pathagar.com

বা জলোচ্ছ্বাসের ফলোআপে ঘটনার পরের দিন যতখানি সম্ভব খুঁটিনাটিসহ বিস্তারিত দিয়ে দেওয়া হয়। যদি কিছু বাদ চলে যায় সে ক্ষেত্রে পরবর্তী ঘটনাসহ পরদিন আবার ফলোআপ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের ফলোআপ দুই-তিন দিন থেকে সপ্তাহ, মাস কিংবা বছর গড়াতে পারে। আমাদের দেশের বিভিন্ন বন্যা বা সিডরের সংবাদ দুর্যোগ চলাকালীন প্রতিদিন তো এসেছেই, এরপরে এসেছে ত্রাণ তৎপরতার ফলোআপ। এখনও মাঝে মাঝে দেখা যায় বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক বা বাঁধ পুনর্নির্মাণ বা পুনর্বাসনসংক্রান্ত সংবাদ, যা ছাপা হয় ঐ দুর্যোগের ফলোআপ হিসেবেই। আবার শারমিন রীমা হত্যা ঘটনার অসংখ্য ফলোআপ হয়েছে, তার হত্যা, হত্যা-পরবর্তী বিচার কার্যক্রম থেকে হত্যাকারীর ফাঁসি এবং ফাঁসি-পরবর্তী ঘটনাগুলোর সংবাদ ঐ হত্যাকাণ্ডের ফলোআপ হিসেবেই পত্রিকায় এসেছে। অনেক সময় কোনো সংবাদ ঘটনার ফলোআপ মূল সংবাদের চেয়েও বড় হয়ে যায়, যেমনটি হয়েছে স্মৃতি কণা বিশ্বাস কিংবা দিনাজপুরের ইয়াসমিনের সংবাদ দুটির ক্ষেত্রে।

ডেভেলপিং স্টোরি নামে আরেক ধরনের সংবাদ আছে যেটি ফলোআপ স্টোরির কাছাকাছি ধরনের সংবাদ কিন্তু ফলোআপ নয়। যদি ঘটনার এমন পরিবর্তন ঘটতে থাকে যে সর্বশেষ ঘটনাটি আসলে কী ঘটবে তা প্রথম সংবাদে কোনোভাবেই বলা সম্ভব না, সে রকম অবস্থায় যে ধরনের সংবাদ দ্বিতীয় দিনের সংবাদপত্রে আসে সেটি ডেভেলপিং স্টোরি। আমাদের সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রথম দিন যেটুকু ফলাফল পাওয়া যায় তা দিয়েই সংবাদপত্র তাদের প্রথম পৃষ্ঠা সাজায়। যদি এমন হয় যে, সেদিন ভোটের রায় কার পক্ষে গেছে তা বোঝা না যায় তবে পরের দিন যে সংবাদটি তৈরি হবে সেটিই ডেভেলপিং স্টোরি।

১৯৯৬-এর আইসিসি ট্রফি টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের সঙ্গে হল্যান্ডের কিংবা কেনিয়ার সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলার সংবাদগুলোর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় দিন খেলার পর সংবাদপত্রগুলো যে সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করেছিল সেগুলো ছিল ডেভেলপিং স্টোরি। অনেকে এ ধরনের স্টোরিকে রানিং স্টোরিও বলেন।

ডেভেলপিং স্টোরির দারুণ উদাহরণ হচ্ছে, মাগুরছড়া গ্যাস অনুসন্ধান কূপের দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার পরদিন থেকে একটানা পত্রিকাগুলো যে প্রতিবেদনগুলো ছেপেছে সেগুলো সবই ডেভেলপিং স্টোরি। প্রতিদিনের পরিবর্তিত পরিস্থিতি বা অবস্থা পাঠককে জানানো হয়েছে ঐ প্রতিবেদনগুলোর মাধ্যমে। চূড়ান্ত ফলাফল না জানায় মানুষের আগ্রহ থেকেছে অটুট। ঘটনাও প্রতিদিন নতুনতর দিকে পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে ডেভেলপিং স্টোরি নির্মাণের

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় শর্ত হয়েছে পূরণ। যেমন– একটি সংবাদপত্রে মাগুরছড়া দুর্ঘটনার প্রথম দিনের সংবাদের সূচনা ছিল :

> এক ভয়াবহ বিস্ফোরণে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃতিক গ্যাস সমৃদ্ধ বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার একটি গ্যাস কূপে আগুন ধরে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি অক্সিডেন্টাল অব বাংলাদেশ লি. এখানে গ্যাস অনুসন্ধান করছিল। গত শনিবার গভীর রাতে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলেও গতকাল রোববার রাত ১১টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আগুন জ্বলছিল। আগুনে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের কূপ খনন যন্ত্রপাতি পুড়ে গেছে। আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপে আশপাশের ১ বর্গকিলোমিটার এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়েছে। আতঙ্কিত লোকজন সরে গেছে এলাকা ছেড়ে। উত্তাপে ঝলসে গেছে আশপাশের গাছপালা, ঘরবাড়ি। মাটি উত্তপ্ত। গ্যাস ক্ষেত্রের পাশে ঢাকা-সিলেট রেললাইনের প্রায় আধ কিলোমিটার এলাকার স্লিপার গলে গেছে। এ পথে রেল চলাচল এবং শ্রীমঙ্গল-কমলগঞ্জ সড়কপথ নিরাপত্তার স্বার্থে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় স্থানীয় প্রশাসন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে। দুর্ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। (ভোরের কাগজ, ১৬ জুন, ১৯৯৭)

দ্বিতীয় দিনের সূচনা ছিল

> মাগুরছড়া গ্যাস ফিল্ডে আকস্মিক বিস্ফোরণে সৃষ্ট ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের তীব্রতা কিছুটা কমেছে। গতকাল আগুনের উচ্চতা ছিল ৩০০ থেকে ৪০০ ফুট, যা প্রথম দিনের তুলনায় অন্তত ১০০ ফুট কম। তবে আগুনের বিস্তৃতি বাড়ার কারণে দাবানল ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা কাটেনি। ইতোমধ্যেই লাউয়াছড়ার প্রায় ৬০০ একর বনাঞ্চল আগুনের তাপে পুড়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসছেন। অগ্নিনির্বাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিদেশি বিশেষজ্ঞরাও আজ এখানে এসে পৌঁছবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এদিকে হাজার হাজার মানুষ গতকাল অগ্নিকাণ্ডের আশপাশে ভিড় জমায়। জ্বালানিমন্ত্রী গতকাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। (ভোরের কাগজ, ১৭ জুন, ১৯৯৭)

তৃতীয় দিনের সংবাদ-সূচনা ছিল

> গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে মাগুরছড়ার চারপাশের এলাকার আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে যায়। বইতে থাকে তুমুল বাতাস। শুরু হয় বজ্রসহ বৃষ্টি। এতে গ্যাস ফিল্ডের অগ্নিকুণ্ড থেকে উৎক্ষিপ্ত আগুনের লেলিহান শিখা যেন আরও বৃদ্ধি পেয়ে গেল।

www.pathagar.com

সঙ্গে ধোঁয়ার কুণ্ডলীও। সবারই অভিমত আগুনের উচ্চতা ও পরিধি আবার যেন একটু বেড়েছে। অবশ্য শনিবার মধ্যরাতে বিস্ফোরণের পর আগুনের যে তীব্রতা ছিল তা সোমবার কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। আগুনের এই হ্রাস-বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে উৎকণ্ঠাও দেখা দেয়। (ভোরের কাগজ, ১৮ জুন, ১৯৯৭)

চতুর্থ দিনের সংবাদ-সূচনা ছিল

মাগুরছড়া গ্যাস কূপের আগুন নেভানোর জন্য বিদেশি বিশেষজ্ঞরা তাদের প্রাথমিক কাজ শুরু করে দিয়েছেন। গ্যাস কূপটির লিজগ্রহীতা বিদেশি কোম্পানি অক্সিডেন্টাল ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন, সড়কপথসহ অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে। ইতোমধ্যে অক্সিডেন্টালের অর্থে প্রজ্বলিত গ্যাস কূপসংলগ্ন নষ্ট হওয়া চা বাগানের জন্য বিকল্প গ্যাস লাইন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। (ভোরের কাগজ, ১৯ জুন, ১৯৯৭)

ডেভেলপিং স্টোরিও একধরনের ফলোআপ, কারণ এখানেও ঘটনার সর্বশেষ অবস্থা/পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়। সাধারণত এ ধরনের সংবাদ নতুন সংবাদ-সূচনা নিয়েই পত্রিকায় আসে, আর পরবর্তী দিনের ঘটনাগুলোর প্রতিই বেশি আলোকপাত করা হয়। আর যদি এমন হয় যে, ঘটনা-পরবর্তী প্রথম-সংস্করণে ঘটনার সম্পূর্ণ সর্বশেষ তথ্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না সে ক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলো 'বুলেটিন' শিরোনাম দিয়ে সাধারণত এক অনুচ্ছেদের সংবাদ ছেপে দেয়। বিস্তারিত তথ্য যে এখনও পাওয়া যায়নি এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে ঘটতে যাচ্ছে বা ঘটেছে পাঠককে সেই ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য এ ধরনের সংক্ষিপ্ত আয়োজন করা হয়।

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয়

সম্পাদনা প্রক্রিয়া, সহ-সম্পাদকের গুণাবলি, সম্পাদনা কৌশল।

সম্পাদনা প্রক্রিয়া

সম্পাদনা কক্ষ অনেক সম্পাদকের মতে, একটি ভালো সংবাদপত্রের হৃৎপিণ্ড। প্রতিবেদকরা যখন সংবাদ লিখে জমা দেন তখন সেগুলোর প্রায় সবই শতকরা একশ ভাগ নির্ভুল থাকে না। ছাপার উপযুক্ত করে তুলতে প্রয়োজন হয় খুব সতর্কতার সাথে সেসব পড়ে ভুলগুলো শুদ্ধ করা। এ ছাড়া পাঠকের সামনে পরিবেশনের উপযুক্ত করে তুলতে সংবাদকে প্রক্রিয়াজাত করার অন্যান্য কাজও করতে হয় সহ-সম্পাদক বা সাব-এডিটরদের। যুক্তরাষ্ট্রে এই সাব-এডিটরদের বলা হয় কপি-এডিটর। খুব ছোট্ট করে বললে, সহ-সম্পাদকরাই সম্পাদনার পুরো প্রক্রিয়াটি নিষ্পন্ন করেন। এ প্রক্রিয়ার মূল ব্যাপারটি হচ্ছে : প্রতিবেদকের জমা দেওয়া প্রতিবেদনের সব রকম ভুল সংশোধন করে প্রতিবেদনটি ছাপার যোগ্য করে তোলা। কিন্তু এই কাজগুলো করতে গিয়ে যৌথভাবে অসংখ্য সমন্বিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় সহ-সম্পাদকদের।

সহ-সম্পাদকরা দিনের শুরুতে বিভিন্ন মাধ্যম, বিশেষ করে সংবাদ সংস্থা থেকে আসা অসংখ্য খবর থেকে কিছু খবর প্রকাশের জন্য নির্বাচন করেন। নিজেদের প্রতিবেদকদের করা খবরগুলোও একেকজন সহ-সম্পাদককে ভাগ করে দেওয়া হয়। এরপর সেসব খবরে রয়ে যাওয়া তথ্য, বানান ও ব্যাকরণের ভুলসহ অন্যান্য সব ধরনের ভুল ও অসামঞ্জস্য সহ-সম্পাদকরা দূর করেন। তারা প্রতিবেদনগুলো থেকে মানহানিকর উক্তি বা বিবৃতি বাদ দেন, ভাষার উন্নতি করেন, সঠিকতা নিশ্চিত করেন, প্রাপ্ত স্থানের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিবেদনটিকে আরও ছোট করেন, সংবাদ শিরোনাম দেন, পত্রিকার পৃষ্ঠা-সজ্জা করেন।

www.pathagar.com

আসলে সংবাদপত্র কার্যালয়ের সংবাদ-সম্পাদনা-কক্ষ একটি শোধনাগার। এই শোধনাগারের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সহ-সম্পাদককে বলা হয় 'লাস্ট চেক পোস্ট অব এ নিউজ পেপার'। তিনিই সর্বশেষ ব্যক্তি যার হাত দিয়ে একটি প্রতিবেদন ছাপা হওয়ার জন্য যায় কম্পিউটার রুমে। তাকে পালন করতে হয় তার সংবাদপত্রের ওয়াচ ডগ-এর ভূমিকা এবং তিনিই হচ্ছেন প্রতিবেদকদের রক্ষাকারী চূড়ান্ত অভিভাবক।

সংবাদপত্রে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে খুব বেশি। এ কারণে একটি সংবাদপত্রের জন্য সহ-সম্পাদনা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যত্নশীল পরিশ্রমের কাজ। একজন প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনে কী লিখতে পারেন, আর কী পারেন না তা নিরীক্ষণ করা থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সব রকমের ভুল সংশোধন করতে হয় সহ-সম্পাদককে। সংবাদপত্রে কোনো ভুল চলে গেলে তার দায় ও দায়িত্ব দুটিই বহন করতে হয় এই সহ-সম্পাদককেই। অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ, দুরূহ আর মূল্যবান ভূমিকা পালন করেন এই সহ-সম্পাদকরা। আসলে, তারাই নির্মাণ করেন প্রতিদিনের সংবাদপত্র। এত সব কাজ করেন সহ-সম্পাদকরা অথচ তাদের কথা জানে না কেউ। একজন প্রতিবেদকের জীবনে অসংখ্যবার হয়তো ছাপা হয় বাইলাইন স্টোরি, একজন সফল প্রতিবেদক তার করা সংবাদের জন্য অসংখ্যবার হয়তো পান অনেক মানুষের বাহবা, কিন্তু সহ-সম্পাদক, যিনি প্রতিটি প্রতিবেদনকে পাঠযোগ্য, যথার্থ ও নির্ভুল করাসহ এত অসংখ্য কাজ করেন তিনি চিরকাল থেকে যান পর্দার অন্তরালে। পত্রিকায় তার নাম ছাপা হয় না কোনোদিন, কোনো টেলিফোন বেজে ওঠে না তার প্রশংসায়, পাঠক তার নামে উচ্চারণ করেন না কোনো মঙ্গলধ্বনি। কিন্তু তাতে থেমে যায় না সহ-সম্পাদকের সাধনা। সংবাদপত্রের এই নিভৃত নায়ক প্রতিদিন সম্পন্ন করেন তার অসামান্য কাজ।

এবার একটু বিস্তারিতভাবে দেখা যাক একটি সংবাদপত্রের সহ-সম্পাদক কী কী দায়িত্ব পালন করেন :

কপি বাছাই করা

সহ-সম্পাদককে যে কাজটি শুরুতেই করতে হয় তা হচ্ছে সংবাদ বাছাই করা। প্রতিদিন একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সংবাদ চ্যানেল থেকে আসে অসংখ্য সংবাদ। এই সব সংবাদের মধ্যে থেকে খুব কমসংখ্যক সংবাদই স্থান পায় পর দিনের সংবাদপত্রে। হাজারো সংবাদের ভিড় থেকে ছাপার যোগ্য কপিগুলো বাছাই করতে হয় সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার সহ-সম্পাদকদের। সংবাদ-মূল্য নির্ণায়ক আর সংবাদ-উপাদান সম্পর্কে ভালো ধারণা একজন সহ-সম্পাদকের জন্য এই

www.pathagar.com

কাজটি সহজসাধ্য করে দেয়। একটি সংবাদপত্রে যে পরিমাণ সংবাদ ছাপা হতে পারে তারচেয়ে একটু বেশি পরিমাণ সংবাদই প্রথম পর্যায়ে বাছাই করেন তারা। এই বাছাই করা সংবাদগুলো চিহ্নিত করার পর শুরু হয় পরবর্তী ধাপের কাজ।

সঠিকতা নিশ্চিত করা

সংবাদ নির্বাচনের পর সহ-সম্পাদকদের মনোযোগ দিতে হয় সংবাদের সঠিকতা নিশ্চিত করার কাজে। সংবাদের সঠিকতা নিশ্চিত করা সহ-সম্পাদকদের জন্য নির্দিষ্ট নানা কাজের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন। প্রথমত তথ্যগত ভুলগুলো তাকে সংশোধন করতে হয়, তারপরে দেখতে হয় ব্যাকরণ বা ভাষাগত ভুল, এমনকি বানান ভুলগুলোও সংশোধন করতে হয় সহ-সম্পাদকদের।

একজন সহ-সম্পাদক প্রতিটি ঘটনার বিস্তারিত খুঁটিনাটি জানবেন এটি আশা করা অন্যায়। কিন্তু তারপরও তাকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রথমে কপি পড়ে দেখতে হয় সহ-সম্পাদককে, কাণ্ডজ্ঞান বা কমনসেন্স কাজে লাগিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে হয় যে, সংবাদটিতে যা কিছু বলা হয়েছে তার সব কিছু যুক্তিসঙ্গত কি না। যদি সন্দেহ হয় তখন যাচাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়ে ওঠে অনিবার্য।

এই যাচাইয়ের কাজটি করতে একজন সহ-সম্পাদককে জানতে হয় মোটামুটি সব কিছু। সব সংবাদ আর ঘটনার প্রেক্ষাপট তাকে মাথায় রাখতে হয়। যদি সব কিছু তিনি মাথায় না রাখতে পারেন সে ক্ষেত্রে তাকে জানতে হয় কোথায় কাঙ্ক্ষিত তথ্যগুলো পাওয়া যেতে পারে তার হদিস। এছাড়া, বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের ব্যাকআপ থাকলেই কেবল একজন সহ-সম্পাদকের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব হয়, সেটি হচ্ছে– সন্দেহজনক প্রতিটি বাক্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই করে নেওয়ার অভ্যাস।

একজন সহ-সম্পাদক দেশের বড় বড় শহর, যে শহরের সংবাদপত্র সে শহরের রাস্তা-ঘাট, বড় বড় ইমারত, নামকরা ব্যক্তি, সরকারি কর্তাব্যক্তিদের ভালো করে জানেন। তার কাছে অথবা নাগালের মধ্যেই থাকবে নানা রকমের অভিধান, মানচিত্র, বিশ্বকোষ, সংবাদপত্রের ক্লিপিং এবং অন্যান্য অসংখ্য রেফারেন্স। প্রায় সব ঘটনার প্রেক্ষাপট জানা থাকা আর অসংখ্য রেফারেন্স কাছে থাকার কারণে সমস্ত রকমের ভুল তিনি শুদ্ধ করতে সক্ষম হন এবং এভাবেই একজন সহ-সম্পাদক তার সংবাদপত্রের শতকরা একশ ভাগ সঠিকতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন। অবশ্য প্রতিবেদক যদি প্রতারণা করার নিয়ত করে সহ-সম্পাদকের কাছে কপি জমা দেন কিংবা যদি সন্দেহ হওয়ার পরও তথ্য যাচাই করতে প্রয়োজন হয় ঘটনাস্থলে যাওয়ার বা সংবাদ-সূত্রের সঙ্গে কথা বলার সে

www.pathagar.com

রকম ক্ষেত্রে সহ-সম্পাদকদের কিছুই করার থাকে না। যাই ঘটুক না কেন, সাধারণত সহ-সম্পাদকরা সন্দেহ হলেই সাথে সাথে সিদ্ধান্ত না নিয়ে যথাযথ প্রক্রিয়ায় যাচাই করে তবেই সংশোধনে মনোযোগী হন।

সংবাদের সঠিকতা নিশ্চিত করতে সহ-সম্পাদককে আরও যা যা করতে হয় তা হচ্ছে :

ব্যাকরণগত ভুল সংশোধন করা

প্রতিবেদকরা প্রতিবেদন লিখেন তাড়াহুড়োর মধ্যে এবং কিছুটা অসতর্কতার জন্য তাদের কপিতে থাকে নানা ধরনের ব্যাকরণগত ভুল। মানসম্মত বাংলা কিংবা ইংরেজিতে সংবাদ যাচ্ছে কি না সেটি দেখার এবং নিশ্চিত করার দায়িত্ব বর্তায় সহ-সম্পাদকদের ওপরেই।

মানহানিকর বক্তব্য পরিহার করা

সহ-সম্পাদকরা এমন সব কিছু থেকেই সংবাদকে মুক্ত করেন যা সংবাদমাধ্যমটিকে মানহানির মামলায় জড়িয়ে ফেলতে পারে। যদি তেমন কিছু ছাপা হয়ও তবে তা যুক্তিসঙ্গতভাবেই করতে হয় তাদের।

সংবাদকে সহজ-সরল করা

সংবাদের সঠিকতা নিশ্চিত করার পর সহ-সম্পাদকদের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিবেদনটিকে যথাসম্ভব সহজবোধ্য করা। একটি সংবাদপত্র পড়েন সাত বৎসরের শিশু থেকে সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ, পাঠশালার গণ্ডি না পেরুনো ব্যক্তিটি থেকে পি.এইচ.ডি.ধারী পণ্ডিত সবাই। সুতরাং সবার উপযুক্ত করতে যথাসাধ্য সরলতার আশ্রয় নিতে হয় সহ-সম্পাদকদের। সহ-সম্পাদকরা একটি কপিতে থাকা সব রকমের কারিগরি শব্দকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করেন কিংবা সেগুলো বদলে সহজ-সাধারণ কোনো শব্দ বসিয়ে দেন।

অসম্পূর্ণতা দূর করা

সহ-সম্পাদকরা সংবাদ পাঠের সময় যদি দেখেন খুব গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় কোনো অংশ বা তথ্য প্রতিবেদক সংবাদটিতে দেননি, তাহলে সম্পূর্ণভাবে তৈরি করে দিতে তারা সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের কাছে প্রতিবেদনটি ফেরত পাঠায়। উল্লেখ্য, সংবাদপত্রে ত্রুটিপূর্ণ প্রতিবেদন ছাপা না হওয়া নিশ্চিত করা যেমন তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত তেমনি কোনো অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন না ছাপানোও তার দায়িত্বের অংশ।

www.pathagar.com

সংবাদ ছোট করা

সংবাদটিতে অপ্রাসঙ্গিক বা অযাচিত কোনো বক্তব্য দেওয়া হয়েছে কি না তা ভালোভাবে বিচার করতে হয় সহ-সম্পাদককে। যদি সে রকম কিছু থাকে তাহলে নির্দ্বিধায় তা বাদ দিয়ে দেন। সংবাদের ভাষা হতে হয় মেদহীন ঝরঝরে। সহ-সম্পাদকরা শব্দের বাহুল্য কমিয়ে কিংবা মাঝে মধ্যে পুরো অনুচ্ছেদ ছেঁটে ফেলে পাঠককে ঋজু-প্রাণবন্ত সংবাদ উপহার দেন। যদি সংবাদ প্রয়োজনের তুলনায় বড় হয়ে গেছে বলে সহ-সম্পাদকের মনে হয় তখন তিনি সংবাদটি ছেঁটে ছোট করে ফেলার অধিকার রাখেন। মাঝে মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলো বাদ দিয়েও তিনি সে কাজ করেন। সংবাদকে যথাযথ দৈর্ঘ্যে সীমিত রাখাও সহ-সম্পাদকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

পত্রিকার স্টাইলের সাথে সংবাদকে খাপ খাওয়ানো

প্রতিবেদকরা অনেকখানি স্বাধীনভাবেই প্রতিবেদন লিখে থাকেন কিন্তু প্রতিটি প্রতিবেদনের বানান, যতিচিহ্ন, ইংরেজির ক্ষেত্রে বড় হরফের ব্যবহার, সংক্ষেপণ ইত্যাদিকে পত্রিকার নিজস্ব স্টাইলের সাথে খাপ খাওয়ানোর দায়িত্বটি সহ-সম্পাদকদের। সংবাদপত্রের ভাষাও অনুসরণ করতে হয় তাদের। সাধু বা চলতি যেকোনো এক ভাষায় উপস্থাপন করা হয় সংবাদ। ইংরেজির ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা হয় একটি নির্দিষ্ট স্টাইল।

মতামত মুক্ত করা

সব রকম মতামত থেকে সংবাদকে মুক্ত করার দায়িত্ব থাকে সহ-সম্পাদকদের। অন্য কারও বক্তব্য কিংবা তথ্যগুলো সাজানোর প্রক্রিয়াটির মধ্যেই প্রতিবেদকের নিজস্ব মতামত বা পত্রিকার সম্পাদকীয় মতামত যেন চলে না যায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয় সহ-সম্পাদকদের।

সংবাদ-সূচনার কার্যকারিতা যাচাই করা

সংবাদ-সূচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি তুলে ধরা হয়েছে কি না, প্রয়োজনীয় সব কথা সংবাদ-সূচনায় আছে কি না কিংবা সংবাদ-সূচনায় যা আছে সব কি প্রয়োজনীয়, সংবাদ-সূচনাটি কি আরও ছোট করা যায়– এই দিকগুলো পরীক্ষা করে প্রতিবেদনের জন্য কার্যকর সূচনা নিশ্চিত করাও সহ-সম্পাদকদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

সংবাদকে পরিশীলিত এবং উন্নত করা

নতুন শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করে কিংবা অপ্রয়োজনীয় শব্দ-বাক্য ফেলে দিয়ে কিংবা একটি অনুচ্ছেদ বা বাক্য পুনরায় লিখে সহ-সম্পাদকরা সংবাদকে

www.pathagar.com

প্রাণবন্ত, গতিশীল এবং আরও উন্নত করার চেষ্টা করেন। সহ্-সম্পাদকদের অনেক সময়ই সংবাদ পুনরায় লিখতে হয়। তবে সম্পাদনা করছেন এমন প্রতিটি সংবাদ পুনরায় লেখা তার জন্য অনুচিত। তাকে প্রতিবেদকের লেখার ধরন বা মৌলিকতা বজায় রাখতে যত্নশীল হতে হয়। অবশ্য যদি অনুচ্ছেদ খুব দীর্ঘ হয় তাহলে সুবিধামতো স্থানে সেটাকে ভেঙে দেওয়া উচিত। খুব বড় সংবাদ হলে উপ-শিরোনাম ব্যবহার করাই ভালো, এতে সবারই পাঠের সুবিধা হয়। অনুচ্ছেদের প্রথম অক্ষরটি বড় করে দিয়ে বা প্রথম পঙ্‌ক্তিটি পুরোটাই মোটা করে দিয়েও উপ-শিরোনামের কাজ সারা যেতে পারে।

কপি চিহ্নিত করা এবং নির্দেশনা দেওয়া

কারিগরি কাজের সুবিধার জন্য সহ-সম্পাদকরা সংবাদের কপির উপরে বিভিন্ন নির্দেশনা চিহ্নিত করেন। সাধারণত প্রথম স্লিপের (কপির একেকটি পৃষ্ঠাকে স্লিপ বলে) মাথায় বাম বা ডান দিকে দুই বা তিন শব্দের স্লাগ (কপির পরিচয় বহনকারী শব্দ বা সংবাদের ডাকনাম) দিয়ে দেন। অনেক পত্রিকার সহ-সম্পাদকরা সংবাদগুলোকে নিয়মিত একই লেবেলে চিহ্নিত করেন : দুর্ঘটনা, ঝড়, বিএনপি ইত্যাদি। এছাড়াও অতিরিক্ত তথ্য, নতুন সংবাদ-সূচনা কিংবা অন্যান্য নির্দেশনা সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সহ্-সম্পাদকদের বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। যেমন : অতিরিক্ত তথ্য আগে পাঠিয়ে দেওয়া স্টোরির সাথে যোগ করতে অতিরিক্ত তথ্যসংবলিত কপিতে লিখতে হয় : অ্যাড বা ইনসার্ট।

অনুবাদ করা

বিদেশি সংবাদ সংস্থাগুলো তাদের সংবাদ পাঠায় ইংরেজি ভাষায়। অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের দেশের জাতীয় সংবাদ সংস্থাগুলোও কেবল ইংরেজিতে সংবাদ পাঠাত। এখন অবশ্য তারা বাংলা ভাষাতেও তাদের সেবা সম্প্রসারিত করেছে। যাই হোক, দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যমে আসা ইংরেজি সংবাদকে বাংলা ভাষার সংবাদমাধ্যমগুলোতে প্রকাশ করতে ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে হয়। আবার বাংলাদেশের ইংরেজি সংবাদমাধ্যমগুলোতেও অসংখ্য বিষয়াদি বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করতে হয়। এ কারণে সহ-সম্পাদকদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো, ইংরেজি থেকে বিভিন্ন সংবাদ বাংলায়, বা বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা।

শিরোনাম দেওয়া

শিরোনামকে বলা হয় সুপার লিড। খবরের মূল কথাটি জানিয়ে তৈরি করা হয় সংবাদ সূচনা বা লিড। আর লিডের মূল কথাটি ন্যূনতম শব্দে তুলে ধরতে হয়

www.pathagar.com

শিরোনামে। লিড যেখানে ন্যূনতম বাক্যব্যয়ে রচিত হয় সেখানে শিরোনাম রচিত হয় ন্যূনতম শব্দ ব্যবহারে অথচ লিডের যা কাজ, যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য শিরোনামেরও তা প্রায় একই রকম।

শিরোনামের প্রথম কাজ হচ্ছে, খুব সংক্ষেপে ও তাৎক্ষণিকভাবে পাঠককে মূল সংবাদটি জানিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় যে কাজটি শিরোনাম দিয়ে হাসিল করার চেষ্টা করা হয় তা হচ্ছে, পাঠক কোন সংবাদটি পড়বেন আর কোন সংবাদটি পড়বেন না, তা বাছাই করতে সহায়তা করা। শিরোনামের তৃতীয় কাজটি হচ্ছে, পাঠকের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তোলা। দোকানের বাইরে সাজিয়ে রাখা পণ্য দেখে তা কিনতে যেমন ক্রেতা আকৃষ্ট হন, তেমনি শিরোনাম দেখিয়ে পাঠককে আকৃষ্ট করার চেষ্টা থাকে সহ-সম্পাদকদের। আর একটি কাজে শিরোনামকে ব্যবহার করা হয়, সেটি হচ্ছে– সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি।

প্রতিটি সংবাদের জন্য এই সুপার-লিড বা সংবাদ-শিরোনাম নির্মাণের দায়িত্ব পালন করতে হয় সহ-সম্পাদকদেরই। পুরো খবরটি পড়ে, সময়ের চাপ থাকলে শুধুই সংবাদ-সূচনা পড়ে সহ-সম্পাদক একটি খবরের শিরোনাম দেওয়ার চেষ্টা করেন। সাধারণত, এই শিরোনামটি তিনি একটি পৃথক কাগজে লিখে সংবাদটির কপির সাথে গেঁথে পাঠিয়ে দেন কম্পোজ সেকশনে।

কোনো সংবাদের শিরোনাম দেখতে কেমন হবে তাও নির্ধারণ করতে হয় সহ-সম্পাদকদের। শিরোনামের পয়েন্ট আর হরফের চেহারা (ফ্রন্ট) পরিবর্তন করে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেন সহ-সম্পাদকরা। শিরোনাম যেহেতু খুব ছোট হয় তাই তার কাঠামোয় বৈচিত্র্য আনার সুযোগ খুব একটা থাকে না। সচরাচর ছয় রকম কাঠামোর শিরোনাম সংবাদপত্রে ব্যবহৃত হয়, সেগুলো নিম্নরূপ :

ক. ক্রস লাইন বা বার লাইন

এক লাইনের এই শিরোনাম এক বা দুই কলাম জুড়ে পত্রিকায় স্থান নেয়। খুব ছোট খবরের ক্ষেত্রে এই ক্রস বা বার লাইন শিরোনাম ব্যবহৃত হয়। খবরটি যে আকারের হরফে ছাপা হয়; অর্থাৎ সংবাদটির বডি-টাইপের চেয়ে সামান্য বড় হয় শিরোনামের টাইপ। মাঝে মাঝে বডি-টাইপের শিরোনাম শুধু মোটা বা বোল্ড করে দিয়ে দেওয়া হয়। যেমন :

<u>ক্রস লাইন শিরোনাম এই রকম</u>

খ. উল্টোপিরামিড

কিছু কিছু শিরোনাম দেখতে উল্টোপিরামিড কাঠামোর মতো। অর্থাৎ পিরামিড উল্টে দিলে যে আকৃতি হয় শিরোনাম দেখতেও হয় সেরকম। যেমন :

www.pathagar.com

উল্টোপিরামিড কাঠামোর
শিরোনাম দেখতে
এই রকম

গ. স্টেপ লাইন বা ড্রপ লাইন

কিছু শিরোনাম দেখতে এমন যেন মনে হয় উপর থেকে ধাপে ধাপে একটি সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। যেমন :

একটি পঙ্ক্তির পর
আরেকটি পঙ্ক্তি যেন
সিঁড়ি এঁকে চলে

ঘ. হ্যাংগিং ইনডেন্ট

কিছু কিছু শিরোনামের প্রথম পঙ্ক্তিটি পরেরগুলো থেকে একটু দীর্ঘ হয় এবং তারপরের পঙ্ক্তিগুলো প্রথম পঙ্ক্তিটি যে জায়গায় শুরু হয়েছে তার থেকে দু'এক হরফ ছেড়ে ডান দিকে ঢোকানো (ইনডেন্ট) থাকে। শিরোনামটি দেখে মনে হয় যেন প্রথম পঙ্ক্তিটি ধরে পরের পঙ্ক্তিগুলো ঝুলে আছে। এই ঝুলে থাকা আর ইনডেন্ট করার দৃশ্যরূপই হচ্ছে শিরোনামের 'হ্যাংগিং ইনডেন্ট' নামকরণের কারণ। যেমন :

ঝুলে থাকা আর ইনডেন্ট
দৃশ্যরূপই হচ্ছে
হ্যাংগিং ইনডেন্ট
নামকরণের
কারণ।

ঙ. ওয়েস্ট লাইন

কিছু কিছু শিরোনাম আছে যার লাইনগুলো সব মিলিয়ে দেখতে মানুষের কোমরের মতো। প্রথম আর তৃতীয় পঙ্ক্তির মাঝের পঙ্ক্তিটি এমন অবস্থানে থাকে যে তিন পঙ্ক্তি মিলে তৈরি হয় মানুষের কোমরের চিত্ররূপ। এই ধরনের শিরোনামকে সেন্টার লাইন কিংবা কটিদেশ শিরোনামও বলা হয়। যেমন :

এই ধরনের শিরোনামকে
সেন্টার লাইন
শি.রোনামও বলা হয়।

www.pathagar.com

চ. ফ্ল্যাশ লেফট

সচরাচর সংবাদপত্রে সবচেয়ে বেশি যে কাঠামোর শিরোনাম দেখা যায় সেটি হচ্ছে ফ্ল্যাশ লেফট। এই কাঠামোর শিরোনামের সব পঙ্ক্তি বাম দিকে একই স্থান থেকে শুরু হয় অর্থাৎ সব পঙ্ক্তি 'লেফট অ্যালাইন' হয়। যে সব ভাষা পড়তে হয় বাম থেকে ডানে সেসব ভাষার সংবাদপত্রের পাঠক সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এই 'ফ্ল্যাশ লেফট' কাঠামোর শিরোনামে।

ফ্ল্যাশ লেফট শিরোনাম
কাঠামো দেখতে
হয় অনেকটা
এই রকম।

সহ-সম্পাদকরা এই কাঠামোর একটু বেশি ব্যবহার করেন আর একটি বিবেচনা থেকে, সেটি হচ্ছে– খুব বেশি দীর্ঘ শিরোনাম না হলে ইউনিট (চিহ্ন সংখ্যা) গণনার প্রয়োজন পড়ে না। প্রয়োজনমতো স্থানে ভেঙে পরবর্তী পঙ্ক্তিতে চলে যাওয়া যায়। সহ-সম্পাদকরা এই সুবিধার কারণে বেশ স্বাধীনভাবে শিরোনাম ছোট-বড় করতে পারেন, যা আরও কার্যকর শিরোনাম লেখায় ভালো অবদান রাখে।

চিত্র সম্পাদনা ও ক্যাপশন রচনা করা

সংবাদপত্রে যেমন ছাপা হয় অক্ষর তেমনি ছাপা হয় ছবি। একটি ছবি নাকি এক হাজার শব্দের চেয়েও বেশি কথা বলে। সংবাদপত্রে ছাপা হওয়া ছবির মধ্যে আছে আলোকচিত্র, নকশা, ইলাসট্রেশন, কার্টুন-ক্যারিকেচার ইত্যাদি। কিন্তু এই ছবি যেভাবে তাদের হাতে এসে পৌঁছায় হুবহু সেভাবেই ছেপে দেওয়া সম্ভব হয় না অধিকাংশ সময়। ছবির বক্তব্য ও মূল ভাব যদি যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে ফুটেও ওঠে তারপরও প্রয়োজন হয় সংবাদের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য ছবিটিকে ছোট বা বড় করার। আর সাথে ক্যাপশন, মানে ছবির পরিচিতি বর্ণনা করে দু'-একটি লাইন লিখে দিতে হয় সহ-সম্পাদকদের। আর যদি ছবিটির বক্তব্য এবং মূল ভাব যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে ফুটে না ওঠে বা তার যদি মানোন্নয়নের সুযোগ থাকে তবে সেই ছবিকে করতে হয় সম্পাদনা, এই ছবি সম্পাদনার কাজটিও সারতে হয় সহ-সম্পাদকদের। তারা ছবির অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে-ছেঁটে ছবিকে কথা বলতে সাহায্য করেন।

মাঝে মাঝে কোনো সংবাদ না ছেপে সংবাদপত্রগুলো কেবল ছবিই ছেপে দেয়। এই ছবির নিচে যে ক্যাপশন থাকে সেটি একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে ছবির পরিচিতি, কাজ করে সংবাদের। ছবি আর ক্যাপশন মিলিয়ে এ ধরনের

www.pathagar.com

'ফটো নিউজ' তৈরির দায়িত্বও একান্তভাবে পালন করতে হয় সহ-সম্পাদকদের।

পৃষ্ঠা-সজ্জা

জ্যেষ্ঠ সহ-সম্পাদক, শিফট-ইন-চার্জ বা বার্তা সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে পৃষ্ঠা-সজ্জার কাজটিও সহ-সম্পাদকদের করতে হতে পারে এবং কিছু কিছু পত্রিকায় তা নিয়মিত করতে হয়। পত্রিকার পৃষ্ঠায় সংবাদগুলো কীভাবে যাবে, অর্থাৎ কোন খবর কোন পাতায়, কত কলামে ছাপা হবে, তার সাথে ছবি গেলে সেটি কত স্থান নেবে, কোন স্থানে তা বসানো হবে ইত্যাদি সিদ্ধান্তগুলো সহ-সম্পাদকদের নিতে হয়। তারা একটি ডামি-শিটে সংবাদ, ছবির স্থান ইত্যাদি নির্দেশ করে কম্পোজ রুমে পাঠিয়ে দেন এবং সে অনুযায়ী ছাপা হয় সংবাদপত্র।

নীতি অনুসরণ করা

প্রতিটি সংবাদমাধ্যমেরই একটি নীতি থাকে। এই নীতিই এক সংবাদমাধ্যম থেকে আরেক সংবাদমাধ্যমকে পৃথক করে চিনতে সাহায্য করে। আসলে নীতির ভিন্নতা থাকে বলেই একাধিক সংবাদমাধ্যমের জন্ম হয়। কোনো কোনো সংবাদমাধ্যম টিকে থাকে সস্তা, চাঞ্চল্যকর, উত্তেজক খবর বিক্রি করে আবার কোনো কোনো সংবাদমাধ্যম অনুসরণ করার চেষ্টা করে সাংবাদিকতার মহত্তম আদর্শ। কোনো সংবাদমাধ্যম নিয়মিত প্রকাশ করে চলে পাপারাৎজিদের তোলা ছবি আবার কোনো কোনো সংবাদমাধ্যম সেসব ছুঁয়েও দেখে না। এসবই একটি সংবাদমাধ্যমের নীতির বিষয়। সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রতিষ্ঠানের নীতি সম্পর্কে সহ-সম্পাদকদের খুব ভালোভাবে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। সংবাদ সম্পাদনার সময় সেই নীতি অনুসরণ করতে হয়, খেয়াল রাখতে হয় সংবাদমাধ্যমের নীতির পরিপন্থী কোনো কিছু সংবাদটিতে যেন লুকিয়ে না থাকে। কিংবা এমন কোনো সংবাদ বা ছবি যেন স্থান না পায় যেটি সংবাদমাধ্যমের নীতিবিরুদ্ধ।

উপরোল্লিখিত প্রতিটি কাজ, প্রতিটি দিন যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হয় সহ-সম্পাদককে। এত কাজ যিনি করেন তার নাম কিন্তু ছাপা হয় না আমাদের সংবাদপত্রে, কোনো পাঠকই তাদের খবর রাখে না। পত্রিকায় ভুল গেলে তারা তিরস্কৃত হন কিন্তু প্রতিদিন নির্ভুল ও দায়িত্বশীল কাজের জন্য তাদের সচরাচর জোটে না কোনো পুরস্কার। তবে অনেক দেশেই আজকাল যারা সংবাদ সম্পাদনা করেন সংশ্লিষ্ট সংবাদের সাথে তাদের নামটি দিয়ে দেওয়া হয়। এমনও দেখা যায় যে, প্রতিবেদনের শুরুতেই যাচ্ছে যিনি সম্পাদনা করেছেন তার নাম, আর সংবাদের শেষে ছাপা হচ্ছে প্রতিবেদকের নামটি। 'আনসাং

www.pathagar.com

হিরো' এই সহ-সম্পাদকদের অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রকাশ্য স্বীকৃতি পরিণামে সাংবাদিকতার সমৃদ্ধিকেই তুলে ধরে।

সহ-সম্পাদকের গুণাবলি

সুশৃঙ্খল ও সন্দেহবাদী মন

সহ-সম্পাদকের কাজের ফিরিস্তি থেকে নিশ্চয় অনুমান করা যায় এত সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হলে কী ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন। সহ-সম্পাদককে 'সব কাজের কাজি' হতে হয় এবং অবশ্যই বেশকিছু বিষয়ে তার থাকতে হয় পাণ্ডিত্য। সহ-সম্পাদকের থাকতে হয় সুশৃঙ্খল মন। তার মনের শৃঙ্খলাই তাকে সহায়তা করে রীতি-নীতি অনুসরণ করতে এবং একটি নির্দিষ্ট ধারাক্রম অনুসরণ করে সংবাদ সম্পাদনা করতে।

সহ-সম্পাদকের মন সুশৃঙ্খল হলেই চলে না, তার মনে সন্দেহের একটি স্থায়ী আবাসও থাকা চাই। সব কিছু সন্দেহ করার একটি বাতিক থাকা চাই তার। সংবাদের যেখানেই সন্দেহ হবে সেখানেই চলবে তার কি-বোর্ড।

বিশ্লেষণ ক্ষমতা

সহ-সম্পাদকের বিশ্লেষণী ক্ষমতাও থাকা চাই। যেকোনো কিছু বিশ্লেষণ করে যাচাইয়ের ক্ষমতা তার থাকতে হবে। তিনি হবেন খুঁটিনাটি বিষয়ের মাস্টার, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি নাম, সম্ভব হলে প্রতিটি শব্দ তিনি তার বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে চ্যালেঞ্জ করবেন।

সহ-সম্পাদকের ক্ষমতা থাকতে হয় সংবাদ থেকে মতামত পৃথক করে ফেলার। সংবাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে মতামত, লৈঙ্গিক ও সামাজিক পক্ষপাতিত্ব; এসব কিছু বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রয়োগ করে শনাক্ত করতে জানতে হয় তাকে। বিচার-বিশ্লেষণ করে যেকোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব শনাক্ত করার ক্ষমতা তার থাকা চাই।

বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার

সহ-সম্পাদকের থাকতে হবে একটি বড় জ্ঞানভাণ্ডার। সব ধরনের, সব বিষয়ের সংবাদই তো তার তল্লাশি চৌকিতে ছাড়পত্র নিতে হাজির হয়। সুতরাং সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ইস্যু আর প্রবণতাগুলো সম্পর্কে তাকে জানতে হয় বেশ ভালোভাবে। জানতে হয় তার নিজের সংবাদ প্রতিষ্ঠান আর তার নীতি

www.pathagar.com

সম্পর্কেও। সহ-সম্পাদকের জ্ঞানভাণ্ডারে থাকতে হয় বই-পুস্তক, নাটক-উপন্যাস, ম্যাগাজিন-রিভিউ ইত্যাদি থেকে শুরু করে আইন ও সরকার পরিচালনা সম্পর্কেও ভালো জানা-শোনা। তার জানা থাকতে হয় খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সম্পর্কে, এমনকি জানতে হয় বিভিন্ন স্থান সম্পর্কেও। রাজনৈতিক আর সামাজিক সম্পর্কগুলোও রাখতে হয় মাথায়। ভূগোল, ইতিহাস, ঐতিহ্য, অর্থনীতি, মানুষের জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কেও তাকে জানতে হয় পর্যাপ্ত পরিমাণ। সবচেয়ে বেশি জানতে হয় নিজের চারপাশ সম্পর্কে।

সময়সচেতনতা

সহ-সম্পাদককে হতে হয় অত্যন্ত সময়সচেতন। সময় হচ্ছে সংবাদ জগতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা। সহ-সম্পাদকের হাতে যখন সংবাদ পৌঁছে তখনো বাকি থাকে অনেক কাজ কিন্তু সময় থাকে খুবই কম। ডেডলাইন অতিক্রম করার আগেই সংবাদ প্রকাশের উপযুক্ত করে ফেলার কাজটি সমাপ্ত করতে তাই সহ-সম্পাদককে সময় সম্পর্কে হতে হয় অত্যন্ত সতর্ক।

ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান

সংবাদের ভাষা আর ব্যাকরণগত ভুল সংশোধনের দায়িত্ব যেহেতু সহ-সম্পাদককেই পালন করতে হয় সেহেতু এ বিষয়ে তার থাকতে হয় সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি দখল। অনেক বড় শব্দভাণ্ডার তার থাকা চাই, চাই সব লেখাকে তার পত্রিকার শৈলী অনুসরণ করেই সংক্ষিপ্ত করার ক্ষমতা। সব মিলিয়ে বলতে গেলে থাকা চাই ভাষার ওপর পরিপূর্ণ দখল।

কল্পনা শক্তি

সহ-সম্পাদকের থাকা চাই সৃজনশীল কল্পনাশক্তি। এর অর্থ, একটি খারাপ সংবাদের মধ্যে ভালো সংবাদের সম্ভাবনা খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা এবং পুনরায় লেখার মাধ্যমে একটি বাজে প্রতিবেদনকে ভালো প্রতিবেদনে রূপান্তরের যোগ্যতা।

সহ-সম্পাদককে হতে হয় 'সুপার রিপোর্টার'। একজন প্রতিবেদকের যে যোগ্যতা তার অতিরিক্ত যোগ্যতা তাকে অর্জন করতেই হয়, নইলে প্রতিবেদকের কপি সংশোধন, উন্নয়ন, সংক্ষেপণ থেকে শিরোনাম লিখে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার নৈতিক অধিকার তার থাকে না।

ধৈর্য ও সহনশীলতা

সহ-সম্পাদকের থাকতে হয় ধৈর্য ও সহনশীলতা। অনেকের সঙ্গে, চাপের মধ্যে কাজ করতে হয় তাকে। একসঙ্গে কাজ করার ইতিবাচক মানসিকতা যেমন তার

www.pathagar.com

থাকতে হয় তেমনি থাকতে হয় ধৈর্য। যেকোনো পরিস্থিতিতে সহনশীল থাকা তার কাজের জন্য খুবই সহায়ক।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বোধ

সহ-সম্পাদকদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বোধ একটু বেশিই থাকতে হয়, কারণ তারা কাজ করেন কাটা-ছেঁড়ার, অর্থাৎ সংশোধনের। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যদি সহ-সম্পাদকের মজ্জাগত না হয় তাহলে তিনি প্রায়ই ভুলে যান যে, তার সংশোধন করা কপি অবশ্যই কম্পোজিটরদের পড়তে পারতে হবে। কম্পোজিটররা যদি যা কিছু সংশোধন করা হয়েছে তার সব বুঝতে না পারেন তাহলে কপি সংশোধন বা মানোন্নয়নের কাজটি একেবারে বৃথা। সুতরাং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বোধটি শানিত হওয়া চাই সহ-সম্পাদকদের।

দ্বিমুখী মন

এই সব কিছুর সাথে সহ-সম্পাদককে হতে হয় দ্বিমুখী মনের অধিকারী। ইংরেজিতে সহ-সম্পাদকের এই গুণটিকে বলা হয় 'বাইফোকাল মাইন্ড'। একদিকে খুঁটিনাটি বিবরণ যাচাই করবেন সহ-সম্পাদক আবার একইসাথে নিমিষের মধ্যে তিনি চলে যাবেন সামগ্রিক ঘটনায় বা বিস্তারিততে। দ্বিমুখী মন হচ্ছে এমন মন 'one that can be shifted instantly from meticulous examination of details to the overall story.'। দ্বিতল লেন্স বা বাইফোকাল লেন্সের কথা আমরা জানি, এই লেন্সের চশমার অধিকারী যেমন কাছের জিনিস দেখতে দেখতে সহসাই চলে যেতে পারেন দূরের কিছু দেখায়, আবার চাওয়া মাত্রই প্রত্যাবর্তন করতে পারেন কাছের দৃশ্যে; তেমনই বাইফোকাল মাইন্ডের অধিকারী সহ-সম্পাদক সংবাদের খুঁটিনাটি যাচাই করতে করতেই তাকাতে পারেন খবরের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে। অবিরামভাবে চলে সহ-সম্পাদকের দ্বিমুখী মনের ব্যবহার।

নিচের সংবাদটি লক্ষ করুন :

গতকাল এক সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে তিনজন শিশু ও একজন মহিলা। নিহতদের নাম লারা (৮), বিপু (১৯), দিশা (৩) ও জিনা (৩৪)।

উপরের সংবাদ-সূচনায় দেখা যাচ্ছে, কোথায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা বলা হয়নি, সহ-সম্পাদক এই ত্রুটি দূর করতে পদক্ষেপ নেবেন। আরও দেখা যাচ্ছে পাঁচজন নিহত হয়েছে বলা হলেও নাম আছে চারজনের, নিহতদের তিনজন শিশু বলা হলেও একজনের বয়স দেওয়া হয়েছে ১৯। খবর পড়তে পড়তেই

www.pathagar.com

তথ্যের স্বল্পতা থেকে ভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্য সব কিছু সংশোধন করতে হবে সহ-সম্পাদককে। এখন যদি তিনি দ্বিমুখী মনের অধিকারী হন তাহলে তিনি ওপরের ত্রুটিগুলো ধরতে পারবেন। একদিকে তিনি প্রাপ্ত তথ্যের দিকে নজর দেবেন, একজনের নাম জিনা না জিনাত তা যাচাই করবেন, অন্যদিকে চিন্তা করে দেখবেন একজনের নাম কি বাদ পড়েছে, নাকি মারা গেছেন চারজন এবং ভুলক্রমে নিহতের সংখ্যা লেখা হয়েছে পাঁচ। সহ-সম্পাদকের এই এক সাথে দুই দিকে মনোনিবেশ করার ক্ষমতা হচ্ছে তার দ্বিমুখী মনের বহিঃপ্রকাশ।

সম্পাদনা কৌশল

সম্পাদনার কাজে একজন সহ-সম্পাদক কোনো নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করেন না। তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আর চর্চা তাকে একটা নিখুঁত ও নির্ভুল সংবাদপত্র নির্মাণে সহায়তা করে। কিন্তু নতুন যারা সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে আসছেন তাদের জন্য ভালো হচ্ছে কাজগুলো ভাগ করে নিয়ে একের পর এক করে যাওয়া। নবীনদের কর্ম পর্যায়গুলো হতে পারে নিম্নরূপ :

ক. পড়া হয়ে যাওয়া পৃষ্ঠাগুলোয় সাথে সাথে নিজের স্বাক্ষর দিয়ে দিন। স্বাক্ষর কোথায় দেবেন তা আপনার অভিরুচি তবে সাধারণত পৃষ্ঠার উপরের দিকের ডান কোণায় স্বাক্ষর দেওয়া হয়।

খ. সংবাদের পরিচয় এবং প্রতিবেদকের নাম লেখা অংশটি বৃত্তাবদ্ধ করে ফেলুন।

গ. কপি চিহ্নিত করুন, কম্পোজিটরদের জন্য নির্দেশনা যেগুলো আছে যেমন– কত পয়েন্টের টাইপ হবে, কত কলাম হবে, কলামের মাপ কেমন হবে ইত্যাদি প্রতিটি নির্দেশনা কপির উপরের বাম কোনায় লিখে ফেলুন। সব নির্দেশকেই বৃত্তাবদ্ধ করুন।

ঘ. পুরো কপি একবার ভালোভাবে পড়ুন, লক্ষ করুন খবরটি সাধারণভাবে বোধগম্য হয়েছে কি না।

ঙ. এবার সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় এমন ভুল, যেমন– ব্যাকরণগত ভুল, শব্দ ব্যবহারে ভুল, যতিচিহ্ন, শৈলী, বানান, তথ্যের অস্পষ্টতা বা সাধারণ ভুল ইত্যাদি সংশোধন করুন।

চ. এবার সংবাদের সঠিকতা নিশ্চিত করতে তথ্য যাচাই করুন, যেসব তথ্যগত ভুল অপেক্ষাকৃত জটিল ধরনের সেসব তথ্য সংশোধনের উদ্যোগ নিন।

www.pathagar.com

ছ. আবার সংবাদটি পড়ে দেখুন। প্রয়োজনীয় সব তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে তো, কোনো অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য ঢুকে যায়নি তো?

জ. আবার সংবাদটি পড়ুন, যদি সম্ভব হয় স্টোরির গঠন উন্নয়নের চেষ্টা করুন। সময় থাকলে সংবাদ-সূচনা, অনুচ্ছেদের গঠন ও অনুচ্ছেদের স্থান আবার বিবেচনা করে দেখতে পারেন, প্রয়োজনমতো পুনঃ সজ্জিত করতে পারেন।

ঝ. এবার যদি সম্ভব হয় সংবাদের লেখার ধরনের উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করতে পারেন।

ঞ. খবরের দৈর্ঘ্য যথাযথ আছে কি না পরীক্ষা করুন।

ট. এবার কপি পড়ে দেখুন যে, সাবলীলভাবে খবরটি পড়া যায় কি না, খেয়াল করুন সব সংশোধন স্পষ্ট ও যথাযথভাবে করা হয়েছে কি না।

ঠ. সংবাদটির শিরোনাম দিন এবং প্রকাশের জন্য ছেড়ে দিন।

www.pathagar.com

সাংবাদিকতার পরিভাষা

অ্যাড (Ad)

বিজ্ঞাপন-এর ইংরেজি হচ্ছে Advertisement, আর এই অ্যাডভারটাইজমেন্ট-এর সংক্ষিপ্তরূপ হচ্ছে অ্যাড।

অ্যাড (Add)

মূল সংবাদের সঙ্গে বাড়তি কোনো অংশ সংযুক্ত করার জন্য কম্পোজিটর বা কম্পিউটার অপারেটরদের প্রতি নির্দেশকে অ্যাড বলে।

অ্যাডোব ফটোশপ (Adobe Photoshop)

খুব শক্তিশালী ইমেজ-এডিটিং কম্পিউটার প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের সাহায্যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আলোকচিত্র সম্পাদনা করা যায়।

অ্যাডভান্স (Advance)

ভবিষ্যতে যে বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে সে সংক্রান্ত আগাম প্রতিবেদন। কোনো অবহেলার কারণে কোথাও একটা দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা নিয়ে সংবাদ হলে তাকেও আমরা আগাম বা অ্যাডভান্স সংবাদ বলতে পারি।

এএফপি (AFP)

Agence France Presse (এজেন্সে ফ্রেন্স প্রেসে)-এর সংক্ষিপ্তরূপ–এএফপি। এটি ফরাসি স্বায়ত্তশাসিত সংবাদ সংস্থা। ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই এএফপি'র ব্যুরো অফিস আছে ১৫০টি দেশে, সংবাদ প্রচার করে ছয়টি ভাষায়।

এএম (AM)

সকালের কাগজ।

www.pathagar.com

অ্যাঙ্গেল (Angle)

বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদ উপস্থাপন বা পরিবেশন করা। একটি সংবাদ-কাহিনি নানা অ্যাঙ্গেল বা দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশন করা যায়। প্রতিবেদক তার পত্রিকা সংগঠনের নীতি অনুসারে কোনো সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ বা অ্যাঙ্গেল থেকেই সাধারণত প্রতিবেদন তৈরি করে থাকেন।

অ্যানিমেশন (Animation)

কম্পিউটার প্রোগ্রামের সাহায্যে তৈরি করা স্থিরচিত্রগুলোকে সামান্য নড়াচড়া করে মায়াময় করে তোলা যায়। সংরক্ষিত স্থিরচিত্রগুলো যখন ধারাবাহিকভাবে প্রদর্শিত হয় তখন এগুলোর সঞ্চালন এত দ্রুত হয় যে, মনে হয় ছবিগুলো খুব সাবলীলভাবে চলাফেরা করছে। এই সঞ্চালনশীল স্থিরচিত্রকেই বলা হয় অ্যানিমেশন।

এপি (AP)

ইংরেজি Associated Press (অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)-এর সংক্ষেপ, বিশ্বের বৃহত্তম সংবাদ সংস্থাগুলোর একটি 'এপি' ১৮৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক সংবাদ সংস্থা।

আর্ট (Art)

সংবাদমাধ্যমের সব ধরনের চিত্রকর্মকে আর্ট বলে।

অ্যাসাইনমেন্ট (Assignment)

সাংবাদিককে দেওয়া নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্বকে অ্যাসাইনমেন্ট বলে। যেমন– একজন প্রতিবেদককে নির্বাচনী খবর সংগ্রহের জন্য নির্বাচন কমিশনে যেতে বলা হলে তা হবে তার অ্যাসাইনমেন্ট।

ব্যাংক (Bank)

কোনো শিরোনামের নিচের ভাগকে ব্যাংক বলে। অর্থাৎ শিরোনামের একাধিক অংশ থাকলেই কেবল নিচের অংশটিকে ব্যাংক বলে অভিহিত করা যায়।

ব্যানার (Banner)

প্রথম কলাম থেকে শুরু করে ন্যূনতম ষষ্ঠ থেকে অষ্টম কলাম পর্যন্ত বিস্তৃত মোটা হরফে সজ্জিত শিরোনামকে ব্যানার বলে। ব্যানারকে বাংলায় ফলাও শিরোনাম বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

বারলাইন (Barline)

এক লাইনের সংবাদ শিরোনামকে বারলাইন বলে।

বিট (Beat)

একজন প্রতিবেদক যে সুনির্দিষ্ট এলাকা বা বিষয়ের উপর নিয়মিত সংবাদ সংগ্রহ করে প্রতিবেদন তৈরি করেন সেই নির্দিষ্ট এলাকা বা বিষয়কে ঐ প্রতিবেদকের বিট বলে। এটা প্রতিবেদকদের অ্যাসাইনমেন্টের একটি অংশ। আবার প্রতিপক্ষ সংবাদমাধ্যমের আগেই কোনো সংবাদ ঘটনা প্রচার করাকেও বিট বলা হয়।

বিএফ (BF)

বোল্ড কিংবা ব্ল্যাক ফেস টাইপ।

বাইন্ডার লাইন (Binder line)

বড় বা একটি কেন্দ্রীয় বিষয়ের উপর কয়েকটি প্রতিবেদন থাকলে এক পঙ্ক্তিতে কয়েকটি বড় অক্ষরে শিরোনাম দেওয়া হয়, এই শিরোনামকে বলে বাইন্ডার লাইন। যেমন– 'সারাদেশে একুশ উদ্‌যাপিত' বড় করে দেওয়া এই শিরোনামের নিচে সারাদেশের একুশ উদ্‌যাপনের খবর ছাপা হলে শিরোনামটিকে বলা হবে বাইন্ডার লাইন।

ব্লাংকেট (Blanket)

মুদ্রণ যন্ত্রের একটি অংশের নাম ব্লাংকেট। এটি হচ্ছে প্রাকৃতিক বা সিন্থেটিক রাবারের তৈরি একটা চাদর যা মুদ্রণ যন্ত্রের সিলিন্ডারের চারপাশে মোড়ানো থাকে। মুদ্রণ যন্ত্র চালু করলেই তেল-পানি মাখানো লেখা ও ছবিগুলোর ছাপ উল্টোভাবে গিয়ে পড়ে ওই রাবার ব্লাংকেটে। আবার সেই ব্লাংকেটটি একটি ঘুরপাক খেতেই স্বাভাবিকভাবে লেখা ও ছবির ছাপ পড়ে নিউজপ্রিন্ট বা কাগজের গায়ে; যা আমরা পরে পড়ে ও দেখে থাকি।

ব্লাইন্ড ইন্টারভিউ (Blind interview)

যে ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকারদাতার নাম দেওয়া হয় না।

ব্লক (Block)

কোনো ধাতব বা কাঠের প্লেটের উপর খোদাই করে বক্তব্য, কোনো মানুষ বা জীব-জন্তুর ছবি বা অন্য কোনো নকশা অঙ্কনকে ব্লক বলে।

www.pathagar.com

ছবির প্রতিরূপ উৎপাদনের ব্যবস্থায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তি চলে আসায় সংবাদপত্র জগতে ব্লকের মাধ্যমে ছবি তৈরি করার রীতি প্রায় অচল হয়ে গেছে। তবে কাপড়ে ব্লক প্রিন্ট করতে এখনো কাঠের ব্লক তৈরি করা হয়।

ব্লোআপ (Blow-up)

ছবি বড় করাকে ব্লো-আপ বলে।

বডি টাইপ (Body type)

যে টাইপ বা হরফে সাধারণ সংবাদ-কাহিনির শরীর নির্মাণ করা হয় তাকে বডি টাইপ বলে।

বয়েল ডাউন (Boil down)

সংবাদের কপি কাটছাঁট করাকে বয়েল ডাউন বলে।

বোল্ড ফেস বা বোল্ড (Bold face or Bold)

তুলনামূলকভাবে মোটা টাইপ বা হরফকে বোল্ড ফেস বা বোল্ড বলে। শিরোনাম বা উপ-শিরোনাম প্রভৃতির উপর গুরুত্বারোপ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বোল্ড টাইপ ব্যবহার করা হয়।

বর্ডার (Border)

বাক্সবন্দি করার উদ্দেশ্যে সংবাদপ্রতিবেদন, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির চারদিকে দেওয়া দাগ বা রেখা।

বক্স (Box)

ছোট অথচ কোনো মজাদার বা শোকাবহ সংবাদ-কাহিনির চারপাশে রুল টেনে অর্থাৎ রেখাবেষ্টিত করে দেওয়াকে বক্স বলে। আর রেখাবেষ্টিত সংবাদ-কাহিনিকে বক্স-স্টোরি বলে। একে বক্স আইটেম-ও বলা হয়।

ব্রেক (Break)

যে স্থানে একটি সংবাদ প্রতিবেদন ভেঙে অন্য কলাম বা পাতায় চলে যায় সেই স্থানকে ব্রেক বলে। আবার কোনো ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার সময়কেও 'ব্রেক' নামে নির্দেশ করা হয়।

www.pathagar.com

বুলেটিন (Bulletin)

সংবাদকক্ষে শেষ মুহূর্তে আসা কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদকে বুলেটিন বলে। সংক্ষিপ্ত সরকারি ঘোষণা বা ইশতেহারকেও বুলেটিন বলে।

বাই-লাইন (By-line)

প্রকাশিত কোনো সংবাদ বা বিবরণীর উপরিভাগে প্রকাশিত ওই সংবাদ লেখক বা প্রতিবেদকের নাম। প্রতিবেদকের নাম সংবলিত সংবাদকে বাই-লাইন প্রতিবেদন বলে।

ক্যাপস (Caps)

ইংরেজি পত্রিকার ক্ষেত্রে 'ক্যাপিটাল হবে' (বড় অক্ষরে লিখতে হবে)– এই নির্দেশের সংক্ষিপ্তাকার।

ক্যাপশান (Caption)

সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনো নকশা কিংবা ছবির পরিচিতি বা ব্যাখ্যা।

ক্যাচ লাইন (Catch line)

কোনো সংবাদ, বিশেষত সংবাদ সংস্থাগুলোর পাঠানো সংবাদের শীর্ষে এক-দুই শব্দের সাহায্য ওই সংবাদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়। ঐ সংক্ষিপ্ত পরিচিতিকে ক্যাচ লাইন বলে।

সিজিও (CGO)

ইংরেজি বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ, পুরোটি হচ্ছে 'ক্যান গো ওভার'। কোনো কপি চূড়ান্তভাবে ছাপার উপযুক্ত আছে, যেকোনো মুহূর্তে তা ছাপানো যায় বোঝাতে 'সিজিও' ব্যবহৃত হয়।

সার্কাস মেক-আপ (Circus Make-up)

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা সজ্জায় নির্দিষ্ট কোনো মেক-আপ-শৈলী অনুসরণ না করে বিভিন্ন আকৃতির, বহু শিরোনামসমৃদ্ধ, এলোমেলো মেক-আপকে সার্কাস মেক-আপ বলে।

ক্লাসিফাইড অ্যাড (Classified Ad)

সংবাদপত্রে ছোট ছোট এমন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় যা শুধু ছোট ছোট হরফ ও শ্রেণিবদ্ধ বিষয়ের সংমিশ্রণে তৈরি, এ ধরনের

www.pathagar.com

বিজ্ঞাপনকেই ক্লাসিফাইড অ্যাড বলে। বাড়ি ভাড়া, ফ্ল্যাট বিক্রয়, পাত্রী চাই প্রভৃতি শিরোনামে একসাথে প্রকাশিত ভেতরের পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনগুলো হচ্ছে ক্লাসিফাইড অ্যাড-এর উদাহরণ। এ ধরনের বিজ্ঞাপনে বড় ধরনের অক্ষর বা অন্যকোনো ধরনের বাহারি প্রদর্শন (ডিসপ্লে) থাকে না।

কম্পোজিং রুম (Composing Room)

যে কক্ষে সংবাদপত্রের আইটেমগুলো কম্পিউটারে প্রক্রিয়াজাত করা হয়।

কম্পোজিটর (Compositor)

যে ব্যক্তি কম্পিউটারে কম্পোজের কাজটি করেন।

কপি (Copy)

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের জন্য তৈরি করা বিষয়াদিকে সব পর্যায়েই কপি বলে।

কপি রিডার (Copy Reader)

বার্তাকক্ষের মানুষ, ইনি কপি পাঠ ও সম্পাদনা করেন, শিরোনাম দেন। আসলে সহ-সম্পাদককেই অনেক দেশে কপি রিডার বলে, তবে বাংলাদেশে সহ-সম্পাদকদের মধ্যে যারা প্রতিবেদকদের কপি দেখেন তাদের কপি রিডার আর অন্যদের সাব-এডিটর বলার চল আছে।

করিসপনডান্ট (Correspondent)

যে শহর থেকে সংবাদমাধ্যমটি মূল কাজগুলো করে তার বাইরে থাকা সংবাদমাধ্যমটির প্রতিনিধিদের করসপনডেন্ট বলা হয়। আবার স্টাফ করসপনডেন্ট বলতে কেন্দ্রীয় অফিসে কাজ করেন এমন প্রতিবেদককেও বোঝায়।

কাভার (Cover)

কোনো সংবাদ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ কিংবা কোনো সংবাদ ঘটনা বা কাহিনির জন্য দায়িত্ব নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি/পরিবেশন করাকে কাভার করা বলা হয়।

www.pathagar.com

ক্রেডিট লাইন (Credit line)

সংবাদপত্রে সংবাদ ও ছবি আসে বিভিন্ন চ্যানেলে। ছবির নিচে বা সংবাদ-কাহিনির শুরুতেই সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের নাম উল্লেখ করা হয়। সংবাদ চ্যানেলের নামোল্লিখিত পঙ্‌ক্তিটিকেই ক্রেডিট লাইন বলে। শিরোনামের পরে প্রতিবেদনের শুরুতে 'নাটোর, ২৬ মে (বাসস)'। এরকম যে পঙ্‌ক্তিটি থাকে সেটিই ক্রেডিট লাইন।

ক্রপিং (Cropping)

সংবাদমাধ্যমের ছবিকে কাটছাঁট করে প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট করাকে ক্রপিং বলে।

ক্রস লাইন (Cross line)

শীর্ষ ও নিচের লাইন বা পঙ্‌ক্তি থেকে ভিন্ন শিরোনামাংশ। তিন লাইনের শিরোনামের প্রথম এবং তৃতীয় লাইন থেকে যদি মধ্যের লাইনটি দেখতে ভিন্ন হয় তবে সেটিকে ক্রস লাইন বলে।

ক্রুসেড (Crusade)

সুনির্দিষ্ট বিষয় বা ইস্যুকে ভিত্তি করে কোনো সংস্কার বা উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের আন্দোলন বা প্রচার অভিযানকে ক্রুসেড বলে। যেমন– মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরিয়ে আনতে অনেক সংবাদমাধ্যমই প্রচারমূলক কাজ বা ক্রুসেড শুরু করেছে।

কাব (Cub)

সাংবাদিকতা পেশায় একেবারে নবীন শিক্ষার্থী বা প্রবেশনারি সাংবাদিককে কাব বলে।

কাট (Cut)

পুরনো পদ্ধতিতে তৈরি ছবিকে কাট বলে। অর্থাৎ ছবি, নকশা ইত্যাদির ব্লককে কাট বলে।

কাট অফ (Cut off)

কাগজের একাংশ থেকে অন্য অংশকে আলাদা দেখাতে কলামের কোথাও আড়াআড়ি দেওয়া রেখা বা রুল।

www.pathagar.com

কাটিংস (Cuttings)

পত্রপত্রিকা থেকে কোনো বিষয় বা ব্যক্তিত্বের উপর প্রকাশিত প্রতিবেদন কেটে তা সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের কাজকে কাটিংস বলে। যুক্তরাষ্ট্রে এই একই কাজের নাম ক্লিপিংস।

ডাটা ব্যাংক (Data bank)

কম্পিউটারে রক্ষিত তথ্য বা উপাত্তের সংগ্রহশালাকে ডাটা ব্যাংক বলে।

ডেট লাইন (Date line)

সংবাদের শুরুতে সংবাদের উৎসস্থান ও ঘটনার তারিখ সংবলিত পঙ্ক্তিকে ডেট লাইন বলে। বাংলাদেশে সাধারণত অস্থানীয় সংবাদের ক্ষেত্রেই স্থান ও তারিখ উল্লেখ করা হয়। যেমন : 'নাটোর, জানুয়ারি ৩০...' এটি হচ্ছে ডেট লাইন।

ডেড লাইন (Dead line)

যে চূড়ান্ত সময়সীমার মধ্যে (বিশেষত মধ্যরাতে) সংবাদ-কাহিনি বা ভাষ্য লেখা শেষ করতে হবে কিংবা কোনো সংবাদ-কাহিনি বা ভাষ্য কম্পোজিং বিভাগে কম্পোজ করার জন্য গৃহীত হবে বলে যে চূড়ান্ত সময় নির্ধারিত থাকে, সেই চূড়ান্ত সময়সীমাকে ডেড লাইন বলে।

ডেক (Deck)

ডেক হচ্ছে শিরোনামের অংশবিশেষ। বিশেষত মূল শিরোনামের সহায়ক ওপরের অংশ।

ডিসপ্লে অ্যাডস (Display ads)

এটা হচ্ছে সাধারণত বড় ধরনের বা আকারের বিজ্ঞাপন, যাতে বিভিন্ন নকশা, চিত্র বা ছবি থাকে। এসব ডিসপ্লে অ্যাডস সাধারণত বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোই সরবরাহ করে। ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন, চেহারায় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপনের বিপরীতধর্মী।

ডিসপ্লে টাইপ (Dispaly type)

সাধারণত বড় আকারের টাইপ বা হরফকে ডিসপ্লে টাইপ বলে। বড় টাইপগুলোর অবয়ব বিভিন্ন আকারে ও সুন্দর করে তৈরি করা থাকে।

www.pathagar.com

ডট (Dot)

ছাপাছাপির জগতে হাফটোন প্লেটে ছবি পুনরুৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত যে ফোঁটা বা উপাদান।

ডবল ট্রাক (Double truck)

এক পৃষ্ঠায় পরিণত সংলগ্ন দুটি পৃষ্ঠা।

ড্রপ লেটার (Drop letter)

অপেক্ষাকৃত বড় আকারের হরফ যা কোনো সংবাদ-কাহিনি বা ভাষ্যের প্রথম অক্ষর হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং এই হরফ নিচের দিকে দুই থেকে তিন-চার লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ড্রপ লেটার দিয়ে বাক্য শুরু করলে দেখতে সুন্দর লাগে।

ডামি (Dummy)

সংবাদপত্রের কোনো পৃষ্ঠার জন্য লে-আউট বা পরিকল্পনার নকশাকে ডামি বলে।

ইয়ার্স (Ears)

সাধারণত প্রথম পৃষ্ঠার দুই কোনায় অর্থাৎ পত্রিকার নামফলকের দু'পাশে ছাপা হওয়া অপেক্ষাকৃত ছোট বিজ্ঞাপন বা অন্যকোনো কাজের জন্য রাখা জায়গা।

এডিশন (Edition)

সামান্য হলেও পার্থক্য নিয়ে প্রকাশিত প্রতিটি মুদ্রণ বা ছাপাকে একেকটি এডিশন বলে। যেমন- মেইল এডিশন, সকালের এডিশন, এক্সট্রা এডিশন ইত্যাদি।

ইএম বা এম (Em)

একই পয়েন্টের এমন হরফ যা পাশে ও লম্বায় সমান জায়গা দখল করে। আগের দিনের বর্ণমালায় ইংরেজি বড় হাতের M অক্ষরটি এমনভাবে তৈরি হতো যা আড়ে-পাশে সমান ছিল। এছাড়া ১২ পয়েন্টের সমান পরিমাপের একটি স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট হচ্ছে এম। একে পাইকা 'এম'ও বলে। আবার 'মাটন'ও বলে।

www.pathagar.com

এমবার্গো (Embargo)

কোনো সংবাদ-কাহিনি, বিশেষ করে সরকারের তথ্যবিবরণী, নির্ধারিত সময়সীমার আগে প্রকাশিত হবে না জানিয়ে জারি করা বিধি-নিষেধকে এমবার্গো বলে।

ইএন বা এন (En)

এম (Em)-এর অর্ধেক জায়গা দখলকারী হরফকে ইএন বা এন বলে। এটা 'নাট' হিসেবেও পরিচিত।

এক্সক্লুসিভ (Exclusive)

হাতে গোনা এক-দুইটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত কোনো বিশেষ সংবাদ-কাহিনিকে এক্সক্লুসিভ স্টোরি বলে। বাংলায় একে একান্ত সংবাদ বলা হয়।

ফেস (Face)

সংবাদমাধ্যম ব্যবহার্য মুদ্রাক্ষরের আকৃতি। আবার ফেস হচ্ছে কোনো টাইপ বা মুদ্রাক্ষর অথবা প্লেটের একটা অংশ, যা কাগজে ছাপ সৃষ্টি করে।

ফ্যাক্স (Fax)

ফ্যাক্সিমিলির সংক্ষেপ ফ্যাক্স। অপেক্ষাকৃত পুরাতন প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বার্তা ও চিত্র দেওয়া-নেওয়া করা যায়। এতে প্রয়োজন পড়ে বার্তা আদান-প্রদানকারী দুইজনেরই একটি ফ্যাক্স মেশিন ও টেলিফোন সংযোগ। ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে কম্পিউটারের সাহায্যেও ফ্যাক্স করা যায়।

ফিচার (Feature)

কোনো ঘটনার বিশেষ দিককে ওই ঘটনার ফিচার বলে। আবার বিশেষভাবে উপস্থাপিত সংবাদ প্রতিবেদনকেও ফিচার নামে অভিহিত করা হয়।

ফাইল (File)

টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, ফ্যাক্স, ই-মেইল ইত্যাদি যেকোনো মাধ্যমে সংবাদ পাঠানো।

www.pathagar.com

ফিলার (Filler)

সংবাদপত্রের কোনো পৃষ্ঠার ছোট একটি স্থান পূরণের জন্য ব্যবহৃত ছোট সংবাদ বা তথ্যাদি।

ফ্ল্যাগ (Flag)

প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত সংবাদপত্রের নামকে ফ্ল্যাগ বলে, একে নেমপ্লেটও বলা হয়।

ফ্ল্যাশ (Flash)

কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ঘটনার সর্বপ্রথম প্রাপ্ত ত্বরিত সংক্ষিপ্তাকারের বিবরণী। মাত্র সামান্য কয়েকটা শব্দে এ ধরনের জরুরি খবর সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়।

ফোল্ড (Fold)

সংবাদপত্রের মাঝের ভাঁজ। সংবাদপত্র পড়ার জন্য সোজাভাবে ধরলে ঠিক মাঝে যে ভাঁজটি পড়ে সেটিই ফোল্ড।

ফলো কপি (Follow copy)

কপির ওপরে লেখা নির্দেশ। এর অর্থ মূল কপি দেখুন। সাধারণত কোনো বড় অংশ উল্টা-পাল্টা টাইপ করা হলে বা কোনো বানান ভিন্নভাবে বা অপ্রচলিত ঢঙে মূল কপিতে লেখা থাকলে যদি তা যথাযথভাবে কম্পোজ করা না হয় তখন এই নির্দেশ দেওয়া হয়।

ফলিও (Folio)

সংবাদপত্রে পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠা নাম্বারকে ফলিও বলে।

ফোলো (Folo)

Follow, এই ইংরেজি শব্দের সংক্ষেপ।

ফন্ট (Font)

মুদ্রাক্ষরের আকার ও শৈলী।

ফটোগ (Fotog)

Photographer-এর সংক্ষেপ।

www.pathagar.com

ফলোআপ (Followup)

কোনো প্রকাশিত সংবাদের পরবর্তী ঘটনার প্রতিবেদন বা সংবাদকে ফলোআপ বলে। একে কোনো বড় সংবাদ-কাহিনির পরিপূরক সংবাদও বলা যায়।

ফ্রিল্যান্স (Freelance)

ফ্রিল্যান্স হচ্ছেন এমন একজন সাংবাদিক যিনি কোনো সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নন, তবে তিনি বেশ কিছু সংবাদ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় প্রদায়ক হিসেবে কাজ করে থাকেন।

এফ ওয়াই আই (F Y I)

ইংরেজি 'ফর ইউর ইনফরমেশন'– এই বাক্যের সংক্ষেপ।

গসিপ কলাম (Gossip Column)

শীলব্রত বা সেলিব্রেটিদের ব্যক্তিগত জীবনের নানা মানবিক দুর্বলতা, ভুল-ত্রুটি নিয়ে লেখা কলাম।

গ্রাফ (Graf)

Paragraph-এর সংক্ষেপ।

হাফ টোন (Half tone)

স্ক্রিন ব্যবহারের মাধ্যমে অক্ষর বা অক্ষরগুলোর মধ্যে সাদা-কালোর একটা শেড বা আভা ফুটিয়ে তোলা যায়। এই শেড বা আভা বা বিন্দুর বৈপরীত্যই হচ্ছে হাফ টোন। সংবাদপত্রে ছবি পুনরুৎপাদনের জন্য একসময় এই হাফ টোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো।

হ্যান্ড আউট বা তথ্য বিবরণী (Handout)

প্রকাশের স্বার্থে সরকারের তথ্য বিভাগ বা অন্যকোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাঠানো সংবাদ বিবৃতি।

হ্যাংগিং ইনডেন্ট (Hanging indent)

এ হচ্ছে একাধিক পঙ্‌ক্তির শিরোনাম অথবা অনুচ্ছেদে পঙ্‌ক্তি বসানোর একটি কায়দা। কিছু কিছু শিরোনামের প্রথম পঙ্‌ক্তিটি পরেরগুলো থেকে একটু দীর্ঘ হয় এবং তার পরের পঙ্‌ক্তিগুলো প্রথম পঙ্‌ক্তিটি যে জায়গায় শুরু হয়েছে তার থেকে দু'এক হরফ ছেড়ে ডান

www.pathagar.com

দিকে ঢোকানো (ইনডেন্ট) থাকে। শিরোনামটি দেখে মনে হয় যেন প্রথম পঙ্‌ক্তি ধরে পরের পঙ্‌ক্তিগুলো ঝুলে আছে। এই ঝুলে থাকা আর ইনডেন্ট করার দৃশ্যরূপ এই হচ্ছে হ্যাংগিং ইনডেন্ট নামকরণের কারণ।

হোল্ড (Hold)

প্রস্তুতকৃত কোনো কপির ওপর 'হোল্ড' এই কথাটি লিখে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, লেখাটি প্রস্তুত হলেও আপাতত প্রকাশিত হবে না, সুতরাং আটকে রাখুন।

হট নিউজ (Hot news)

অপ্রত্যাশিত চাঞ্চল্যকর বা গুরুত্বপূর্ণ খবর, গরম খবর।

হিউম্যান ইন্টারেস্ট স্টোরি (Human interest story)

কোনো সংবাদে মানুষের আবেগকে বিশেষ সংবেদনশীল করে তোলা হলে ওই সংবাদকে মানবিক-আবেদনঋদ্ধ সংবাদ বা হিউম্যান ইন্টারেস্ট স্টোরি বলে। এ ধরনের সংবাদ পড়ে পাঠক মনে মনে ভাবে, এটা তো আমারও হতে পারে বা আমার ক্ষেত্রেও তো এমনটি ঘটতে পারে!

ইনডেক্স (Index)

এর বাংলা পরিভাষা সূচিপত্র। পত্রিকার অন্যান্য পৃষ্ঠায় যেসব খবর বা অন্যান্য বিষয়াদি ছাপা হয় সেগুলোর ইনডেক্স বা সূচিপত্র প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

ইনসার্ট (Insert)

কোনো প্রধান সংবাদ-কাহিনির অঙ্গীভূত করার উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বিষয় অথবা ঘটনাকে সেই সংবাদ-কাহিনির মাঝে বিশেষভাবে সন্নিবেশিত করাকে ইনসার্ট বলে।

ইন্টারনেট (Internet)

ইন্টারনেট হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের একটি বৈশ্বিক সংস্করণ। তথ্য ও যোগাযোগকে সহায়তা করার জন্য সারাবিশ্ব জুড়েই অসংখ্য কম্পিউটার একটির সাথে অন্যটি যুক্ত থেকে নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। আর ইন্টারনেট হচ্ছে ঐ কম্পিউটার নেটওয়ার্কগুলোর

www.pathagar.com

নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কে যুক্ত যেকোনো দুইটি কম্পিউটার পরস্পরের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক একেবারে বিশ্ব টেলিফোন নেটওয়ার্কের অনুরূপ।

ইটালিক (Italic)

এ হচ্ছে পত্রিকার পাতায় ব্যবহার্য বাহারি ধরনের হরফগুলোর একটি যা ডান দিকে একটু হেলে বা ঝুঁকে থাকে। বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোনো খবরকে তুলে ধরতে অথবা পত্রিকার পাতায় বর্ণগুলো বিশিষ্ট করে তুলে ধরতে ইটালিক হরফ ব্যবহার করা হয়।

জার্গন (Jargon)

সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিচিত নয় এমন শব্দ দিয়ে তৈরি বাক্যকে সাংবাদিকতায় জার্গন বলে। একে অপভাষাও বলা হয়। অনেক সাংবাদিক এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে চান, যদিও সংবাদমাধ্যমে অর্থহীন শব্দ ও বাক্য প্রয়োগের কোনো অবকাশ নেই।

জাম্প (Jump)

এক পৃষ্ঠায় স্থানসংকুলান না হলে অন্য পৃষ্ঠায় একই সংবাদের অবশিষ্টটুকু স্থানান্তর করা হয়, এই প্রক্রিয়াকে জাম্প বলে।

জাম্প হেড (Jump head)

জাম্প করা সংবাদ-অংশের ওপরে দেওয়া শিরোনামকে জাম্প হেড বলে।

জাম্প লাইনস (Jump lines)

সংবাদের জাম্প করা অংশকে খুঁজে পেতে '৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন', 'এরপর পৃষ্ঠা-১', '৬ পৃ. ক. দ.' ইত্যাদি লেখা পঙ্‌ক্তি।

কিকার (Kicker)

ছোট এক পঙ্‌ক্তির শিরোনাম। মাঝে মাঝে নিচে দাগানো থাকে। প্রধান শিরোনামটির ওপরে ঠিক মাঝামাঝি বা বাম ঘেঁষে এই শিরোনামের অবস্থান। সচরাচর প্রধান শিরোনামের অর্ধেক আকৃতির হরফে মুদ্রিত হয়। একে হেমার (Hammer)-ও বলে।

www.pathagar.com

কিল (Kill)

কম্পোজ করা হয়ে গেছে এমন কোনো সংবাদ-কাহিনিকে পরিত্যাগ করার নির্দেশকে কিল বলে। অর্থাৎ কোনো কারণে কোনো সংবাদ-কাহিনির পুরোটা বা আংশিক বাদ দেওয়ার নামই হলো কিল।

লে আউট (Lay out)

লে আউট হচ্ছে সহ-সম্পাদকের পেন্সিলে আঁকা সংবাদপত্রের একটি ছক বা নকশা, যা অনুসরণ করে মেকআপ-ম্যান পত্রিকার পৃষ্ঠা সাজায়।

এলসি (LC)

Lowercase-এর সংক্ষেপ।

লিড (Lead)

কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত কোনোদিনের প্রধান সংবাদ-কাহিনি। সেই সংবাদটি সেদিন অন্যান্য খবরের তুলনায় বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। উল্লেখ্য, কোনো সংবাদ-কাহিনি তার নিজ গুণেই শীর্ষ সংবাদে পরিণত হয়। আবার সংবাদ বিবরণীর প্রথম এক বা দুই-তিন অনুচ্ছেদকেও লিড বলা হয়।

লিডার (Leader)

সংবাদপত্রের প্রধান বা প্রথম সম্পাদকীয়কে লিডার বলে। লিডার হচ্ছে কোনো সংবাদ-ঘটনা সম্পর্কে কোনো পত্রিকার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি।

লিডারেট (Leaderett)

সংবাদপত্রের দ্বিতীয় সম্পাদকীয়কে লিডারেট বলে।

লেগম্যান (Lagman)

যে ব্যক্তি সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকেন মাত্র, কোনোকিছু লিখেন না, তিনি লেগম্যান হিসেবে পরিচিত। লেগম্যান প্রতিবেদন তৈরিতে প্রতিবেদককে সাহায্য করেন।

লাইবেল (Libel)

সাংবিধানিক রক্ষাকবচের আওতায় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত হলেও কোনো সংবাদপত্রই উদ্দেশ্যমূলক বা ইচ্ছাকৃত, এমনকি

www.pathagar.com

অনিচ্ছাকৃতভাবেও কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অথবা কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোনো বিদ্বেষ বা মানহানিকর কথা বলতে বা লিখতে পারে না। মানহানিকর বিবৃতি অপলেখ বা লাইবেলের শামিল। লাইবেলের অভিযোগে সংশ্লিষ্টজন বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান কোনো সংবাদমাধ্যম বা তার সম্পাদক অথবা প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করতে পারেন।

লবস্টার শিফট বা ট্রিক (Lobster shift or Trick)

সংবাদমাধ্যমের সারাদিনের কর্মকাণ্ড সম্পাদনের কাজ কয়েক পালায় বিভক্ত থাকে। এই পালাগুলোর শেষেরটিকে বলা হয় লবস্টার শিফট বা ট্রিক।

লোকালাইজ (Localize)

কোনো সংবাদ নির্মাণের সময় স্থানীয় দৃষ্টিকোণের ওপর গুরুত্বারোপ করা। সংবাদে স্থানীয় প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকলে তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে স্টোরি নির্মাণ করাকে লোকালাইজ বা স্থানীয়করণ করা বলা হয়।

লগ (Log)

প্রধান প্রতিবেদক ও নগর সম্পাদকদের অ্যাসাইনমেন্ট বইকে লগ বলে। এই বইতে প্রতিবেদকদের কাকে কোন দায়িত্ব দেওয়া হলো তা লেখা থাকে।

মেক-ওভার (Make-over)

নতুন আসা সংবাদের স্থান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সজ্জিত পৃষ্ঠার পুনর্বিন্যাস।

মেক-আপ (Make-up)

কাহিনি, ছবি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সংবাদপত্রের আধেয়সমূহ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত করা।

মাস্টহেড (Masthead)

সাধারণত প্রথম পৃষ্ঠার ওপরের দিকে থাকা সংবাদপত্রের নামকে মাস্টহেড বলে। অনেকে বলেন, এই বলাটা একেবারেই ভুল। বরং সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার প্রধান সম্পাদকীয় বা লিডারের ওপরে প্রথম পৃষ্ঠার

www.pathagar.com

তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে মুদ্রিত সংবাদপত্রের নামটিই মাস্টহেড।

মাস্ট (Must)

এ হচ্ছে এমন একটি সম্পাদকীয় আইটেম বা লেখা যা পরের দিন অবশ্যই প্রকাশিত হবে। অবশ্য প্রকাশযোগ্য খবরের শিরোনামের পাশে সম্পাদক বা তার পক্ষ থেকে 'মাস্ট' কথাটা লিখে দেওয়া হয়। এমন আইটেম যথাশীঘ্র সম্ভব প্রকাশিত হয়।

মিনিঅন (Minion)

সাত পয়েন্টের টাইপকে মিনিঅন বলে।

মোডেম (Modem)

Modulator-Demodulator-এর সংক্ষেপ হচ্ছে মোডেম। বার্তাকে ইলেকট্রনিক ইম্পালস ও ইলেকট্রনিক ইম্পালসকে বার্তায় রূপান্তরকারী যন্ত্র।

মোর (More)

আরও তথ্য আছে, কপি অসমাপ্ত রয়েছে, এ রকম ইঙ্গিতকে মোর বলে। বিশেষত সংবাদ সংস্থায় অসমাপ্ত কপির নিচে মোর কথাটি লেখা থাকে।

মর্গ (Morgue)

সংবাদ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রেফারেন্স ফাইল ও অন্যান্য তথ্য রাখার স্থানকে মর্গ বলে।

মাগশট (Mugshot)

মানুষের কাঁধ থেকে মাথা পর্যন্ত ছবি। সাধারণত কাউকে গ্রেফতারের পর পুলিশ যে ছবি তোলে।

নেম প্লেট (Name plate)

সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার সবার ওপরে বিশেষ হরফে মুদ্রিত সংশ্লিষ্ট খবরের কাগজের নামকে নেমপ্লেট বলে।

www.pathagar.com

নিউজ পেগ (News peg)

যে বিষয় বা ভাবকে কেন্দ্র করে, যে ওজর বা ছুঁতোর ছলে সম্পাদকীয় বা ফিচার লেখা হয় তাকে নিউজ পেগ বলে।

নিউজপ্রিন্ট (Newsprint)

সাধারণত যে মান বা ধরনের কাগজে সংবাদপত্র ছাপা হয়।

ননপেরিল (Nonpareil)

ছয় পয়েন্টের টাইপ।

অবিট (Obit)

Obituary-এর সংক্ষেপ।

অফসেট প্রিন্টিং (Offset Printing)

একধরনের ছাপার পদ্ধতি যেখানে রাবারের রোলারের ওপরে প্লেটের প্রতিচ্ছবি নেয়া হয় এবং তারপর রাবার রোলারের ছাপা মুদ্রিত হয় কাগজে।

অফ দ্য রেকর্ড (Off the record)

মুখে বলা হলেও 'ছাপা যাবে না' এমন আহ্বান বা অনুরোধকে বলে অফ দ্য রেকর্ড। বিশেষত সংবাদ-সূত্র কোনো প্রতিবেদককে কোনো ঘটনা প্রসঙ্গে অনেক কথা বললেও কিছু কিছু অংশ তার ব্যক্তিগত বা পেশাগত কারণে প্রকাশ করতে চান না, এই প্রকাশ নিষিদ্ধ কথাগুলোকে অফ দ্য রেকর্ড তথ্য বলা হয়।

অপ-এড (Op-Ed)

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার বিপরীত পৃষ্ঠা যেখানে মতামত, কার্টুন ও অন্যান্য সম্পাদকীয় বিষয়াদি ছাপা হয়।

পেস্টআপ (Pasteup)

অফসেট প্রেসের ক্যামেরার জন্য পৃষ্ঠা তৈরির পদ্ধতি। শিরোনাম, সংবাদের কায়া, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি ডামি অনুসরণ করে সেলুলয়েড-এ (বাংলাদেশ, কখনো কখনো সেলোফিন কাগজে) লাগানোর কাজ।

পাই (Pi)

তালগোল পাকানো টাইপ।

www.pathagar.com

পাইকা (Pica)

১২ পয়েন্ট মাপের মুদ্রাক্ষরকে পাইকা বলে।

পিক্স (Pix)

ছবি বা পিকচারের সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে পিক্স। একে 'কাট'-ও বলে।

প্লেট (Plate)

ধাতব পাত। ক্যামেরার সাহায্যে এই পাতের উপরে বিন্যস্ত পৃষ্ঠার উল্টো ছবি নেওয়া হয়।

প্লে আপ (Play up)

কোনো সংবাদকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষক করে উপস্থাপন করা।

পি.এম. (P.M.)

বিকালের কাগজ।

পয়েন্ট (Point)

মুদ্রাক্ষর বা হরফ পরিমাপের একককে পয়েন্ট বলে। এক পয়েন্ট হচ্ছে এক ইঞ্চির ৭২ ভাগের এক ভাগ।

পলিসি স্টোরি (Policy story)

যে সংবাদ-কাহিনিতে কোনো ইস্যু/প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের অবস্থান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকাশ পায়।

প্রুফ (Proof)

কোনো লেখার কম্পোজকৃত প্রাথমিক মুদ্রিত কপি, যা সংশোধন, ব্যাকরণ ও ভাষাগত খুঁটিনাটি অনুসন্ধানের জন্য মুদ্রিত হয়।

প্রুফ রিডার (Proof Reader)

যিনি কপি কম্পোজ হওয়ার পর কপির বিভিন্ন ভুল সংশোধন করেন।

পিটিআই (P.T.I.)

প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া। বৃহত্তম ভারতীয় সংবাদ সংস্থা। দশ জন সংবাদমাধ্যম প্রতিনিধি ও চারজন বিশিষ্ট নাগরিক নিয়ে এর পরিচালনা পরিষদ গঠিত

www.pathagar.com

পাফ (Puff)

সংবাদ বিবরণীতে মন্তব্যধর্মী সম্পূরক বক্তব্য।

পুট টু বেড (Put to bed)

ছাপার উপযুক্ত কপিগুলোকে নির্দিষ্ট স্থানে তালাবদ্ধ করে রাখা।

রয়টার (Reuter)

পল জুনিয়র রয়টার প্রতিষ্ঠিত ব্রিটেনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা। প্রুশিয়ার ইহুদি বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী রয়টার লন্ডনের ফ্লিট স্ট্রিটে ১৮৫১ সালে এই সংবাদ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন।

কিউ অ্যান্ড এ (Q and A)

Question and Answer-এর সংক্ষেপ, প্রশ্ন ও উত্তর সংবলিত কপিকে 'কিউ অ্যান্ড এ' বলা হয়। হুবহু মুদ্রিত সাক্ষাৎকার বা কথোপকথন।

কুইআরি (Query)

সংবাদপত্রকে করসপনডেন্টের পাঠানো প্রশ্নসমূহ বা করসপনডেন্টের কাছে সংবাদপত্রের পাঠানো প্রশ্নসমূহ।

কোট (Quote)

Quotation-এর সংক্ষেপ, যার অর্থ উদ্ধৃতি।

রেল রোড (Rail Road)

জরুরি মুহূর্তে সতর্ক সম্পাদনা না করেই প্রকাশের জন্য সংবাদ পাঠিয়ে দেওয়া।

র‍্যাম (RAM)

Random Access Memory-এর সংক্ষেপ। র‍্যাম হচ্ছে কম্পিউটারের ডাটা সংরক্ষণের সবচেয়ে প্রচলিত ধরন। র‍্যামের সাহায্যে কম্পিউটার পরিচালনা প্রোগ্রাম ও ডাটায় সরাসরি প্রবেশ করা যায়।

রিজিগ (Rejig)

কোনো সংবাদ-কাহিনি লেখার পরও নতুন তথ্য আসতে পারে যা ওই কাহিনির সাথে সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন হয়। অথবা কাহিনি লেখার

www.pathagar.com

পরও তথ্যগত ও কাঠামোগত ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। এসবের সামঞ্জস্য বিধানের নামই হচ্ছে রিজিগ।

রিলিজ (Release)

আগে তৈরি করে সংবাদাদি না ছাপতে দিয়ে ধরে রেখে পরবর্তী উপযুক্ত কোনো সময়ে ছাপার জন্য ছেড়ে দেওয়াকে রিলিজ বলে।

রিটাচিং (Retouching)

কোনো ফটোগ্রাফ বা সেই ফটোগ্রাফের নেগেটিভ বা পজিটিভের মধ্যে তুলির সাহায্যে আঁচড় কেটে সুন্দর করে তোলার প্রয়াসকে রিটাচিং বলে। আজকাল কম্পিউটারে ইমেজ এডিটিং প্রোগ্রামের সাহায্যে এ কাজ করা হচ্ছে।

রিরাইটিং (Rewriting)

একজন প্রতিবেদকের সম্পাদনা বিভাগে জমা দেওয়া লেখা সহ-সম্পাদকের কাছে এলোমেলো মনে হতে পারে। সেই সংবাদ-কাহিনির বিষয়বস্তুকে অক্ষুণ্ন রেখে তা নতুন করে সাজিয়ে লেখার নামই রিরাইটিং বা পুনঃলেখন। এতে কপি আরও পাঠযোগ্য ও আঁটসাঁট হয়। টেলিফোনে নেওয়া তথ্য সাজিয়ে লেখা বা প্রতিযোগী সংবাদমাধ্যমে ছাপা হওয়া, বাদ পড়া সংবাদ পুনরায় সাজিয়ে প্রকাশযোগ্য করাকেও রিরাইটিং বা পুনঃলেখন বলে।

রিম (Rim)

যে টেবিলে বসে বার্তা সম্পাদক বা পালা প্রধানের নেতৃত্বে সহ-সম্পাদকরা কপি সম্পাদনার কাজ করেন সেই অশ্বক্ষুরাকৃতি টেবিলের বাইরের পিঠ।

রুল (Rule)

সংবাদপত্রের পাশাপাশি কলামগুলোর মধ্যবর্তী রেখা।

রানিং স্টোরি (Running story)

যে সংবাদ-কাহিনি পর্যায়ক্রমে কিছুদিন ধরে সংবাদপত্রে ছাপা হয় সেগুলোকে রানিং স্টোরি বলে। আবার যখন কোনো স্টোরিকে খণ্ড খণ্ড করে কম্পোজের জন্য কম্পোজ রুমে পাঠানো হয়, তখন সেই স্টোরিকেও রানিং স্টোরি বলে।

www.pathagar.com

সেক্রেড কাউ (Sacred cow)

সংবাদ বা প্রোমোশনাল বিষয়াদি, যেগুলো বিশেষ ট্রিটমেন্টে ছাপার জন্য প্রকাশক বা সম্পাদক পরামর্শ দেন।

স্ক্যানার (Scanner)

একে Optical Character Reader (OCR)-ও বলে। এটি প্রথমে লিখিত বা মুদ্রিত ম্যাটারকে ইলেকট্রনিক ইমপালস-এ রূপান্তর করে এবং তাকে পরবর্তী সময়ে ব্যবহারের উপযুক্ত করে বা কম্পিউটারে ঢুকিয়ে দেয়।

শিডিউল (Schedule)

অ্যাসাইনমেন্টসমূহের তালিকা।

স্কুপ (Scoop)

স্কুপ হচ্ছে একটি মাত্র সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত কোনো প্রতিবেদকের একান্ত নিজের তৈরি সংবাদ। এক্সক্লুসিভের সাথে স্কুপের পার্থক্য এখানে যে, এক্সক্লুসিভ হাতে গোনা দুই-তিনটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয় আর স্কুপ প্রকাশিত হয় কেবল একটি সংবাদমাধ্যমেই।

স্ক্রিমার (Screamer)

দৃষ্টি আকর্ষক ফলাও শিরোনাম।

স্ক্রিন (Screen)

সংবাদপত্রের জন্য ব্যবহার্য কোনো ছবির পুনরুৎপাদনের জন্য ডট বা ফোঁটা সংবলিত কাচের ঝালর বা জালকে স্ক্রিন বলে।

সেকেন্ড ফ্রন্ট (Second Front)

সংবাদপত্রের নিয়মিত পাতার অতিরিক্ত যে বিশেষ পাতাগুলো সংযুক্ত হয় তার প্রথম পৃষ্ঠা।

শিট (Sheet)

সংক্ষিপ্ত সংবাদসমূহ।

শর্টস (Shorts)

তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত সংবাদ।

www.pathagar.com

সাইড বার বা সাইড স্টোরি (Side bar or side story)

মূল সংবাদ ঘটনার সঙ্গে কিছু কিছু ছোটখাটো ঘটনা জড়িয়ে থাকে। এই সমস্ত ঘটনা প্রায়ই মানবিক-আবেদনঋদ্ধ হয়। মূল সংবাদের পাশাপাশি প্রকাশিত এই সব পার্শ্ব-সংবাদকে সাইড বার বলে।

স্কেড (Sked)

দুই-তিন ভাঁজ করা শিডিউল।

স্ল্যান্ট (Slant)

কোনো সংবাদ-কাহিনিতে বিশেষ কোনো অংশের ওপর গুরুত্বারোপ বা সংবাদে থাকা বিশেষ ঝোঁক।

স্ল্যাগ (Slug)

কোনো সংবাদ-কাহিনিকে প্রথম দর্শনেই চেনা বা বোঝার জন্য সংবাদ বিবরণীর ওপর দু'এক শব্দের নির্দেশক নামকে স্লাগ বলে। সংবাদ-কাহিনিকে চেনার জন্য ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত (ডাক) নাম।

স্ন্যাপ (Snap)

খুব সংক্ষিপ্তাকার অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদবার্তাকে স্ন্যাপ বলে। এক অনুচ্ছেদে এই সংবাদ আসে।

সব-স্টাফ (Sob-Stuff)

এমন সংবাদ প্রতিবেদন, যার সাহায্যে পাঠকের আবেগে ঘা দিয়ে কাঁদানোর চেষ্টা করা হয়।

সক (Soc)

Society-এর সংক্ষেপ।

স্পাইক (Spike)

যে সংবাদ কপির কোনো দরকার নেই সেগুলোকে বা অনুবাদ হয়ে যাওয়া কপিগুলোকে যে ধাতব শলাকায় বিদ্ধ করা হয় তাকেই স্পাইক বলে।

স্প্ল্যাশ (Splash)

কোনো সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় কোনো নির্দিষ্ট দিনে বিশেষভাবে ছাপা প্রধান সংবাদ প্রতিবেদনকে স্প্ল্যাশ বলে।

www.pathagar.com

স্কুইব (Squib)

খুব সংক্ষিপ্ত সংবাদ।

স্টেট (Stet)

কপি সম্পাদনায় ব্যবহৃত শব্দ, এর অর্থ আগে যা ছিল তাই থাক বা মূল বহাল থাক। ভুলক্রমে কোনো সংশোধনী চিহ্ন দিলে বা কিছু বাদ দিলে তা বহাল রাখার নির্দেশনা Stet.

স্ট্রেট নিউজ (Straight News)

সাদামাটা বা সরলভাবে উপস্থাপিত সংবাদ-কাহিনি।

স্ট্রিমার (Streamer)

একেবারে পুরো পৃষ্ঠাজুড়ে ছাপা হওয়া শিরোনাম। প্রতিটি স্ট্রিমারই ব্যানার কিন্তু সব ব্যানার স্ট্রিমার না, কারণ স্ট্রিমার অবশ্যই আট কলাম বিস্তৃত হবে কিন্তু ছয় থেকে আট কলাম বিস্তৃত সব শিরোনামই ব্যানার।

স্ট্রিং (String)

খাতায় খবরের কাগজের কাটিং বা ক্লিপিং লাগানো।

সাব-হেড (Sub-head)

বডি টাইপের চেয়ে ভিন্ন চেহারার শিরোনাম যা শিরোনামের পরে বডির মধ্যের অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদসমূহকে পৃথকভাবে চেনাতে ব্যবহৃত হয়।

ট্যাবলয়েড (Tabloid)

সংবাদপত্র যে আকৃতি/আকারের কাগজে ছাপা হয় সেই ব্রডশিট আকারের অর্ধেক আকারকে ট্যাবলয়েড বলে। সাধারণত পপুলার সংবাদপত্রগুলো এই ট্যাবলয়েড সাইজের কাগজে ছাপা হয়। এর আনুমানিক সাইজ হচ্ছে ১৬ বাই ১২ ইঞ্চি।

টেক (Take)

কম্পোজ করা কপির অংশ বিশেষকে টেক বলে।

থার্টি (Thirty/30)

শেষ বা সমাপ্ত বোঝাতে কপির শেষে থার্টি বা অঙ্কে সংখ্যাটি লেখা হয়।

www.pathagar.com

টাই-ব্যাক বা টাই-ইন (Tie-back or tie-in)

প্রতিবেদনের সেই অংশ যা পাঠককে আগের ঘটনা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য সংযুক্ত করা হয় বা ঘটনার সর্বশেষ চড়তি-পড়তির আগের তথ্য।

টিপ (Tip)

কোনো খবর সম্পর্কে প্রাপ্ত আভাস বা ইঙ্গিতকে টিপ বলে। একে এক টুকরো তথ্যও বলা যায়। এই সূত্র ধরে কোনো বড় সংবাদ-কাহিনি রচিত হতে পারে।

টিআর (Tr)

Transpose-এর সংক্ষেপ। এর অর্থ, স্থান পরিবর্তন করুন।

ট্রিম (Trim)

সংবাদ প্রতিবেদনের দৈর্ঘ্য হ্রাস করা।

টাইপো (Typo)

'টাইপোগ্রাফিক্যাল এরর'-এর সংক্ষেপ। কম্পোজের ভুল।

ইউ.সি. (U.C.)

Uppercase-এর সংক্ষেপ। 'বড় হাতের অক্ষর' বোঝানো হয়।

আপডেটিং (Updating)

কোনো ঘটনার প্রতিবেদন পাঠিয়ে দেওয়ার পর সে ঘটনার ফলো-আপ থাকলে প্রথমে পাঠানো কপির সাথে নতুন তথ্য যুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তাতে তা যোগ করা হয়। এই কাজটিকেই বলে আপডেটিং।

ইউ. পি. আই. (U. P. I.)

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদ সংস্থা United Press International-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইউ.পি.আই.। ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউপিএ ১৯৫৮ সালে ইউপিআই হিসেবে কাজ শুরু করে। একসময়ের প্রতাপশালী এই সংবাদ সংস্থাটি ১৯৮২ সাল থেকে ক্রমশ ছোট হতে থাকে।

ডাব্লিউ. এফ. (W. F.)

Wrong font-এর সংক্ষেপ। ভুল বা অযথার্থ আকারের বা শৈলীর হরফ নির্দেশ করতে ডাব্লিউ.এফ. ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আর রাজী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ের শিক্ষক। পড়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে। তিনি স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস-এ নবিশ প্রতিবেদক হিসেবে আর রাজীর সাংবাদিকতা জীবন শুরু। এরপর কাজ করেছেন দৈনিক *প্রথম আলো*, *আজকের কাগজ*, *যায়যায়দিন প্রতিদিন*, *আমাদের সময়* ইত্যাদি সংবাদপত্রে।

ভাষাচিত্র থেকে তার প্রকাশিত অন্য আরেকটি বই–
সাংবাদিকতা: দ্বিতীয় পাঠ।

প্রচ্ছদ ■ সব্যসাচী হাজরা